রত্নগিরি।

আশা—প্রতীক্ষা।

প্রথম পর্ব্ব।

"সুচ্ছিদ্রঃ ছিদ্রয়তন্যং খলঃসূচীব দুর্ম্মুখঃ।
গুণবান্ সূত্রবৎ সাধু পরছিদ্রাণিলুম্পতি॥"

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দেব ও শ্রীগুণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রণেতা।

কলিকাতা।

পাড়া, ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

চৈত্র—১২৮৮ সাল।

দান পত্র।

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান অমূল্যকৃষ্ণ দেব

ও

শ্রীমান গুণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

পরম কল্যাণবরেষু—

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবস্য
শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ।

প্রিয় অমূল্য ও গুণেন !

ঈশ্বর করুন, বিদ্যার বিমল আলোকদীপ্ত পবিত্র দিব্যধামে বিচরণ করিয়া অক্ষয় যশোকিরীট শিরোদেশে ধারণ কর। কিন্তু আমার একটী বচন ভুলিও না। যেখানে থাকিবে, যেরূপ অবস্থায় থাকিবে, "রত্নগিরি" যেন তোমাদের ভবিষ্যজীবনের উচ্চতর উন্নতিসোপানের একমাত্র পথপ্রদর্শকরূপে অবস্থান করিতে পারে! প্রবল-বাত্যাসংক্ষুব্ধ ভীষণ সংসারসাগরে অথবা আনন্দ লহরীপূর্ণ জীবনের শান্তিময় কুঞ্জকাননে,—ভ্রমণ করিতে করিতে নিয়তি বিধানে যথায় প্রক্ষিপ্ত হইবে, আমার "রত্নগিরি" যেন তোমাদের শান্ত্বনা ও শিক্ষার সামগ্রী হইয়া চিরকালের জন্য অধিষ্ঠাতা দেবরূপে তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থকারেরা স্ব স্ব রচিত গ্রন্থ আপনাপন প্রিয় পাত্রকে উৎসর্গ বা উপহার দিয়া মনোভিলাষের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি সে পদ্ধতি অবলম্বন করিলাম না; এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকার তোমাদিগকে নিঃস্বার্থভাবে প্রদান করিলাম। তোমাদের বয়োধর্ম্ম বশতঃ "রত্নগিরি" এখন তোমাদের পক্ষে অতি নিরস বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু বৎস! সংসারের কূটনীতির সহিত যখন তোমাদিগকে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তখন তোমরা তোমাদের কোমল হৃদয়কে কখনই উদ্বেলিত হইতে অবসর প্রদান করিও না; সহিষ্ণুতার দৃঢ়বন্ধনে তাহা তোমরা কঠোররূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিও,—এই গ্রন্থের মূলমন্ত্র সেই সময় অহর্নিশি ধ্যান করিতে থাকিও,—পবিত্র আদেশ অনুসরণ করিতে কোনক্রমেই পরাঙ্মুখ হইও না। তাহাতে তোমাদের সর্ব্ব-কামনাই সুসিদ্ধ হইবে। দেখিও বৎস! ভুলিও না;—সেই মূলমন্ত্র—আশা—প্রতীক্ষা! ২৮শে চৈত্র, ১২৮৮।

অনুরোধ পত্র।

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু ফকীরচাঁদ বসু দেব

সুহৃদবরেষু—

প্রিয় ডাক্তার মহাশয়!

আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিয়া থাকেন, তাহাতে আমার পুত্রদিগের প্রতি সেইরূপ ভাব প্রদর্শন করিবেন, তাহা আশা করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই অসম্ভব নহে। আমার "রত্নগিরি" তাহাদের করে সমর্পণ করিলাম। ইহার মূল তত্ত্ব এখন তাহাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ হইলেও আপনার সার উপদেশক্রমে কালবশে তাহা অনেকাংশেই সহজ বোধগম্য হইতে পারিবে। দেখিবেন, সে উপদেশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। অধিক নহে, যদি বালকেরা বিস্মৃত হইয়া যায়, আপনি এই গ্রন্থের মূল মন্ত্রটী তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। মূলমন্ত্র—আশা—প্রতীক্ষা!

কলিকাতা।
শোভাবাজার, রাজবাটী
২৮শে চৈত্র, ১২৮৮।

আপনার প্রিয়স্বদস্য
শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবস্য।

প্রথম পর্ব্বের নির্ঘণ্ট পত্র।

——০——

বৃত্তান্ত। পৃষ্ঠা।

রত্নগিরি।

আশা—প্রতীক্ষা।

প্রথম পর্ব্ব।

প্রথম স্তবক।

১১৬৮।

পাঠক মহাশয়। বহুদিনের পর এই তূলক-তন্তু-নিষ্পেষিত ক্ষুদ্র পত্রিকার দ্বারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। প্রায় একযুগ পূর্ব্বে "এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!" নামে একখানি নবসাজ-সজ্জিত নবন্যাস হস্তে লইয়া আপনার সহিত প্রথম আলাপ করা হইয়াছিল। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিচায়ক আমাদিগকে আপনার নিকট সুপরিচয়ে পরিচিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি না, তাহাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমরা কোনপ্রকারে আপনার চিত্ত-রঞ্জন করিতে পারিয়াছি কি না, আপনিই তাহা মনে মনে জানিতে পারেন। আমাদের তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। বোধ হয়, জিজ্ঞাসার অধিকার থাকিতে পারে, মীমাংসার অধিকার নাই। তাহার পর দ্বিতীয় প্রয়াসে

আর একটি অভিনব নিদর্শন আপনার নিরপেক্ষ হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল; কোলাহলময় সংসার-কুলাল-চক্রে বিঘূর্ণিত থাকাতে তাহার যথাযোগ্য অবয়বের যথাযোগ্য অঙ্গরাগ সম্পাদন করিতে সময় পাই নাই। সুতরাং তাহার বেশভূষা যে, আপনার মানসরঞ্জনে সমর্থ হইয়া থাকিবে, এরূপ ত কোন মতেই অনুমান হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই সংসারচক্র হইতে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া এই এক অভিনব সঙ্কল্পে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যাহাতে ইহার সর্ব্বাবয়ব সুচিত্রিত হইয়া দিনমণি-প্রমোদিনী কমলিনীর ন্যায় আপনার চিত্ত-মধুকরকে অমৃতোপম মধুরস প্রদানে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্নবান্ হইতে ত্রুটী করি নাই। কাননে যেমন অযত্ন-সম্ভূত সুন্দরী বল্লরীরাজীর অভ্যুদয় হয়, ইহার মধ্যে মধ্যে সেইরূপ সুমধুর চিত্রও প্রকৃতিপ্রসাদে সুচিত্রিত হইয়াছে। এই চিত্রদর্শনে আপনার চিত্ত বিমুগ্ধ হইবেই হইবে, দর্প করিয়া এ কথা বলিলে অনুচিত শ্লাঘা প্রকাশ পায়। অতএব বিশ্বভারতী সরস্বতী দেবীরে নমস্কার করিয়া আপনাকে নিরপেক্ষ বিচারক-পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল।

কলিকাতা :
শোভাবাজার,—রাজবাটী।

আপনাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত
চিরানুগৃহীত—বিনয়াবনত
শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

রত্নগিরি।

আশা-প্রতীক্ষা।

প্রথম কাণ্ড।

বিবাহ-সভা।

আমোদ নগরের একখানি বাটীতে একটি অসমৃদ্ধ বিবাহ সভা। এ সভার বাহ্য পারিপাট্য কিছুই নাই। পাঠক মহাশয়! সৌভাগ্যশালী প্রধান লোকদিগের বিবাহে যেরূপ শোভাময় অট্টালিকা, এবং সুসজ্জিত সভা দর্শনে আমোদ লাভ করিয়া থাকেন, আমোদ নগরের সভায় সেরূপ আমোদ লাভের উপযুক্ত সামগ্রী কিছুই পাইবেন না; এখানে আমোদ-স্পৃহা পরিতৃপ্তির উপকরণ যদি কিছু থাকা সম্ভব হয়, ভাবী দম্পতীর অন্তর্গৃহেই তাহা লুক্কায়িত আছে, সে আমোদ বাহ্য গৃহে অন্বেষণ করিয়া পাইবেন না। সভা-গৃহে যে কএকটি নিমন্ত্রিত লোক, বরপাত্র, বরকর্ত্তা প্রভৃতি উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই আপাততঃ আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। যদিও কতকগুলি লোকের আকৃতি প্রকৃতি দর্শন করিতে করিতে মনে মনে বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা,—বিরাগের সহিত ধৈর্য্যচ্যুতি হইবারও সম্ভাবনা; কিন্তু কি করিব নিরুপায়। আপনি যদি

এই আখ্যায়িকার সহিত অধিকদূর অগ্রসর হইতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে বিরাগ পরিত্যাগ করিয়া, ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে। ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া অভিনিবেশপূর্ব্বক এই নীরস অংশটি পাঠ করিতে হইবে। কারণ, ইহার উপরেই আমাদের এই আখ্যায়িকার সমস্ত ফলাফল নির্ভর করিতেছে। এই কাণ্ডটি এই আখ্যায়িকা ক্ষেত্রের বীজস্বরূপ। সময়ে ইহা হইতে অঙ্কুর ও শাখাপল্লবাদি সমুৎপন্ন হইয়া বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে। সেই বৃক্ষ ফলবান হইলে, আপনি তাহার ফলের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। ভূমিকর্ষণ ও বীজ-বপন সময়ে অবশ্যই শ্রম ও কষ্ট অধিক হইয়া থাকে, আপনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা সহ্য করুন। সময়ে সন্তুষ্ট হইবেন।

বিবাহ সভায় যদিও শতাবধি লোক উপস্থিত, কিন্তু তন্মধ্যে কেবল কএকজনের বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। অতএব তাহাই বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠক মহাশয় তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে বিস্মৃত হইবেন না।

বরকর্ত্তা শ্রীমান দাতাজী। দেখিতে অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি! স্বভাব অতি কোমল, পরোপকারে সদাই তৎপর, এমন কি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের উপকার করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হন না। বয়স অনুমান ৩০।৩২ বৎসর। গুজ্জরের নর্ম্মদা তীরে বরোজ নামে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর আছে, সেই নগরেই ইহাঁর নিবাস। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাজন। সওদাগরী ব্যবসায়ের নিমিত্ত ইহাঁর নিজের অনেকগুলি বাণিজ্য-পোত আছে।

এই বিবাহের বরপাত্র, আমাদিগের এই আখ্যায়িকার প্রধান নায়ক রঞ্জনলাল, দাতাজীর অধীনে কর্ম্ম করেন, ইহাঁর প্রতি দাতাজীর বিশেষ অনুগ্রহ ও বিশেষ স্নেহ। সেই কারণে তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই নিমন্ত্রণে এই সমস্ত লোকের সমাগম হইয়াছে। সেই নিমিত্তই আমরা তাঁহাকে বরকর্ত্তা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলাম।

সভাগৃহের একপার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট। তাহার নাম পাথোজী; এ ব্যক্তিও দাতাজীর অধীনে কর্ম্ম করে। "মাতঙ্গী" নামক জাহাজের মুহুরী। পাঠক মহাশয়! ইহাকে বিশেষরূপ স্মরণ রাখিবেন, এই ব্যক্তি এই আখ্যায়িকায় অনেকবার অভিনয় করিবে, অতএব আসুন, আপনার সহিত ইহার বিশেষরূপ পরিচয় করিয়া দিই।

পাথোজীর বয়স অনুমান ৩৪।৩৫ বৎসর। দেখিতে নিতান্ত বিশ্রী।—বর্ণ শ্যাম, মুখময় বসন্তের দাগ।—গঠন দীর্ঘ, তালবৃক্ষের ন্যায় নহে, সে পরিমাণে অনেক খর্ব্ব, কিন্তু স্বাভাবিক মনুষ্য অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। শরীর স্থূল, উদর স্ফীত, হস্ত পদ সুগোল, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের মাংস অতিশয় লোল। শরীরে সামর্থ্যমাত্র নাই।—সমস্ত গাত্র লোমে পরিপূর্ণ,—ভল্লুকের ন্যায় নহে, কিন্তু বন্য মনুষ্যের ন্যায় লোমে পরিপূর্ণ। মুখ ভারি ভারি, পূরন্ত;—শুম্ভ নিশুম্ভের মাতুল সেনাপতি ধূম্রলোচনের ন্যায় নহে, কিন্তু বালকদিগের ক্রীড়া সামগ্রী "আহ্লাদী" নামক মৃণ্ময় পুত্তলিকার মুখের ন্যায় পূরন্ত। মুখময় দাড়ী,—"মান্ মনুয়া" দাড়ী; চক্ষের কোল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত। ক্ষৌরকর্ম্ম করা হইলেও, হরিৎ-বর্ণে সেই স্থানটি যেন কেহ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে, হঠাৎ দেখিলেই এরূপ অনুমান হয়। ওষ্ঠ, গোঁফে সুশোভিত,—"কলামোচা" নামক গুচ্ছ গোঁফে সুশোভিত; অগ্রভাগ তাম্রবর্ণ। ললাট সুপ্রশস্ত, মস্তকের কেশ পাত্‌লা পাত্‌লা, দেখিলে টাক্ বলিয়া ভ্রম হয়। চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, দৃষ্টি তীব্র। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, অন্তরের ভাব গোপন করিবার ক্ষমতায় অদ্বিতীয়। স্বভাব অতি ক্রুর,—পরশ্রী-কাতর, শরীরে দয়ার লেশ মাত্রও নাই। ক্ষমা কাহাকে বলে, তাহা স্বপ্নেও অবগত নহে। জ্ঞানকৃত অপরাধের কথা দূরে থাকুক, যদি কোন হতভাগ্য ইহার নিকট অজ্ঞানতও কোনরূপ অপরাধ করে, তবে আর তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই। ক্ষমতাধীন হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশোধ লয়, আর তাহা না হইলে রন্ধ্র অন্বেষণে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। যেরূপে যতদিনে হউক, তাহার পরিশোধ না লইয়া

ক্ষান্ত হয় না। সময়ে সকলেরই ক্রোধের উপশম হয়, কিন্তু এ ব্যক্তির ক্রোধ কিছুতেই উপশম হইবার নহে। উপকারী লোকের অপকার করিতে কণামাত্রও বিলম্ব করে না। এই ভয়ানক লোকের চরিত্র বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ। বাক্যের মধুরতা থাকাতে সকলেই ইহাকে মধুরভাষী ও অমায়িক বলিয়া প্রশংসা করে। বাহ্যে দেব দ্বিজের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ত্রিকালীন সন্ধ্যা উপাসনায় তৎপর, মুখে সর্ব্বদাই হরি হরি ধ্বনি, সুতরাং দশের নিকটে ধার্ম্মিক বলিয়াও প্রতিপন্ন।

পাথোজীর পার্শ্বে আর একজন লোক বসিয়া আছে, তাহার নাম বলদেব। গঠন খর্ব্ব. উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, দোহারা, নিতান্ত বিশ্রী নয়। বয়স অনুমান ২২।২৩ বৎসর। বদন বিষণ্ণ, এক একবার পাথোজীর কাণে কাণে চুপি চুপি কি কথা কহিয়া উদাস নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। পাথোজীও ভ্রূভঙ্গী করিয়া সেই দৃষ্টিপাতের উত্তর দান করিতেছে। বলদেব ক্রমশই বিষণ্ণ। পাঠক মহাশয়! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শুভকর্ম্মে সকলেই প্রফুল্ল, এ ব্যক্তি বিষণ্ণ কেন? কারণ এই যে, এই বিবাহের পাত্রীর প্রতি বলদেবের অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহাকে লাভ করিতে না পারিয়া হতাশে অধৈর্য্য হইয়া বসিয়া আছে। পাত্রী নিজেই তাহাকে হতাশ করিয়াছেন। বলদেব হৃদয়ের আবরণ মোচন করিয়া তাঁহার নিকট প্রণয়ানুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু সুন্দরী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, রঞ্জনের প্রতিই সুস্পষ্ট অনুরাগ পরিব্যক্ত করেন। তাহাতেই বলদেব হতাশ। হতাশ প্রেমিক তাহাতেই বিষণ্ণ।

নিমন্ত্রিত লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আর একজন লোক ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে। এ ব্যক্তি মাড়োয়ারী, নাম নাছোড় সিং। অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া ইহার ব্যবসায়। বরপাত্রের প্রতিবাসী বলিয়াই নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

রঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা শুকলালের অতুল আনন্দ। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় অশীতিবর্ষ। মস্তকের কেশ শুভ্রবর্ণ, মুখে দন্ত মাত্রও নাই, গাত্রমাংস

শোণিত গলিত, কলেবর জীর্ণ শীর্ণ। এই বৃদ্ধ বয়সে, একমাত্র পুত্রের শুভ বিবাহ দর্শন করা পরম সুখের বিষয়। পুত্রের বয়ঃক্রম বিংশতির সীমা অতিক্রম করে নাই, অথচ এই অল্প বয়সে বাণিজ্য পোতের অধ্যক্ষ হইয়া প্রভুর নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিযাছেন। যাঁহার সহিত বিবাহ, সে কন্যাটিও পরমসুন্দরী, পরমগুণবতী। অবস্থাগত ধন সম্পত্তিরও অধিকারিণী। মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিযাই বৃদ্ধের অতুল আনন্দ। কেবল একমাত্র দুঃখ, রঞ্জনের জননী নাই। ভাবিতেছেন, আজি যদি রঞ্জনের মাতা জীবিত থাকিত, তাহা হইলে এই আনন্দ স্রোত দ্বিগুণতর বেগে উছলিয়া উঠিত, আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু সকলই ঈশ্বরের হাত; পৃথিবীতে সর্ব্ব সুখের সুখী কেহই নাই। এক একবার এইরূপ ভাবিযা মনকে প্রবোধ দিতেছেন।

বরপাত্র রঞ্জনলাল, এই আখ্যায়িকার নায়ক, দেখিতে অতি সুশ্রী। বর্ণ গৌর, গঠন মধ্যবিধ,—দোহারা, বক্ষঃস্থল উন্নত, হস্ত পদ সুগোল, অঙ্গুলীগুলি মোটা মোটা, ঈষৎ দীর্ঘ। চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ, বেস টানা,—দৃষ্টি কোমল,—তাহাতে যেন মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে,—স্বভাব যেন কোমলতায় পরিপূর্ণ,—অন্তরে যেন কোন প্রকার কপটতার লেশমাত্রও নাই। ভ্রূযুগল টানা,—যেন তুলি দিয়া আঁকা।—মস্তকের কেশ কৃষ্ণবর্ণ,—নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ,—সেই কেশ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লতাইয়া পড়িয়াছে। স্বর অতি সুমিষ্ট,—স্বভাব অতি ধীর, অতি নম্র, পরদুঃখ-কাতর, পরোপকারে তৎপর। বয়স অনুমান বিংশতি বৎসর। এই অল্প বয়সে "মাতঙ্গী" পোতের অধ্যক্ষ হইয়াছেন, মনোনীত রমণী-রত্ন লাভে অধিকারী হইয়াছেন, বহুদিবসাবধি যাহার সহিত পরিণয়ের আশা বলবতী, যে রমণী প্রথমাবধি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী, যাহাকে লাভ করিবার আশায় এতদিন অতিবাহিত, সেই মধুমতী আশালতা আজি অতি শুভক্ষণে ফলবতী; অতএব আনন্দের আর পরিসীমা নাই, আনন্দ রাখিবার স্থানমাত্র নাই।

পাঠক মহাশয়। আসুন, আমরা এই সময় একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। হিন্দুর অন্তঃপুরে অযাচিত হইয়া প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, যদি এরূপ সঙ্কোচ করেন, আমরা বলিতেছি, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। কারণ আমরা সম্পর্কীয়, কুটুম্ব, তাহাতে আবার নিমন্ত্রিত, অতএব আমাদের গমনে বাধা নাই।

পাত্রীর নাম মধুমতী, তাঁহারই আজ বিবাহ। মধুমতী দেখিতে পরমা সুন্দরী। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী, অতসীপুষ্পের ন্যায় গৌরাঙ্গী। গঠন নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব। ক্ষীণাঙ্গী, মুখখানি অতি সুঠাম, শুক্লপক্ষের তৃতীয়া চন্দ্রের ন্যায় ললাট। চক্ষু ডাগর, টানা, পক্ষ্ম গুচ্ছ গুচ্ছ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষের ক্ষেত্রে বঙ্কিমাবর্ণের ছড়া ছড়া রেখা। দৃষ্টি কোমল, তাহাতে সরলতা, লজ্জা ও মাধুরী পরিবিদ্যমান। ভ্রূযুগল যোড়া, নাসিকার উপর হইতে ক্রমে ক্রমে ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া চক্ষের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। নাসিকা খগ-চঞ্চুর ন্যায় সুদৃশ্য। কপোলদেশ পদ্ম কোরকের ন্যায় মনোহর। ওষ্ঠাধর, বিম্বফলের ন্যায় আলোহিত। দন্তপংক্তি মুক্তার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ। বক্ষঃস্থল পীবর, কটীদেশ ক্ষীণ, বাহু সুললিত, অঙ্গুলীগুলি চম্পকমঞ্জরী'র ন্যায় সুকোমল। নখগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তাহাতে গোলাপী আভায় সুরঞ্জিত। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি নিতম্ব দেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত বয়স অনুমান পঞ্চদশ বৎসর।

প্রতিবাসিনী কুলবালাগণ মধুমতীকে সাজাইতে আসিয়াছে। কেহ দুগ্ধের সর লইয়া গাত্রে লেপন করিতেছে, কেহ অলঙ্কার পরাইতেছে, কেহ কবরী বন্ধন করিয়া দিতেছে, কেহ কেহ সহাস্য বদনে বরের রূপ বর্ণন করিয়া সম্পর্ক অনুসারে রহস্য করিতেছে। কেহ কহিতেছে, "মধুমতী তুই পরম ভাগ্যবতী! ভাগ্য ফলে মনের মত বর আসিয়াছে, যেমন রূপ তেমনি গুণ! দাতাজী কর্ত্তা হইয়াছেন, তোর ভাগ্যের আর সীমা পরিসীমা নাই।" কেহ কহিতেছে, "মধুমতী আর আমাদের মনে করিবে না; মনের মত পতিলাভ করিয়া মনের সুখে কালযাপন করিবে। চির-আশা ফলবতী হইবে, আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবে।" কেহ কহিতেছে,

"ভবানী যেমন বহু তপস্যা করিয়া মহাদেবকে বরণ করিয়াছিলেন, মধুমতীও সেইরূপ অনুরাগ ব্রতে তপস্বিনী হইয়া চিত্তরঞ্জন রঞ্জনলালকে লাভ করিল। কেমন মধুমতী, এই ত তোমার মনের কথা ?"

মধুমতী মৃদুহাস্য করিয়া বদন অবনত করিলেন। সকলে করতালি দিয়া মঙ্গল হাস্য করিতে লাগিল। একজন প্রাচীনা গৃহিণী উপস্থিত ছিলেন, তিনি গৃহিণীপণা জানাইয়া শশব্যস্তে মধুমতীকে কহিতে লাগিলেন, "ন্যাও ভাই, একটু ত্বরা করিয়া ন্যাও। তুমি এই বাটীর গৃহিণী, তোমার বিবাহ, তুমিই যদি সাজগোজ লইয়া সমস্ত দিন বসিয়া থাকিবে, তবে বিবাহ হইবে কখন ? সন্ধ্যার পরই লগ্ন, ত্বরা করিয়া প্রস্তুত হও।"

মধুমতী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া অষ্টালঙ্কারে বিভূষিত হইলেন। ললাটে অলকাদাম যেন চন্দ্র পার্শ্বে নক্ষত্রমালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মুখচন্দ্রে কলঙ্ক রেখার ন্যায় কর্ণের উভয় পার্শ্বে অলকাদাম কুঞ্চিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিল।

ক্রমশই সন্ধ্যা। আকাশেও মধুমতীর বদনের অলকামালার ন্যায় তারকামালা প্রস্ফুটিত হইল। মধুমতীর হৃদয়ে আনন্দ-লহরী, চিরসঞ্চিত আশা-বায়ু-হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, লগ্ন উপস্থিত। দাতাজী কহিলেন, "আর বিলম্বে প্রয়োজন করে না, সন্ধ্যার পরই লগ্ন, শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্ম সমাধা হউক, লগ্ন অতিক্রম হইয়া যাইবে।"

ব্রাহ্মণমণ্ডলী বলিয়া উঠিলেন, "বটেই ত, বটেই ত, শুভস্য শীঘ্রং।"

দাতাজী পাত্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক সভাস্থল হইতে সম্প্রদান গৃহে প্রবেশ করিলেন, নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বেরাও একেএকে সকলেই তাঁহার অনুগামী হইলেন, পাত্র যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিল, পুরোহিত মহাশয় অর্চ্চনার মন্ত্র পাঠ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

এমন সময় বহির্দ্বারে অকস্মাৎ একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সভাস্থ সকলেই সন্ত্রস্ত, দেখিতে দেখিতে এক দল অস্ত্রধারী দ্রুতবেগে আসিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; হুলস্থূল ব্যাপার !

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কোন পল্লীতে একটি-মাত্র পুলিসের লোক উপস্থিত হইলে সে পাড়ায় আর কাহারও সচ্ছন্দে থাকিবার "যো" ছিল না। সকলকেই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। চৌকিদার মহাশয় কাহাকেও "এটা কর, কাহাকেও ওটা কর" আদেশ প্রদান করিতেন। "না" বলিলে তখনই সেই নিরীহ ভদ্রলোককে বিচারালয়ে লইয়া যাইবে; কাজী সাহেব সেই একমাত্র চৌকিদারের জবানবন্দীতেই তাহাকে হয় ত ফাটকে দিবেন, নতুবা গুরুতর অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িবেন। সুতরাং সকলকেই শঙ্কিত থাকিতে হইত। মুসলমানে কোন রূপ অত্যাচার করিলে, তাহার আর নালিস ছিল না। অভিযোগ করিলেও কিছুই হইত না। হিন্দু বা অপর কোন জাতি মুসলমানের বিপক্ষে অভিযোগ করিলে প্রায়ই নিষ্ফল হইয়া যাইত। যখন দেশের এইরূপ অবস্থা, তখন একদল অস্ত্রধারী পুলিসের লোক বাটীর ভিতর বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিলে লোকের মনে যে কতদূর শঙ্কা হয়, তাহা পাঠক মহাশয়ই বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পুলিসের লোকেরা কিছুই গ্রাহ্য করে না; তাহাতে আবার তাহারা জাতিতে মুসলমান,—বাদসাহের জাত! নিমন্ত্রিত লোকেরা যে গৃহে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা একেবারে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। অস্ত্রধারী পুলিসের লোক দেখিয়া সকলেই শঙ্কিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই,—সকলেই আতঙ্কে জড়সড়,—সকলের হৃদয়ই সভয়ে প্রকম্পিত।

দাতাজী অগ্রবর্ত্তী হইয়া জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়েরা এখানে কি প্রয়োজনে আগমন করিয়াছেন? আপনাদের আগমনের অভিপ্রায় কি?"

জমাদার গর্ব্বিতভাবে, গর্ব্বিত স্বরে, সদর্পে উত্তর করিল, "আমরা আইনের চাকর, আইনমতেই কার্য্য করিয়া থাকি;—নবাব সরকারের হুকুম! অপরের গৃহে প্রবেশ করিবার আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

কিঞ্চিৎ বিকৃত স্বরে দাতাজী কহিলেন, "আপনাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ, অসীম ক্ষমতা, তাহা আমার সবিশেষ জানা আছে। আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না ;—বলি, এই এতগুলি ভদ্রলোকের উৎসব-স্থলে কি প্রয়োজনে প্রবেশ করিলেন, তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য,—সেই কথাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"প্রবেশ ?—প্রয়োজন ?—এখনই তাহা জানিতে পারিবেন।" সদম্ভে এই কটি কথা বলিয়া জমাদার সাহেব তৎপরে স্বদলস্থ এক ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "তরিকদ্দিন। খুব হুঁসিয়ার, খুব সাবধান, কেহই যেন বাহিরে যাইতে না পায়।"

পশ্চাৎ হইতে "যো হুকুম খাবিন্।" উত্তর হইল।

আদেশ ও উত্তর শ্রবণে গৃহস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই সভয়ে অভি-ভূত ; কাহারও মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না ; সশঙ্কচিত্তে সকলেই কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান।—কেবল বলদেব ও পাথোজী, নির্ভয় হৃদয়ে ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া পরস্পর পরস্পরের নয়নে বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যে কারণে, যে প্রয়োজনে, এই সকল অস্ত্রধারী লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই নিগূঢ় কারণ কেবল তাঁহাদেরই জানা ছিল। আনন্দে উভয়েরই হৃদয় প্রফুল্লিত। পাথোজী দেখিল, যে তাহার নিক্ষিপ্ত কূটাস্ত্র বিপক্ষ হৃদয়ে প্রগাঢ়তর প্রবিদ্ধ হইবে, কিছুতেই আর অব্যাহতি পাইবে না, অব্যর্থ চোট !

সাহসে ভর করিয়া দাতাজী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার জিজ্ঞাসা করি ;—বলি, এখানে মহাশয়দের প্রবেশ কি অভিপ্রায়ে ?"

"অভিপ্রায় ?—অবশ্যই প্রয়োজন আছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া জমা-দার সাহেব দুই একপদ অগ্রসর হইল, দাতাজীকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "রঞ্জনলাল কাহার নাম ?"

নির্দ্দোষীর হৃদয়ে ভয় নাই, কিছুতেই তাহার শঙ্কা হয় না। যাহার মন পরিষ্কার, তাহার হৃদয়ে ভয় কখনই আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যে মনে জানে যে, আমি কোন অপরাধে অপরাধী নই, তাহার

আবার কিসের ভয় ?—রাজপুরুষ দর্শনে তাহার আর শঙ্কা কি ? আমাদের নায়ক রঞ্জনলালের পক্ষেও তাহাই!—তিনি অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমারই নাম রঞ্জনলাল, আমার নিকট আপনার প্রয়োজন কি ?"

"তোমার নামে পরোয়ানা আছে;—সরকারের হুকুমে তোমাকে বন্দী করিলাম।—তরিকদ্দীন! রাস্তা খোলাসা কর।" এই কথা বলিয়া জমাদার সাহেব রঞ্জনলালের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিল।

রঞ্জনলালের বদনমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল। তিনি স্থির, গম্ভীরস্বরে কাহলেন, "হস্তত্যাগ করুন, আমি সহমানেই যাইতেছি, অধিক অবমাননা কবিবেন না, হস্তত্যাগ করুন।"

অপ্রস্তুতভাবে বঞ্জনলালের হস্তত্যাগ কবিয়া জমাদার সাহেব কহিল, "ভাল ভাল, তবে অগ্রসর হও।"

রঞ্জন কহিলেন, "এখনই যাইতেছি ; কিন্তু আমাকে কি নিমিত্ত বন্দী করিলেন ?—আমাব অপবাধ কি ?—কি অপরাধে আমি বন্দী ?"

জমাদার উত্তর করিল, "তাহা আমি বলিতে পারি না ; সে কথা দারোগা সাহেব বলিতে পারেন, আমি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ।—এখন চলো।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া বঞ্জনলাল জমাদারেব অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সুকলাল,—রঞ্জনেব পিতা বৃদ্ধ সুকলাল, পুত্রের এই অবস্থা দর্শন করিয়া যুগলহস্তে জমাদারের যুগলহস্ত ধাবণ পূর্ব্বক সজল নয়নে অতি কাতর স্বরে বিস্তর স্তুতি মিনতি কবিতে লাগিলেন। সে কাতরোক্তি শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়, মানবের হৃদয়ের ত কথাই নাই। জমাদাবের কঠিন হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইল, সান্ত্বনা বাক্যে কহিল, "চিন্তা করিও না, তোমার পুত্র এখনই খালাস হইয়া আসিবে। আমি অনুমান করি, জাহাজের মালামালের ফর্দ্দ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করিতে বিলম্ব হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকিবে; আপনি তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। দারোগা সাহেবকে বলিয়া

যাহাতে এ বিষয়ের সুবিধা করিতে পারি, সাধ্যমত সে চেষ্টা করিতে কোন ক্রমেই আমি ক্রটী করিব না।—রঞ্জনলাল চলো।"

রঞ্জনলাল উপর হইতে নীচে নামিলেন। সদর রাস্তায় একখানি শকট উপস্থিত ছিল, জমাদার রঞ্জনকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, শকটখানি হেলিতে দুলিতে জম্বুসর নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

এদিকে নাছোড় সিং, পাথোজীর সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর বদনে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি?—ইহার অর্থ কি?"

পাথোজী উত্তর করিল, "তাহা আমি কিরূপে জানিব?—এ বিষয়ে তুমিও যেমন অনভিজ্ঞ, আমিও তদ্রূপ, আমি ইহার কিছুই বুঝিতেছি না।"

নাছোড়-সিং গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, বলদেব তথায় উপস্থিত নাই। দেখিয়া আরও বিস্ময় জন্মিল। সবিস্ময়ে গম্ভীর স্বরে,—গম্ভীর অথচ ভঙ্গস্বরে কহিল, "বটে বটে, তামাসা করা?—বুঝিয়াছি, সে রাত্রে কাজী সাহেবকে পত্র লেখা তামাসার জন্য? দেখিতেছি, সেই তামাসার এই পরিণাম।—আমি এখন সমস্তই বুঝিয়াছি, সমস্তই জানিতে পারিয়াছি।"

পাথোজী কহিল, "তামাসাই ত?—তামাসা করিয়াই ত লিখিয়াছিলাম।—সে পত্র ত আবার তোমার সম্মুখেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি, স্বচক্ষেই ত তুমি তাহা দর্শন করিয়াছ! এখন আবার ও কিরূপ কথা?"

নাছোড় ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কোথায় ছিন্ন করিয়াছ? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কখনই তাহা তুমি ছিন্ন কর নাই, মোড়ক করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ মাত্র। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, ঘরেই ফেলিয়া দিয়াছিলে, কখনই ছিন্ন কর নাই।"

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া পাথোজী কহিল, "বিলক্ষণ! তুমি ত তখন নেশায় ভোঁ! বাহ্য জ্ঞান এককালেই তিরোহিত, তুমি কিরূপে জানিতে পারিবে? স্মরণ শক্তি তোমার——"

বাধা দিয়া নাছোড় উত্তর করিল, "ভোঁ হই, আর যা-ই হই,—বাহ্য জ্ঞান থাক্, আর না-ই থাক্, কিন্তু এটি আমার বিশেষ স্মরণ

হইতেছে, সে পত্রখানি কখনই তুমি ছিন্ন কর নাই, গৃহমধ্যেই ফেলিয়া দিয়াছিলে।”

মৃদুস্বরে পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় দাতাজীকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ সুকলাল কাতরস্বরে কহিলেন, “মহাশয় কি হইবে? আমার মন কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না। আহা! বাবার আজ সমস্ত দিন আহার হয় নাই! কৈ এখনও ত কোন সংবাদ আসিল না? জমাদার সাহেব ত অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন, এখনও কোন সংবাদ আসিল না কেন?”

সান্ত্বনা করিবার ছলে পাথোজী কহিল, “আপনি এত উতলা হইবেন না, স্থির হউন; বিলম্ব ত অধিক হয় নাই, এই সবে অর্দ্ধঘণ্টা হইয়াছে মাত্র! এখনই সংবাদ আসিবে,—চিন্তার বিষয় কি আছে? জমাদার সাহেব যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঠিক। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মালামালের ফর্দ্দ দিতে বিলম্ব হইয়া থাকিবে, সেই নিমিত্তই এই দুর্ঘটনা। আপনি অধৈর্য্য হইবেন না, স্থির হউন; রঞ্জনলাল এখনই ফিরিয়া আসিবেন, চিন্তা করিবেন না।”

বৃদ্ধ অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, “বাবা! মন যে প্রবোধ মানিতেছে না! আহা! তাহার যে সমস্ত দিন আহার হয় নাই, আহার করাইবার উপায় কি?”

মহানুভব দাতাজীর চক্ষে জল আসিল, মন অতিশয় ব্যাকুল হইল। অতিকষ্টে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, “ভাল, আমিই নয় সেখানে যাইতেছি। এখনই সংবাদ লইয়া আসিব।”

আগ্রহে বৃদ্ধ সুকলাল কহিলেন, “তবে অনুগ্রহ করিয়া কিছু মিষ্টান্ন লইয়া যাউন। তাহাকে খাওয়াইয়া আসুন। বাছা আমার সমস্ত দিন কিছুই খায় নাই, আহা!”

“মিষ্টান্ন লইয়া যাইতে হইবে না। যদি প্রয়োজন হয়, সেখান হইতেই যোগাড় হইতে পারিবে, আমি ত্বরায়ই আসিতেছি।” এই কথা বলিয়া দাতাজী তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

কএক মুহূর্ত্ত পরে বলদেবজী গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাছোড় সিং, পাথোজীকে সম্বোধন করিয়া বলদেবের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিল, "এই দুর্ঘটনার মূলাধারই ঐ;—আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ-ই এই দারুণ অনর্থের আদি কারণ।"

"ও ইহার কি জানে?—তুমি কেবল কুতর্কই ঘটাইতেছ,—মনে মনে সে পত্রের কথাই কেবল আন্দোলন করিতেছ;—কিন্তু কি কারণে যে রঞ্জনলাল ধৃত হইল, সে বিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান লইলে না, সে বিষয়ের কিছুই বিবেচনা করিলে না,—কেবল ঐ একই কথা।—বিলক্ষণ লোক বটে তুমি!" এই কথা বলিয়া পাথোজী নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু নাছোড় সিংহের তীব্র দৃষ্টি তাহার আর সহ্য হইল না, আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা, সে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করে। ভয়,—পাছে নাছোড় সিং তাহার অসাক্ষাতে সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া ফেলে।—এই সন্দেহে গৃহ ত্যাগ করিতে সাহস করিল না; চঞ্চলমনে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া দশের সহিত মিলিত হইয়া গেল।

সকলেরই মুখে ঐ একই কথা;—সকলেই এই উপস্থিত দুর্ঘটনা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, পাথোজীকে দর্শন করিয়া একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, পাথোজী! ব্যাপারটা কি হে?—জমাদার যে সকল কথা প্রকাশ করিয়া গেল, তাহার সত্যাসত্যের বিষয় কতদূর প্রমাণ?"

পাথোজী উত্তর করিল, "তাহাও হইতে পারে, কিম্বা হয় ত রঞ্জনলাল মাস্থল প্রদান না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে কোন দ্রব্য লইয়া আসিয়া থাকিবেন, হয় ত তাহাতেই এই উপস্থিত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে।"

অপর একজন কহিলেন, "ভাই তাহা হইলে ত তুমি জানিতে পারিতে,—তুমি ত ভাই সে জাহাজের মুহুরী; তোমার অগোচরে ত কিছুই হইবার সম্ভাবনা ছিল না?"

পাথোজী উত্তর করিল, "সুগোচর আর অগোচর কি? রঞ্জনলাল ত কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন না;—তিনি মালামাল

খরিদ করিতেন, আমাকে জমা খরচ রাখিতে বলিতেন মাত্র। তাঁহারই কথা মত রোকড় বহিতে খরিদ বিক্রয়ের জমা খরচ রাখিতাম। সুতরাং, সে অবস্থায় আমার পক্ষে সমস্ত বিষয় জানিবার সম্ভাবনা কি?"

রঞ্জনের পিতা তথায় উপস্থিত ছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ। হাঁ, এখন আমার স্মরণ হইল। সে দিন রঞ্জন আমার জন্য অতি উত্তম একখানি পট্টবস্ত্র রত্নগিরি নগর হইতে আনয়ন করিয়াছিল, শুল্ক প্রদান করিয়াছিল কি না, তাহা সে—"

কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া জয়োল্লাসিত লোচনে পাথোজী বলিয়া উঠিল, "এই দেখ, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই ঠিক। কেমন, আমার কথা প্রমাণ হইল ত?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ শুকলালকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, "তা এ অতি যৎসামান্য অপরাধ;— কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড করিয়াই কাজী সাহেব তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন এখন, সে নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

সহসা এলোকেশী ম্লানমুখী মধুমতী যেন পাগলিনীর ন্যায়, সভাগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রঞ্জনলাল পুলিসের হস্তে বন্দী, এই সংবাদ শ্রবণে মধুমতীর মস্তকে যেন বজ্রপতন হইল; অন্তঃপুরে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। লজ্জা তাঁহার শরীর হইতে লজ্জা পাইয়া একেবারেই তিরোহিত। এলোকেশী ম্লানমুখী মধুমতী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় এই বহুজন-পরিপূর্ণ সভাগৃহ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সাশ্রুনয়নে শ্বশুরের চরণ ধারণ পূর্ব্বক করুণস্বরে ছড়িভঙ্গ কথায় কহিলেন, "বাবা একি,—কোথায়,—কি হইল,—কেন এমন হইল,—আমার কি হইবে?"

বৃদ্ধ সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "মা, স্থির হও, কোন চিন্তা নাই, রঞ্জন এখনই খালাস হইয়া আসিবেন। পুলিসের লোকেরা যে কারণে তাহাকে ধৃত করিয়াছে, তাহার প্রকৃত সংবাদ এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম, সে অতি সামান্য অপরাধ;—পোতের মুহুরী মহাশয়ই সে বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন,—তজ্জন্য তুমি চিন্তিত হইও না, দাতাজী স্বয়ংই তাহার

তত্ত্ব লইতে গিয়াছেন, এখনই তিনি রঞ্জনকে উদ্ধার করিয়া আনিবেন। তুমি চিন্তা করিও না,—অশ্রুজল সম্বরণ কর। যাও মা, বাটীর ভিতর যাও,—সভামাঝে আসিতে নাই।—গুরুজনের সাক্ষাতে বাহির হইতে নাই,—যাও মা, বাটীর ভিতর যাও।"

কে শোনে?—বৃদ্ধের এই কথা মধুমতীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না।—শোকদুঃখে তাঁহার কর্ণ বধির, তিনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না। উভয় হস্তে বদনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পতিবিরহে সাধ্বীসতী দময়ন্তী যেমন অনাথিনী হইয়া পাগলিনীবেশে বনে বনে রোদন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, মধুমতীও আজ রঞ্জনবিরহে সেইরূপ বিষাদিনী, সেইরূপ পাগলিনী। এই জনাকীর্ণ সভাস্থলী তাঁহার নয়নে অদ্য জনশূন্য বনস্থলীর ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। বিদর্ভ-রাজকুমারী যেমন নিষধাধিপতি নলরাজের অন্বেষণে ব্যাকুলিনী হইয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, মধুমতীও সেইরূপ তাঁহার চিত্তরঞ্জন রঞ্জনের অন্বেষণে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সভারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রঞ্জনের অদর্শনে বিষাদিনী হইয়া নিদারুণ হতাশে নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিস্তর সাধ্যসাধনার পর, একজন পরিচারিকার স্কন্ধদেশে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ।—কাহারও মুখে বাক্য নাই।—মধুমতীর অবস্থা দেখিয়া অনেকেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ,—সকলেই সকাতর,—সকলেই শোকাকুল,—কাহারও মুখে বাক্য নাই।

কিছুক্ষণ পরে গৃহস্থিত একটী ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দাতাজী আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে শকট হইতে নামিতে দেখিয়াছি;—এখনই সমস্ত সংবাদ জানিতে পারা যাইবে।—সুসংবাদ বটে, তাহা না হইলে তিনি এত শীঘ্র আসিবেন কেন?"

সকলেই শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সংবাদ জানিবার নিমিত্ত সকলেই সমুৎসুক,—সকলেই ব্যগ্র।

দাতাজী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! সংবাদ কি? কি করিয়া আসিলেন?"

বিষণ্ণবদনে দাতাজী উত্তর করিলেন, "সংবাদ অতি ভয়ানক।—দারোগার মুখে যেরূপ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে ত বড় ভয়ানক বলিয়াই অনুমান হয়।"

আগ্রহে, সশঙ্কিতচিত্তে বৃদ্ধ শুকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন, কি হইয়াছে?—দারোগা সাহেব কি বলিলেন?"

দাতাজী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "ভয়ানক সংবাদ!—রঞ্জনলাল ষড়যন্ত্র করা অপরাধে অপরাধী।"

কাতরে বৃদ্ধ কহিলেন, "সে ইহার কিছুই জানে না,—ষড়যন্ত্র কাহাকে বলে, সে তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে;—ষড়যন্ত্র?—কিসের ষড়যন্ত্র? কিরূপ ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত?"

দাতাজী উত্তর করিলেন, "রাজ-বিদ্রোহে,—বর্ত্তমান নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মহারাজ প্রতাপচাঁদকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার চক্রান্ত করা, এই অপরাধে অপরাধী।—রঞ্জনলাল এই অপরাধেই বন্দী।"

সভাস্থ সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে "ষড়যন্ত্র" এই কথাটী শুনিলে সকলেরই লোমাঞ্চ হইত। ইহা যে কিরূপ ভয়ানক অপরাধ, রাজনীতিকুশল পাঠক মহাশয়ের নিকট তাহার আর অধিক করিয়া পরিচয় প্রদানের আবশ্যক নাই,—সহজেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, এই অপরাধে তৎকালে যে হতভাগ্য পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইত, তাহার আর অব্যাহতি পাইবার উপায় ছিল না। বিচারালয়ে নীত হইত বটে; কিন্তু বিচার নামমাত্র সার;—পরিণাম অতিশয় শোচনীয়,—প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য!

বৃদ্ধের মুখে আর বাক্য নাই।—প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে এইমাত্র বলিতে পারিলেন, "সে নির্দ্দোষী।—জগদীশ্বর সাক্ষী, সে নির্দ্দোষী।"

"তাহা আমি জানি। সে যে নির্দ্দোষী, তাহাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস।—"ষড়যন্ত্র" এই কথাটী অতি ভয়ানক বটে, কিন্তু চিন্তা নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটী বিষয়ে সুবিধা দেখিতেছি। কাজী সাহেব সম্প্রতি এখান হইতে স্থানান্তরিত,—সহকারী কাজীই তাহার বিচার করিবেন, তাই বলিতেছি সুবিধা———"

দাতাজীর কথায় বাধা দিয়া একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে আর সুবিধাটা কি?"

দাতাজী উত্তর করিলেন, "সুবিধা এই যে, সহকারী কাজী জাতিতে হিন্দু,-বিশেষতঃ তাহার সহিত আমার সবিশেষ আলাপ পরিচয় আছে; রঞ্জনলাল অতিশয় নিরীহ লোক,—তাহার স্বভাবচরিত্র অতিশয় সুনির্ম্মল, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে, বিলক্ষণ উপকার হইবার সম্ভাবনা। রঞ্জনলাল অতিশয় নির্ব্বিরোধী ভদ্রলোক, এইটী তাঁহার অন্তরে ধারণা হইলে অবশ্যই তিনি তাহাকে মুক্তিদান করিতে পারিবেন। যাহাতে সকল দিকে সুবিধা হয়, দারোগা সাহেবও সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন পাইবেন স্বীকার করিয়াছেন, এখন পরিণাম ঈশ্বরের হাত।"

নাছোড় সিং অগ্রসর হইয়া পাথোজীর প্রতি মৃদুস্বরে কহিল, "কেমন এখন আর অস্বীকার করিতে পার? পূর্ব্ব সন্দেহ ত এখন সত্যেই পরিণত হইল; বড়ই অন্যায় কার্য্য। আমি এখনই সে সমস্ত কথা দাতাজীকে বলিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া দাতাজীর নিকট যাইতে উদ্যত হইল।

হস্তধারণ পূর্ব্বক পাথোজী কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে কহিল, "নির্ব্বোধ! কিছুই জ্ঞান নাই?—কিসে কি হয়, কিছুই বোধ নাই?—রঞ্জন যদি যথার্থই ষড়যন্ত্রকারী হয়, যথার্থই যদি সে রাজবিদ্রোহে সংলিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহার পক্ষসমর্থন করিবে, সেই সে অপরাধে অপরাধী হইবে। রঞ্জনের পাঁচজন বন্ধুবান্ধব আছে, তাহাদের সহায়তায় সে ব্যক্তি রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু তোর কে আছে, তুই বিপদে পতিত হইলে উদ্ধার পাইবার উপায়

কি? নির্ব্বোধ! কিছুই বুঝে না, তুই যে ঠুস্ করিয়া মারা পড়িবি। —দেখ্না কি হয়, অপেক্ষা কর্ না, কিসে কি দাঁড়ায়!"

নাছোড় ভয় পাইল,—পাথোজীর কথায় নির্ব্বোধ নাছোড় ভয় পাইল। সভয়ে কহিল, "হাঁ ভাই, ঠিক কথা, ভাল পরামর্শই বটে, অপেক্ষা করাই উত্তম কল্প! দেখা যাউক, কিসে কি হয়। কিন্তু আমি ভাই আর এখানে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না,—বৃদ্ধের যন্ত্রণা আর দেখিতে পারা যায় না, অসহ্য হইয়াছে! আমি ভাই পান্থশালায় প্রস্থান করি।"

"সেই কথাই উত্তম, চল আমিও যাই।" এই কথা বলিয়া নাছোড়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পাথোজী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় দাতাজী পাথোজীকে আহ্বান করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, "কি ভয়ানক ব্যাপার!—অঁ্যা! রঞ্জনলাল একজন ষড়যন্ত্রকারী? এ কথা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতাম না।"

"কেন মহাশয়, পূর্ব্বেই ত এ কথা আমি আপনাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম। রঞ্জনলাল রত্নগিরিবন্দরে উপস্থিত হইয়া তথায় দুই দিবস বৃথা বৃথা সময়ক্ষেপ করিয়াছিল, এ কথা ত পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছিলাম।—কিন্তু আপনি তখন সে কথায় মনোযোগই করিলেন না, বলিলেন——"

সমস্ত কথা না শুনিয়া দাতাজী কহিলেন, "হাঁ হাঁ, তাহা বলিয়াছিলে বটে, কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, একথা কি তুমি অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে?"

পাথোজী সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "সে কথা আবার কাহার নিকট প্রকাশ করিব? কাহাকেও না!—আপনি আশ্রয়দাতা,—প্রভু,—প্রতিপালক,—আপনাকে জ্ঞাপন না করিলে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটী হয়, এই বিবেচনায় আপনাকেই বলিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই।"

দাতাজী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে পুলিসের লোকেরা সে কথা কিরূপে জানিতে পারিল?"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া পাথোজী উত্তর করিল, "মহাশয়! পুলিসের সহস্র চক্ষু! তাহাদের নিকট কিছুই গোপন থাকে না, সময়ে সমস্তই তাহারা জানিতে পারে। না জানাই আশ্চর্য্য!—জানিতে পারাটা কিছুই বিচিত্র নয়।"

"তা বটে, তা বটে।—কিন্তু একটী বিষয়ের নিমিত্ত আমার মন কিছু উচাটন হইতেছে। রঞ্জন যদি শীঘ্রই পরিত্রাণ না পায়, কিম্বা যদি তাহার কোনরূপ বিপদই ঘটে, তাহা হইলে পোতের দশা কি হইবে? কে তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিবে?"

বিনীতভাবে পাথোজী কহিল, "আজ্ঞা, আমি আপনার চিরদাস। আমাকে যাহাই অনুমতি করিবেন, এ অধীন তৎসমস্তই প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছে।"

"ভাল ভাল, আপাততঃ তোমাকেই সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইল।—কিন্তু আর একটী কথা।—ইতিমধ্যে রঞ্জন যদি মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে কি হইবে?"

অধিকতর বিনম্রস্বরে পাথোজী কহিলেন, "আমি আপনার ক্রীত-দাস!—যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই সম্পাদন করিব। সে জন্য চিন্তার বিষয় কি?—রঞ্জন যদি পরিত্রাণই পায়,—আহা! তাহাই হউক,—ভগবান যেন তাহাই করেন।—সে যদি মুক্তিলাভই করে, তাহা হইলে পোতাধ্যক্ষের কর্ম্ম তাহারই হইবে, সে স্থলে আমি আমার পূর্ব্বপদেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইব। তাহার জন্য চিন্তা কি?—সে নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

দাতাজী সন্তুষ্ট হইলেন,—পাথোজীর এই অমায়িকতা দর্শনে অতি-শয় পরিতুষ্ট হইয়া তিনি সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি অতি সাধুলোক,—মন তোমার অতিশয় পরিষ্কার,—অতি সরল অন্তঃ-করণ তোমার!"

"আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম।—আপনার ন্যায় মহাত্মালোকের মুখে এরূপ প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে আমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ

জ্ঞান করিলাম।” পাথোজী এই পর্য্যন্ত বলিয়া দাতাজীকে নমস্কার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, “তবে মহাশয় আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করি।”

দাতাজী কহিলেন, “বিদায় কেন?—রাত্রিকাল এইখানেই যাপন কর না কেন?—এ রাত্রে আর কোথায় যাইবে?”

“আজ্ঞা, ক্ষমা করিবেন, আমি আর বৃদ্ধের যন্ত্রণা দেখিতে পারি না।—উহার যন্ত্রণা দেখিয়া আমার মন অতিশয় আকুলিত হইতেছে,—মুহূর্ত্তমাত্রও তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।” বলিতে বলিতে হঠাৎ যেন কোন কথা স্মরণ হইল, এই ভাব প্রকাশ করিয়া পাথোজী ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ্ঞা, আপনি যে তখন বলিতেছিলেন, সহকারী কাজীর দ্বারা রঞ্জনলালের বিচার হইবে। সহকারী কাজী কে? মুকিম মহাশয় নাকি?”

“হাঁ, তিনিই বটেন।—কেন হে, এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?”

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পাথোজী উত্তর করিল, “আজ্ঞা, অন্য কারণ কিছুই নাই, তবে শুনিয়াছি, মুকিম বিষণচাঁদ নাকি অতিশয় স্বার্থপর,—তাঁহার নাকি অতিশয় উচ্চ আশা;—আবার কেহ কেহ এমনও রটনা করিয়া থাকেন যে, তিনি অতিশয় আত্মম্ভরী,—মানসম্ভ্রম পদমর্য্যাদার লোভে যদি জন্মদাতা পিতাকেও বিসর্জ্জন বা পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন, অক্লেশেই তাহা সম্পাদন করিতে সর্ব্বতোভাবে সকল সময়েই প্রস্তুত আছেন।”

“ভাল স্বীকার করিলাম, কিন্তু এই উপস্থিত বিষয়ের সহিত তাঁহার আত্মম্ভরিতার সংস্রব কি?”

“আজ্ঞা আর কিছুই না; তবে কথা এই যে, যখন তাঁহার চরিত্র এইরূপ শঠতায় পরিপূর্ণ, তখন তাঁহাকে উপরোধ অনুরোধ করাটা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ,—ন্যায়সঙ্গত,—তাহা মহাশয়ই বিবেচনা করিয়া দেখুন। সে যদি আপনার অনুরোধ গ্রাহ্যই না করে, যদি

কোনরূপ হতাদরই করে, আপনার উপযুক্ত মানসম্ভ্রমের প্রতি যদি সে উপেক্ষাই প্রদর্শন করে, তাহা হইলে কি হইবে? লজ্জা রাখিবার যে আর স্থান থাকিবে না। সেই নিমিত্তই বলিতেছি যে, একটু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে ভাল হয় না?"

ধীরভাবে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া দাতাজী প্রশান্তভাবে কহিলেন, "কেন, হতাদর করিবেন কেন?—অপমানের কথাই বা কহিবেন কেন? আমি কিছু আর তাঁহাকে অন্যায় কর্ম্ম করিতে উপরোধ করিব না। যাহাতে রঞ্জনের পক্ষে সুবিচার হয়, সেই কথাই তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিব মাত্র। তা এ কথাতে তিনি বিরক্ত হইবেন কেন, আর আমাকেই বা কটুকাটব্য বলিবেনই বা কেন?"

আন্তরিক ইচ্ছা ফলবতী না হওয়াতে পাথোজী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইল। কিন্তু ভাব গোপন করিয়া বিনম্রভাবে কহিল, "আজ্ঞা, আমি আপনার ক্রীতদাস। মহাশয় যাহাতে অপদস্থ না হন, যাহাতে মহাশয়ের মান হানি না হয়, সেই নিমিত্তই আমার এইরূপ আকিঞ্চন, আমার আন্তরিক অভিপ্রায়ও তাহাই।—নতুবা এ সকল কথার উত্থাপনে আমার অপর কোন অভিসন্ধি নাই।—না, কখনই না।"

সস্নেহে কোমলস্বরে দাতাজী কহিলেন, "তাহা আমি জানি,—তুমি যে আমার একজন শুভানুধ্যায়ী তাহা আমার বিশেষরূপ জানা আছে। ভাল, তবে এখন তুমি বিদায় হও।—আমি রঞ্জনের পিতাকে যৎকিঞ্চিৎ আহার করা'ইবার চেষ্টা দেখি।"

পাথোজী বিদায় হইল।—নিম্নতলে নাছোড় অপেক্ষা করিতেছিল, উভয়ে একত্রে নির্দ্দিষ্ট পান্থশালাভিমুখে যাত্রা করিল।

যাইতে যাইতে পাথোজী নাছোড়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "কেমন, এখন আর রঞ্জনের অনুকূলে কথা কহিবে?—দেখিলে ত কতদূর ভয়ানক ব্যাপার?"

নাছোড় উত্তর করিল, "না ভাই আমি তখন ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি নাই;—এতদূর জটিল, তাহা আমার তখন বোধগম্য হয়

নাই। কিন্তু ভাই, কি ভয়ানক ব্যাপার।—তামাসা করিতে করিতে যে এতদূর হয়, তামাসার ফল যে এতদূর ভয়ানক, তাহা আমার পূর্ব্বে জানা ছিল না ;—দেখ দেখি কি হইতে কি হইল ? তুমি তামাসা করিয়া পত্র লিখিলে, কিন্তু তাহাতে কিরূপ ভয়ানক ফলই না সমুৎপন্ন হইল ?—কি আকুগুকুণ্ডই না বাধিয়া উঠিল !"

উত্তেজিতভাবে উত্তেজিতস্বরে পাথোজী কহিল, "তাহাতে আর আমার অপরাধটা কি ?—তোমার কথা প্রমাণে বরং বলদেবই দোষী হইতে পারে, আমার অপরাধটা কি ? সে যদি সেই ছিন্ন পত্রখানি কুড়াইয়া না লইত, তাহা হইলে এই অনর্থ পাতটা ত কখনই ঘটিয়া উঠিত না ;——এই দুর্ব্বিপাকটা কখনই উপস্থিত হইত না।"

নাছোড় তীব্রস্বরে কহিল, "আমি পুনঃপুনঃ কহিতেছি সে পত্র তুমি ছিন্ন কর নাই, মোড়ক করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলে মাত্র,—নিশ্চয় বলিতেছি, কখনই ধ্বংস কর নাই।"

"তোমার যদি এতদূরই বিশ্বাস,—তোমার যদি এতদূরই ধারণা,—তবে হয় ত তাহাই।—কিন্তু আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যেন পত্রখানি তৎক্ষণাৎই ছিন্ন করিয়াছিলাম।"

"যদি তাহাই হইবে, তবে এরূপ ভীষণ বিপত্তি কিরূপে সমুত্থিত হইল ?"

"তবে বোধ হয় বলদেবই সেই ছিন্ন পত্র সংগ্রহ করিয়াই এই ভয়ানক কাণ্ড বাঁধাইয়া থাকিবে। সে-ই ইহার মূল।"

গম্ভীরস্বরে নাছোড় কহিল, "যাহাই হউক, কিন্তু এই কর্ম্মটা বড়ই গর্হিত হইয়াছে।—যে-ই করুক, তাহাকে এই মহাপাপের ভোগ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে,—নিশ্চয় জানিও, সময়ে সে ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইবেই পাইবে।"

সচঞ্চলভাবে পাথোজী উত্তর করিল, "বিলক্ষণ! ইহাতে আর আমাদের দোষ কি ? বলদেবই যথার্থ দোষী !—যদি কাহাকেও দোষভাগী হইতে হয়, তবে বলদেবই প্রকৃতপক্ষে অপরাধী !—যদি তাহাতে কোন-

রূপ পাপ স্পর্শে, তবে সে পাপ তাহার।—যদি কাহাকেও সে পাপের ফলভোগ করিতে হয়, তবে সে-ই তাহার উচিত ফল উপভোগ করিবে,—ইহাতে আর আমাদের সংশ্রব কি? আমাদের তাহাতে আর ক্ষতি-বৃদ্ধিটাই বা কি?"

"তাহাই হউক।" বলিয়া নাছোড় সিং নিস্তব্ধ হইল।—যথাসময়ে উভয়ে হরিহোড়ের পান্থশালায় আসিয়া উপস্থিত।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

বিচার,—আশ্বাস প্রদান।

জয়পুরের ফৌজদারী আদালতে আজ অতিশয় জনতা। রঞ্জনলাল ষড়যন্ত্র করা অপরাধে ধৃত হইয়াছেন এ কথা আর কাহারও শুনিতে বাকি নাই। একজন সামান্য অবস্থাপন্ন হিন্দু এমন প্রবলপরাক্রান্ত মুসলমান নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চক্রান্ত করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত। বিচারে তাহার কি হয়, অপরাধ সপ্রমাণ হইলে কাজী সাহেব তাহার কিরূপ দণ্ডবিধান করেন, এইটী দেখিবার জন্যই আদালত লোকারণ্য,—অসম্ভব জনতা। বাহিরেও যেরূপ ভিড়, ভিতরেও সেইরূপ জনতা। প্রবেশদ্বারে চাপরাসিরা সারি সারি দণ্ডায়মান আছে, ভদ্রলোক ভিন্ন অপর কেহই বিচারালয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বিচারপতি তখনও আগমন করেন নাই। তিনি আসিলেই বিচার আরম্ভ হইবে। সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বেলা প্রায় দুইপ্রহর অতীত, এমন সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। "হঠ্ যাও, হঠ্ যাও, তফাৎ তফাৎ" এরূপ চীৎকারের সহিত ভয়ঙ্কর গোল। লোকেরা বুঝিল,

এইবার মুফ্‌তী সাহেব দর্শন দিবেন। জনতা ভেদ করিয়া চাপরাসিরা পথ করিল, মুফ্‌তি মহাশয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হুলস্থূল ব্যাপার!

পাঠক মহাশয়। আপনার সহিত এই মুফ্‌তী মহাশয়ের অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, অতএব ইহাকে আপনি বিশেষরূপে চিনিয়া রাখুন। আকৃতিটী উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত না থাকিলে পাছে চিনিয়া লইবার ভ্রম হয়, অধিক লোকের সঙ্গে একত্রে থাকিলে গোলমালে যদি চিনিতে না-ই পারেন, এই জন্য ইহাঁর মূর্ত্তিটী আপনার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া দিতেছি, আপনি তাহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন।

মুফ্‌তী মহাশয় কৃষ্ণবর্ণ,—নবজলধরের ন্যায় নহে; দণ্ডকাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ,—স্থূল,—বরাহের ন্যায় স্থূল,—গঠন খর্ব্ব, বামনদেবের ন্যায় নহে, সে পরিমাণে অনেক দীর্ঘ,—কিন্তু স্বাভাবিক মনুষ্য অপেক্ষা অনেক খর্ব্ব,—মাপে তিনহস্ত পরিমাণ। চক্ষু টানা বটে, কিন্তু আকর্ণ নয়, মধ্যবিধ,—ভ্রূতে অধিক চুল নাই, স্থানে স্থানে এক একগাছি মাত্র বিরাজমান,—দৃষ্টি অতিশয় কদর্য্য,—মুখে গোঁপের লেশমাত্রও নাই, খোসা মাকুন্দ! ওষ্ঠাধর অতিশয় স্থূল। গ্রীবা খর্ব্ব, বক্ষস্থল বিশাল, উদর স্ফীত, নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত। মস্তকের কেশ কাফ্‌রী-দিগের ন্যায় কুঞ্চিত। স্বর কর্কশ, বয়স অনুমান ২৭।২৮ বৎসর। জাতিতে হিন্দু. নাম বিষণচাঁদ,—উপাধি মুকিম।

মুফ্‌তী মহাশয় প্রথমে বিচারাসনে উপবেশন না করিয়া, তিনি তাঁহার বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন। দারোগা সাহেব উপস্থিত হইলে বিষণজী তাঁহাকে কহিলেন কল্য যে পত্রখানা পাঠাইয়াছিলে, তাহা পাঠ করা হইয়াছে। এখন তদারগে কিরূপ অবস্থা জানিতে পারিলে? কিরূপ প্রকাশ হইল?" দারোগার নাম পরমলজী।

দারোগা উত্তর করিলেন, "বন্দীর সিন্দুকে যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত ঐ পুলিন্দার মধ্যে আছে, দেখিলেই জানিতে পারিবেন।"

"আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। অপরাধীর চরিত্র কেমন; কোনপ্রকার চক্রান্ত করা তাহার পক্ষে সম্ভব কি না?"

"আজ্ঞা আমার বিবেচনায় সম্ভব বোধ হয় না। সে ব্যক্তি বালক, বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক নয়। বিশেষতঃ তদন্তে জানিয়াছি সে অতি নিরীহ লোক। বিবাদ বিসম্বাদ কাহাকে বলে তাহা সে জানে না। অধিকন্তু দাতাজীর মুখে যেরূপ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে ত রঞ্জনকে অতি সচ্চরিত্র বলিয়াই অনুমান হয়।"

বিষণচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দাতাজী?"

দারোগা উত্তর করিলেন, আজ্ঞা, মহাজনপটীর।"

"ওহো! সেই দাতাজী? রঞ্জনলাল তাঁহারই অধীনে কর্ম্ম করে?"

"আজ্ঞা হাঁ, তাঁহারই বাণিজ্য-পোতের প্রধান অধ্যক্ষ।"

"বটে? হাঁ হাঁ, এখন স্মরণ হইল। বেনামী পত্রেও পোতাধ্যক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে বটে; কিন্তু বিংশতি বৎসর বয়সে পোতাধ্যক্ষ? আশ্চর্য্য!"

"আজ্ঞা, হজুরকে তাহাই ত নিবেদন করিতেছি। উত্তম লোক ও কর্ম্মক্ষম না হইলে এত অল্প বয়সে এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবে কেন?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দারোগা সাহেব মুফ্‌তি মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আবার বলিলেন, "তাহার চাক্ষুষ প্রমাণও আপনি। সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বলিয়াই এই অল্প বয়সে এরূপ সম্ভ্রান্ত উচ্চপদের অধিকারী হইয়াছেন। যোগ্যতা থাকিলে অল্প বয়সে উচ্চপদ লাভ বিচিত্র নহে।"

বিষণজী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হইতেছে, কোন শত্রুপক্ষ উহার অনিষ্ট করিবার জন্যই ওরূপ লিখিয়া থাকিবে। কেমন, তুমি কি বিবেচনা কর?"

দয়ালু দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা তাহাই নিশ্চয়, ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

এমন সময় একজন চাপরাসি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষণচাঁদকে

সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "আজ্ঞা, হজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একটী ভদ্রলোক দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই ভদ্রলোক? তাহার নাম কি?"

চাপরাসি সভয়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞা, নাম বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাহিরে বড়ই গোলমাল, কিছুই শুনা যায় না, একারণ শুনিতে পাই নাই।"

বিমলচাঁদ দারোগাকে বলিলেন, "দেখ দেখি, কে আসিয়াছে?—যদি সম্ভ্রান্ত লোক হয়, আর যদি উচিত বিবেচনা কর, তবে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া চাপরাসির সঙ্গে দারোগা সাহেব বাহিরে আসিলেন। বিমলজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দাতাজী দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দারোগাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে দারোগা সাহেব।—আপনিও এখানে আছেন? তবে ত ভালই হইয়াছে। আমি চাপরাসি দ্বারা মুক্তি মহাশয়কে সংবাদ পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন।"

"চাপরাসি আপনার নাম, হজুরকে বলিতে পারে নাই, কে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, সেইটী জানিবার জন্য হজুরই আমাকে পাঠাইয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দাতাজীর কাণের কাছে মুখ লইয়া অতি মৃদুস্বরে দারোগা সাহেব বলিলেন, "মহাশয় চিন্তা করিবেন না, আমি সমস্ত বিষয়েরই সুবিধা করিয়াছি! রঞ্জনলাল এখনই খালাস পাইবে!"

দাতাজী আনন্দে দারোগার হস্তধারণ পূর্ব্বক গদ্গদস্বরে কহিলেন, "আমি যে কতদূর উপকৃত হইলাম, তাহা আর আপনাকে জানাইতে পারিলাম না।—আপনি একটী নিরীহ লোকের প্রাণদান করিলেন! এ মহৎ কার্য্যের পুরস্কার ঈশ্বরই আপনাকে প্রদান করিবেন,

জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! আশীর্ব্বাদ করি, আপনি সুখ স্বচ্ছন্দে পুত্রকলত্রাদির সহিত কালাতিপাত করুন!"

"ইহাই যথেষ্ট!—এই আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট! এখন আসুন, যদি হজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন।" এই কথা বলিয়া দারোগা সাহেব দাতাজীকে সঙ্গে লইয়া বিষণজীর বিরামগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দাতাজীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিষণচাঁদ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে লইয়া বসাইলেন। কহিলেন, "আমি সমস্তই শুনিয়াছি,—সকল বিবরই জানিয়াছি, রঞ্জন যে নিরীহ লোক, তাহা আর জানিতে আমার বাকী নাই।"

আহ্লাদিত হইয়া দাতাজী কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, সে অতি নিরীহ লোক, তাহার চরিত্র অতি নির্ম্মল, শরীরে পাপের লেশমাত্রও নাই। আমি অনুমান করি, অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহার কোন বৈরীপক্ষ এরূপ ভয়ানক অপবাদ রটাইয়া থাকিবে।"

"হাঁ,—তাহা সম্ভব বটে।"

সাগ্রহে দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে বিচার কখন করিবেন? কাছারীঘরে চলুন না কেন?"

বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "না,—কাছারীঘরে বিচার করিব না,—অদ্য সেখানে অসম্ভব ভিড়!—অদ্য এইখানেই বিচার করিব।"

সোৎসুকে দাতাজী আবার বলিলেন, "তবে কি রঞ্জনকে এখানে আহ্বান করিব?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া মুফ্‌তী সাহেব কহিলেন, "সে কর্ম্ম আপনার নহে, সে কার্য্য থানার দারোগার। দারোগাই তাহাকে এখানে আনয়ন করিবে এখন।" এই কথা বলিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে আবার বলিলেন, "মহাশয়! আপনি এখন এস্থান হইতে প্রস্থান করুন,—নির্জ্জনে বিচার,—তাহাতে যদি আপনি উপস্থিত থাকেন, তাহা

হইলে লোকে নানারূপ কুতর্ক ঘটাইতে পারে ;—আপনি এখান হইতে চলিয়া যাউন, আদালতেও থাকিবেন না, একেবারে বাটীতে গমন করুন।"

"আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। এখানে থাকাটা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না, লোকে অপর কিছু ভাবিতে পারে বটে," এই কথা বলিয়া দাতাজী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মুফ্‌তী মহাশয় দারোগাকে বলিলেন, "এখন রঞ্জনলালকে এখানে আনয়ন কর। আর দেখ, বিচারের সময় তুমিও গৃহে উপস্থিত থাকিও না।"

"যে আজ্ঞা হুজুর।" এই কথা বলিয়া দারোগা সাহেব বাহিরে আসিলেন। ক্ষণকাল পরে রঞ্জন গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত। বিষণচাঁদ রঞ্জনের মুখপানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে ইহার চরিত্রের বিষয় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সে বিষয়ের প্রমাণ পাইতে তাঁহার আর অপেক্ষা রহিল না। রঞ্জনের বদন নিরীক্ষণ করিয়াই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। রঞ্জনের বদনে দয়া, দাক্ষিণ্য সাহস, ধৈর্য্য, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা, ও সরলতা সমস্তই যেন জাজ্বল্যরূপে বিরাজমান। মুফ্‌তী সাহেবের দয়া হইল। তিনি বসিবার নিমিত্ত অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক একখানি আসন দেখাইয়া দিলেন। রঞ্জনলাল প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। প্রশ্নের প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে বিচারপতির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিষণচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম ও ব্যবসা কি?"

উ।—আমার নাম রঞ্জনলাল, পূর্ব্বে আমি মাতঙ্গী জাহাজের মালিম ছিলাম, এক্ষণে তাহার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত আছি।

প্র।—তোমার বয়স কত?

উ।—ঊনবিংশ গত, বিংশতিতে পদার্পণ করিয়াছি।

প্র।—কখন্ তুমি ধৃত হইয়াছিলে?

উ।—গত রজনীতে।—তখন রাত্রি অনুমান নয়টা হইবে।

প্র।—পুলিসের লোকেরা যখন তোমায় ধৃত করে, তখন তুমি কি করিতেছিলে?

উ।—তখন আমি সম্প্রদানগৃহে উপস্থিত ছিলাম।

প্র।—সম্প্রদান গৃহ? তবে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলে?

উ।—নিমন্ত্রণ নহে,—আমারই বিবাহ।

প্র।—তোমারই বিবাহ? সম্প্রদানগৃহেই ধৃত হইয়াছিলে?

উ।—আজ্ঞা হাঁ।

বিষণচাঁদ শিহরিয়া উঠিলেন। বিবাহের দিন বর সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হয়, একারণ সেদিন তাহাকে "নওসা" অর্থাৎ নূতন বাদসা বলিয়া ডাকে। বিবাহের রাত্রি, আমোদের রাত্রি, সে রাত্রে বাসরগৃহে শালি, শ্বশ্রূ ও অপরাপর পূজনীয়া স্ত্রীলোকেরা কেহ ব্রাহ্মণকন্যা, কেহ গোপবধূ, কেহ মোদকদুহিতা সাজিয়া বরের সহিত হাস্যপরিহাসে রজনী অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সুখময় রজনী দেখিতে দেখিতেই প্রভাত হইয়া যায়। বিষণজী মহাশয়ের সম্প্রতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সে কথা স্মরণ হইল, সেই অতুল সুখনিশা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। এমন সুখশর্ব্বরী রঞ্জনের নিদারুণ ক্লেশে অতিবাহিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "হাঁ, তাহার পর? বলিয়া যাও।"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "আমাকে কি বিষয় বলিতে অনুমতি করেন?"

প্র।—এই যাহা যাহা তোমার জানা আছে।

উ।—আমাকে জিজ্ঞাসা করুন। যাহা যাহা অবগত আছি, তাহার প্রকৃত উত্তর এখনই আপনাকে প্রদান করিতে যত্নবান হইব। জিজ্ঞাসা করুন।

প্র।—তুমি ভূতপূর্ব্ব মহারাজ সরকারে কি কোন কর্ম্ম করিয়াছিলে?

উ।—আজ্ঞা না।

প্র—শুনিয়াছি তুমি না কি বর্ত্তমান নবাবের শাসনপ্রণালীতে অতিশয় অসন্তুষ্ট?

উ।—অসন্তুষ্ট? কিসে সন্তুষ্ট, আর কিসে অসন্তুষ্ট হইতে হয়, তাহা আমি অবগত নহি। পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমি এই তিনটি কথা জানি মাত্র। প্রথমতঃ, আমার পিতা বৃদ্ধ তাঁহাকে আমার ভরণপোষণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দাতাজী আমাকে যথেষ্ট স্নেহানুগ্রহ করেন, তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিত। তৃতীয়তঃ, যাহার সহিত বিবাহ হইতেছিল, তাহার যা হয় যৎকিঞ্চিৎ ধনসম্পত্তি আছে, রীতিমত তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং যাহাতে সেই রমণী সুখ ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আমার যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন অপর আর কিছুই আমার জানা নাই।

আসামীর উত্তর প্রত্যুত্তর শ্রবণে দোষী ও নির্দ্দোষী অনুমান করিতে বিচারপতিরা প্রায়ই সমর্থ হইয়া থাকেন। রঞ্জনলালের এই সরল উত্তরেই বিমলজী তাহার নির্দ্দোষতার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! তোমার কি কোন শত্রু আছে?"

উ।—আজ্ঞা, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার আবার শত্রু কে?

প্র।—প্রকৃতপক্ষে শত্রু নাই হউক, কিন্তু তোমার অবস্থায় কেহ কেহ হিংসাও ত করিতে পারে। ভাবিয়া দেখ, এই অল্প বয়সে তোমার পোতাধ্যক্ষের পদ, আর যাহার পাণিগ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তাঁহারও যা হয় যৎকিঞ্চিৎ ধন সম্পত্তি আছে, সে ধন আবার তোমারই হস্তগত হইত। এই সকল অবস্থায় অনেকেরই তোমার উপর ঈর্ষা জন্মিতে পারে, অনেকেই তোমার শত্রু হইতে পারে।

উ।—আজ্ঞা হাঁ, আপনি যথার্থই অনুভব করিয়াছেন, এ অবস্থায় অনেকেই আমার শত্রু হইতে পারে বটে; কিন্তু কে যে শত্রু, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

"ভাল এই পত্রখানি পাঠ কর দেখি, দেখ দেখি অক্ষর দেখিয়াও সে লোক নির্ণয় করিতে পার।" এই কথা বলিয়া বিমলজী মহাশয় রঞ্জনলালের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন।

পত্রখানিতে এরূপ লেখা ছিল ঃ———

"আশ্রয়-কমলাপদ শ্রীলশ্রীযুক্ত কাজীয়ল কুজ্জাৎ আমীর সাহেব মহাশয় বরাবরেষু—

ধর্ম্মাবতার।

আপনার সুগোচরার্থ নিবেদন করিতেছি যে, সম্প্রতি এই রাজ্যে ভয়ানক একটী ষড়যন্ত্র হইয়াছে। বর্ত্তমান নবাব সাহেবকে সিংহাসনচ্যুত করাই এই ষড়যন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

"মাতঙ্গী" জাহাজের দ্বিতীয় কর্ম্মচারী (সম্প্রতি পোতাধ্যক্ষ) রঞ্জনলাল এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক। সে বরদা নগরের ষড়যন্ত্রকারীদিগের নিকট হইতে পত্র লইয়া বন্দীগিরিদুর্গের বন্দী মহারাজকে প্রদান করে, আবার তথা হইতে প্রত্যুত্তর লইয়া বরদা নগরে প্রত্যাগত হয়। বহুদিবস হইতেই এইরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ধর্ম্মাবতার! আপনি দেশের শাসনকর্ত্তা, দেশের শান্তিরক্ষা করা মহাশয়ের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয়, এরূপ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

পোতস্থিত রঞ্জনলালের সিন্দুকটী অনুসন্ধান করিলেই যথেষ্ট হইবে, এই ষড়যন্ত্রের আশু-প্রমাণ তাহাতেই প্রাপ্ত হইবেন।

সাধারণের যাহাতে উপকার হয়, ইহাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য।—যাহাতে দেশের শান্তিভঙ্গ না হয়, ইহাই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা!—তাহার অপর কোন দুরভিসন্ধি নাই।

লেখক পারিতোষিকের প্রার্থী নয়, এ কারণ বিনা স্বাক্ষরেই এই আবেদন পত্রখানি হুজুর সন্নিধানে প্রেরণ করিল। হুজুর মালিক, নিবেদন ইতি।"

পাঠ করিতে করিতে রঞ্জনলালের ললাট হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, বদন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। তিনি গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলাম না" এই কথা বলিয়া পত্রখানি বিষণজীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

প্র।—এখন বল দেখি, এ পত্রে যে যে বিষয় লেখা আছে, সে সকল কতদূর সত্য?

উ।—রত্নগিরি নগরে গমন করিয়াছিলাম, এ বিষয় সত্য, সেখানে আজীম খাঁ সাহেবকে একখানা পত্র প্রদান করি, তাহাও——

প্র।—রও,—সে পত্র তোমাকে কে প্রদান করে?

উ।—আজ্ঞা, আমাদের পূর্ব্ব পোতাধ্যক্ষ ত্রিগুণা বাবু।

প্র।—ত্রিগুণা এখন কোথায়?—সে এখন কি কর্ম্মে নিযুক্ত?

উ।—আজ্ঞা,—তাঁহার লোকান্তর হইয়াছে।

প্র।—ভাল,—আর আর সমস্ত কথা বলিয়া যাও।

উ।—আজ্ঞা,—পত্র দিবার দুইদিবস পরে রাত্রি দুইপ্রহরের সময় খাঁ সাহেব আমাদের জাহাজে ত্রিগুণা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। ত্রিগুণাবাবু তখন শয্যাগত। কিছুক্ষণ পরে অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে তাঁহার প্রকোষ্ঠে আহ্বান করেন। আমি উপস্থিত হইলে খাঁ আজীম একখানি শিলমোহর করা পত্র আমার হস্তে প্রদান করেন। যাহাতে সেখানি বরদানগরে নির্ব্বিঘ্নে পোঁছে, ইহার জন্য আমাকে বিস্তর অনুরোধ উপরোধও করেন। কিন্তু প্রথমে আমি তাহাতে সম্মত হই নাই, পরিশেষে ত্রিগুণাবাবুর বিশেষ উপরোধে অগত্যাই আমাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল। ইহাই আমার সমস্ত কাহিনী, ইহার অধিক আর আমি কিছুই অবগত নহি।

প্র।—তোমার কথা সত্য বলিয়া অনুমান হইতেছে। ভাল, সে পত্রখানা যাহার নামের?—তাহাকে কি তুমি প্রদান করিয়াছ?

উ।—আজ্ঞা না,—এই বিবাহের গোলমালে অবসর পাই নাই, কল্য পাঠাবার ইচ্ছা ছিল।

এবরার ব্যঙ্গস্বরে বিষণচাঁদ কহিলেন, "তুমি অতিশয় নির্ব্বোধ;—বিশ্বাস কি হয় তা তোমার জ্ঞান নাই। যাহার জন্য এত বিপদ, এত লাঞ্ছনা, এরূপ ভোগাভোগ, সেই কর্ম্ম করিতে আবার এখনই উদ্যত! এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা। কি আশ্চর্য্য! ভবিষ্যতে সাবধান

হইও।—এখন সেই পত্রখানা আমাকে প্রদান কর, আর প্রয়োজন হইলে, এই বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে; এই মর্ম্মের একখানি অঙ্গীকারপত্র দারোগাকে লিখিয়া দাও গে।

রঞ্জনলাল গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞা, এখন আমি তবে বিদায় হইতে পারি?"

"হাঁ,—কিন্তু অগ্রে সেই পত্রখানা আমাকে প্রদান কর।"

"আজ্ঞা সেখানি ত আমার নিকট নাই,—শুনিয়াছি, সমস্ত কাগজপত্র জাহাজ হইতে পুলিসের লোকেরা লইয়া আসিয়াছে, বোধ করি সে পত্রখানিও ঐ পুলিন্দার ভিতরে থাকিতে পারে।"

"রও—একটু অপেক্ষা কর" এই কথা বলিয়া বিষণজী মহাশয় পুলিন্দামধ্যে সেই পত্রখানি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎপরে বিরক্তভাবে কহিলেন, "ইঃ! এ যে বহুৎ কাগজাৎ, অন্বেষণ করিতে যে অধিক বিলম্ব হইবে? ভাল, সে পত্রখানা কাহার নামে?"

রঞ্জন বলিলেন, "বরদা, দাওয়ান মহল্লায় সামন্তগিরির নামে।"

যদি তন্মুহূর্ত্তে সেখানে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলে বিষণচাঁদ অধিকতর শঙ্কিত হইতেন না। "সামন্ত গিরি" এই নামটীমাত্র শুনিয়া তিনি একেবারে আড়ষ্ট,—স্পন্দরহিত,—মুখে আর বাক্য নাই! ক্ষণেকপরে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "সামন্তগিরি, তিনি এখন বরদায়? দাওয়ান মহল্লায়?"

বুঝি আমাকেই প্রশ্ন করিতেছেন, ভাবিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, বরদায়। তাঁহার সহিত কি মহাশয়ের আলাপ পরিচয় আছে?"

অতি কর্কশস্বরে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "কাহার সহিত আলাপ পরিচয়? ষড়যন্ত্রকারীর সহিত?—সাধুলোকেরা ষড়যন্ত্রকারীর মুখাবলোকনও করেন না,—বরঞ্চ ধৃত করিতে পারিলে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন।"

রঞ্জনের মনে ভয় হইল।—সামন্তগিরি একজন ষড়যন্ত্রকারী, ইহা শ্রবণে তাঁহার মনে শঙ্কার উদয় হইল। সভয়ে বলিয়া উঠিলেন,

"সে ষড়যন্ত্রকারী, তাহা আমি জানিতাম না,—শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহা আমি জানিতাম না। পত্রের মর্ম্মও আমি অবগত নহি, যেমন মোড়ক করা পাইয়াছিলাম, তেমনই আছে। আমি বাহকমাত্র।"

"কিন্তু যাহার নামের পত্র, তাহার নাম ত তুমি জানিতে পারিয়াছ?"

"আজ্ঞা, নাম না অবগত হইলে কাহাকে প্রদান করিব? সুতরাং অগত্যাই শিরোনামটী পাঠ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

এত কথা শ্রবণ করিয়া বিষণচাঁদ অধিকতর আগ্রহে পুনরায় সেই পত্রখানি অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্বেষণ বিফল হইল না, প্রাপ্ত হইলেন। কহিলেন, "দেখ দেখি, এখানি কি সেই?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, এ-ই বটে।"

"ভাল,—এ পত্রখানি আর কেহই দর্শন করে নাই?"

"আজ্ঞা না,—কেহই নহে, কেহই দর্শন করে নাই।"

"সামন্ত গিরিকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তুমি যে রত্নগিরি হইতে এই পত্রখানি আনয়ন করিয়াছিলে, তাহাও কেহ অবগত নহে?"

"আজ্ঞা না,—কেহই না,—কেবল ত্রিগুণা বাবু জানিতেন মাত্র।"

বিষণজী মনোযোগ পূর্ব্বক পত্রখানি পাঠ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে বিমর্ষবদনে চিন্তামগ্ন হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বদন পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। উভয় হস্তে বদনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎপরে স্তম্ভিতভাবে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "হয়েছে যথেষ্ট। উঃ! কি কষ্ট।"

রঞ্জনলাল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি হইয়াছে? কোন অসুখ হয় নাই ত?"

উত্তর নাই, নিস্তব্ধ!—কএক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ। বিষণজী পত্রখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন, তৎপরে রঞ্জনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই বলিতেছ পত্রখানি পাঠ কর নাই? সত্যই তুমি ইহার মর্ম্ম অবগত নহ?"

রঞ্জন অকম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "যথার্থই আমি কিছুই জানি না, উহার কোন অংশই পাঠ করি নাই; কেবল শিরোনামটী দর্শন করিয়াছি মাত্র। কিন্তু আপনার কি হইয়াছে, আপনি এরূপ করিতেছেন কেন? কি হইয়াছে, পরিচারকদিগকে আহ্বান করিব কি?" বলিয়া ব্যস্ত সমস্তে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন।

অতি কঠোর স্বরে বিষণজী কহিলেন, "রও,—তুমি যেখানে আছ, সেইখানেই থাক। তোমার হুকুম দিবার প্রয়োজন নাই, তুমি কে,—আদেশ প্রদান করিবার তুমি কে?"

রঞ্জনলাল ক্ষুণ্ণ হইলেন, অভিমান পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, আমার প্রয়োজনে নয়, আপনারই সাহায্যের নিমিত্ত যাইতেছিলাম,—আমার প্রয়োজনে নহে।"

"না আমার প্রয়োজন নাই, আমার কিছুই হয় নাই,—ও কিছু নয়;—এখন তোমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহারই প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে থাক,—তাহারই প্রকৃত অবস্থা বিজ্ঞাপন কর।" তীব্রস্বরে এই কথা বলিয়া বিষণচাঁদ নিস্তব্ধ হইলেন। প্রশ্ন করা দূরে থাকুক, স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় সেই পত্রখানি অনন্যমনে পাঠ করিলেন, আবার আপনা আপনি বলিলেন, "উঁহু অবিশ্বাস কিসে হইবে?"

এই কএকটী কথা রঞ্জনের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল, তিনি ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "মহাশয়, আমি সত্যই বলিতেছি, একটী কথাও গোপন করি নাই, যদি আপনার সন্দেহ হইয়া থাকে, আবার আমাকে প্রশ্ন করুন, তাহা হইলেই সমস্ত বিষয় সুবিদিত হইবে।"

অনেক কষ্টে ভাব গোপন করিয়া বিষণচাঁদ কোমলস্বরে বলিলেন, "বাপু! এখনই তোমাকে মুক্তিদান করিতে পারিতাম, আমার ইচ্ছাও তাহাই ছিল, কিন্তু পারিলাম না।—সম্প্রতি এই পত্রখানা প্রাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্বাবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি এক্ষণে প্রধান কাজীর

বিনা অনুমতিতে তোমাকে অব্যাহতি প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছি না। তাঁহার সহিত একবার পরামর্শের আবশ্যক হইতেছে; কিন্তু তুমি কিছুই চিন্তা করিও না। যাহাতে তোমার সুবিধা হয়, সে বিষয়ে আমি সর্ব্বতোভাবে যত্নবান থাকিব। কেমন, আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে ত? আমার বাক্যে তোমার প্রত্যয় হয় ত?"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা, সম্পূর্ণ বিশ্বাস! তাহার অনেক প্রমাণও প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার অনুগ্রহ কখন বিস্মৃত হইব না।"

"তাহাই বলিতেছি, যাহাতে তুমি অবাধে নিষ্কৃতি পাও, তাহার উপায় করিতে আমি সাধ্যমত ত্রুটী করিব না। তোমার বিপক্ষে প্রধান সাক্ষ্য এই পত্র, এখানা নষ্ট করিলে আর কোন বিষয়েরই চিন্তা থাকিবে না। এই দেখ, এখানা আমি স্বয়ংই নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি।" এই কথা বলিয়া বিষণচাঁদ তৎক্ষণাৎ সামন্তগিরির নামের পত্রখানি শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া পার্শ্বস্থ অগ্নিকটাহ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ছিন্ন পত্রখানি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। বিষণচাঁদ সহর্ষে কহিলেন, "যাও,—এখন নিরাপদ হইলে।"

রঞ্জনলাল আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি আমার পিতার ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন, আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। দয়া মূর্ত্তিমান!"

বিষণচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "এখন একটী কথা বলি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। যাহাতে তোমার শীঘ্রই মুক্তিলাভ হয়, তাহার উপায় করিতে শীঘ্রই আমার একবার স্থানান্তর গমনের আবশ্যক হইতেছে;—আমার অনুপস্থিতির সময় যদি কেহ তোমাকে ঐ পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি তাহার কিছুই উত্তর করিও না, সামন্তগিরির নামটীও মুখে আনিও না; আনিলে তোমার বড়ই বিপদ ঘটিবে।"

"আজ্ঞা,—আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

"এটী আজ্ঞা নয়, এটী আমার উপদেশ! এ উপদেশটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখিও, কখনই ঐ পত্রের কথা ব্যক্ত করিও না, সামন্তগিরির নামও উল্লেখ

করিও না। যদি কেহ তোমাকে নিতান্ত উৎপীড়ন করে, তথাপিও এ সকল কথা প্রকাশ করিও না। কেমন, স্মরণ থাকিবে ত ?

এই কএকটী কথায় বিষণজীর এমনি ভাবটী প্রকাশ পাইল, যেন তিনি স্বয়ং আসামী, আর রঞ্জনলাল বিচারপতি। রঞ্জনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত, তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় তিনি যেন তাঁহাকে অনুনয় ও বিনয় করিতেছেন।

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, সমস্তই থাকিবে, আমি কাহাকেও প্রকাশ করিব না।"

বিষণজী আবার সেইভাবে বলিলেন, "শপথ করিয়া বলিতেছ, সে কথা তুমি কাহাকেও প্রকাশ করিবে না?"

"আজ্ঞা আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, যদি স্বয়ং দাতাজী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকেও বলিব না;—যদি কেহ এই কথাটী জানিবার নিমিত্ত আমায় উৎকট যন্ত্রণা দেয়, তাহা হইলেও আমি কদাচ প্রকাশ করিব না;—সে বিষয় আপনি স্থির নিশ্চয় থাকুন।" এই কয়েকটী কথা বলিবার সময় রঞ্জনের বদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

বিষণচাঁদ বলিলেন "উত্তম।—এত অধিক বলিবার আমার আর অন্য কোন অভিপ্রায় নাই, কেবল যাহাতে তোমার উপকার হয়, যাহাতে তুমি কোনরূপ বিপদে পতিত না হও, সেই নিমিত্তই আমি এরূপ যত্ন করিতেছি, আমার প্রধান উদ্দেশ্যও তাহাই, এইটীই আমার আন্তরিক ইচ্ছা!"

বিনীতভাবে রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা, সেটী আমি নিশ্চয় জানি। সে বিষয়ে আমার ধ্রুব বিশ্বাস।—আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন, আমি কিছুতেই ইহার পরিশোধ করিতে পারিব না, চিরকালই ইহা স্মরণ থাকিবে!"

দারোগাকে আহ্বান করা হইল। দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলে বিষণচাঁদ মৃদুস্বরে তাহার কর্ণে কর্ণে কি উপদেশ প্রদান করিলেন। পরমলের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না। রঞ্জনের

প্রতি করুণাকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া সহগামী হইবার সঙ্কেত করিলেন। রঞ্জনলাল ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

নির্জ্জন হইলে বিষণচাঁদ মহাশয় আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "উঃ। কি ভয়ানক ব্যাপার।—যদি কাজী সাহেব উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে না জানি কি বিপদই ঘটিত।—এই পত্র তাঁহার হস্তে পতিত হইলে আর কাহারও নিস্তার থাকিত না।—বিষম সঙ্কটেই পতিত হইলাম। পদ, মর্য্যাদা, মান, সম্ভ্রম, সমস্তই সেই সঙ্গে ভাসিয়া যাইত।—আর যাহার শুভকামনার নিমিত্ত আমি এতদূর অভিলাষী, তাঁহার অন্বেষণ করিতে কাহাকেও আর কষ্টভোগ করিতে হইত না।—সহজেই তিনি ধৃত হইতেন। কারাবাস, বিচার, দণ্ডাজ্ঞা, অবশেষে জল্লাদহস্তে সমর্পণ, সমস্তই এককালে সংঘটিত হইত।—উঃ। কি একটা ভয়ঙ্কর ফাঁড়াই না কাটিয়া গিয়াছে। হা প্রভু সামন্তগিরি! কবে আপনি দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত হইবেন? কবে আপনার সুমতি হইবে? কবে আপনি শান্তি-নিকেতনে পদার্পণ করিবেন?—হে জগদীশ্বর! কবে আমি আপন অন্তরে সচ্ছন্দতা লাভ করিতে সমর্থ হইব? হায়! কি বিপদ, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। উভয় হস্তে বদনমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক তিনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় প্রায় একদণ্ড অতিবাহিত। সহসা বদন হইতে হস্ত নিষ্কাশন করিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ ভালই হইয়াছে, যাহার জন্য আমার এত ভয়, এত চিন্তা;—এখন তাহার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য গুছাইতে পারিব! সেই পত্রের মর্ম্মই এখন আমার অসীম সৌভাগ্যের প্রধান কারণ হইবে।" এই কথা বলিয়া সোৎসুকে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিলেন। শীঘ্রই শকট প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। যথাসময়ে শকট উপস্থিত হইলে তিনি দ্রুতগতিতে বরদা রাজধানীতে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় কাণ্ড।
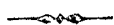
ভেকধারী।

বিষণচাঁদ বরদানগরের একজন পূর্ব্বপরিচিত হিন্দু সওদাগরের আবাসগৃহে অবস্থান করিতেছেন। মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, অতিশয় অস্থির, চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল। শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রা হইতেছে না। শয্যা যেন কণ্টকময় বোধ হইতেছে। মন অতিশয় চিন্তাকুল। এ চিন্তার কারণ কি? যে উদ্দেশে বরদাবাদে আগমন, তাহা সফল হইয়াছে। নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আকাঙ্ক্ষামত মান সম্ভ্রমও লাভ হইয়াছে। তবে এ চিন্তার কারণ কি?—তিনিই বলিতে পারেন।

তাঁহার যেন শয্যাকণ্টকী উপস্থিত হইল। আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অধৈর্য্য হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া একজন কিঙ্করকে আহ্বান পূর্ব্বক একখানি শকট আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রায় একঘণ্টা পরে ভৃত্য প্রত্যাগত—হইয়া সংবাদ দিল, "গাড়ী পাওয়া গেল না।"

"বয়েল গাড়ী?"

"আজ্ঞা, তাও না।"

"ডুলী?"

"আজ্ঞা সেটার চেষ্টা করি নাই।"

"কি আপদ! আবার যাও। যাহা পাও একখানা লইয়া আইস,—শীঘ্র লইয়া আইস।"

ভৃত্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, বিষণজী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিলম্ব করিতেছ কেন? শীঘ্র যাও।"

"আজ্ঞা! একটী সংবাদ আছে।"

"আবার সংবাদ,—কি সংবাদ?"

"আজ্ঞা! একজন ভিখারী দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। বলে, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। বিশেষ প্রয়োজন।"

"বিশেষ প্রয়োজন?—ভিখারী?—ভিখারীর সহিত আমার কি প্রয়োজন? হাঁকাইয়া দাও নাই কেন?"

"আজ্ঞা সে যায় না। অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিছুতেই যায় না। বলে, 'রাজাকে সংবাদ দাও। আমার আগমন সংবাদে রাজা বাহাদুর সন্তুষ্ট হইবেন, তুমি পুরস্কার পাইবে, সংবাদ না দিলে আমি কখনই এখান হইতে যাইব না। রাজা বাহাদুর বাহিরে আসিলেই সাক্ষাৎ করিব।' ভিখারীর এই সকল কথা শুনিয়া অগত্যাই আমি আপনাকে সংবাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি।"

বিষণচাঁদ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আপনা আপনি বলিলেন, "রাজা বাহাদুর? আমি রাজা বাহাদুর হইয়াছি, ভিখারী ইহা কিরূপে জানিতে পারিল?" সন্দিহান হইয়া ভৃত্যকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল তাঁহার বেশভূষা কিরূপ?"

"আজ্ঞা," পরিধান গেরুয়াবসন—"

"গেরুয়া বসন?"

"আজ্ঞা হাঁ!—শিরে জটাভার—"

"জটাভার?"

"আজ্ঞা হাঁ!—আর বিপর্য্যয় দাড়ী—"

"বিপর্য্যয় দাড়ী?"

"আজ্ঞা হাঁ!—আর গৌরবর্ণ।"

বিষণজীর হৃদয়ে যেন ঝটিকা বহিতে লাগিল, হৃদয়ের প্রবল চিন্তা আরও চতুর্গুণ প্রবল হইল। ভাবিলেন, "তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি-

যার জন্য মন এতদূর ব্যাকুল, ভাগ্যক্রমে সেই ব্যক্তি স্বয়ংই ভিখারী-বেশে দ্বারদেশে উপস্থিত।” অতিকষ্টে ভাব গোপন করিয়া উত্তেজিতস্বরে ভৃত্যকে কহিলেন, “ওঃ! রক্ষা পাই! একথা এতক্ষণ বলিস্ নাই কেন?—বলে ভিখারী?—ভিখারী কে?—এ যে আমার সেই পরম শুভানুধ্যায়ী গুরু,—ভগবান স্বামী!—মোহন্ত!—ওরে পাগল, ভিখারীর কি এরূপ বেশ-ভূষা হয়?—ভাগ্যে বেশভূষার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতেই ত রক্ষা হইল?—তাহাতেই ত জানিতে পারিলাম,—নতুবা কি কাণ্ডই না ঘটিত?—তিনি অতি সিদ্ধপুরুষ,—পরম হংস!—রাগ দ্বেষ কাহাকে বলে, জানেন না। তাহা না হইলে তোর দশাটা কি হইত, ভাবিয়া দেখ্ দেখি!—এতক্ষণ শাপ প্রদান পূর্ব্বক তিনি কোন্‌কালে তোকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন। যা যা এখনই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া লইয়া আয়,—সাধ্যসাধনা করিয়া লইয়া আয়।—দেখিস্, কিছুতেই যেন সে বিষয়ের ত্রুটী না হয়। সাবধান! সাবধান!”

ভৃত্য ভয় পাইল,—মনে করিল, “আমার গ্রহ সুপ্রসন্ন, সেই নিমিত্ত ঋষির কোপে পতিত হই নাই। ভাগ্যক্রমে অক্রোধী অজাতশত্রু ঋষির নিকট অপরাধী হইয়াছিলাম।”—জটাধারী যে একজন সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার যে দৈবশক্তি আছে, ইহা জানিতে ভৃত্যের আর অপেক্ষা রহিল না। বিষণচাঁদের বাক্যে তাহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল,—মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে, যদি ইনি সিদ্ধ পুরুষ না হইবেন, যদি ইঁহার দৈবশক্তি না থাকিবে, তবে বিষণচাঁদ “রাজা বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ ইনি এতশীঘ্র কিরূপে অবগত হইতে সক্ষম হইবেন? ইত্যাদি ভাবিয়া গললগ্নিকৃতবাসে সভয়ে বলিয়া উঠিল, “ধর্ম্মাবতার! আমার অতিশয় অপরাধ হইয়াছে।—আমি লোক চিনিতে পারি নাই।—মহাপুরুষকে ভিখারী জ্ঞান করিয়াছিলাম।—কিন্তু মহারাজ। এ প্রকার বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া অনেকেই না কি এখানে ভিক্ষা করিতে আগমন করিয়া থাকে, সেই নিমিত্ত প্রথমে আমি ইঁহাকে সামান্য ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। লোক চিনিতে পারি না, ঐটীই আমার

কেমন মহৎদোষ।” তড়িৎগতিতে এইকটী কথা উচ্চারণ করিয়া নব-রাজভৃত্য শশব্যস্তে তথা হইতে বাহিরে আসিল। কিঞ্চিৎপরে জটাজাল বিভূষিত স্থূলকায়, খর্ব্বাকৃতি, গৈরিক বসনধারী এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট হইল।

প্রভুর ইঙ্গিতে ভৃত্য তথা হইতে বিদায় হইলে বিষণচাঁদ সন্তর্পণে গৃহদ্বারটী অবরুদ্ধ করিয়া জটাধারীর চরণযুগল উভয়হস্তে ধারণ করিলেন। “শুভমস্তু” এই বাক্য প্রযোগে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঋষিঠাকুর বিষণচাঁদের পরিত্যক্ত শয্যায় যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা বাহাদুরও যোগীবরের সম্মুখে অপর একখানি আসন আনয়নপূর্ব্বক তদুপরি আপনিও উপবেশন করিলেন।

গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিষণচাঁদ অতি গম্ভীরস্বরে কহিলেন, “মহাশয়ের সাহস ত সামান্য নয়?—আপনি এখনও এইবেশ ধারণ করিয়া আছেন,—এখনও পরিত্যাগ করেন নাই? কি আশ্চর্য্য! বোধ হয় সংবাদ প্রাপ্ত না হইয়া থাকিবেন?”

সাশ্চর্য্যে জটাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসের সংবাদ?—ব্যাপারটা কি?—বেশ পরিত্যাগ করিব কেন? কি হইয়াছে?”

“পরে বলিতেছি।” বিষণচাদ কহিলেন, “পরে বলিতেছি, কিন্তু আপনি এ সময় এখানে কেন?”

উৎফুল্ললোচনে ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক জটাধারী কহিলেন, “কি করি, তুমি রাজধানীতে আগমন করিলে,—অসীমক্ষমতাপন্ন নবাব সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করিলে,—রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তে আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলে,—কিন্তু এই বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মুহূর্ত্তমাত্রও সাবকাশ প্রাপ্ত হইলে না। সুতরাং বৃদ্ধ নিরুপায়!—নিরুপায় হইয়াই স্বয়ং আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছে।”

অবনত বদনে মস্তক কণ্ডূয়ণ করিতে করিতে রাজা বিষণচাঁদ কহিলেন, “মহাশয় লজ্জা দিবেন না,—অগ্রে হেতু শ্রবণ করুন, কি কারণে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হই নাই, তাহার প্রকৃত কারণ সর্ব্বাগ্রে অবগত

হউন, তৎপরে লাঞ্ছনা করিবেন। দিনমানে গমন করিলে পাছে সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সাক্ষাৎ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় মহাশয় স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি উপেক্ষা বা আলস্য করিয়া সময় অতিবাহিত করি নাই, আপনার মঙ্গলের নিমিত্তই এই বিলম্ব করিয়াছি।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে গম্ভীরবদনে পুনরায় কহিলেন, “আমার রাজধানীতে আগমন করিবার প্রধান কারণও আপনি। যাহাতে আপনি নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন, যাহাতে আপনার সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হয়, যাহাতে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বস্থানে অকুতোভয়ে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, ইত্যাদি কারণেই আমার এখানে আগমন, শুদ্ধ পদমর্য্যাদা লাভের নিমিত্ত নহে। আপনার মঙ্গল——”

শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ না করিয়াই জটাধারী হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, “ভাল ভাল এ কৌতুক বড় মন্দ নহে।—আমারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন,— এ কাব্য বড় মন্দ নয়।—তুমি একজন বিচারপতি, বিচার করিবারই তোমার ক্ষমতা আছে, সেই বিষয়েই তুমি বিলক্ষণ সুদক্ষ, তাহারই কলকৌশল তোমার জানা আছে। কিন্তু নাট্যকার আবার কবে হইলে?—নিরুদ্বেগে থাকিতে দেওয়া, সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করা, সর্ব্বস্থানে পরিভ্রমণ করিতে দেওয়া, এ সকল কৌশলময় কথার অর্থ কি? ইহার তাৎপর্য্য ত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলাম।”

কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে বিষণচাঁদ কহিলেন, “মহাশয় তাচ্ছিল্য করিবেন না,—যাহা বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।”

ভেকধারী সেইভাবেই বলিতে লাগিলেন, “ইস্! ভারি গাম্ভীর্য্য? তা না হইবে কেন?—বিচারপতি কি না, গাম্ভীর্য্য হইবারই ক কথা! ভাল,—দেখি,—নূতন রাজা বাহাদুর, পুরাতন বিচারপতি কিরূপ উপদেশ প্রদান করেন!—দেখাই যাউক, তাহার বক্তৃতাশক্তি কতদূর তেজস্বিনী!”

"মিনতি করি, রহস্ত ত্যাগ করুন।—বড়ই ভয়ানক সংবাদ, অব-হেলা করিবেন না;—মনোনিবেশ করুন।"

"কি এমন ভয়ানক সংবাদ? ভাল, বলিয়া যাও, শ্রবণ করিতেছি।"

বিষণজী কহিলেন, "বোধ হয় অবশ্যই ইহা আপনি অবগত আছেন যে, এই রাজধানীস্থ একটী উদ্যান বাটীতে অনেকে দলবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান নবাবের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে।—নবাবকে রাজ্যচ্যুত করাই সেই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য! কেমন, একথা সত্য কি না?"

"হাঁ, দেওয়ান মহল্লায়,—বকাওলি নামক উদ্যানবাটীতে।—আমিই আবার সে সভার সভাপতি,—আমিই সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোগী,—এ কথা সমস্তই সত্য।—তা তুমি ইহা কিরূপে জানিতে পারিলে?—এ সংবাদ তুমি আবার কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিলে?"

বিষণজী তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার বদনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পুর্ব্বক উত্তর করিলেন, "সামন্তগিরির নামের একখানি পত্র পাঠেই তাহা অবগত হইয়াছি।"

"সামন্তগিরির নামের পত্র? সে পত্র কি প্রকারে তোমার হস্তগত হইল?"

"ঘটনাক্রমে বাহকের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি।"

"ভালই ত।" উদাসভাবে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "ভালই ত, তাহাতে আর ক্ষতিটাই বা কি হইয়াছে?—ইহাতে আর ভয়ানক কাণ্ডই বা কি ঘটিয়াছে?"

"মহাশয়, নবাব দরবারে আপনার প্রতিকূলে, অনেক ভয়ানক ভয়ানক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; আমি তাহা শ্রবণে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। আপনাকে পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিয়া সাবধান করিবার নিমিত্তই আমার এখানে——"

বাধা দিয়া তাচ্ছিল্যভাবে ভেকধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল

নবাব দরবারে কি কি ভয়ানক অভিযোগ শ্রবণ করিয়াছিলে? সেগুলি স্পষ্ট করিয়া বল দেখি?—না, তাহাতেও আবার সেইরূপ ভূমিকা ফাঁদিয়া আড়ম্বর করিবে?"

"আপনার নির্ভীকতা দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি,—বিপদকে বিপদ জ্ঞান করেন না, দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর কম্পমান হইতেছে;—এই দেখুন, আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল!"

ঈষৎহাস্য করিয়া সিদ্ধপুরুষ কহিলেন,"যে লোক এই প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমানের হস্ত হইতে সুরাটনগরের অমন সুন্দর বন্দরটী ছারখার করিয়া লুটিয়া লয়, মুসলমানের দুর্ভেদ্য কারাগার ভগ্ন করিয়া যে লোক অক্লেশে পলায়ন করে, যাহাকে ধরিবার জন্য শত শত অশ্বারোহী সেনা পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়, যে বনে দুর্দ্ধর্ষ সাহসী মুসলমান শতজনেও প্রবেশ করিতে সাহস করে না, সেই ভীষণ বনে যে লোক একাকী প্রবেশ করিয়া সেই সকল পশ্চাদ্ধাবিত অশ্বারোহীর উদ্যম বিফল করিয়া দেয়, ভীষণ অরণ্যবাসী হইয়া যে লোক সিংহব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক বন্য পশুর সহিত একত্র বাস করিয়া কৌশলক্রমে তাহাদের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পায়, যে লোক কখন ফলমূল, কখন লতাপত্র ভক্ষণ করিয়া শত শত ক্রোশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে হিন্দুরাজ্যে আসিয়া নিরাপদ হয়, যে লোক সর্ব্বদাই চক্ষের উপর সর্ব্বসংহারককালের করালমূর্ত্তি দর্শন করিতেছে, তাহার আর মৃত্যুতে ভয় কি? তাহার আবার বিপদে বিপদ জ্ঞান কি?—তাহার আবার কিসের শঙ্কা?"

জটাধারীর এই সদর্প বক্তৃতা, তাঁহার এই অসীম সাহস, বিপদে নির্ভীকতা দেখিয়া বিষণজী মনে মনে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কিন্তু ভাবীবিপদ আশঙ্কা করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। বলিলেন, "হাঁ, কেবল আমি জানিলে ক্ষতি ছিল না, তাহাতে ভয়েরও কোন কারণ ছিল না, কিন্তু নবাব সাহেব সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন, দেওয়ান মহল্লার ব্যাপার সমস্তই অবগত হইয়াছেন।"

"নবাব কিরূপে জানিতে পারিল?" জটাধারী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবাব কিরূপে জানিতে পারিল?"

"আপনি যে দাওয়ান মহল্লায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই বটে, তবে সন্দেহ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু গজানেনর হত্যাকাণ্ডে যে একজন ব্রহ্মচারী সংলিপ্ত ছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন। গজানন যেদিন একজন উদাসীন ব্রহ্মচারীর সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, সেদিন আর তিনি প্রত্যাগত হইলেন না। পরদিন এক সরোবর তীরে তাঁহার মৃতদেহটী মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল। অতএব সেই ব্রহ্মচারী যে এই হত্যার আদি কারণ তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহাই নবাব সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস।"

"ভাল, তর্কস্থলে স্বীকার করা গেল হত্যাকাণ্ড যথার্থ। কিন্তু ইহাতে দেওয়ান মহল্লার ঠিকানা কি প্রকারে জানিবে? দেওয়ান মহল্লার সহিত সেই হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধই বা কি?"

"সেই ব্রহ্মচারীই বলিয়াছিল।" বিষণজী কহিলেন, "সেই ব্রহ্মচারীই বলিয়াছিল। গজানন যখন বাটী হইতে বাহিরে আইসেন, সেই সময় কোথায় যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করাতে, দেওয়ান মহল্লার নাম, সেই ব্রহ্মচারীই কহিয়াছিলেন। গলী ও বাটী সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলেন, কিন্তু———"

কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া জটাধারী কহিলেন, "যদি সমস্তই জানিতে পারিয়াছে, তবে এতদিন ধরে নাই কেন?— দেওয়ান মহল্লার বকাওলি উদ্যানের থানাতল্লাসি লয় নাই কেন?

"গজানন আত্মহত্যা করিয়াছে, পুলিসের লোকেরা ইহাই প্রথম অনুমান করিয়াছিল; সেই নিমিত্তই তাহাদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।—সম্প্রতি হত ব্যক্তির গৃহানুসন্ধানে একখানি বেনামী পত্র প্রাপ্ত হওয়াতেই হত্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা হত্যাকারীর সন্ধানে সন্ধানে ফিরিতেছে।—সময়ে যে তাহাকে ধৃত করিতে পারিবে, তাহাতে আর তিলমাত্রও সন্দেহ নাই।"

উচ্চহাস্য করিয়া জটাধারী কহিলেন, "সময়ে কেন, অদ্যই ত ধরিতে পারে?—বকাওলি উদ্যানটীর অনুসন্ধান লইলেই ত যথেষ্ট হয়, তাহা না করিয়া বৃথা বৃথা এইরূপে কালহরণ করিতেছে কেন?"

"আজ্ঞা, দেওয়ান মহল্লার নামটী মাত্র জানিতে পারিয়াছে, কিন্তু গলী ও বাটীর সন্ধান করিতে পারে নাই, সেই নিমিত্তই এই বিলম্ব।—নতুবা এতদিন কবে সে কারাগারে বিনিক্ষিপ্ত হইত।"

"হাঁ হাঁ বুঝা গিযাছে।—তোমায় পুলিসের লোকেরা যতদূর কর্ম্মক্ষম, তাহা এই এক হত্যাতেই জানিতে পারা গিযাছে।"

"মহাশয়! পুলিসের লোকেরা যতদূরই অপদার্থ হউক না কেন, কিন্তু একটী বিষয় তাহাদের জ্ঞাতসার হইয়াছে, একটী ভয়ানক গুপ্ত বিষয় তাহাদের——"

"সে আবার কি?" বাধা দিয়া জটাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আরার কি? কি বিষয় তাহাদের স্থগোচর হইয়াছে?"

"সেই ব্রহ্মচারীর বেশভূষা। গজাননের হত্যাকারীর বেশভূষা।

উত্তেজিতস্বরে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "হত্যাকারী? হত্যাকারীটা কে? গজাননকে হত্যা করিয়াছে, ইহা তুমি কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলে?—অন্য কারণেও ত মরিতে পারে।—হত্যা, ইহা কিরূপে সাব্যস্ত হইল?"

"অন্য কারণ আবার কি? গজানন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া একজন অপরিচিত ব্রহ্মচারীর সহিত চলিয়া গেলেন, পরদিবস সরোবর-তীরে তাহার মৃতদেহটী দৃষ্ট হইল মাত্র।—স্থতরাং ইহা হত্যা ভিন্ন আর কি অনুমিত হইতে পারে?"

"এরূপ অনুমান হয় বটে,—মুসলমানেরা ওরূপ বিবেচনা করিতে পারে বটে।—কিন্তু তোমার মনে ওরূপ ধারণা হওয়াটা কোনমতেই উচিত হয় না।—গজানন যে খুন হইয়াছে, তাহার স্থিরতা কি?—দ্বৈরথ যুদ্ধেও ত হত হইতে পারে?"

"দ্বৈরথ যুদ্ধ?" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, দ্বৈরথ যুদ্ধ? তাহার কারণ?"

"সে অনেক সমস্যার কথা।—আর একসময় তখন বলা যাইবে। থন তোমার সেই পুলিসের কথাই শুনা যাউক,—তোমাব প্রশংসনীয় পুলিস কতদূর পর্য্যন্ত সন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে বিষয়েরই তর্ক-বিতর্ক করা যাউক।"

গম্ভীরভাবে বিষণচাঁদ কহিলেন, "পুলিসের লোকেরা সেই ব্রহ্মচারীর বেশভূষা জানিতে পারিয়াছে; গেরুয়াবসন পরিধান, মস্তকে জটাভার, মুখময় বিপর্য্যয় শ্মশ্রু, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েরই সন্ধান লইয়াছে।"

উচ্চহাস্যপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বটে বটে, এতদূর?—তবে এতদিন সে ব্যক্তি ধৃত হয় নাই কেন? পুলিসেব লোকেরা এতদিন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে কেন?"

বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "এতদিন পুলিসের সন্দেহ হয় নাই।—জটাধারীর উপর এতদিন সন্দেহ হয় নাই। সম্প্রতি গজাননের গৃহে সেই বেনামীপত্রখানি পাইয়াই তাহারা জানিতে পারিয়াছে।—দেখিলেই ধরিবে,—মোহন্তমাত্রেকেই ধরিবে, জটাধারীমাত্রকেই ধরিবে,—চক্ষে পড়িলেই ধরিবে।"

"হাঁ তাহা বটে,—পূর্ব্বে সংবাদ না পাইলে, পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে, তাহার ঐরূপ দশা ঘটিতে পারিত বটে।—তবে এখন আর তাহার সে বেশ ধারণ করা উচিত হয় না,—হত্যাপবাদে কলঙ্কিত ব্রহ্মচারীবেশ ধারণ করা তাহার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না। এখনই তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" ব্রহ্মচারী এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে বিষণচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমা'র বস্ত্রাদি কোথায়?

"ঐ পেটিকা মধ্যে।"

"কাছারীর পরিচ্ছদও কি উহার মধ্যে আছে?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"উত্তম।" এইকথা বলিয়া ভেকধারী পেটিকার আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে একটী পায়জামা, একটী চাপকান, ও একটী তাজ, বাহির করিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে ভেকধারীর কটিবন্ধ গেরুয়া-

বসনস্থলে পায়জামা, অঙ্গত্রাণের পরিবর্ত্তে শুভ্রচাপকান প্রতিনিধি হইল। মস্তকের জটাবলীকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব জরীর তাজ শীর্ষস্থানে অধিকারপূর্ব্বক পরমসুন্দর শোভায় শোভমান হইল। বক্ষঃ বিলম্বিত শ্মশ্রুরাজী এই সকল অভিনব শোভা দর্শনে লজ্জা পাইয়া সহচর জটাভারের সহিত জীর্ণ অঙ্গত্রাণ ও মলিন গেরুয়াবসনের মধ্যে লুক্কায়িত হইল। বহুপ্রাচীন গেরুয়াবসন নানাভারে ভারাক্রান্ত হইয়া শরণাগতবে রক্ষা করিবার নিমিত্তই যেন সভয়ে পেটিকাগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বিষণচাঁদ অবাক।—ভেকধারীর ভেক পরিবর্ত্তন ও প্রত্যুৎপন্নমতি দর্শনে একেবারে অবাক। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে অভিনব ভেকধারীর মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।—চক্ষের পলক নাই, একদৃষ্টে তাহাঁর বদনমণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বস্তুতঃ জটাধারীকে আর চিনিতে পারা যায় না। জটাশ্মশ্রু অপসৃত হওয়াতে তাহাঁর আকৃতিও সেই সঙ্গে বিভিন্নরূপ শ্রীধারণ করিয়াছে সূত্রকীটের প্রজাপতিরূপ ধারণের ন্যায়, ইনি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অভিনব শ্রীধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি যে জটাধারী মোহন্ত ছিলেন এটী এক্ষণে আর কিছুতেই অনুভূত হয় না। বর্ত্তমান লক্ষণে ইহাঁকে একজন সম্ভ্রান্ত মুসালমান বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

পাঠক মহাশয়! বিষণজীর পূর্ব্বকথিত সিদ্ধগুরুদেব, ভগবান স্বামীর এখন আর সে বেশ নাই। দেখুন, ইহাঁর এখন এই এক নবীন বেশ অপূর্ব্ব নবীন মূর্ত্তি। এক্ষণে ইহাঁকে আমরা কি নামে সম্ভাষণ করিব, কি বলিয়া সম্বোধন করিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। হংস পক্ষের ন্যায় শুভ্রবসনে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া পরমহংস বলিয়াই আলাপ করা যাউক। এ সম্বোধনে বোধ হয়, আমরা ইহাঁর নিকট অণুমাত্রও অপরাধী হইব না; কেননা বিষণচাঁদ ইত্যগ্রে তাহাঁর অনুচরের নিকটে ইহাঁকে পরমহংস বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ পরমহংস নামটীও অতিশয় সুশ্রাব্য। এ নামে অপমানও নাই, রহস্যও নাই, বরং তদ্বিনিময়ে

ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। সংসারে অতুল গৌরবেরও অদ্বিতীয় সামগ্রী!—এ নামে সম্বোধন করিলে ইনি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন, রাগ দ্বেষ না করিতে পারেন। অতএব আমরা ইহাঁকে নির্ভয়ে পরমহংস বলিয়াই এইস্থলে ইহাঁর সাদর অভ্যর্থনা করি। ইনি যখন এ নামে অগৌরব বোধ করিবেন না। তখন পাঠক মহাশয়েরও বিরাগভাজন হইতে হইবে না, ইহা আমরা সাহসপূর্ব্বক প্রত্যাশা করিতে পারি।

বিষণচাঁদের ভাবগতিক দর্শন করিয়া ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক পরমহংস কহিলেন, "কেমন, এখন কিরূপ হইল? পুলিসের লোকেরা সেই উদাসীন ব্রহ্মচারীকে কি এখন আর সহজে চিনিতে পারিবে?"

সাহ্লাদে সবিস্ময়ে সকৌতুকে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "না,—কোন ক্রমেই না;—তবে এখন ভগবানের ইচ্ছা।"

পরমহংস কহিলেন, "ভাল, তাহা যেন হইল। এখন পাদুকার কি হইবে?"

"দিতেছি, কিন্তু জরীর ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহাও আবার এড়িতোলা নয়, লপেটা।"

হংসদেব উত্তর করিলেন, "তাহাই ত চাই।—তাহাই ত প্রয়োজন।—লপেটা হইলেই ত ভাল হয়। মাথায় জরীর তাজ, পায়ে জরীর লপেটা, ইহাই ত অতি উত্তম। ইহাবই ত আবশ্যক।

বিষণচাঁদ অপর গৃহ হইতে একযোড়া লপেটা আনয়ন করিয়া, হংসদেব চরণে পরাইয়া দিলেন।—পরমহংস তাহাঁর এই ভক্তি দর্শনে হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল ভাল, ·· হইবে কেন? কেমন লোকের পুত্র?—তোমার এই ভক্তি দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এখন জানিতে পারিলাম, যথার্থই তুমি এ যাত্রা আমার প্রাণরক্ষা করিলে। এ কর্ম্মের পুরস্কার পরে পাইবে, আমাদের মহারাজ সিংহাসনে পুনরারূঢ় হইলে, ইহার পুরস্কার তখন করিব, এখন এই পর্য্যন্ত।—এখন আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আর কিছুই প্রতিদান করিতে পারিলাম না।"

"পুরস্কার?—আপনার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট। কিন্তু পুরস্কার আবার

কি ? সৌরাষ্ট্রনগর অধিকার হইয়াছে বলিয়াই বুঝি যথেষ্ট হইল ? আজীম খাঁর প্ররোচনায়——"

বাধা দিয়া পরমহংস কহিলেন, "এ সংবাদ তুমি কিরূপে প্রাপ্ত হইলে ? কে তোমাকে এ সংবাদ প্রদান করিল ? মহারাজ সৌরাষ্ট্র অধিকার করিয়াছেন, এ কথা তুমি কাহার নিকট শ্রবণ করিলে ?"

"কাহারও নিকট শ্রবণ করি নাই।—আপনার নামের পত্রেই সে সমস্ত প্রকাশিত ছিল,—তৎপাঠেই তাহা অবগত হইয়াছি।"

"আমার নামের পত্র ?" সচিন্তিতভাবে হংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নামের পত্র ? কোন্ পত্র ?—হাঁ হাঁ, ইতিপূর্ব্বেই তুমি একখানা পত্রের কথা বলিয়াছিলে বটে, সেইখানা কি ?"

"হাঁ, সেইখানাই বটে।—সেখানি যদি অপর কাহারও হস্তে নিপতিত হইত, তাহা হইলে আর নিস্তার থাকিত না। সামন্তগিরির ছিন্নমস্তক নাবাব সাহেবের সিংহাসনতলে কোন্‌কালে বিলুণ্ঠিত হইত।"

"হাঁ হাঁ, তাহা সম্ভব বটে। তুমি সহায়তা না করিলে সামন্তগিরি বিষম বিপদে নিপতিত হইতেন বটে। মুসলমানেরা যেরূপ নৃশংস ও নির্দ্দয়, তাহাতে গিরিঠাকুরের যে ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা হইত, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?"

"মহাশয় উপহাস করিবেন না, তাচ্ছিল্য করিবেন না, যথার্থই—"

গম্ভীরভাবে পরমহংস কহিলেন, "না না, আমি তাচ্ছিল্য করিতেছি না, যথার্থই তুমি আমার প্রাণদান করিয়াছ, এ যাত্রা তোমা হইতেই জীবন রক্ষা হইল, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতেছি।—কিন্তু সে পত্রখানা কৈ ?—কোথায় সেখানা রাখা হইয়াছে ?"

ত্রস্তভাবে বিষণচাঁদ কহিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ, সে পত্র আর রাখিতে আছে ? আমি তাহা পাইবামাত্রই দগ্ধ করিয়াছি,—তাহার চিহ্নমাত্রও রাখি নাই ;—দ[illegible] প্রাপ্ত হইলে লোকে যদি প্রমাদ ঘটায়, এই আশঙ্কায় তাহার ভস্মাবশেষ পর্য্যন্ত ও নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিয়াছি। সে নিমিত্ত——"

অর্দ্ধোক্তিতে বাধা দিয়া হংসদেব সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আর বাহক,—তাহার নাম,—নিবাস? সে বিষয়ের ত কিছুই উল্লেখ করিলে না। —কোথায় যাইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে?"

"কেন, তাহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন?"

"অপর কিছুই নহে, কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করা,—পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা।—কোথায় তাহার নিবাস?"

"কারাগারে!" উজ্জ্বলদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে বিষণচাঁদ কহিলেন, "বাহক কারাগারে,—আমি তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছি।"

"কেন, কারাগারে প্রেরণ করিলে কেন? অপরাধ?"

"একমাত্র সামন্তগিরির নাম অবগত হওয়াই তাহার পক্ষে যথেষ্ট অপরাধ!—পত্রবাহক পাছে গিরিঠাকুরের নাম প্রকাশ করিয়া ফেলে, সামন্তগিরি ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত, এ কথা পাছে কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়, পাছে আমার স্বার্থ ও আপনার নিরাপদের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা করে, এই ভয়ে, এই আশঙ্কায়, আমি তাহাকে দলিত ও পেষিত করিয়া ফেলিয়াছি।"

"কেন, সে ব্যক্তি কি সেই পত্রখানা পাঠ করিয়াছিল? তাহার মর্ম্ম কি সে ব্যক্তি অবগত হইয়াছিল??

"না, পাঠও করে নাই,—তাহার মর্ম্মও অবগত ছিল না; কেবল শিরোনামটী—"

"তবে" কথা সমাপ্ত করিতে অবসর না দিয়া হংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে?—তবে তাহাতে আশঙ্কা কি ছিল?"

"কি জানি!" বিষণজী কহিলেন, "কি জানি! কিসে কি হইত, কে বলিতে পারে?—একজনকে স্থানান্তর করিলে যদি মনের সমস্ত উদ্বেগই দূরীভূত হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়,—সাবধানের বিনাশ নাই। সে যাহাহউক, একটী বিষয় জানিবার জন্ত আমার মন অতিশয় আকুলিত হইতেছে। যে সংবাদটী এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই,—দুইজন ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি যে সংবাদের

বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে, সে সংবাদ আপনি পূর্ব্ব হইতে কিরূপে, কি কৌশলে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইলেন ?”

ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ কথা ? তোমার রাজাবাহাদুর উপাধি প্রাপ্তির বিষয় জানিবার কথা ?—তোমার রাজধানীতে আগমন করিবার কথা ?”

সোৎসুকে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, “হাঁ হাঁ, সেই কথাই বটে। আপনি ইহা কিরূপে জানিতে পারিলেন ? নাবাব সাহেব যখন আমাকে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন, তখন সে গৃহে ত অপর কেহই উপস্থিত ছিল না, কেবল দেলওয়ার খাঁ ও আমীর দওলত সাহেব উপস্থিত ছিলেন মাত্র। অতএব এ সংবাদ আপনি কাহার দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন ? কে আপনাকে এ সংবাদ প্রদান করিল ? আমার রাজধানী আগমনের সংবাদই বা আপনি কিরূপে অবগত হইলেন ?”

হাস্য করিতে করিতে হংসদেব উত্তর করিলেন, “বাপু, ইহা আর বুঝিতে পারিলে না ? এ সামান্য ব্যাপারটাও তোমার বোধগম্য হইল না ?”

“না, কিছুই ত না।”

“তোমার এখানে আগমন ও রাজাবাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইবার সংবাদ জানিবার কারণ এই যে, যখন তুমি দওলত সাহেবের বাটীতে গমনপূর্ব্বক সম্মানসূচক পরিচ্ছদাদি প্রাপ্ত হও, সেই সময় আমীর সাহেবের একজন পরিচারক তথায় উপস্থিত ছিল, সে ইহার তদন্ত লইয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে বিজ্ঞাপন——”

উত্তেজিতভাবে উত্তেজিতস্বরে বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, “তাই ত ? তবে বলুন না কেন, নবাব সাহেবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, আর তিনি স্বয়ংও শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন ? চারিদিকেই মহারাষ্ট্রীয়ের চরেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিশেষ কোন গুহ্য বিষয় জানিবার আবশ্যক হইলে আপনাদের আর অধিক কষ্ট পাইতে হয় না, সহজেই তাহা অবগত হইতে পারেন। যবনেরা কেবল আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত

থাকিবে, আর বসিয়া বসিয়া এটা কর্, ওটা কর্ বলিয়া আদেশ প্রদান করিবে! রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, তাহার কিছুই সন্ধান রাখিবে না। প্রজারা সুখে আছে, কি কষ্টভোগ করিতেছে, ইহার কিছুই তদন্ত করিবে না, এরূপ লোকের রাজ্য থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল।"

পরমহংস মৃদুমন্দ হাস্য করিলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না। বিষণজী পুনর্ব্বার কহিলেন, "যাহাই হউক, কিন্তু আপনি কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিবেন।—সতর্ক হইয়া থাকিবেন?"

"এ প্রহেলিকার তাৎপর্য্য ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহার অর্থ কি?"

"হিন্দুদিগের অভ্যুদয় হইবে, এইটীই আপনি মনে মনে স্থির করিয়াছেন? এইটীই আপনার ধ্রুব বিশ্বাস? কেমন না?"

"অবশ্য! ত্বরায়ই হিন্দুরাজা গুর্জ্জরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন। ইহাতে আর সংশয়মাত্রও নাই।"

"আপনি এরূপ বিবেচনা করিবেন না।—হিন্দুদিগের পরস্পরে কিছুমাত্র একতা নাই,—সকলেই স্ব স্ব প্রধান,—পরস্পরে পরস্পরের শত্রু,—বিপদ সময়ে কেহই কাহাকে সাহায্য করে না। বরঞ্চ যাহাতে অনিষ্ট হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে। মহীপত, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, মনে মনে যদি এরূপ আশা করিয়া থাকেন, তবে সেটী তাঁহার ভুল। তিনি দশপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, সেই মহারাষ্ট্রীয়েরাই আবার তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিবে। পরাস্ত হইলে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া কোন অপরূপ বন্যপশুর ন্যায় তিনি এস্থানে নীত হইবেন। পরিশেষে তাঁহার ভাগ্যে যে কি হইবে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে চাহি না; আপনিই তাহা অনুমান করিয়া লউন।"

"বাপু, মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিবে বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য নহে, তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত।"

মুষ্টিমাত্র হিন্দুসেনা তাঁহার অধীনে আছে, এখান হইতে সহস্র

সহস্র সুশিক্ষিত যবন সৈন্য তাঁহার বিপক্ষে প্রেরিত হইবে, তখন আর তাঁহার বিপদের ইয়ত্তা থাকিবে না।”

“যত অধিক সৈন্য প্রেরিত হইবে, ততই উত্তম, ততই সুবিধা।—তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করিবার ততই সুবিধা।”

“আজীমখাঁর প্ররোচনায় সৌরাষ্ট্র অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া মহীপত মনে করিতেছেন, বুঝি সকল কর্ম্মচারীই সেই প্রকৃতির লোক,—সকলেই বুঝি সেই পথ অবলম্বন করিবে, সকলেই বুঝি বিশ্বাসঘাতক,—সকলেই বুঝি নবাবের বিপক্ষতাচরণে তৎপর। কিন্তু তাহা নহে; আজীমের প্রকৃতির লোক এ রাজ্যে [illegible]। আজীমের প্ররোচনায় আপাততঃ সৌরাষ্ট্র করায়ত্ব করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেখানে আর তাঁহাকে অধিকদিন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে হইবে না; কঙ্কণরাজ শীঘ্রই তাঁহার পশ্চাৎদিক আক্রমণ করিবেন।”

“হাঁ, কাঙ্কণরাজ পশ্চাতে আসিবেন বটে, কিন্তু আক্রমণ করিবার নিমিত্ত নহে, তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইবার জন্য।”

“বিজয়পুরের রাজা, নবাব সাহেবের একজন অতি বিশ্বাসী বন্ধু, এ সময় কখনই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন না। অবশ্যই তাঁহার সৈন্য রাওজীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবে,—হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়া উঠিবে।”

“হাঁ, এখানে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে বটে।—বিজয়পুরের রাজা, রাওজীর পার্শ্বরক্ষক হইলে এখানে একটা হুলস্থুল ব্যাপার হইয়া উঠিবে বটে।”

“যাহাই বলুন, আর যাহাই ভাবুন, কিন্তু আমি যতদূর শ্রবণ করিয়াছি, যতদূর আমার জানা আছে, তাহাতে যে আপনারা কৃতকার্য্য হইবেন, এমনটী ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।”

“বাপু এটী তোমার বুঝিবার ভ্রম।—মনের ভ্রান্তি মাত্র।—আমাদের চর, চতুর্দ্দিকেই পরিভ্রমণ করিতেছে।—কি আমীর ওমরা, কি ফকির গোয়েন্দা; সকলেরই গূঢ় সংবাদ প্রত্যহই প্রাপ্ত হইতেছি।—উজির

হইতে শিক্ষানবিস পর্য্যন্ত, রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছে, সমস্তই আমরা যথাসময়ে জানিতে পারিতেছি।—সে বিষয়ের সংবাদ পাইতে আমাদের মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব হয় না,—তাহার প্রমাণও তুমি, তোমার রাজধানীতে আগমন, রাজাবাহাদুর উপাধিলাভ, এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারাই সে বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য।—অতএব আমি যাহা বলিলাম, সে সমস্তই ঠিক।—আমার ভবিষ্যবাণীটী মনে রাখিও, কর্ম্মের সময় উপস্থিত হইলে, একটী একটী করিয়া মিলাইয়া লইও,—দেখিবে ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইবে। আমাকে জ্যোতির্ব্বিদ্ জ্ঞান করিয়া তুমিই তখন আমাকে মনে মনে কতশত ধন্যবাদ প্রদান করিবে।"

"ভাল দেখা যাউক, আপনার অনুমান কতদূর সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু আবার বলি, আপনি কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিবেন,—ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা,—ইহাই আমার বক্তব্য,—ইহাই আমার সবিশেষ অনুরোধ।—এখন ভগবান আপনার মঙ্গল করুণ।"

"সে নিমিত্ত চিন্তা করিও না, আমি সাবধানেই আছি, আমার ছদ্মবেশ অদ্যাপিও প্রকাশ পায় নাই। কি বেশে কখন যে কোথায় পরিভ্রমণ করি, তাহা অদ্যাপি কেহই জানিতে পারে নাই। কখন মোহন্ত, কখন আমীর, কখন ভিক্ষুক, কখন কিছু, কি বেশধারণ করিয়া রঙ্গভূমে অভিনয় করি, তাহা তোমার সুচতুর পুলিসের কথা দূরে থাকুক, আমার সদলস্থ অতি অন্তরঙ্গ মিত্রও সে বিষয়ে এখন পর্য্যন্তও অনভিজ্ঞ। —তজ্জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। আমি সতর্কভাবেই বিচরণ করিয়া থাকি। তবে এখন বিদায় হই. আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও।"

"ঈশ্বর আপনারে রক্ষা করুন, মহাশয় প্রণাম হই, পদধূলি প্রদান করুন।" বিষণচাঁদ এইকথা বলিয়া হংসদেবের চরণযুগল পরিচুম্বন করিয়া ভক্তিভাবে চরণরেণু আপন মস্তকে ধারণ করিলেন। সন্তর্পণে গৃহদ্বার উন্মোচনপুর্ব্বক কোথায় কেহ আছে কি না দেখিবার নিমিত্ত, একবার বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। পথ পরিষ্কার দর্শনে সাহ্লাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাহিরে আসিবার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে পরমহংসের

প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হংসদেব ত্বরিত-পদে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রস্থান সময়ে তিনি কাহারও নয়নপথে নিপতিত হইলেন না।

কএক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত। সহসা চারিজন পুলিসের লোক গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত। প্রধান ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বিষণচাঁদকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! একজন মোহন্ত না আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিল?"

প্রশান্তভাবে বিষণজী উত্তর করিলেন, "হাঁ, আসিয়াছিল বটে কিন্তু সে ত বহুক্ষণ হইল প্রস্থান করিয়াছে। কেন হে, ব্যাপারটা কি?"

প্রশ্নকারী কহিল, "মহাশয়! বড়ই সুবিধা ছিল, মূল আসামীকে ধৃত করিবার বড়ই সুবিধা ছিল। সে ব্যক্তি মোহন্ত নয়, রাজ্যের একজন ভয়ানক ষড়যন্ত্রকারী, মোহন্তের বেশ তাহার ভেক, জটাধারী ভেকধারী ভণ্ড মাত্র। ভাল মহাশয়, সে ব্যক্তি আপনার নিকট কি নিমিত্ত আসিয়াছিল?—তাহার অভিপ্রায়টা কি?"

বিষণচাঁদ অম্লানবদনে কহিলেন, "দেওয়ান মহল্লায় লইয়া যাইবার চেষ্টা,—বলে, বিশেষ কার্য্য আটকাইয়া আছে;—কি কার্য্য, এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বিষয়ের উত্তর দান করে না, অন্য কথার উত্থাপনে প্রকৃত বিষয়টা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা পায়; ইহাতে অন্তর মধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তাহার সহিত গমন করিতে অস্বীকার পাইলাম সুতরাং সে ব্যক্তি হতাশাস হইয়া আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল।"

আগ্রহ সহকারে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জমাদার কহিল, "বেশ করিয়াছেন,—উত্তম করিয়াছেন, সুবিবেচনারই কার্য্য করা হইয়াছে যাইলে আর রক্ষা থাকিত না,—আপনারে ধ্বংস করিয়া ফেলিত,—প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িত।"

সবিস্ময়ে বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "তবে সেটা হত্যাকারী হত্যাই তাহার ব্যবসা?"

আজ্ঞা না, হত্যা তাহার ব্যবসা নহে, তবে রাজ্যের প্রধান প্রধা

কর্ম্মচারী, এবং সরকারের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণকে ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত করাই তাহার জীবনের একমাত্র সারব্রত, সে তাহারই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়! আজ দুইদিবস হইল আমরা তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছি, বেটাকে আজ ধরিয়া ছিলাম আর কি। কিন্তু বেটার ভারি কপাল জোর, বাঁচিয়া গেল। দেখি, এখনও যদি নারকী বেটাকে ধরিতে পারি।" সদম্ভে এই শেষ কএকটী কথা উচ্চারণপূর্ব্বক জমাদার সাহেব শশব্যস্তে সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। অপরাপর লোকেরাও একে একে তাহার অনুগামী হইল, মুফ্‌তী বিষণজী তখন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

চতুর্থ কাণ্ড।

অঙ্গীকারের পরিণাম।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, মুফ্‌তী বিষণচাঁদ রঞ্জনলালকে আশ্বাসবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া আপনি স্বয়ং বরদানগরাভিমুখে প্রস্থান করেন। তাঁহার সেই আশ্বাসবাক্যের ফল কিরূপে পরিণত হইল, মৃদুস্বরে দারোগা সাহেবকে তিনি কিরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রঞ্জনলালের গৃহ সুপ্রসন্ন কি অপ্রসন্ন, আসুন, সে বিষয়ের তদন্ত করিতে আমরা একবার তাঁহার নিকট গমন করি।

দারোগা সাহেব রঞ্জনলালকে [illegible] লইয়া আসিয়া অপর একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় দশবারজন অস্ত্রধারী পুলিসের লোক বসিয়াছিল, দারোগাকে দেখিবামাত্র সকলেই সসম্ভ্রমে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল। তিনি সম্মুখস্থ একব্যক্তিকে সম্বো-

ধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ করিম! এ ব্যক্তিকে আপাতত হাজত-গৃহে লইয়া যাও, সেখানে যত্ন করিয়া রাখিও; দেখিও তথায় ইহার যেন কোনরূপ শারীরিক কষ্ট না হয়। পরে যেরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবে সেইমত কার্য্য করিও।"

করিমসেখ বন্দীকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে, দারোগা সাহেব পুনর্ব্বার কহিলেন, "আর দেখ, একজন হিন্দুরদ্বারা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনয়নপূর্ব্বক ইহাকে আহার করিতে দিও। দেখিও, ইহার যেন অন্যথা না হয়।"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "আহারের প্রয়োজন করে না, বাটীতে যাইয়াই আহার করিব।"

দারোগার চক্ষে জল আসিল, তিনি মুখ ফিরাইলেন। অতিকষ্টে চক্ষের জল সম্বরণপূর্ব্বক কহিলেন, "না না, কাল তোমার সমস্তদিনটা উপবাসে গিয়াছে। রাত্রিতেও আবার আহার নিদ্রা হয় নাই। নিরাহারে এতদূর আসা বড় সামান্য কষ্ট নয়। এখন পর্য্যন্তও—"

বাধাদিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা, পথে আমার কিছুই কষ্ট হয় নাই, শকটারোহণে আগমন করিয়াছি, তাহাতে আর কষ্টটা কি হইয়াছে? তবে আপনি বারবার অনুমতি করিতেছেন, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘনকরা আমার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না। কিন্তু মহাশয়, এখানে ত আর আমাকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইবে না, এখনই ত মুক্তিলাভ করিতে পারিব। সেই নিমিত্তই বলিতেছি, বাটীতে যাইয়াই আহার করিব, এ নরককুণ্ডে আর কেন?"

দয়ালু দারোগার মুখে কথা সরিল না, তাঁহার হৃদয় দুঃসহ দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। রঞ্জনের এই শেষকথাটী সুশাণিত অস্ত্রের ন্যায় তাঁহার মর্ম্মদেশে আঘাত করিল। তিনি অতিকষ্টে ভাবগোপন করিয়া রঞ্জনের উভয়স্কন্ধে উভয়হস্ত প্রদানপূর্ব্বক ছাড়াছাড়া কথায় কহিলেন, "মুক্তিলাভ ত করিতেই পারিবে, কিন্তু কখন,—তাহার স্থিরতা নাই, যাইতে অনেক পথ, পৌঁছিতে অধিকরাত্রি হইবে, হয় ত আজ পৌঁছিতে

পারিবেই না, দুইদিন উপবাস, কিঞ্চিৎ আহার কর, শরীরটা কতক পরিমাণে সুশীতল হইবে।”

“যে আজ্ঞা, যেরূপ অনুমতি করেন। কিন্তু আপনি এত কাতর কেন?”

“না কাতর কিসের? রৌদ্রটা অধিক, সেই নিমিত্ত মুখ শুকাইয়া উঠিতেছে। এখন যাও, এই লোকটীর সঙ্গে যাও।” বলিতে বলিতে দারোগা সাহেব সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

আহারাদি সমাপন হইলে করিমের সহিত রঞ্জনলাল নীচে নামিয়া আসিলেন। সম্মুখে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের তিনদিক অতি উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, একদিকে সারিবন্দী কএকটী গৃহ। প্রতি গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী গবাক্ষ। রক্ষীর নিকট হইতে চাবী লইয়া করিমসেখ একটী গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক রঞ্জনকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। রঞ্জনলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; মহাশব্দে হাজতগৃহের বৃহৎদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

গৃহটী নিতান্ত ক্ষুদ্র। দীর্ঘে ছয় হস্ত, এবং প্রস্থে চারিহস্ত পরিমাণ, ঊর্দ্ধে পাঁচহস্তের অধিক হইবে না। বসিবার অন্য কোন আসন নাই, কেবল একখানি লৌহনির্ম্মিত টুল। রঞ্জনলাল টুলের উপর উপবেশন করিলেন। গৃহমধ্যে অতিশয় দুর্গন্ধ;—নির্ম্মল বায়ু প্রাপ্ত হইবার আশায় টুলখানি টানিয়া লইয়া গবাক্ষের সন্নিকটে যাইয়া আসন পরিগ্রহণ করিলেন। গবাক্ষপথ ঊর্দ্ধে থাকাতে তাঁহার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইল না; যে দুর্গন্ধ, সেই দুর্গন্ধই নাসিকামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহাতে যদিও তাঁহার অতিশয় কষ্ট বোধ হইতেছিল, কিন্তু বিচারপতির সেই আশ্বাস বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া তিনি সেই কষ্টকে কষ্টজ্ঞানই করিলেন না। মনে ধ্রুব বিশ্বাস, এখনই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পাইবেন। প্রতি পদশব্দে চমকাইয়া উঠেন, মনে করেন, এইবার বুঝি দুঃখের অবসান হইল,—এইবার বুঝি মুক্তিদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে।—ক্রমে সন্ধ্যা,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহটী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, একটীমাত্র গবাক্ষ,

তাহাও অতিশয় ক্ষুদ্র, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্ধকার আগমনপূর্ব্বক সেই স্থানটী অধিকার করিয়া লয়। অন্ধকারে মশকের অতিশয় প্রাদুর্ভাব।—তাহারা দলে দলে অগ্রসর হইয়া রঞ্জনের অৰ্দ্ধশরীরে পরমসুখে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই;—তিনি একমনে বিবণচাঁদের সেই আশ্বাসবাক্য স্মরণ করিতেছেন, তখনও যেন সেই স্তোকবাক্যগুলি তাঁহার শ্রবণপুটে প্রতিঘাত করিতেছিল, একমনে তিনি তাহাই ভাবিতে ছিলেন। শরীরের দিকে দৃষ্টিপাতই নাই;—ভাবিতে ভাবিতে দশমঘটিকা অতীত হইয়া গেল। এমন সময় কতকগুলি লোকের পদশব্দ সহসা তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল। তিনি সহর্ষে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তাঁহার অন্তর মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎপরে গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া দুইজন উল্কাধারী তৎসঙ্গে পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্বপরিচিত করিমসেখ ও অপর তিনজন অস্ত্রধারী প্রহরী তন্মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রহরীর আগমনে রঞ্জনলাল কিছু চিন্তান্বিত হইলেন,—হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শঙ্কার উদয় হইল। ভাবিলেন, খালাসি হুকুম শুনাইতে প্রহরীর আবশ্যক কি? আবার ভাবিলেন, হয় ত পুলিসের নিয়মই এই, কোন বন্দীকে মুক্তিদান করিবার সময় তাহারা এইরূপ আড়ম্বরের সহিতই মুক্তির অনুমতি শ্রবণ করাইয়া থাকে, তাহাদের কাণ্ডই এইরূপ। মনে মনে এই সকল তোলাপাড়া করিয়া রঞ্জনলাল করিমসেখকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কি খালাসের হুকুম আসিয়াছে?"

করিম উত্তর করিল, "তোমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্তই ত আমাদের আগমন।"

আগ্রহে রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার খালাসের হুকুমনামা কৈ? মুফ্‌তি মহাশয়, কি হুকুম দিয়াছেন?"

উত্তর হইল, "তাঁহারই ত হুকুম মত আসিয়াছি।

দ্বিরুক্তি না করিয়া রঞ্জনলাল তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তথা হইতে বাহিরে আসিলেন। সদররাস্তার ধারে একখানি শকট উপস্থিত ছিল, করিমসেখ রঞ্জনলালকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল, রঞ্জনলাল

প্রবেশ করিলেন। তিনজন অস্ত্রধারী ভিতরে যাইয়া বসিল, অপর একজন ছাদে উঠিল। শকটখানি হেলিতে দুলিতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

পরদিন বেলা দুইপ্রহর দুইঘটিকার সময় শকটখানি আমোদ নগরের সন্নিকট একটী পান্থশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে থামিলে কেন? আর কিছুদূর যাইলেই ত আমোদনগরে পৌঁছিতে পারিতে, পান্থশালায় থামিলে কেন?"

করিম উত্তর করিল, "বেলা অধিক হইয়াছে, এইখানেই আহারাদি করা যাউক, আমোদনগর পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে, এখানেই পাকশাকাদি করা যাউক। বিশেষত ঘোড়া আর পারিবে কেন? সমস্ত রাত্রি চালিত হইয়াছে, আর পারিবে কেন?"

"তাহাও বটে" বলিয়া রঞ্জনলাল শকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক রক্ষিদিগের সহিত পান্থশালায় প্রবেশ করিলেন।"

আহারাদি সমাপন করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল, করিমসেখের ইঙ্গিতে রঞ্জনলাল পুনর্ব্বার শকটে যাইয়া আরোহণ, করিলেন। গাড়ীখানি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। এবারে নূতন শকট নূতন ঘোটক, ঘোড়া দুটীও সতেজ, সবল, সুতরাং নক্ষত্রবেগে গমন করিতে লাগিল। কিছুদূর গমন করিলে পর, রঞ্জনলাল করিমসেখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই এদিকে কেন? বোধ হয় পথ ভুল হইয়া থাকিবে। আমোদ নগর যে উত্তরপশ্চিমদিকে, এদিকে যাইতেছ কেন?"

কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে করিমসেখ উত্তর করিল, "না না, পথ ভুল হয় নাই। ঠিক চলিতেছে। তুমি এরূপ অধৈর্য্য কেন? কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিলেই ত সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবে। এত উতলা হও কেন?"

রঞ্জনলাল লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ ভাই, অন্যায় হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করিও।"

করিম কহিল, "আর কথা কহিও না।"

প্রায় দুইঘণ্টাপথ অতিবাহিত করিয়া, শকটখানি নর্ম্মদানদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। করিমসেখের ইঙ্গিতে রঞ্জনলাল শকট হইতে অবতরণ করিলেন। সেখকরিম দুই তিনবার করতালি দিয়া কোন একটী বিশেষ সঙ্কেত করাতে, দূর হইতে "যাইতেছি" বলিয়া একখানি নৌকা ঝপ ঝপ শব্দে তীরে আসিয়া সংলগ্ন হইল। এই সকল সাঙ্কেতিক ব্যাপার দর্শনে রঞ্জনলাল শঙ্কান্বিত হইয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? নৌকায় কেন?"

একজন উত্তর করিল, "আর হাঁটাপথ নাই।"

রঞ্জন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবংচাঁদ মহাশয় কি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন?"

উত্তর হইল, "আমরা কি বিনা হুকুমে কার্য্য করিতেছি? তিনিই ত তোমায় লইয়া যাইতে আমাদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন! সেই নিমিত্তই ত——"

"তিনি এখন কোথায়? আমরা কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি? তোমরা কি আমায় সেইখানে লইয়া যাইতেছ?" সাগ্রহে এইকথা জিজ্ঞাসা করিয়া রঞ্জনলাল উত্তর প্রতীক্ষায় করিমের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ঔদাস্যভাবে করিমসেখ উত্তর করিল, "হাঁ হাঁ, কি আপদ! উঠ না, এই না তখন ক্ষমা চাহিয়াছিলে?"

রঞ্জনলাল অপ্রস্তুত হইলেন। মস্তক অবনত করিয়া স্থিরপদে রক্ষিদিগের সহিত জলযানে আরোহণ করিলেন। নিক্ষিপ্ত তীরবৎবেগে নৌকাখানি নর্ম্মদাবক্ষে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিল।

দুইঘণ্টা অতীত,—নৌকাপথেও প্রায় দুইঘণ্টা অতীত। নর্ম্মদা নদীতে রঞ্জনলাল অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন, দুইধারের বৃক্ষ এবং কোন কোন বিশেষ চিহ্ন তাঁহার বিলক্ষণরূপেই স্মরণ ছিল, দেখিবামাত্রেই চিনিতে পারিলেন। যদিও তখন রাত্রি, কিন্তু উজ্জ্বলজ্যোৎস্না থাকাতে, কোথায় আসিয়াছেন, দেখিবামাত্রই জানিতে পারিলেন, সেইস্থানে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতদূর যাইতে হইবে? আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

করিম সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ক্রমে জানিতে পারিবে।"

রঞ্জনলাল উত্তরকারীর উভয় হস্ত ব্যগ্রভাবে ধারণপূর্ব্বক, কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমরা কোথায় লইয়া যাইবে?—মিনতি করি প্রকাশ কর, শুনিলে আমি কিছুই করিব না,—দিব্য করিয়া বলিতেছি, কিছুই করিব না,—আমার ভাগ্যে যাহাই থাকুক, প্রকাশ করিয়া বল, ঈশ্বরের দোহাই প্রকাশ করিয়া বল, শুনিলে আমি তাহাতে কিছুমাত্র বাধা দিব না;—আর বাধা দিবারই বা ক্ষমতা কৈ?—এখান হইতে পলায়ন করিবার উপায় কৈ? চতুর্দ্দিকে জল,—বিশেষতঃ চারিদিকে প্রহরী বেষ্টিত, কিরূপে পলায়ন করিব? ঈশ্বরের দোহাই প্রকাশ করিয়া বল।"

এই কাতরোক্তি শ্রবণে নিষ্ঠুর করিমের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও হইল না। তাচ্ছিল্যভাবে উত্তর করিল, "তুমি না পোতাধ্যক্ষ?—একখানা আদোত্ জাহাজ না তোমার জিম্মায়? প্রায়ই না তুমি এই পথে গমনাগমন করিয়া থাক? কোথায় যাইতেছ, তাহা তোমার বোধ হইতেছে না? ন্যাকামো?"

এই ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে রঞ্জনের ক্রোধোদয় হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া উত্তর করিলেন, "এটী নর্ম্মদানদী, এইমাত্র জানি,—তদ্ব্যতীত আর কিছুই আমার জানা নাই, দিব্য করিয়া বলিতেছি, তদ্ভিন্ন অপর কিছুই আমি অবগত নহি।"

রুক্ষস্বরে করিমসেখ আবার বলিল, "চালাকী?—চালাকী কর কেন? সর্ব্বদাই এই পথে গমনাগমন করিয়া থাক,—এইটী তোমার জানা পথ, এ পথে কোথায় যাইতে হয়, তাহা তুমি অবগত নহ? এও কি একটা কথা? চালাকী?"

সাগ্রহে রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই ত আমি বলিয়াছি, এটী নর্ম্মদানদী, ইহাই আমার জানা আছে।—তদ্ভিন্ন অপর কিছুই আমি

অবগত —

বাধা দিয়া করিমসেখ কহিল, "জান না?—তবে ত ভালই হইয়াছে। তোমাকে বলিবার আমাদের সবিশেষ আপত্তি আছে।—অনুমতি নাই।"

অতি বিনীতভাবে অতি কাতরস্বরে রঞ্জনলাল কহিলেন, "ভাই! আমাকে বলাতে তোমাদের হানিটাই বা কি? যে বিষয়টী পাঁচমিনিট দশ মিনিট অথবা অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে জানিতে পারিব, সে বিষয়টী কিঞ্চিৎপূর্ব্বে প্রকাশ করিতে তোমাদের আর ক্ষতিবৃদ্ধিই বা কি? অনিশ্চিত পরিণাম বড়ই ভয়ানক।—শুনিলে যদি আমার মনটা কতক পরিমাণে স্থির হয়, তবে সেটী প্রকাশ করিতে তোমাদের আর বাধাই বা কি আছে?"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া করিমসেখ কহিল, "তাহাও বটে। এখন প্রকাশ করিবার আর হানিই বা কি? কিন্তু যথার্থই কি তুমি জানিতে পারিতেছ না?—যথার্থই কি তোমার অনুমান হইতেছে না?"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "সত্যই বলিতেছি, জানি না,—সত্যই আমার বোধ নাই।"

"কি আশ্চর্য্য! এমন কাণাও লোকে হয়,—এমন হাবা লোকও পৃথিবীতে থাকে! ভাল, সম্মুখে ওটা কি দেখ দেখি।" এই কথা বলিয়া করিমসেখ অঙ্গুলী দ্বারা একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

রঞ্জনলাল সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সম্মুখে "ভীমগড়" নামক প্রস্তরময় ভীষণ দুর্গ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল, তিনি অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার জীবাত্মা প্রকম্পিত হইল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কি ঐখানেই লইয়া যাইতেছ? ভীমগড়ে লইয়া যাইবে কেন? কেন, আমার অপরাধ কি? কি কারণে আমায় ওখানে লইয়া যাইবে?"

করিমসেখ হাস্য করিয়া উঠিল, কিন্তু কিছুই উত্তর দান করিল না। রঞ্জনলাল বলিতে লাগিলেন, "ওখানে ত যত দুশ্চরিত্র, হত্যাকারী, রাজদ্রোহী, আর ভয়ানক ভয়ানক অপরাধে যাহারা অপরাধী, তাহাদেরই ত বাসস্থান ঐখানে।—তা আমাকে ওখানে লইয়া যাইবে কেন? আমার অপরাধ কি? কি অপরাধে আমি বন্দী! আমি হত্যাকারীও নই,

তস্করও নই, তবে আমাকে ওখানে বন্দী রাখিবে কেন?” এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুনর্ব্বার দৃঢ়মুষ্টিতে করিমের হস্ত ধারণপূর্ব্বক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল করিম। ওখানে কি কোন বিচারপতি থাকেন? ওখানে কি কোন অপরাধীর বিচার হয়?”

করিমসেখ হাস্য করিয়া উত্তর করিল, “ওখানে কেবল জেলদারোগা, লোকলস্কর, আর পুরু পুরু খুব মোটা পাথরের দেওয়াল, চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া আছে,—আর কিছুই নাই! অবাক হইলে যে?—সে দেওয়াল ভেদ করা বড় সহজ কথা নয়, ভয়ানক দৃঢ়,—উঃ! হস্ত ওরূপ দাবন কর কেন, লাগে যে।”

করিমের এই শেষকটী কথা রঞ্জনলালের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। তিনি অন্যমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে বুঝি আমাকে ঐখানে লইয়া যাইতেছ? ঐখানে বুঝি আমাকে বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইবে?”

করিম ঔদাস্যভাবে উত্তর করিল, “সম্ভব বটে।—আঃ! লাগে যে, হস্ত পরিত্যাগ কর না।”

রঞ্জনলাল সেইভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিনা হুকুমে, বিনা বিচারে?”

উত্তর হইল, “বিচার ত শেষ হইয়াছে, আবার কি?”

রঞ্জনলালের মস্তক ঘুরিয়া গেল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। নৈরাশ ব্যঞ্জকস্বরে উন্মত্তের ন্যায় সহসা কহিলেন, “অ্যাঁ! বিষ-বজী কি কিছুই করিতে পারিলেন না? প্রধান কাজী তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন না? মুফ্‌তী সাহেবের অঙ্গীকার বৃথা হইয়া গেল?”

“সে বিষয় আমার জানা নাই। মুফ্‌তী সাহেব কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু ভীমগড়ে—আরে একি, একি, পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো।” বলিয়া করিমসেখ চীৎকার করিয়া উঠিল।

রঞ্জনলাল নদীতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক পলাইবার উদ্‌যোগ করিতে-ছিলেন। করিমসেখ সতর্ক থাকাতে তাঁহার এই উদ্যম দেখিতে পাইয়াছিল।

রঞ্জনলাল যেমনি লম্ফ প্রদান করিয়া নদীতে পড়িবেন, করিমও অমনি তাঁহার কটিদেশের বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক পশ্চাৎদিকে আকর্ষণ করিল, তিনি নৌকার উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন। অমনি চারিদিক হইতে আর আর সকলে তাঁহাকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। করিমসেথ বক্ষে হাঁটু দিয়া কঠোর উগ্রস্বরে ভৎর্সনা বাক্যে বলিতে লাগিল, "তবে রে হিন্দু? এই না তোর ধর্ম্মজ্ঞান? এই না তোর কিরে করা?—কাফের পাজী।—তোকে প্রথমে বিশ্বাস করাই অন্যায় হইয়াছে। তোকে পূর্ব্বাহ্নে জ্ঞাপন করাই অন্যায় হইয়াছে।—নচ্ছার পাজী!—কোথায় দয়া করিয়া বলিলাম, তাহারই কি এই প্রতিফল?—স্থিরভাবে বসিয়া থাক্,—ছাড়িয়া দিতেছি, স্থিরভাবে বসিয়া থাক্। এদিক ওদিক করিলেই যমালয়ে প্রেরণ করিব।" এই কথা বলিয়া তাঁহার বক্ষদেশ হইতে হাঁটু উঠাইয়া লইল।

রঞ্জনলাল উঠিয়া বসিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না। নিদারুণ অপমানে তাঁহার অন্তরাত্মা ভয়ানকরূপে বিদগ্ধিত হইতে লাগিল,—বিজাতীয় ক্রোধে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পান্বিত হইতে লাগিল। তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ, এবং বারম্বার হস্তে হস্ত পেষণ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, ইহাদের ঠেলিয়া দিয়া নদীতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক সন্তরণ দ্বারা পলায়ন করি। আবার ভাবিলেন, চারিজন অস্ত্রধারীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। একান্তপক্ষে আটক রাখিতে না পারিলে, ইহারা অবশ্যই আমাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। নির্জ্জনে, গুপ্তভাবে, মুসলমান হস্তে এরূপ মৃত্যু তিনি শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন না। বিশেষতঃ মুফ্‌তী বিষণজীর সেই আশাজনক বাক্যে, অঙ্গীকার, উপদেশ হঠাৎ তাঁহার শ্রুতিপথে সমুদিত হইল। অতএব এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদৌ তাঁহার মন সরিল না। বৃথা বৃথা জীবনকে সংশয়াপন্ন করা, বিপদগ্রস্ত করা, তাঁহার অন্তর মধ্যে শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান হইল না। মুফ্‌তী মহাশয় হয় ত কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার সেই অঙ্গীকার পালন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, কোন কার্য্যগতিকে অদ্য হয় ত সে কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইলেন না। কিন্তু সময় প্রাপ্ত হইলে সেই অঙ্গীকার পালন

করিতে অবশ্যই তিনি যত্নবান হবেনই হইবেন। ইত্যাদি ভাবিয়া এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে তিনি এককালীনই নিরস্ত হইলেন;—ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক স্থিরভাবে নৌকার উপর বসিয়া থাকিলেন। কএক মুহূর্ত্ত পরেই নৌকাখানি ভীমগড়ের ভিতরে যাইয়া প্রবেশ করিল। গড়ের ভিতরেই ঘাট, দাঁড়ী মাঝিরা নৌকাখানি তথায় লইয়া ভিড়াইয়া দিল।

পঞ্চম কাণ্ড।

ভীমগড়,——পাতালপুরী।

ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে রক্ষিরা বজ্রনলালের উভয় বাহু দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নৌকা হইতে অবতরণ করাইল। তিনি শান্তভাবে তাহাদের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ভীমগড়ের সিংহদ্বারে একটী বৃহৎ ঘণ্টা শৃঙ্খল সংযোগে আলম্বিতছিল,একজন যাইয়া তাহাতে দুই চারিবার আঘাত করিল। ঘাতপ্রতিঘাতে ঘোর শব্দে সেই ভীমঘণ্টা বিঘোর নিনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কএক মুহূর্ত্তপরে উপরের গবাক্ষদ্বারে দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট একটী কেশশূন্য মুণ্ড বিনির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?" একজন রক্ষী উত্তর করিল, "বন্দী,—দ্বার খুলিয়া দাও।" "যাইতেছি" এই শব্দ বিনিঃসৃত করিয়া মুণ্ডটী তথা হইতে অপসৃত হইল। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে ভীষণ নির্ঘোষে ভীমগড়ের লৌহময় ভীমকবাট উন্মুক্ত হইয়া ভিত্তির উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন হইল। একজন অস্ত্রধারী একটী প্রজ্জ্বলিত উল্কা হস্তে বহির্দ্দেশে আগমন পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে সকলের মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

উল্কাধারী এই দুর্গের প্রবেশ দ্বারের প্রধান প্রহরী, রক্ষিদিগের পূর্ব্ব পরিচিত মিত্র, নাম লওদন খাঁ। তাহাকে দেখিয়া সকলেই শশব্যস্তে সাদর

সম্ভাষণের নিমিত্ত অগ্রসর হইল। পরস্পরের মিষ্টালাপ হইলে পর, দ্বাররক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় হে? তোমাদের বন্দী কোথায়?"

একজন রক্ষী উত্তর করিল, "এই যে, সঙ্গেই আছে।"

লওসন বলিল, "ভিতরে লইয়া আইস।"

করিমসেখ রঞ্জনলালকে সম্বোধনপূর্ব্বক ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "আর কেন, ভিতরে চলুন, দাঁড়াইয়া ভাবিলে আর হইবে কি, ভিতরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন।" এই কথা বলিয়া প্রবেশ করিবার অবকাশ না দিয়াই ধাক্কা মারিতে মারিতে রঞ্জনকে ভিতরে লইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে অপর তিনজন রক্ষীও সেখ সাহেবের অনুসরণ করিল,—লওসন খাঁ সিংহদ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল।

যাইতে যাইতে সেখজী বলিল, "আজ ভাই বড়ই জ্বালাতন হইয়াছি,—হায়রান প্রেসান করিয়াছে।"

কৌতুহলে লওসন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হে? ব্যাপারটা কি?—কি হইয়াছে?"

করিম উত্তর করিল, "তবে ভাই একটু ধীরে ধীরে, পায় পায় চলো, আমি তোমাকে সকল কথা বলিতে বলিতে গমন করি। ভাই, ছোঁড়াটা সমস্ত পথটায় হ্যানোত্যানো বারোসতেরো জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া আমার কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিল। আমি ভাই সরল জ্ঞানে দয়া করিয়া উহারে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম, তাহাতে কি না ছোড়াটা নদীতে ঝাপ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল? ভাই, এ কি সামান্য জ্বালাতন?"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করিয়া লওসন কহিল, "অ্যাঁ, বল কি? ঝাপ? অ্যাঁ?"

করিম বলিতে লাগিল, "আরো শোনো! পলাইব না বলিয়া খোদার নামে শবুন পর্য্যন্তও করিয়াছিল, তৎপরেই এই কাণ্ড!—পলাইবার চেষ্টা!"

সেই ভাবে লওসন আবার বলিল, "অ্যাঁ বল কি? খোদার নামে শবুন? তাহার পর আবার পলায়নের চেষ্টা? অ্যাঁ?"

করিম কহিল, "কেবল তাহাই নয়, তাহার উপর আবার ছুটোপুটি।

দারুণ বিস্ময়ে লওসনের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। জন্মাবধি এরূপ ঘটনা কখনই যেন তাহার শ্রবণ গোচর হয় নাই, এমনি ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, "অ্যাঁ, বল কি? তাহার উপর আবার ছুটোপুটি?—অ্যাঁ?"

"হাঁ, তাহাই ত বলিতেছি। আবার শোনো। এজলাসে ইহার বিচার হইবার পর, সেখানকার দারোগা সাহেবের অনুরোধে আমি উঁহাকে উত্তম রূপ খানাপিনা দেওয়াই——"

বাধা দিয়া লওসন খাঁ বলিয়া উঠিল, "ঐটি ভাই, আমাদের কেমন দোষ, পরের কষ্ট দেখিলে আমরা আর নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারি না, অন্তরে সহজেই দয়ার উদয় হইয়া পড়ে। তাহার সাক্ষ্যই তুমি! এই দেখ না, তুমি যে উহার প্রতি এতটা করিয়া দয়া প্রকাশ করিলে, তাহার ফল কি হইল বল দেখি? লাভে হইতে পলায়নের চেষ্টা,—ছুটোপুটি; এই আর কি?—এ-ই তোমার লাভ।"

সেখজী কহিল, "হাঁ, লাভ যথেষ্ট,—বিলক্ষণই লাভ। আরো শোনো!—আমি ভাই আবার সেই খাবারগুলি ব্রাহ্মণের দ্বারাই আনাইয়া দিয়াছিলাম। তাহার কি না——"

পুনর্ব্বার বাধা দিয়া ক্ষুণ্ণমনে লওসন বলিয়া উঠিল, "এই কাজটী ভাই তুমি ভাল কর নাই।—হিন্দু,—কাফেরের জাত,—তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণের হস্তে মুসলমানকে খানা দেওয়াটা, বড়ই অন্যায় হইয়াছে,—এই কাজটী তুমি বড় ভাল কর নাই।"

"আরে, আমি কি এমনই পাগল যে, হিন্দুর দ্বারা মুসলমানকে খানা দেওয়াইব? ছিঃ! তাও কি কখন করিতে আছে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কলিমসের ঘৃণারস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, "আরে, তোমার যে কয়েদি জাতিতে হিন্দু! সেই নিমিত্তই ত ব্রাহ্মণের দ্বারা খানা আনাইয়া দিয়াছি।"

হাঁফ ছাড়িয়া লওসন কহিল, "ওঃ! তবে এটা হিন্দু? মুসলমান নয়—হিন্দু? তাই ত বলি, মুসলমানে কি ওরূপ নিমকহারামী করিতে

পারে? আমি সেইটীই এতক্ষণ মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছিলাম, এখন বুঝিলাম। ভাই, আমাদের মত দয়ালু কি আর ভুভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? এই দেখ না কেন, জেলখানায় যে সকল হিন্দু কয়েদিরা মিয়াদ খাটে, তাহাদের খানা হিন্দুদ্বারাই পাকানো হয়, আবার হিন্দুদ্বারাই সে সমস্ত সরবরাহ হইয়া থাকে। আমরা কি সে সমস্ত স্পর্শ করি, না সে বিষয়ে কিছুমাত্র কথা কহি? তাই বলিতেছি, দেখদেখি আমরা কতদূর ভদ্র, কতদূর দয়ালু, আর বিবেচনা কর, কতদূর আমাদের উঁচু মেজাজ।"

করিম উত্তর করিল, "তা বটেই ত? ওহে, বাদসা হইলেই তাহার ওরূপ উঁচু নজর হইয়াই থাকে, উঁচু মেজাজ তাহার হয়ই হয়।—আমরা হলেম বাদসার জাত, আমাদের উঁচু নজর হইবে না ত আর কাহার হইবে? তা যাক্, এখন সে কথা যাক্। এখন এই পরোয়ানাখানা লও, মন মত দারোগা সাহেবকে প্রদান করিও।" বলিয়া লওসনের হস্তে একখানি মোড়ক করা কাগজ প্রদান করিল। পরে ব্যঙ্গ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "ভাই লওসন! এখন তোমার এই কুটুম্বকে একটী ঘর দেখাইয়া দাও, বেচারা সেখানে গিয়া কিঞ্চিৎ আরাম করুক। পথে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছে, বিছানায় যাইয়া চীৎপটাং হউক।—বেচারাকে বৃথা বৃথা কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি?"

খাঁ সাহেবও রহস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, "তা বটেই ত।—কুটুম্বকে কি কষ্ট দেওয়া যায়? কুটুম্ব মহাশয় রাগ করিলে কি আর নিস্তার আছে? এও কি একটা কথা?"

এই ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে সকলেই হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। রঞ্জনলাল এতক্ষণ অন্যমনে শূন্যদৃষ্টিতে আপনার পূর্ব্ব অবস্থার বিষয় নানারূপ চিন্তা করিতেছিলেন, রক্ষিদিগের একটী কথাও তাঁহার শ্রবণ-পুটে প্রবেশ করে নাই। কতক্ষণ ভীমগড়ে প্রবেশ করিয়াছেন, কোন্ পথ দিয়া কোথায় আসিয়াছেন, রক্ষিদিগের কতক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ পিতার কিরূপে

আহার চলিবে, মধুমতীকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, একমনে ইহাই তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল।—প্রহরীদিগের এই বিকট হাস্য চীৎকারে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল, তিনি নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

করিমকে সম্বোধনপূর্ব্বক লণ্ডসন খাঁ জিজ্ঞাসা করিল, " ভাই, তোমার এই কুটুম্বটীর নাম কি?

করিম উত্তর করিল, " কুটুম্বটীর নাম রঞ্জনলাল, ভারি উচু জাত,—মারহাট্টা।"

উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া উচ্চহাস্যে লণ্ডসন কহিল, " বাহোবা কি বাহোবা, বেশ বেশ, জোটাজোট অতি উত্তম; কয়েদির নাম রঞ্জনলাল, আর আমাদের এখানকার রসদদারের নাম ভঞ্জনলাল, তা লালে লালে মিলিয়াছে ভাল, কিয়াবাৎ লালে লাল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে রঞ্জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, " ওহে দুলাল, এখন চলো, তোমাকে সেই হালাল ঘরে লইয়া যাই।"

লণ্ডসনের এই রহস্য টিট্‌কারীতে সকলেই পুনর্ব্বার বিকটশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। রঞ্জনলাল কিছুই বলিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে লণ্ডসনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

প্রথম প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া সকলে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত। এই প্রাঙ্গণের উত্তরধারে সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি ঘর। প্রতি গৃহে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ এক একটী প্রবেশদ্বার। সম্মুখে গবাক্ষমাত্রও নাই। গৃহের নিকট উপস্থিত হইলে, লণ্ডসন খাঁ তাহার অঙ্গরাখার মধ্য হইতে একটী চাবিগুচ্ছ বহির্গত করিয়া তদ্দ্বারা সম্মুখস্থ গৃহের দ্বারটী উদ্‌ঘাটন করিল। রঞ্জনের দিকে চাহিয়া বলিল, " যাও, গৃহমধ্যে প্রবেশ কর,—রাত্রিকাল এইখানেই যাপন করিতে হইবে,—পরে দা'রোগা সাহেব যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, সেইরূপই তখন কার্য্য করা যাইবে।—আপাততঃ এ-ই তোমার শয়ন গৃহ।" রঞ্জনলাল

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, লওসন আবার বলিতে লাগিল, "ঐ দেখ, ঐ কোনে রাশিকৃত একমোট বিচালি আছে, বিচাইয়া শয্যা প্রস্তুত করিও। ওধারে একখানি টুলও আছে, ইচ্ছা হয় তদুপরি উপবেশন করিও।—বিচালির উপর একখানা কম্বল পাইবে, বিছানার উপর পাতিও, বিলক্ষণ সুবিধা হইবে, চাদরের অভাব জানিতে পারিবে না। আর যদি পিপাসা লাগে, তবে ঐ কুলুঙ্গির উপর জল আছে, ঢালিয়া পান করিও, বেশ ঠাণ্ডা জল, পান করিলেই তৃষ্ণা নিবারণ হইবে।" এই সকল কথা বলিয়া, কোথায় কি আছে দেখিতে অবসর না দিয়াই সজোরে গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিল। রঞ্জনলাল অন্ধকারে, নির্জ্জনে, বন্দী হইয়া রহিলেন।

পরদিন প্রাতে দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক লওসন ও অপর একব্যক্তি তন্মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। রঞ্জনলাল তাহা দেখিতে পাইলেন না, দ্বারোদ্ঘাটন শব্দও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। শোক দুঃখে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত;—সজস্র অশ্রুপাতে ও বারবার মার্জ্জনে তাঁহার উভয় চক্ষু স্ফীত ও রক্তবর্ণ, চিন্তানলে তাঁহার বদনমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ। তিনি হেটমুণ্ডে, গৃহভিত্তিতে পৃষ্ঠ প্রদানপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন; সমস্ত নিশা এই অবস্থাতেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে,—অনিদ্রায় সমস্ত নিশাই অতিবাহিত। লওসন দুইএকপদ অগ্রসর হইয়া অতি কর্কশস্বরে কহিল, "দারোগা সাহেব এই গৃহই ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, এইখানেই তুমি থাকিতে পাইবে। আর দেখ, এই লোকটীর নাম ভঞ্জনলাল, এব্যক্তি জাতিতে হিন্দু,—আহার সামগ্রী এই সরবরাহ করিবে, যাহা আবশ্যক, ইহারই দ্বারা পাইতে পারিবে।—কেমন, বুঝিলে ত?"

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন না।—শোক দুঃখে তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় বধির,—তিনি গভীরচিন্তায় নিমগ্ন।—লওসনের বাক্য তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না।—যে ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইভাবেই রহিলেন। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নিষ্ঠুর লওসনের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও হইল না, ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া রঞ্জনের দক্ষিণবাহু

ধারণপূর্ব্বক সজোরে প্রকম্পিত করিল, রঞ্জনলাল সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "অঁ্যা, কি ?"

লওসন কহিল, "অঁ্যা কি ? বলি, এভাবে দাঁড়াইয়া কেন ?"

"বলিতে পারি না।"

অঙ্গুলী দ্বারা ভজনকে দর্শাইয়া লওসন খাঁ বলিতে লাগিল, "তোমার যখন যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, ইহাকে আদেশ করিও, এব্যক্তি সে সমস্ত তোমাকে সরবরাহ করিবে। কেমন, এখন বুঝিলে ত ?"

অন্যমনস্কভাবে রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিষয় আদেশ করিতে হইবে ?"

কঠোরস্বরে লওসন কহিল, "কি আবার কি ? এই খানাপিনা যাহা যখন প্রয়োজন হইবে, তাহাই। তদ্ভিন্ন আবার কি আদেশ ?"

রঞ্জনলাল সেই ভাবে কহিলেন, "হঁ্যা।"

"হঁ্যা কি ? অগ্রে সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লও, তাহার পর তখন "হঁ্যা" বলিও। বলি কথাটা এই যে, জেলখানার কয়েদিদিগের নিমিত্ত যাহা কিছু খানাপিনার বন্দোবস্ত আছে, তাহা ছাড়া যদি তোমার অপর কোন কিছু আহার করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই লোকটাকে তাহার উচিত মূল্য প্রদান করিও, এ ব্যক্তি তোমার ইচ্ছা মত সেই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী যোগাড় করিয়া দিবে। কেমন এখন বুঝিলে ত ?"

লওসনের এত অধিক করিয়া বলিবার কারণ এই, যদি কোন হিন্দু বন্দী কোন বিশেষ খাদ্যসামগ্রী আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে ভজনের দ্বারা সেই সমস্ত আনয়নপূর্ব্বক, তাহার মূল্য অপরিমিত রূপে দাবী করিয়া থাকে, তৎপরে যখন সে বিষয়ের যাহা হয় একটা চুক্তি হইয়া যায়, তখন তাহার লাভালাভ সম্বন্ধে অংশমত বণ্টন করিয়া লয়। লওসনেরও ইহাতে একটা অংশ আছে। মুসলমান বন্দীদিগের পক্ষে অন্যরূপ নিয়ম।

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "ইচ্ছা হইলেই বা পারি কৈ ? আমার টাকা কোথায় ?"

"কি আপদ! বলে টাকা কোথায়? আরে, কয়েদির সঙ্গে কি টাকা থাকে? টাকা বাটী হইতে আনাইয়া লওনা।"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "পাইব কোথায়?—কে দিবে? আমার কিছুই নাই।"

"কিছুই নাই।" শ্রবণ করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে লওসন কহিল, অ্যাঁ, এটা কি কম্বখ্‌ত্‌? ছ্যাঃ।—যাক, এখন সে কথা থাক্, এখন, কোন্ সময় তোমার খানাপিনা আনয়ন করিতে হইবে, সেইটাই ইহাকে বলিয়া দাও ও আপনার কার্য্যে চলিয়া যাউক। কিছুই নাই, ছ্যাঃ।"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "আমার ক্ষুধা নাই, কিছুই আহার করিব না।"

অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করিয়া লওসন কহিল, "আরে ছ্যা!—কিছুই বুঝিতে পারে না, যাহা বলি, তাহার কিছুই উত্তর দেয় না;—ছ্যাঃ আমি জিজ্ঞাসা করি এক, ও উত্তর দেয় আর। বলি, কোন্ সময় প্রত্যহ তোমার খানার দরকার? সেইটাই উহাকে বলিয়া দাও, ও স্বস্থানে প্রস্থান করুক। তাহা নয়, কেবল আলত পালত উত্তর করিয়া মিছামিছি সময় নষ্ট করে।"

রঞ্জন কহিলেন, "তা তোমাদের যখন ইচ্ছা হয় প্রেরণ করিও আমি আর তাহাতে কি উত্তর করিব?"

"বলে, কি উত্তর করিব? নিজের ক্ষুধা, নিজে জানে না, বলে, যখন ইচ্ছা হয় পাঠাইয়া দিও।—এও কি একটা কথা?—ছ্যাঃ!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভঞ্জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, "ওহে ভঞ্জন! ওসব কোন কাজেরই কথা না, তুমি তাহা গ্রাহ্যই করিও না। আজ আর কয়েদির যখন তুমি খানাপিনা দিয়া আসিবে, সেই সময় ইহারও পাঠাইয়া দিও;—কেমন, বুঝিয়াছ ত?"

ভঞ্জন উত্তর করিল, "তাহার আর কথা? আমি তৎক্ষণাৎই পাঠাইয়া দিব।" পরে মৃদুস্বরে বলিল, "খানা না পাঠাইলে যে, দুই দুইটা পয়সা ক্ষতি হয়।"

উভয়ে সে গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। রঞ্জনলাল পুনর্ব্বার চিন্তায়

হইলেন। যথা সময়ে রমদদর একখানি মৃণ্ময়পাত্রে কিঞ্চিৎ অন্ন ব্যঞ্জন তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। রঞ্জনলাল তাহার কিছুই স্পর্শ করিলেন না। তিনি একমনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। লওসনের সেই সকল অপমান জনক বাক্য,—করিমসেখের সেই সমস্ত মর্ম্মভেদী তিরস্কার ও বিদ্রূপ, হঠাৎ তাঁহার স্মৃতিপটে সমুদিত হইল, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় গৃহের এধার ওধার করিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। গৃহের পশ্চাৎভাগে একটীমাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ, পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে এক একবার তাহার নিকট উপস্থিত হন, সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সম্ভাবে পদ-বিক্ষেপ পূর্ব্বক এদিক ওদিক বেড়াইতে থাকেন। এইরূপে সমস্ত দিনমান অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পর, গৃহস্থিত বিচালিগুলি মধ্যস্থলে আনয়ন পূর্ব্বক, তদ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি শয়ন করিলেন। শারীরিক ও মানসিক কষ্টে অতি শ্রান্ত কাতর হইয়াছিলেন, শয়ন করিবামাত্রই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। প্রাতঃকালে দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। চক্ষুমার্জ্জন করিয়া দেখেন, সম্মুখে লওসন খাঁ।

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া লওসন জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, তোমার আজ সে ভাবটা গিয়াছে ত?" উত্তর না পাইয়া আবার বলিতে লাগিল, "আবার ত হচ্ছে?—আবার সেই প্রকার?—ভাল, তোমার প্রয়োজনটা কি? আমাকে তাহাই প্রকাশ করিয়া বল না কেন?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "প্রয়োজন?—আমি একবার দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

"দারোগার সহিত সাক্ষাৎ? তা এখানে থাকিতে থাকিতেই একদিন ঘটিয়া যাইবে।"

উত্তেজিত হইয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "ঘটিয়া যাইবে কি? থাকিতে থাকিতে হইবে কি? আমি এখনই সাক্ষাৎ করিতে চাহি।

সস্মিত মুখে লণ্ডসন কহিল, "তাহা কিছুতেই হইতে পারে না।"

"কেন?"

"বেআইন।"

"বেআইন?—তবে আইন সঙ্গত কি?"

"এই টাকা খরচ কর, উত্তম সামগ্রী খাইতে পাইবে,—খোস্‌গল্প শুনিবার ইচ্ছা হয়, টাকা খরচ কর, আর বেড়াইবার ইচ্ছা হয়, তাহাও সপ্তাহে দুইদিন করিয়া পাইতে পারিবে। এই সকলই আইন সঙ্গত আর আইন সঙ্গত কি?"

তীব্রস্বরে রঞ্জনলাল কহিলেন, "আমার উত্তম খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন নাই, এখানে যেরূপ ধার্য্য আছে, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।—আমি উপন্যাস শ্রবণ করিতে চাহি না, তাহাতে আমার মনও নাই।—আমার ভ্রমণ করিবারও ইচ্ছা নাই।—শুদ্ধ আমি দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি, অপর কিছুরই প্রয়োজন নাই।"

"পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি সেটী বেআইনি, সেটী ঘটিবার উপায় নাই। তবে সে কথার উত্থাপনে আর ফল কি? জিজ্ঞাসা করিয়া বৃথা বৃথা আমাকে বিরক্ত কর কেন, কেস্‌সা শুনিবার মন নাই? ছ্যাঃ।"

রঞ্জনের ক্রোধ হইল, তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "তাহার অর্থ কি? বন্দীরা কারাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে পাইবে না? ইহার অর্থ কি? ইহা অতিশয় অন্যায় নিয়ম, অত্যন্ত অবিচার, ভয়ানক অত্যাচার!"

রুক্ষস্বরে লণ্ডসন উত্তর করিল, "ন্যায়ই হউক, আর অন্যায়ই হউক, বিচারই হউক, আর অবিচারই হউক, ইহাই আমাদের আইন, ইহাই এখানে ন্যায় সঙ্গত।"

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "ভাল জিজ্ঞাসা করি, কবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে? কখন তাঁহার দর্শন পাইব?—কখন তিনি দেখিতে আসিবেন?"

উত্তর হইল, "সে মেজাজের উপর নির্ভর করে। সম্পূর্ণ মেজাজের

ছপর ভরস্তর।—দুমাস,—ছমাস,—এমন কি, একবৎসর হইলেও হইতে পারে।—সে তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার মেজাজ।"

উত্তর শুনিয়া রঞ্জনের ক্রোধ দ্বিগুণতরবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু অতিকষ্টে সেভাব সম্বরণপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি এই সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে পারিব না। অদ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

লওসন ঘৃণাবিস্বরে উত্তর করিল, "যাহা বেআইনি,—যাহা কোন শাস্ত্রেই নাই,—কোরানে যাহার উল্লেখমাত্রও নাই,—যাহা অতিশয় অসম্ভব, তাহার নিমিত্ত চিন্তা করিলে কি হইবে? তাহাতে আর ফল কি? আজ হইতে পাঁচ সাতদিবসের মধ্যে পাগল হইবে আর কি? নিশ্চয়ই পাগল হইবে।"

বিমর্ষভাবে রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "পাগল?—পাগল হইতে হইবে? তাহা হইবারও আর অধিক বিলম্ব নাই।"

"তা বৈ কি? ঐ এককথা লইয়াই তোলাপাড়া,—উহা লইয়াই নাড়াচাড়া।—তুমিও দেখিতেছি, সেই ব্রহ্মচারীর পথ অবলম্বন করিবে আর কি?"

সে আবার কি?—কিসের পথ অবলম্বন?—ব্রহ্মচারীর সহিত ও কথার সংশ্রব কি?"

লওসন গম্ভীরভাবে কহিল, "তাহাই ত বলিতেছি, এই সেদিন এখানে একজন ব্রহ্মচারীকে আনা হয়, তাহাকে কয়েদ করিয়াই আনা হয়।—দুইএকদিন পরে তাহারও এই দশা ঘটে। সে ব্যক্তিও প্রথম প্রথম দারোগা সাহেবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে চাহে। কিন্তু সে আবার তোমা হইতে একগ্রাম সরেস। বলে, আমাকে খালাস করিয়া দাও, আমি তোমাদের ক্রোর ক্রোর টাকার মিঠাই খাওয়াইতেছি। বিবেচনা কর, ক্রোর ক্রোর টাকার মিঠাই!—এক পৃথিবী পোলাও আর কি।

"সে আবার কবে?"

"এই প্রায় দুইবৎসর গত।—প্রথমে দারোগা সাহেব তাহার নিমিত্তও এই ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে নানা-মতে হেঙ্গাম হুজ্জত করাতে অবশেষে তাহাকে নীচেকার ঘরেই রুদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইতে হইল। তোমার অদৃষ্টেও তাহাই নৃত্য করিতেছে,—দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিবে।"

এই সকল কথা শ্রবণে রঞ্জনলাল আশ্চর্য্যভাবে, আশ্চর্য্য অথচ ভয়াকুলিত অন্তরে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ও কথার অর্থ কি? নীচেকার ঘর আবার কাহাকে বলে?—এ-ই ত নীচেকার ——"

বাধা দিয়া মৃদুমন্দ হাস্যে লওসন উত্তর করিল, "জেরে জমীন! বাঙ্গালাতে যাহারে তোমরা পাতালপুরী কহ।—এখন তাহাকে সেইখানেই রাখা হইয়াছে।—কিন্তু সেই খেয়াল এখনও তাহার মগজ্ হইতে বাহির হয় নাই,—তাহাতেই সে একান্ত বিভোর।—সে এখন সেইখান হইতেই লাথপাঁচাশি মারিতেছে, এমন দিনই নাই যে, দুক্রোর দশক্রোর টাকা কাহাকে না কাহাকে বিতরণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকে!—তুমিও দেখিতেছি দুই একদিন মধ্যে——"

সোৎসুকে রঞ্জনলাল কহিলেন, "আচ্ছা, আমার একটী প্রস্তাব আছে শ্রবণ কর। আমি সে ব্রহ্মচারীও নই, আর তাহার ন্যায় উন্মত্তও নহি যে, তোমাকে দুইকোটি বা দশকোটি মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকার করিব।—তবে যদি তুমি আমার একটী কথা শ্রবণ কর, যদি তুমি আমার ইচ্ছামত একটী কার্য্য করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ দশবারটী স্বর্ণপদক প্রদান করিতে স্বীকৃত আছি। কেমন, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি?"

"বলিয়া যাও,—ভাল, কথাটাই কি জানিয়া লই।"

কথার আভাসে আশ্বাস পাইয়া রঞ্জনলাল বলিতে লাগিলেন, "অপর আর কিছুই নয়, কেবল আমার নিকট হইতে একখানি পত্র আমোদ নগরে আমার পিতা, অথবা সেইস্থান নিবাসিনী মধুমতী নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে দিয়া আসা মাত্র।"

অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিয়া লওসন কহিল, "হাঁ, চিঠিখানা ধরা পড়ুক, আর আমি ফ্যাসাতে পড়ি আর কি! দশ বারোথান মোহরের লোভে, এমন সোনার চাকরিটী খোয়াই আর কি?"

আগ্রহে রঞ্জনলাল কহিলেন, "ভাল, পত্র লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই,—বাচনিক বলিলেও কার্য্য চলিতে পারে,—আমি যাহা বলি, সেই-গুলি তাঁহাদের বিজ্ঞাপন করিয়া আসিও।—কেমন, ইহাতে ত আর তোমার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই?"

লওসন কহিল, "না না, ও সকল কার্য্য আমা হইতে হইবে না,—ও সকল কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে কোনক্রমেই সাহস করি না,—বিষম বিপদ।—আমা হইতে ও কার্য্য সাধিত হইবে না।"

প্রবৃত্তি দানপূর্ব্বক রঞ্জনলাল কহিলেন, "কেন, ইহাতে তোমার আর ক্ষতিই বা কি হইবে?—অতি সামান্য পরিশ্রমে দশবারোথান মোহর——"

"না না আমি পারিব না।" বিরক্তভাবে লওসন কহিল, "না না, আমি পারিব না। বারবার বলিতেছি সাহস করি না। ও কথা ছাড়িয়া দাও।"

"পারিবে না?"

"না।"

"কোনক্রমেই না?"

"একান্তই না।"

রঞ্জনের ক্রোধ পুনরুদ্দীপ্ত হইল;—তিনি রোষকষায়িত লোচনে ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন, "শোন্, আমি যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর্।—আমি এই ভীমগড়ে বন্দী আছি, অন্ততঃ এই সংবাদটী যদি তুই আমার পিতা অথবা মধুমতীর নিকট প্রেরণ না করিস্, তাহা হইলে তোর মস্তকটী চূর্ণিকৃত করিয়া ফেলিব।—প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বদেশে আমি একদিন প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিব, আর যেমনি তুই এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইবি, সেই সময় এই টুলের আঘাতে

তোর মস্তকটী শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিব,—নিশ্চয় কহিতেছি, তোর মস্তিষ্ক, গৃহের এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত হইবেই হইবে। তোর প্রাণ—"

দুই চারিপদ পশ্চাদ্‌গমনপূর্ব্বক লওসন খাঁ কহিল, "আবার ভয় প্রদর্শন?—ব্রহ্মচারীও প্রথম প্রথম এই প্রকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরে তাহার দশা কি হইল, এইমাত্র শুনিলে ত?"

যথার্থই যেন উন্মাদ, এমনি ভাবটী প্রকাশ করিয়া অতি বিকটস্বরে রঞ্জনলাল কহিলেন, "রেখে দে তোর ব্রহ্মচারী?—রেখে দে তোর পাতালপুরী।" এই কথা বলিয়া টুলখানি মস্তকের উপর বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন।

লওসন ভয় পাইল, আরও দুইএকপদ পশ্চাৎভাগে গমন করিল, স্তোকবাক্যে অতি বিনম্রস্বরে কহিল, "আমি ভাই তাহার কি করিব? সে বিষয় জেল দারোগার হাত, ভাল, আমি তাঁহাকে এখনই ডাকিয়া আনিতেছি।"

"আচ্ছা তাহাই কর,—তাহাকেই ডাকিয়া আন্।—দেখি তোর দারোগা সাহেব কি বলে।" বলিয়া উন্মাদের ন্যায় টুলখানি সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক রঞ্জনলাল তাহার উপর উপবেশন করিলেন। লওসন অবসর প্রাপ্তে ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

প্রায় একদণ্ড পর, লওসন খাঁ চারিজন অস্ত্রধারী লোকের সহিত পুনর্ব্বার সেই গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত। অস্ত্রধারীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক হিন্দিভাষায় কহিল, "দারোগা সাহেব কা হুকুম, পাখাড়্ করো, ইস্‌কো নীচুমে লে চলো।"

একজন অস্ত্রধারী সেই ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "জেরে জমীন মে?"

লওসন আবার হিন্দিভাষায় উত্তর করিল, "হাঁ হাঁ, জেরে জমীন মে।—বাওরা কো সাত্ বাওরা কো রাহানা আচ্ছা হ্যায়।"

রক্ষিরা রঞ্জনের বাহু দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক সজোরে আকর্ষণ করিল; রঞ্জনলাল বাধা দিলেন না, কথা কহিলেন না, প্রশান্তভাবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রাঙ্গণ পরেই একটী অপ্রশস্ত পথ। তৎপরেই একটী চতুষ্কোণ গৃহ।—গৃহের মধ্যস্থলে একটী সুগভীর গহ্বর। সোপানবিশিষ্ট সুগভীর গহ্বর। তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দশবারটী সোপান অতিক্রম করিতে হয়। রক্ষিরা সেই সুড়ঙ্গ পথে, পাতালপুরী মধ্যে উপস্থিত হইল। লওসন সম্মুখস্থ গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক, প্রবেশ করিতে অবসর না দিয়া, রঞ্জনলালকে তন্মধ্যে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। ভীম রবে ভীমকবাট রুদ্ধ হইয়া গেল।

ধাক্কাতে রঞ্জনলাল উবড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। অতি কষ্টে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না,—অতিশয় অন্ধকার কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। হস্তপ্রসারণ করিয়া পায় পায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে গৃহভিত্তেতে হস্ত স্পর্শ হইল। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। গৃহভিত্তি অবলম্বনে অপর দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গমন করিলেই তাঁহার পদ কোন কাষ্ঠময় পদার্থে আঘাত করিল। পদার্থটা কি, জানিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা অনুভব করিলেন। জানিলেন, সে একখানি বসিবার আসন,—টুল। টানিয়া লইয়া তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বস্তু তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। তিনি আসন হইতে উঠিয়া একেএকে গৃহের আসবাবগুলি দেখিয়া লইলেন। এক ধারে একখানি লৌহখট্টা, তদুপরি অতি নিকৃষ্ট প্রকার একটী মলিন শয্যা। শয্যাটী একখানি জীণবসনে সমাচ্ছাদিত। খট্টার পার্শ্বে অগ্নি রাখিবার একটী লৌহ কটাহ।—গৃহের মাঝখানে একটী মেজ।—কাষ্ঠ নির্ম্মিত চতুষ্কোণ একটী মেজ। রঞ্জনলাল গৃহের আসবাব দেখিয়া শুনিয়া পুনর্ব্বার টুলের উপর উপবেশন করিলেন।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

—০৪০—

হিন্দু ও মুসলমান।

১৫২৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭০৭ অব্দ পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। আওরঙ্গজেব গতাসু হইবার পর, ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে চারিজন সম্রাট দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাহাদিগের রাজ্যশাসনে পারদর্শিতা না থাকা প্রযুক্ত রাজ্যের অতিশয় দুরবস্থা হইয়া উঠে। সম্রাট মহম্মদের রাজত্বকালে যে সকল সুবাদার যে যে প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সম্রাটকে হীনবল ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সকলেই সবিশেষরূপ যত্নবান হয়েন। এই সুযোগে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিপুল পরাক্রমের সহিত দিল্লিশ্বরের নিকট হইতে মালব ও গুর্জ্জর প্রদেশটী জয় করিয়া লয়। ফলতঃ ঐ সময়ে কখন হিন্দু ও কখন বা মোগলদিগের প্রাবল্য পরম্পরা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

মহম্মদ সা দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুদিন পর, সুবিখ্যাত নাদির সা পারস্যদেশ হইতে আগমন করিয়া সসৈন্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, দিল্লি জয় করিয়া প্রচুর অর্থ এবং বহুমূল্য মণিমাণিক্য খচিত সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরাসন ও তৎসঙ্গে কুহনুরটীও (কেহ কেহ কহে সামন্তক মণি) লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। কথিত আছে যে, সেই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য সপ্ততিকোটি মুদ্রারও অধিক হইয়াছিল। অবশেষে নাদির, অসহ্য নিষ্ঠুরাচরণ ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি অতিশয় অত্যাচার করাতে রাজ্যের ওমরাওয়েরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠে, এবং ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণপর্য্যন্তও নাশ করে।

নাদিরের মৃত্যু হইলে আমেদ খাঁ নামক তাঁহার একজন প্রধান সৈনিক কৌশলক্রমে নিজ প্রভুর ধনরত্নাদির অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়া

খোরাসান রাজ্যে পলাইয়া যান। সেখান হইতে কান্দাহারে আসিয়া, কলে কৌশলে সেই রাজ্যটী হস্তগত করিয়া "সাহ" উপাধি গ্রহণ করিলেন। আফগানেরা পরের অধীনতা কখনই স্বীকার করে নাই, আমেদ সাহ কান্দাহার অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু প্রজাগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়া, পরাক্রম সহকারে অপরাপর রাজ্য করকবলিত করাই কান্দাহারীগণকে বশীভূত করিবার পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত উপায়। সেই কল্পনা সুসিদ্ধ করিতে পারিলেই চতুর্দ্দিকে যশোসৌরভ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, সেই গৌরব প্রভাবে কান্দাহারবাসিগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অতি সহজেই যে অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি দূরবর্ত্তী পররাজ্য আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সুযোগও বিলক্ষণ ঘটিয়া উঠিল। ভারতবর্ষে মোগলশাসনের বিশৃঙ্খল, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব, একের অনিষ্ট করিয়া অপরের স্বার্থসাধনে সকলেই সমুদ্যত, ইত্যাদি দেখিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে তিনি যত্নবান হইলেন। আক্রমণ করিলেই জয় হইবে, বিনা ক্লেশেই তাহা হস্তগত করিতে পারিবেন ভাবিয়া, সসৈন্যে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু সহজে জয় করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। দিল্লির উজির কমরুদ্দীন দ্বারা তাঁহার গতিরোধ হইল। ভীষণরূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল। গোলাঘাতে কমরুদ্দীন গতাসু হইলেন। তৎপুত্র মীর মনু সৈন্যনায়ক হইয়া পিতার মৃত্যুর প্রতিহিংসা করিবার মানসে ভয়ানকরূপে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর, আমেদ সার সৈন্যশ্রেণী ছিন্নভিন্ন হওয়াতে তিনি পশ্চাদ্ হটিয়া, আটক নগরের নিকট সিন্ধুনদ পার হইয়া ক্ষুণ্ণমনে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। দিল্লির সম্রাট মীর মনুর কর্ম্মের পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকেই পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তৃত্বরূপে নিযুক্ত করিয়াদিলেন।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে আমেদ সা পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার

মানসে সিন্ধুনদ পার হইয়া লাহোরের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহাতে মীর মন্নুর সহিত একটী সংগ্রাম ঘটে। সেই যুদ্ধে মীর মন্নু পরাস্ত হইয়া আমেদ সার অধীনতা স্বীকার করে। আমেদ সুবিবেচনাপূর্ব্বক কেবল তাঁহার প্রাণদান করিলেন, এমত নহে, তাঁহাকেই আবার মুলতান ও লাহোরের প্রতিনিধিস্বরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

মীর মন্নু আমেদের প্রতিনিধি হইয়া অতি অল্পকালমাত্র রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাহাতে রাজ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে সুবিধা বিবেচনায় মহারাষ্ট্রীয়েরা দলে দলে সেই রাজ্যে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। তাহাদের দমন করিবার জন্য সুতরাং আমেদ সাকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিতে বাধ্য হইতে হইল। তিনি পঞ্জাব ও সরহিন্দ অধিকার করিয়া উভয় রাজ্য তাঁহার পুত্র তয়মুরকে প্রদানপূর্ব্বক স্বরাজ্য কাবুলে প্রস্থান করিলেন।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্র অধিপতি আদিনাবেগের আহ্বান ও উত্তেজনায় পাঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে আগমন করেন। যুবরাজ তয়মুরের অধীনে তৎকালে অধিক সৈন্য না থাকা প্রযুক্ত তিনি নিরুপায় হইয়া পিতৃরাজ্যে পলাইয়া যান। মহারাষ্ট্রীয়েরা পাঞ্জাব ও তৎপ্রদেশের অন্যান্য রাজ্যগুলি অধিকারপূর্ব্বক স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লয়, এবং মহীপত রাও নামক একজন সুদক্ষ্য সাহসী সেনাপতিকে সেখানকার শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া জয়লব্ধ রাজ্যগুলি সুপ্রণালীমত শাসন করিতে থাকে। তাহাদের ক্ষমতা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত দেখিয়া মুসলমান সুবাদারেরা স্বীয় স্বীয় রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। যাহাতে আমেদ সা ভারতবর্ষে আসিয়া মহারাষ্ট্রীয়ের দলবল হত করেন, সকলে তাহারই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিলে সুবাদারেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন—যোগ দিবেন, এই বিষয় বিজ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার নিকট একজন দূত প্রেরিত হইল। আমেদ, দূতের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ

করিতে স্বীকার পাইলেন,—এবং আনন্দের সহিত তাহার উদ্‌যোগও করিতে লাগিলেন। সৈন্যসামন্ত একত্র করিয়া অবিলম্বে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-পারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণে মুসলমান সুবাদারেরাও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। তদ্দর্শনে আমেদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিবার অভি-প্রায়ে তিনি ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের দল পুষ্টি না থাকাতে তাহারা যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না, ক্রমশ হটিয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে আহারাদির কষ্ট হওয়াতে নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা সাহ-সের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণপণে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইয়া মহীপত রাও-য়ের সেনারা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার অশীতিসহস্র সৈন্য রণশায়ী হইলে পর, তিনি শতাবধি অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া অসীম বীর-ত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের সৈন্যশ্রেণী ভঙ্গ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হইলেন না। মুসলমানেরা তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শত লোকে সহস্র সহস্রের সহিত যুদ্ধ, কখনই সম্ভবে না। তাঁহার শতজন অশ্বারোহী একেএকে সকলেই হত প্রাণ হইল। চতুর্দ্দিকে শত্রু, পলাইবার পথ নাই, সুতরাং বন্দী হইয়া পড়ি-লেন। মুসলমানেরা শত্রুকে ধৃত করিতে পারিলে কথনই তাহাকে জীবন্ত রাখে না, প্রায়ই ধ্বংশ করিয়া ফেলে! কিন্তু বীরের সর্ব্বত্রই সমান সম্মান, সাহসের মর্য্যাদা সকলেই করিয়া থাকে। আমেদ আবদালি মহীপতের এই অমানুষিক বীরত্ব দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার প্রাণবধ না করিয়া আপাততঃ রত্নগিরি দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। গুর্জ্জররাজ্যে একজন প্রতিভূ নিযুক্ত করিয়া আপনি স্বরাজ কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহীপত রত্নগিরি দুর্গে কিছুদিন বন্দীভাবে থাকিয়া সেখানকার শাসন কর্ত্তা আমীর আজীম খাঁর সহযোগে এবং সুরাট নগরের কতিপয়

মহাজনের সাহায্যে দুইতিনখানি অর্ণবযানে যুদ্ধাদির সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সুরাটবন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। আজীম খাঁর প্ররোচনায় তথাকার শাসনকর্ত্তা, দুর্গটী ও মহীপতের হস্তে সমর্পণ করে। আজীম খাঁর হিন্দুপক্ষ অবলম্বন করিবার কারণ এই যে, আমেদ সার মনোনীত প্রতি-ভূর উপর তিনি কিছুমাত্র সন্তুষ্ট ছিলেন না, অকর্ম্মণ্য ও অসার বলিয়া মনে মনে তাহাকে ঘৃণা করিতেন। ওরূপ সম্ভ্রান্ত পদ, অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হইল দেখিয়া তিনি মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার অধীনে কর্ম্ম করিতে আমীর সাহেবের ঐকান্তিকই অনিচ্ছা ছিল। তবে আবদালির অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যাই তিনি রত্নগিরি নগরের শাসনকর্ত্তার পদটী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে বর্ত্তমান নবাব অতিশয় দাম্ভিক ও অহঙ্কারী, বিশেষতঃ শাসনকার্য্যে নিতান্ত অপারদর্শী, একারণ অনেকেই তাহার প্রতি মনে মনে অতিশয় অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তাও সেই দলের একজন।—মহীপত রাও সৌরাষ্ট্রে আসিবামাত্রেই তাঁহার হস্তে দুর্গটী সমর্পণ করিবার কারণও তাহাই।

ভেকধারীর অনুমান বৃথা হয় নাই। যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপই ঘটিল। পুনারাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষেরা মহীপতের পক্ষ সমর্থন করাতে তিনি সানন্দচিত্তে গুর্জ্জরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগি-লেন। গতিরোধ করিবার নিমিত্ত গুর্জ্জরের প্রতিনিধি সসৈন্যে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ইহাতে একটী যুদ্ধ উপস্থিত হইল;—সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধে নবাব সাহেবের দলবল হত, এবং তিনি ও তাঁহার প্রধান প্রধান ওমরাও-য়েরা পাঞ্জাব রাজ্যে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। গুর্জ্জররাজ্য পুনরায় হিন্দুরাজের শাসনাধীন হইল।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহীপত কাহাকে রাজকার্য্যে নিযোজিত ও কাহাকেও বা পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক সকলের প্রিয়ভাজন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যে যে লোক যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, সেই সেই লোককে সেই সেই পদে বহাল

করিয়া রাখিলেন। তবে এ ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব নবাবের গুপ্তচর, এরূপ সন্দেহ যাহার প্রতি হইল, কেবল সেই সকল লোককেই তিনি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন মাত্র। রাজ্যে সুবিচার, সুপ্রণালীতে শাসন, যাহাতে প্রজালোকের কিছুমাত্র কষ্ট না হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে তিনি সবিশেষ যত্নবান হইলেন। বিষণজী নবাবের গুপ্তচর, এরূপ সন্দেহ অনেকেরই তাঁহার উপর হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র অনিষ্ট হইল না। পিতা রাজদরবারে অতিশয় প্রতিপন্ন, অতএব মুফ্‌তীর পদ হইতে দূরীভূত না হইয়া তৎপদেই তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন।

মহীপত রাও কিছুকাল রাজ্যাধিকার করিবার পর, আমেদ সা পুনর্ব্বার সসৈন্যে সিন্ধুনদ পার হইয়া গুর্জ্জরদেশ আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহীপত এই সংবাদ প্রাপ্তে সদাশিব ভাইও ও বিশ্বাস রাওয়ের সহিত মিলিত হইয়া আমেদকে বিতাড়িত করিবার জন্য দলবলে পাঞ্জাবাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৭ই জানুয়ারিতে পাণিপথ ক্ষেত্রে উভয় সৈন্যের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়! তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। কএকঘণ্টা যুদ্ধের পর, মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া যায়। সদাশিব ও বিশ্বাস রাও রণশায়ী হন, এবং মহীপত বাহুকষ্টে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া, হতাশ মনে পলায়ন করেন। যুদ্ধে বহুতর সৈন্য বিনষ্ট হওয়াতে হিন্দুবল কিছুদিনের জন্য হীন হইয়া পড়ে। কএকবৎসর তাহাদের আর কিছুমাত্র সাড়া শব্দ থাকে না।

যদিও হিন্দুরা বহুদিন পরে পুনর্ব্বার মুসলমানদিগকে গুর্জ্জর হইতে দূরীভূত করিয়া তথাকার কতক কতক দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু এই আখ্যায়িকার সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই বলিয়া, তৎপ্রসঙ্গে আমরা এস্থানে বিরত হইলাম। মহীপত প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রত্নগিরি দুর্গে বন্দীভাবে থাকেন, তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গুর্জ্জর অধিকার করিয়া লন, তথায় ছয়মাসকাল রাজত্বের পর, পাণিপথ ক্ষেত্রে হতবল হইয়া, গুর্জ্জর হইতে বিতাড়িত হয়েন, মুসলমানেরা তৎপরে যে

কএক বৎসর নির্ব্বিবাদে গুর্জ্জর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলি শাসন করিতে থাকে; আমাদের এই আখ্যায়িকার সেই সময়টারই প্রয়োজন,—তাহারই আবশ্যক,—তাহারই সংশ্রব আছে মাত্র।

সপ্তম কাণ্ড।

বিমণচাঁদের উপদেশ।

মহীপত গুর্জ্জরের সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুদিন পরে, মহানুভব দাদাজী বিমণচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কাছারীতে গমন করিলেন। সংবাদ পাইবামাত্রেই বিমণজী তাঁহাকে বিশেষ সমাদরপূর্ব্বক আপনার গোপন কক্ষমধ্যে লইয়া উপবেশন করাইলেন। পরস্পরে সাদর সম্ভাষণ হইবার পর, বিমণজী সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মহাশয়, সংবাদ কি? আপনার এখানে কি নিমিত্ত আগমন?"

দাদাজী উত্তর করিলেন, "আপনি কি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না?"

"না, কিছুমাত্র না। স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমার ক্ষমতাধীন হইলে তাহা সাধন করিতে আমি সাধ্যমতে ত্রুটী করিব না; বলুন।"

দাদাজী কহিলেন, "আজ্ঞা, তাহাতে আর আপনাকে অধিককষ্ট পাইতে হইবে না,—সেটী আপনারই করায়ত্ত,—আপনি ইচ্ছা করিলেই করিতে পারেন।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিমণচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার করায়ত্ত! আমার ইচ্ছাধীন!—সে কিরূপ? আপনার নিজের?"

বিনীতভাবে দাতাজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, আমার নিজের নয়, তবে আমার অধীনস্থ একটী কর্ম্মচারীর বটে। তাঁহাকে অনুগ্রহ করিলে, আমাকেই অনুগ্রহ করা হয়।—তাহার উপকারে, আমি নিজেই যেন উপকৃত হইলাম, এরূপই জ্ঞান করিব। এখন, মহাশয় যেরূপ অনুমতি করেন।"

যেন অতিশয় আগ্রহান্বিত, এমনি ভাব প্রকাশ করিয়া বিষণজী কহিলেন, "আমার অনুমতির আর অপেক্ষা কি ?—পূর্ব্বেই ত মহাশয়কে নিবেদন করিয়াছি, যে কোন কার্য্য হউক না কেন, তাহা সমাধা করিতে আমি কিছুমাত্রও ত্রুটী করিব না। নিশ্চয় জানিবেন, যদি আমার আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যটী যেন সমাধা হইয়াছে, আপনি এইরূপ মনে করিবেন ; সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবেন না।"

"শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। আপনি যে রাজাবাহাদুর উপাধি—"

বাধা দিয়া অতি ঘৃণারস্বরে বিষণচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "ও কথা বলিবেন না, ও উপাধি ধরিয়া আমাকে সম্বোধন করিবেন না। মুসলমান প্রদত্ত উপাধি, উহাতে আর গৌরবটা কি ?—বরঞ্চ বিশিষ্ট হিন্দুর পক্ষে ওটা লজ্জাকরই বলিতে হইবে। তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন, সে উপাধি আপনি তৎকালে গ্রহণ করিলেন কেন ? তাহার উত্তর এই, তখন মুসলমান রাজা, উপাধি গ্রহণ না করিলে পাছে তাহারা বিরক্ত হইয়া, আমার প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন করে, কোনরূপ বিপদ ঘটায়,—ব্যবহার না করিলে, পাছে তাহারা আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি করে। এই আশঙ্কাতেই তাহা গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। নতুবা উহাতে আমার অতিশয় ঘৃণা,—আন্তরিক বিদ্বেষ।—আর মুফ্‌তীপদ গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য এই, গৃহে অকর্ম্মণ্য হইয়া কালযাপন করা অপেক্ষা, কোনরূপ কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সেই পদমর্য্যাদার ক্ষমতায় যদি কোন উৎপীড়িত হিন্দুর উপকার করিতে সমর্থ হই,—কোন পরাক্রমশালী নিষ্ঠুর যবন কোন নিরীহ হিন্দুপরিবারের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অহিত অত্যাচার করিতে না পারে ; এই সকল

কারণেই আমি সেই কার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম ;—মুসলমানকে প্রভু বলিবার আমার তাৎপর্য্যও তাহাই ;—তদ্ভিন্ন অপর উদ্দেশ্য আমার কিছুই ছিল না।"

বিষণচাঁদের এই স্বজাতি গৌরব, পরোপকারে তৎপরতা ও অমায়িকতা দর্শনে দাতাজী অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল, যদি কোন হিন্দু রাজাই আপনাকে এই "রাজাবাহাদুর" উপাধিটী প্রদান করিতেন, তাহা হইলেও কি আপনি গ্রহণ করিতেন না?—ব্যবহার করিতেন না?"

সোৎসুকে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "না, কখনই না।—হিন্দুরাজ প্রদত্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিতাম বটে, কিন্তু গ্রহণ কি ব্যবহার করিতাম না।—কখনই না।—মূর্খ ও দাম্ভিকেরাই উপাধি অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু শুদ্ধ উপাধি লইয়া কি হইবে? ক্ষমতা নাই উপাধি!—রাজার ন্যায় ক্ষমতা থাকে, রাজাবাহাদুর উপাধি ব্যবহার করুক। নতুবা তদ্ব্যবহারে আর ফলটা কি? রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর, মহারাজবাহাদুর, বলিয়া সম্বোধন করিলে আনন্দে সেই মূঢ়ের বক্ষদেশ স্ফীত হইতে থাকে, অহঙ্কারে মৃত্তিকায় আর তাহার পাদস্পর্শ হয় না। "আপনি কোন্ প্রদেশের রাজা, কি বাহাদুরী কর্ম্ম করিয়া বাহাদুরত্ব লাভ করিলেন?" একথা কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলেই তাহার চক্ষুস্থির, মূকের ন্যায় বসিয়া থাকিবে, মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হইবে না,। ইতস্ততঃ করিয়া মস্তক কণ্ডূয়ণ করিতে করিতে এইমাত্র উত্তর করিবেন যে, "আমি কোন প্রদেশের রাজা নহি, আর কোনরূপ বীরত্ব করিয়া বাহাদুরীর কর্ম্মও করি নাই; তবে অমুক স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা আমাকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আমি ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা আমার উপাধি মাত্র,—অপর কিছুই নহে।" ভাবিয়া দেখুন দেখি মহাশয়, ইহা কতদূর লজ্জাকর ব্যাপার। মান বর্দ্ধিত করিতে গিয়া মানের হানি করিয়া আসা মাত্র। ফলতঃ রাজাবাহাদুর উপাধি যিনি প্রদান করেন, এবং সেই উপাধিপ্রিয় ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করে, ইহা উভয় পক্ষেরই মানের হানি। কারণ

কোন প্রদেশে স্বাধীনরূপে কর্তৃত্ব করিতে না পারিলে, সে ব্যক্তি আর কিরূপে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? অতএব বিনা বৃত্তিতে এ উপাধি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বিভূষিত করা, আর তাহাকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ করা, ইহা তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। তাই বলিতেছি, যে ওরূপ উপাধি আমি কখনই গ্রহণ করিতাম না, হিন্দুরাজ প্রদত্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিতাম, কিন্তু তাহা কখনই ব্যবহার করিতাম না।

বিষণজার এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণে দাতাজী মোহিত হইলেন। মনে করিলেন যে, ইহাঁর ন্যায় উদারস্বভাব স্বদেশহিতৈষী স্বার্থপরিশূন্য মহাত্মা আর দুইটী নাই। সুতরাং বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন, সে বিষয়ে আমারও অভিমত। প্রধানত্ব প্রাপ্ত না হইলে, উপাধি ব্যবহার করা কোনক্রমেই উচিত হয় না। কিন্তু এখন আমার আবেদনটীর কি করিবেন?—যে জন্য আমার এখানে আগমন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ প্রদান করুন।"

"আমি ত পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, সে বিষয়ের চিন্তা করিবেন না, প্রকাশ করিয়া বলুন, এখনই তাহার বিহিত বিধান করিয়া দিতেছি।"

দাতাজী বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আজ কএক সপ্তাহ অতীত হইল, আমার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া এইস্থানে নীত হইয়াছিল। মহাশয়ই আবার তাহার বিচার করিবেন শ্রবণ করিয়া, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সেই সময় আগমন করি। তৎকালে মহাশয়ও আমাকে অনেক প্রকার আশ্বাসবাক্যে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন। তৎপরে পরম্পরায় শ্রুত হইলাম, যে আপনিই আবার তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রথমে আশা দিয়া পরক্ষণেই এরূপ কার্য্যে আপনি যে কেন প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার কারণ অনুধাবন করিতে আমি ত কোনক্রমেই সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে সে ব্যক্তি যাহাতে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিউন, কোনরূপ সদুপদেশ প্রদান করুন। আমি মহাশয়ের নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত।"

দাতাজী যাহার উদ্দেশে বলিতেছেন, বিষণজী তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু যেন কিছুই স্মরণ নাই এমনি ভাবটী প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কোন্ লোকটীর কথা? তাহার নাম কি? সে ব্যক্তি কি অপরাধে ধৃত হইয়াছিল?"

দাতাজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, তাহার নাম রঞ্জনলাল।—নবাব সাহেবের প্রতিকুলে ষড়যন্ত্র করা অপরাধে ধৃত হইয়াছিল।

সহসা যদি একটী ভীষণ ব্যাঘ্র বিষণচাঁদের সম্মুখীন হইত, অথবা কোন কালভুজঙ্গ উর্দ্ধফণা হইয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইত, তাহা হইলে তিনি অধিকতর কম্পান্বিত হইতেন না। কিন্তু "রঞ্জনলাল এই নামটী মাত্র শ্রবণ করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও জীবাত্মা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি অতিকষ্টে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "হাঁ হাঁ, এখন স্মরণ হইতেছে। আপনি একদিন আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতীত ঘটনা কিছুতেই স্মরণ হইতেছে না। ভাল, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এক-খানি বৃহৎ পুস্তক আনয়ন করিলেন, আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "কি নামটী বলিলেন? রঞ্জনলাল?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"নিশ্চয় জানেন রঞ্জনলাল?"

ঈষৎহাস্য করিয়া দাতাজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, বহুদিন অবধি জানি।"

"উত্তম, ভুল না হয়।" বলিয়া বিষণচাঁদ পুস্তকখানি খুলিলেন। কএকটীপত্র উলটাইয়া কোন একটী বিশেষস্থানে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, এই যে, সমস্তই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। রঞ্জনলাল,—জাতিতে হিন্দু,—পিতার নাম শুকলাল।—বাসস্থান, হীরাজ নগর।—বয়স অনুমান ঊনবিংশ বৎসর।—ব্যবসা, চাকরী।—পদ, পোতাধ্যক্ষ।—জাহাজ, মহাজনী।—আখ্যা, মাতঙ্গী।—সম্পত্তি, দাতা-জীর।—অপরাধ, ষড়যন্ত্র করা।"

দাতাজী কহিলেন, "অপরাধটা ঐরূপ, প্রথমে ইহা শ্রবণ করিয়া ছিলাম বটে, কিন্তু তৎপরে আপনিই ত আবার তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন?—রঞ্জনলাল যে নিরীহলোক, একথা আপনারই মুখে ত শ্রবণ করিয়াছিলাম?"

সহসা যেন কোন কথা স্মরণ হইল, এইভাব প্রকাশ করিয়া বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ, এখন সম্পূর্ণরূপই স্মরণ হইতেছে। পূর্ব্বে তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করি বটে, কিন্তু তৎকালে সম্যকরূপে কিছুরই অনুসন্ধান লওয়া হয় নাই। পরে অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতেই তাহার দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। কারাপুস্তকে সেই নিমিত্তই ওরূপ করিয়া লেখা হইয়াছে।"

কাতরে দাতাজী উত্তর "করিলেন, বোধ হয়, কোন শত্রুপক্ষে তাহার অনিষ্ট করিবার নিমিত্তই এইরূপে দোষারোপ করিয়া থাকিবে, তাহার নামে অপবাদ রটাইয়া থাকিবে।—বাস্তবিক সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী।"

গম্ভীরস্বরে বিষণজী কহিলেন, "না না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন। —সে ব্যক্তি যথার্থই অপরাধী।—আত্মমুখেই সে স্বীকার করিয়াছে,— আমার সম্মুখেই স্বীকার করিয়াছে।—সেই জন্যই ত—"

বাধা দিয়া দাতাজী কহিলেন, "তবে সঙ্গদোষেই ওরূপ হইয়া থাকিবে,—অসৎলোকের পরামর্শেই ওরূপ করিয়া থাকিবে।—নতুবা রঞ্জনলাল ওরূপ প্রকৃতির লোকই নহে। কথায় বলে, সঙ্গদোষেই গ্রাম নষ্ট, অসৎসঙ্গেই তাহার ওরূপ মতিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে।

"হাঁ তাহাও সম্ভব বটে। ওরূপ হইলেও হইতে পারে,—আপনি যখন বলিতেছেন, তখন তাহাই হওয়া সম্ভব বটে।"

দাতাজী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন ইহার উপায় কি? যাহাতে সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার সদ্যুক্তি কি?"

"আজ্ঞা, তাহাতে আমার হাত নাই, সেটী আমার ক্ষমতা বহির্ভূত।

কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে দাতাজী কহিলেন, "কেন মহাশয়, আপনারই

লোকে ত তাহাকে ধৃত করিয়াছিল?—তবে আপনার হাত নাই কেন? আর যদিও দোষী হয়, তবে তৎকালের অপরাধী, এখনকার অনুগ্রহ পাত্র।—তাহার সে দোষ এখন গুণে পরিণত হইয়াছে।— সে দিন যে ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া পরিগণিত, অদ্য আবার সেই ব্যক্তিই রাজ্যের উপকারক বলিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতে পারে। তবে নিষ্কৃতি পাইবে না কেন মহাশয়?"

ধীরভাবে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "সেটী নাকি আমার এলাকা বহির্ভূত, সেই জন্যই বলিতেছি, আমার হাত নাই—"

বাধা দিয়া দাতাজী কহিলেন, "সে কিরূপ মহাশয়?—রঞ্জন ত আপনারই এলাকায় ধৃত হয়, আপনিই ত তাহার বিচার করেন?"

বিষণচাঁদ সেই ভাবেই কহিলেন, "হাঁ, আমার এলাকায় ধৃত হইয়াছিল বটে, আমিই তাহার বিচার করি বটে, কিন্তু অপরাধের দণ্ডবিধান আমার দ্বারা হয় নাই।—প্রধান শান্তিরক্ষকই তাহা প্রদান করেন। তিনিই তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন?"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রধান শান্তিরক্ষক?—নগরপাল?—তাঁহার সহিত এ বিষয়ের কি সংশ্রব ছিল?"

"শুনুন। রঞ্জনের অপরাধ সপ্রমাণ হইলে সে আমাকে একে একে সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলে। যাহাতে রক্ষা পায়, তন্নিমিত্ত আমার নিকট বিস্তর কাকুতি মিনতি করে,—চরণ ধারণপূর্ব্বক বিস্তর কাকুতি মিনতি করে। তাহার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমার অতিশয় দুঃখ হয়, দয়াও হয়।—কিন্তু অবাধে মুক্তিদান করি, এরূপ ক্ষমতা আমার প্রতি আদৌ সমর্পিত ছিল না, সে ক্ষমতা কেবল কাজীর হস্তেই সমর্পিত। কাজী সাহেবও তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াও যে কোনপ্রকার সুবিধা করিব, তাহারও উপায় দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং অপরাধীকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া বরদা রাজধানীতে গমন করিতে হইল। ইচ্ছা, প্রধান শান্তিরক্ষক দেলওয়ার খাঁকে অনুরোধ করিয়া হতভাগাকে অব্যাহতি দিবার, অন্ততঃ দণ্ডের

লাঘব করিবার চেষ্টা করিব; তাহাও করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ বরদা নগরে উপস্থিত হইবাই দেলওয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করি। মিথ্যা কথাও বলা হয় না, অথচ অভাগার উপকার হয়, এইভাবেই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম।—কিন্তু মুসলমান স্বভাবতঃ ক্রূর, প্রথমে কিছুতেই বর্গ মানিল না। কহিল, 'এরূপ দুশ্চরিত্র লোকের ফাঁসি হওযাই উচিত। অন্ততঃ যাবজ্জীবন কারাবাস।' অবশেষে আমার অনেক অনুনয় বিনয়ে আপাততঃ দণ্ডাজ্ঞা, বিবেচনার অধীনে রাখিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করিল। আমি ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিলাম। রঞ্জন বরদানগরে উপস্থিত ছিল বলিয়াই, সেই এলাকার কারাগারে বন্দী হয়। আর পূর্ব্বোক্ত কারণেই প্রধান শান্তিরক্ষক দেলওয়ার খাঁ, তাহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, এবং সেই নিমিত্তই আমার এলাকার বহির্ভূত।" বিষণজী একাধিক সহস্র রজনীর আখ্যান নায়িকা সাহরজাদীর অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য সহকারে এই গল্পটী বলিয়া গেলেন। পাঠক মহাশয় বুঝিতেই পারিলেন, ইহার রচনাচাতুর্য্য কতদূর পরিপক্ক। রঞ্জনের নিমিত্ত তিনি যতদূর করিয়াছেন, তাহা আর আপনাকে বুঝাইয়া দিবার অপেক্ষা নাই। বিষণজীর সহিত ভেকধারী পরমহংসের কথাবার্ত্তায় পূর্ব্বেই আপনি সে তত্ত্বের আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া আছেন।

দাতাজী বিষণ্ণ হইলেন। ক্ষুণ্ণমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন ইহার উপায়? ইহার সুপরামর্শ কি মহাশয়?"

বিষণজী আশ্বাসবাক্যে উত্তর করিলেন, "আপনি চিন্তিত হইবেন না। ইহার বিলক্ষণ সদ্‌যুক্তি আছে। এখনই ইহার উপায় বলিয়া দিতেছি।"

উৎসাহিত হইয়া দাতাজী কহিলেন, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন,—আপনি মৃতদেহে প্রাণদান করিলেন। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হউন। দিন দিন আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক, পরম সুখে কালাতিপাত করুন।"

বিষণচাঁদ অবনত মস্তকে অতি বিনম্রস্বরে কহিলেন, "মহাশয়

মহৎ লোক, আপনার আশীর্ব্বাদে কি না হয়? এখন এক কর্ম্ম করুন;—একখানি আবেদনপত্র বরদার মন্ত্রির নিকট পাঠাইয়া দিউন,—”

দাতাজী বলিয়া উঠিলেন, “তবেই হইয়াছে।—তিনি শতাধিক আবেদনপত্র প্রত্যহই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহার আদেশ প্রদান করা দূরে থাকুক, তন্মধ্য হইতে দশখানিও পাঠ করেন কি না সন্দেহ। সে অবস্থায় পত্র প্রেরণ করা আর না করা, এ উভয় কথাই সমান। কিছুই ফল দর্শিবে না,—শতবৎসরেও তাহার উত্তর প্রাপ্ত হইব না।”

ঈষৎহাস্য করিয়া বিষণজী কহিলেন, “শতাধিক কেন? সহস্রের অধিকও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, দশখানি কেন? একখানিও পাঠ করেন না, সমস্তই সত্য।—কিন্তু সকল আবেদনপত্র ত আর সেই এলাকার মুফ্‌তীর অভিজ্ঞানপত্র সহ প্রেরিত হয় না,—আর সকলগুলি কিছু বিশিষ্ট লোকেও বাহক হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের স্বহস্তে সমর্পণ করে না, সুতরাং বিলম্ব হইয়া পড়ে।—তবে এ পত্রখানি নাকি আমি স্বয়ংই লইয়া যাইব, আবার মন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থিত বিষয়ের উচিত আদেশ যাহাতে তিনি শীঘ্রই প্রদান করেন, সে নিমিত্ত যখন তাঁহাকে উপরোধ অনুরোধ করিব, তখন বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা কি? সে নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না।”

দাতাজী শুনিয়া মোহিত হইলেন।—বিষণজীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি উত্তরোত্তর তাঁহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আনন্দে গদগদস্বরে কহিলেন, “এতদূর দয়ার শরীর আপনার?—তাহার নিমিত্ত এতদূর কষ্ট স্বীকার করিবেন?”

অবাধে, সচ্ছন্দে,—আনন্দের সহিতই তাহা সম্পাদন করিব।—রঞ্জনের কারাবাসের হেতুভূতই আমি,—আমাকেই আবার তাহার উদ্ধারের কারণ হওয়া উচিত,—এখন তাহাই আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, তৎকালের দোষী, এখনকার অনুগ্রহপাত্র। সে দিন যে অপরাধী বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছে, অদ্য রাজ্যের উপকারক বলিয়া তাহারই আবার পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছি, যাহাতে

সে ব্যক্তি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিতে এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যমত ত্রুটী করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না, কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞানে সেটী আমি আগ্রহের সহিতই সম্পাদন করিব।”

বিষণজীর এই কথা শ্রবণে দাতাজী আনন্দ সলিলে ভাসমান হইলেন। ভাবিলেন, এইবারেই রঞ্জনলাল মুক্তিলাভ করিল, “মাতঙ্গী” পোতের অধ্যক্ষ হইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রপথে গমনাগমন করিবে, বাণিজ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়পূর্ব্বক তাঁহার লাভের চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে; মনে মনে এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। কহিলেন,“আপনি মূর্ত্তিমান দয়া, কি বিবেচনা শক্তি আপনার, কি ধর্ম্মভীরু লোক আপনি!”

অবনতবদনে বিষণচাঁদ কহিলেন, “ও কথা বলিবেন না, উহাতে আমি লজ্জিত হই। আপনার অন্তর অতিশয় নির্ম্মল, সেই নিমিত্তই আপনি ওরূপ আজ্ঞা করিতেছেন। বাস্তবিক আমি প্রশংসা প্রাপ্ত হই-বার যোগ্যপাত্র নহি, কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞানেই আপনাকে ওরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছি, কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়াই ওরূপ করিতে স্বীকার পাইতেছি মাত্র।”

দাতাজী কহিলেন, “এরূপ কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে, বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন কি মর্ম্মে আবেদন পত্রখানি লিখিতে হইবে, সেইটী আমাকে বলিয়া দিউন, আমি শীঘ্রই তাহা প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিতেছি।”

“আর লিখিয়া আনিতে হইবে না, আমিই তাহার সুবিধা করিয়া দিতেছি, আপনি সেইগুলি অপর একখানি কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিউন, এখনই সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে।”

দাতাজী কহিলেন, “আপনার দয়ার উপর আর অধিক প্রশ্রয় লইতে সাহস করি না, এমনই যথেষ্ট হইয়াছে। মর্ম্মটীমাত্র বলিয়া দিউন, এখনই তাহা লিখাইয়া আনিতেছি। আপনার আর কষ্ট করিবার প্রয়োজন কি?”

ইহাতে আর আমার কষ্টটা কি? যাতায়াতে বরং আপনারই

কষ্ট হইবে; বিশেষতঃ যাহার দ্বারা লিখাইয়া লইবেন, সে ব্যক্তি হয় ত কর্ম্মের উপযুক্ত না হইতে পারে, হয় ত সে লিখিবার ধরণই জানে না, এরূপ হইলে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। আরও একটী কথা এই যে, আমার এই পদ, কখন আছে, কখন নাই। আমি থাকিতে থাকিতেই এ কার্য্যটী সমাধা করিয়া লইলে ভাল হয়, নতুবা বড় গোলেই পড়িবেন;—বিলম্বে কার্য্যের হানি,—শুভকর্ম্মে অনেক বিঘ্ন।—গয়ংগচ্ছ করিয়া কালবিলম্বে প্রয়োজন কি? রঞ্জনলাল অনেক কষ্ট পাইয়াছে, আর কেন? বৃথা তাহারে কষ্ট দিবার আর ফল কি? যাউন, ঐ টেবিলের ধারে আসন পরিগ্রহণ করুন,—আমি মুসবিধা করিয়া দিতেছি, লিখিতে আরম্ভ করুন।"

"আজ্ঞা হাঁ যথার্থ বটে, আর তিলমাত্র বিলম্ব করা উচিত হয় না।—ভাবিয়া দেখুন, যে লোক সহস্র সহস্র বর্গক্রোশ সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, নির্জ্জনে, কারাগারে রুদ্ধ হওয়া তাহার পক্ষে কতদূরই কষ্টকর! যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া সে ব্যক্তি উন্মাদ হইলেও হইতে পারে। মনে করুন সেটী কতদূর শোচনীয় ব্যাপার। উন্মাদ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।" এই কথা বলিয়া মহানুভব দাতাজী নির্দ্দিষ্ট-স্থানে গমনপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহণ করিলেন।

বিষণজীর জীবাত্মা কাঁপিয়া উঠিল; রঞ্জনের ভবিষ্যভাগ্য স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখন আর ফিরিবার সময় নাই,—বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, প্রত্যাবৃত্ত হইবার আর উপায় নাই। রঞ্জনকে দলিত, মর্দ্দিত ও পেষিত না করিলে, তাঁহার আর উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয় না, মূলে আঘাত পড়ে। সুতরাং বিষণজীর স্বার্থের নিমিত্ত রঞ্জনলাল দলিত, মর্দ্দিত ও পেষিত হইলেন।

বিষণচাঁদ আবেদনের মুসবিধা করিয়া দিলেন, দাতাজী একখানি কাগজে সুচারুরূপে সেইগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রঞ্জনের স্বজাতি গৌরব,—হিন্দুরাজের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি,—রত্নগিরি দুর্গ হইতে মহীপতকে উদ্ধার করিবার আকিঞ্চন,—যাহাতে তিনি

গুর্জ্জরের রাজসিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন,—মহীপতের হিতসাধনে প্রাণ পণ,—রত্নগিরি হইতে পত্রাদি লইয়া তাঁহার পক্ষসমর্থনকারীদিগকে প্রদানার্থ নরদা ও সৌরাষ্ট্রে গমনাগমন,—তথা হইতে প্রত্যুত্তর লইয়া আজীম খাঁকে প্রদান,—পরিশেষে মুসলমান হস্তে বন্দী হইয়া নিজের কারাবাস পর্য্যন্ত সমস্তই সেই আবেদনপত্রে পরিবর্ণিত হইল। দাতাজী জানিতেন যে, রঞ্জনলাল এই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা দূরে থাকুক, ইহার শতাংশের এক অংশ অবগত আছেন কি না সন্দেহ; কিন্তু মনে করিলেন যে, রাজ্যের উপস্থিত অবস্থায় রঞ্জনের ক্রিয়াকাণ্ড যতদূর বাহুল্যরূপে পরিবর্ণিত হইবে, তাহার পক্ষে ততদূরই মঙ্গল সম্ভাবনা। বিশেষতঃ! বিষণজীকে তিনি অকপট বন্ধু বলিয়াই জানিতেন, অতএব তিনি স্বয়ং যখন এই আবেদনপত্রের মুসবিধা করিয়া দিয়াছেন, তখন আর ইহাতে চিন্তার বিষয় কি আছে? সমস্তই ন্যায় সঙ্গত,—রঞ্জনের পক্ষে ইহাই পরমমঙ্গল। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি ঐরূপ দরখাস্ত লিখিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না; বরং সানন্দচিত্তে তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পত্রখানি সাঙ্গ হইলে পর, মহানুভব দাতাজী বিষণচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আর কি করিতে হইবে?"

"কিছুই না, কেবল আপনার স্বাক্ষরের অপেক্ষা।"

"আপনি অভিজ্ঞানপত্র লিখিয়া দিবেন না?"

"আপনার স্বাক্ষর হইবার পর।"

"কোথায় স্বাক্ষর করিতে হইবে?—নিম্নভাগে?"

"না।—পত্রের শিরোভাগে, আড় দিকে।" বলিয়া বিষণচাঁদ স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

যথাস্থানে স্বাক্ষর করিয়া দাতাজী মহাশয় বিষণচাঁদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভিজ্ঞানপত্র কখন লিখিয়া দিবেন?"

"এখনই" এই কথা বলিয়া বিষণজী সেই আবেদনপত্রের নিম্নভাগে অভিজ্ঞানপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

সোৎসুকে দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি লিখিলেন, দেখিতে পাই না?—দেখাইবার কি কিছু বাধা আছে?"

"কিছুমাত্র না,—সচ্ছন্দে দেখুন।" এই কথা বলিয়া বিষণজী দরখাস্তখানি দাতাজীর প্রসারিত হস্তে সমর্পণ করিলেন। অভিজ্ঞান পত্রে এইরূপ লেখা ছিলঃ——

"আবেদনকারী যাহা যাহা লিখিয়াছেন, সে সমস্তই সত্য! রঞ্জনলালের বিচারের কালীন এই এই বিষয় সমস্তই সপ্রমাণ হইয়াছিল। আমি স্বয়ংই তাহার বিচার করি।"

"শ্রীবিষণচাঁদ মুকিম।"

"মুফ্‌তী।"

পাঠ সমাপ্ত হইলে দাতাজী দরখাস্তখানি বিষণজীকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এরূপ স্বাক্ষর করিলেন কেন? রাজাবাহাদুর উপাধি সম্বলিত সহি করিলেই ত ভাল হইত? "মুকিম" মাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কেন?"

বিষণজী ঘৃণারস্বরে উত্তর করিলেন, "রাজাবাহাদুর?—উপাধি ব্যবহার?—নারায়ণ!—উহাতে আমার বড়ই বিদ্বেষ!—বিশেষতঃ মুসলমান প্রদত্ত, ঘৃণারই বস্তু!—তাহা আবার ব্যবহার?—তবে "মুকিম" উপাধিটী নাকি পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেই নিমিত্তই উহার ব্যবহার,—নিশ্চয় জানিবেন, সেই নিমিত্তই তাহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি!—নতুবা উহাতেও আমার সবিশেষ বিদ্বেষ,—ব্যবহার করিতে লজ্জিত হই।

দাতাজী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন।—বিষনজীর পূর্ব্ব কথা তাঁহার স্মরণপথে উদয় হইল; তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহাশয় আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা প্রার্থনা করি।—ওরূপ আভাস ইতিপূর্ব্বেই আপনি একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেটী আমার কিছুমাত্র স্মরণ ছিল না, ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

"সে কি কথা?—আপনার আর অপরাধটা কি? উত্তেজিত হইয়া

উত্তর করাতে ববং আমারই অপরাধ হইয়াছে,—আমারই ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।”

“আপনার উদার স্বভাব, আপনি অতি মহৎব্যক্তি; সেই নিমিত্তই ওরূপ উত্তর করিলেন। সে যাহা হউক, এখন এই দরখাস্তখানির বিষয় কি করিবেন, কখন এখানি লইযা যাইবেন? মন্ত্রি মহাশয়ের হস্তে কখন এখানি সমর্পিত হইবে?” দাতাজী এই কথা বলিয়া উত্তর প্রতীক্ষায় আগ্রহের সহিত বিষণজীব মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বিষণজী কহিলেন, “তিন চারি সপ্তাহের মধ্যেই।”

“কেন, এত অধিক বিলম্ব হইবে কেন? এখান হইতে রাজধানী ত অধিকদূর নয়, তিনচারিদিবসের মধ্যেই ত তথায় উপস্থিত হওয়া যায়?”

“তিন চাবিদিবসেব মধ্যে উপনীত হওযা যায় বটে, কিন্তু আমি একপক্ষের মধ্যে এখান হইতে কোনক্রমেই যাইতে পারিতেছি না। কতকগুলি বিশেষ কাজ আমার হস্তে আছে, সে গুলি একপক্ষের মধ্যে—”

বাধা দিয়া দাতাজী কহিলেন, “তাই ত, ইহাতে যে অধিক বিলম্ব হইবে?—ভাল মহাশয়, অপবের দ্বারা প্রেরণ করিলে কি কার্য্যসিদ্ধ হইবে না?”

“কেন হইবে না?—অপরের দ্বারায়ও কার্য্য হইতে পারে।”

“তবে তাহাই করুন না কেন?—আপনার আর কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজনটা কি? অপরের দ্বারায়ই প্রেরণ করুন না কেন?”

“ভাল তাহাই হইবে।”

“সেই সঙ্গে একখানি অনুরোধপত্র লিখিয়া দিলে ভাল হয় না?”

“হাঁ, তাহা হইলে ত ভালই হয়।” অন্যমনস্কভাবে এই কএকটী কথা বলিয়া বিষণচাঁদ নীরব হইলেন। কিঞ্চিৎপরে সহসা বলিয়া উঠিলেন, “ভাল কথা স্মরণ হইয়াছে। আমার পিতা রাজসরকারে অতিশয় প্রতিপন্ন, যাহাতে তিনি স্বয়ং এই আবেদন পত্রখানি মন্ত্রি মহাশয়ের নিকট লইয়া যান, সে বিষয়ের নিমিত্ত তাঁহাকেই আমি অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছি; তাহা হইলে আর কোন গোলই থাকিবে না।

আমার নিজের যাওয়া অপেক্ষা ইহাতে আরও অধিক ফল দর্শিতে পারিবে। কেমন, এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?"

সাহ্লাদে দাতাজী বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে ত আর কোন কথাই থাকে না, সহজেই রঞ্জনলাল মুক্তিলাভ করিতে পারিবে,—শীঘ্রই কারাযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে।—তবে পত্রখানি কখন পাঠাইয়া দিবেন?"

"অদ্যই।"

"তবে এখন আমি বিদায় হই। নমস্কার মহাশয়।" এই কথা বলিয়া মহানুভব দাতাজী বিবণচাঁদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কালবিলম্ব না করিয়া এই শুভসংবাদ রঞ্জনের পিতা শুকলালের নিকট তৎক্ষণাৎই পাঠাইয়া দিলেন। রঞ্জন শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে শুনিয়া বৃদ্ধের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না; তিনি মনে মনে দাতাজীকে শতসহস্ররূপে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধুমতী এই সংবাদ শ্রবণে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে চিন্তানল একেবারে নির্ব্বাপিত হইল না।

অষ্টম কাণ্ড।

নানা ঘটনা,—ভবিষ্যবাণী!

দাতাজী বিদায় হইলে পর, বিবণচাঁদ সেই লিখিত দরখাস্তখানি একটী পেটিকামধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজধানীতে না পাঠাইয়া সেখানি যত্নপূর্ব্বক হস্তগত করিয়া রাখিলেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? পাঠক মহাশয় এ কথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাহার উত্তর এই যে, তিনি মনে করিয়াছিলেন, মুসলমানেরা যদি গুর্জ্জরদেশ অধিকার করিয়া লয়, তাহা হইলে ঐ পত্র

বিশেষ উপকারে আসিবে। কারণ, রঞ্জন যদি কারাযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সামন্তগিরি সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাঁহার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, তৎকালে তিনি অম্লানবদনে বলিতে পারেন যে, আমি তাহার কারাবাসের হেতু হইয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত জাতক্রোধে প্রতিহিংসা করিবার মানসে সে আমার প্রতি ওরূপ দোষারোপ করিতেছে। ষড়যন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস কি? রঞ্জন যে ষড়যন্ত্রকারী, কুচক্রী, তাহা প্রমাণ করিতে তাঁহাকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। তাহার প্রভু, দাতাজীর স্বহস্ত লিখিত দরখাস্তখানিই তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য। তিনিই তাহাকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। অতএব ষড়যন্ত্রকারীর কথায় বিশ্বাস কি? বস্তুতঃ দাতাজীর আবেদন পত্রখানি রঞ্জনের মৃত্যুবাণ রূপে মুফ্‌তী মহাশয়ের হস্তে বিরাজিত রহিল। প্রয়োজন হইলে তদ্দ্বারা রঞ্জনকে একেবারে ভস্মীভূত করিতে পারিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র কি?

বিষণজীর অনুমান বৃথা হয় নাই। রাজ্য সম্বন্ধে যাহা যাহা ভাবিয়াছিলেন, বাস্তবিক অবিকল তাহাই ঘটিল। পাঠানেরা গুর্জ্জররাজ্য অধিকার করিয়া লইল। পাণিপথ রণক্ষেত্রে হিন্দুরা হতবল হইলেন, মহীপত রাও পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যে কএকমাস তাঁহার রাজত্ব ছিল, দাতাজী সেই সময়ের মধ্যে রঞ্জনের মুক্তির নিমিত্ত অনেকবার বিষণজীর নিকট আগমন করিয়াছিলেন। "অদ্য সংবাদ আসিবে, কল্য আসিবার সম্ভাবনা, পথে হয় ত লোক আসিতেছে, হয় ত রঞ্জন সেই সঙ্গে খালাস হইয়া আসিতে পারে।" তিনি পুনঃ পুনঃ এইরূপ নানাপ্রকার স্তোকবাক্যে দাতাজীকে প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে কালহরণ করিতে করিতে সহসা পাণিপথের যুদ্ধে হিন্দু পরাভব ও মহীপতের পলায়ন সংবাদ প্রচারিত হইল। সেই সঙ্গে দাতাজীর আশাও বিসর্জ্জিত হইয়া গেল, তিনিও আর বিষণজীর নিকট আগমন
না। রঞ্জনের মুক্তির নিমিত্ত তাঁহার যতদূর সাধ্য সমস্তই
ছুই ক্রটী রাখেন নাই,—এক্ষণে নিরুপায় হইয়া সে

কার্য্যে বিরত হইলেন, আর আসিলেন না। কাহার নিকটেই বা আসি-বেন?—বিষণজী স্থানান্তরিত, তৎপদে মুসলমান মুফ্‌তী অভিষিক্ত, তাহার নিকট আবেদন করিবার ফল কি? বরং হিতে বিপরীত ঘটিবারই সম্ভাবনা। নিজেই হয় ত ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইতে পারে। এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি আর সে বিষয়ের চেষ্টা করিলেন না, অগত্যা হতাশ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।

বিষণজী এখন কোথায়? বিষণজী পাণিপথক্ষেত্রে হিন্দুদিগের পরাভব ও মহীপতের পলায়ন সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজধানীতে যাত্রা করেন। জম্বুসরনগরে কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, তিনি আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না। মুসলমানের সৌভাগ্য-রবি পুনরুদিত দেখিয়া তিনি গুর্জ্জরের রাজধানীতে যাত্রা করিয়াছিলেন। নবাব সরকারে প্রতিপন্ন থাকাতে সহজেই তিনি তথাকার সহকারী শান্তিরক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আমীর দেলওয়ার খাঁর সহকারী। সেথানে তাঁহার ক্ষমতাও অধিক, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! এত অধিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কারণ এই যে, কোন কার্য্যে প্রধান শান্তিরক্ষক সাহেব যখন নবাব সাহেবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, সেই সময় বিষণজী মহাশয়, তাঁহার অনুকূলে দুই একটী কথা কহিয়া নবাব সাহেবের ক্রোধোপশম করিবার চেষ্টা পান।—সৌভাগ্যক্রমে তিনি সফলমনোরথও হইয়াছিলেন। দেলওয়ার খাঁ সেই উপকার স্মরণপূর্ব্বক এক্ষণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অণুমাত্র ত্রুটী করিতেছেন না। সমস্ত কার্য্যের ভারই বিষণজীর প্রতি সমর্পিত। কি কর্ম্মচারী নিয়োগ, স্থানান্তরিত বা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে, বিষণজীই তৎসমুদয় করিয়া থাকেন, কোন আদেশ বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইলে, দেলওয়ার খাঁর নামে বিষণজীই সে সমস্ত প্রচারিত করেন; আমীর সাহেব তাহাতে ভ্রমক্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না। যদি কোন ক্ষমতাপন্ন আমীর, বিষণজীর কার্য্যে বিরক্ত হইয়া খাঁ সাহেবের নিকট অভিযোগ করে, তাহা হইলে প্রধান শান্তিরক্ষক আপনার সহকারীরই

পক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা পান, নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিযোগকারীকে নিরস্ত করিয়া দেন। সুতরাং বিষণজী সহকারী হইয়াও সর্ব্বপ্রধান,—অনেকেরই কর্ত্তাবর্ত্তা বিধাতা,—গুর্জ্জর পুলিসের এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা। এখন আর তাঁহার সুদ্ধ রাজাবাহাদুর উপাধি নয়, তিনি এখন মহারাজ বিষণচাঁদ মুকিম বাহাদুর, মনসবদার হাজারী বলিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত।

রঞ্জনের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, পাথোজীর তাহা জানিতে বাকী নাই। সে মনে করিয়াছিল, জগদীশ্বর রঞ্জনের দণ্ডবিধান করিলেন, আমি কেবল হেতু হইলাম মাত্র। বৃদ্ধি হইলেই পতন আছে। রঞ্জনের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই নিমিত্তই পতন হইল। আমারই সৌভাগ্য-বশতঃ রঞ্জন স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিব। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া পাথোজী আনন্দনীরে ভাসিতে লাগিল। তাহার পর যখন মহীপত রাও গুর্জ্জরের সিংহাসনে পুনরভিষিক্ত হইলেন, তৎকালে তাহার আশা ভরসা সমস্তই এককালে বিসর্জ্জিত হইল। মনে করিল, “আর আমার এ স্থলে অবস্থান করা উচিত হয় না। রঞ্জন অচিরেই মুক্তিলাভ করিয়া আসিবে, রাজসংসারে তাহার অতিশয় আধিপত্য হইবে, আমার চরিত্রের বিষয় দাতাজীকে সমস্ত বলিয়া দিবে, তাহা হইলে আমার কর্ম্ম থাকিবে না, বিষম বিভ্রাটেই পতিত হইব। অতএব এখানে আর অধিক দিন থাকা কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। দূরদেশে গমনপূর্ব্বক কোন রূপ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। কিন্তু স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে মূলধনের আবশ্যক। তাহাই বা কোথায়? যা যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে, তাহা ব্যবসায়ের পক্ষে সুপ্রতুল হইবে না। অতি যৎসামান্য, কিছুতেই সুপ্রতুল হইবে না। তবে যদি কোন মহাজনের উপর একখানি সুপারিসপত্র প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বাস ও সম্ভ্রমে ঐ টাকার চালসুমরে এক প্রকার বাণিজ্যাদি চালাতে পারে। কিন্তু এরূপ সুপারিসপত্র কাহার নিকট হইতে যোগাড়

হইবে, কে আমাকে এইরূপ সুপারিসপত্র প্রদান করিবেন?—এক উপায়, দাতাজী।—তিনি অতি মহাত্মা ব্যক্তি, পরদুঃখে কাতর, দয়ার শরীর, সদাশয় লোক।—তাঁহাকে এ বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে, সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ করিয়া ধরিলে, তিনি ইহার কোন না কোন সদুপায় করিয়া দিতে পারেন।” এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া দাতাজীর নিকট আপনার মনোভাব বিজ্ঞাপন করিল। মহানুভব দাতাজী তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। আরও বলিলেন, “কেবল সুপারিসপত্র লইয়া কি হইবে? তাহাতে কোন বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। মছলিপত্তনে একজন সম্ভ্রান্ত সওদাগরের উপর একখানি বিশ্বাস-পত্র প্রদান করিতেছি, তুমি তাঁহার নিকট হইতে দশসহস্র মুদ্রা মূল্যের বাণিজ্যদ্রব্য আপাততঃ নগদ মূল্য না দিয়া কেবল বিশ্বাসের উপরেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে। সুদ্ধ সুপারিসপত্র লইয়া কি হইবে?” এই কথা বলিয়া কএকজন মহাজনের উপর সুপারিসপত্র, তৎসঙ্গে একখানি বিশ্বাসপত্র লিখিয়া দিলেন। “জন্মে ভুলিতে পারিব না, এ উপকার চিরকালই স্মরণ থাকিবে, অপনার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিলাম।” এইরূপ নানাপ্রকার মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর, পাথোজী বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সেই দিবসেই মছলিপত্তনাভিমুখে যাত্রা করিল। তথায় বিবিধ বাণিজ্যে অতি অল্পকালমধ্যেই বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী হইয়া উঠিল। তাহার পর কোথায় গেল, কি করিল, জীবনের শেষ সময়টী সুখ ও সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইল কি না, তাহা আর এখানে বলিবার আবশ্যক নাই উপযুক্ত সময়ে এই আখ্যায়িকা রঙ্গভূমিতেই তাহার উচিত অভিনয় হইবে

রঞ্জনের কারাবাসে বলদেবের পরম আনন্দ। সে ভাবিল, “যাব জীবনের মধ্যে রঞ্জন আর প্রত্যাগত হইবে না। এইবার আমি নির্ব্বিঘ্নে মধুমতী, লাভ করিতে সমর্থ হইব। রঞ্জনের পিতার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বৃদ্ধ যে আর অধিকদিন জীবিত থাকিবে, এরূপ ত কখন অনুমান হয় না। পুত্র বিরহে অচিরেই প্রাণত্যাগ করিবে। তাহা হইলে মধুমতী একাকিনী অসহায়িনী হইয়া পড়িবে, তৎকালে আমি

প্ররোচনাবাক্যে অক্লেশেই তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব। রঞ্জন আর জীবিত নাই, থাকিলে এতদিন খালাস হইয়া আসিত; নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এ জন্মে আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। এইরূপ নানাপ্রকার প্ররোচনাবাক্যে অক্লেশেই তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব। হতাশে নিরুপায় হইয়া মধুমতী আমাকে নিশ্চয়ই বিবাহ করিবে। তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তিই আমার হস্তগত হইবে আমাকে আর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে না। তাহারই উপ-সত্বে আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইতে পারিবে।" এইরূপ চিন্তাতেই দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছিল, অহরহ এইরূপ সুখস্বপ্নে অভিভূত হইয়া বলদেব এককালে বিভোর! কিন্তু তাহার সেই সুখ-স্বপ্ন অচিরেই ভঙ্গ হইয়া গেল। সহসা পাণিপথ যুদ্ধে পাঠান হতবল ও মহীপতের রাজ্যপ্রাপ্তি সংবাদ প্রচারিত হইল।—বলদেব চতুর্দ্দিকেই যেন রঞ্জনময় দর্শন করিতে লাগিল। রঞ্জন যেন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার বৈরনির্যাতনে উদ্যত হইয়াছেন। অকারণে নিদা-রুণ কষ্টের হেতু বলিয়া সে যেন রাজকীয় বিচারালয়ে প্রতিশোধ লইতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। সে যেন রাজসংসারে ক্ষমতাপন্ন হইয়া সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এবারে আর নিস্তার নাই; মধুমতী তাহারই হইবে, বাধা দিবার কোন উপায় নাই। একেবারেই হস্তবহির্ভূত! প্রিয়মন্ত্রি পাপোজী অনুপস্থিত এবারে কে আর মন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক এ বিষয়ের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবে? কে আর ষড়যন্ত্র করিয়া পুনর্ব্বার তাহার আশাপথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিবে? সুতরাং এইবার মধুমতী তাহার হস্তভ্রষ্ট হইয়া পরহস্তে নিপতিত হইল। সভয়ে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিছুদিন অতীত হইয়া গেল। পরে যখন পাঠানের হস্তে মহীপতের পরাভব সংবাদ রাজ্যময় প্রচারিত হইল, বলদেবের পূর্ব্ব আশাও সেই সঙ্গে পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠিল। আগ্রহে, উৎসাহে, পূর্ণানন্দে, তাহার হৃদয় মুহুর্মুহু নৃত্য করিতে লাগিল। মুখে আর হাসি ধরে না, আনন্দ রাখিবার স্থান নাই, পুলকে সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত! একাকী নির্জ্জনে গৃহমধ্যে যেন উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য

করিতে লাগিল। মধুমতী নিশ্চয়ই আমার, এবারে কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না, নিশ্চয়ই তাহাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইব। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে একাকী নির্জ্জনে গৃহমধ্যে যেন উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার এই আশা ভরসা কতদূর ফলবতী হইল,—উৎসাহ উল্লাস কিরূপে পরিণত হইল, তাহাও এই অধ্যায়িকার ভবিষ্য-গর্ভে প্রগাঢ়রূপে নিহিত হইয়া রহিল।

মধুমতী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, সর্ব্বদাই ম্লান। রঞ্জনের চিন্তায় সর্ব্বদাই বিষাদিনী! সান্ত্বনা করিবার লোক নাই, প্রবোধ দিবার বন্ধু নাই, কেবল বলদেব মাত্র ভরসাস্থল! বলদেব এক একবার আসিয়া প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিত। কিন্তু সে সান্ত্বনায়, সেই কপট সান্ত্বনায়, বিষাদিনীর বিষাদানল নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং দ্বিগুণতর তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে থাকিত, প্রবোধিত না হইয়া অভাগিনীর কোমল হৃদয় দগ্ধিভূত হইতে থাকিত। দাতাজী রঞ্জনের মুক্তিলাভের সুবিধা করিতে-ছেন, মধ্যে মধ্যে এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া মধুমতীর হৃদয় কিয়ৎপরি-মাণে আশ্বস্ত হইত, চিন্তাও সেই সঙ্গে কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়া যাইত। রঞ্জনের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারিব, এইরূপ আশাও তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে, তাঁহার সেই নিত্য বিষণ্ণবদনে ঈষৎ প্রফুল্লতা অঙ্কিত হইত। মেঘাবৃত সুধাংশুমণ্ডল যেমন অনুকূল বায়ু প্রভাবে অল্প অল্প দীপ্তি বিকাশ করে, মধুমতীর শোকজলদাবৃত বদনমণ্ডলও আশ্বাস বায়ু প্রভাবে তৎকালে সেইরূপ স্তিমিত শোভা ধারণ করিত। পরিশেষে পাণিপথ যুদ্ধের নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে হতাশনয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বলদেব তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিল, অযাচিত হইয়া এইভাবে অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিল যে, রঞ্জনের আসার আশায় একেবারে জলাঞ্জলি। এ জন্মে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, মুক্তিলাভের উপায় নাই, প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।

মধুমতী বলদেবের বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া অবনতবদনে গবাক্ষসমীপে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুখে আর বাক্য নাই, চক্ষের পলক

নাই, শরীরে স্পন্দ নাই, এককালে স্তম্ভিত!—নিশ্চল, নির্ব্বাক স্তম্ভিত! নিম্নে একটী সুগভীর দীর্ঘিকা। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মধুমতী অগ্রমতী হইলেন। মনে করিলেন, ইহারই গর্ভে শয়নপূর্ব্বক জন্মেরমত সমস্ত শোকানল নির্ব্বাণ করি। মনে করিলেন বটে, কিন্তু পারিলেন না। সাহস হইল, তথাপি পারিলেন না। আত্মহত্যায় নরকবাস শাস্ত্রীয় উপদেশ, এই বিশ্বাসে, নিরয়গামিনী হইবার ভয়ে, সে সঙ্কল্পে বিরত হইলেন, ঝম্প প্রদান করিলেন না। জীবনে হতাশ হইয়াও, কেবল নরকের ভয়ে, সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন,—স্বীয় প্রাণ নষ্ট করিলেন না। শেষে তাঁহার ভাগ্যে কি হইল তাহাও ভবিষ্যগর্ভে আপাততঃ লুক্কায়িত রহিল।

রঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা শুকলাল, পুত্র বিরহে নিতান্ত অবসন্ন হইলেন। দাতাজী রঞ্জনের মুক্তি বিষয়ে বিষণজীর মুখে যে দিন যেমন যেমন শ্রবণ করিতেন, বৃদ্ধের নিকট আগমনপূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ সেই সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য আশ্বাস প্রদানে ক্রটী করিতেন না। বৃদ্ধ সেই আশ্বাসেই প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে পাণিপথ যুদ্ধের হতাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। মুখে বাক্য নাই, চক্ষে জল নাই, এককালে নিঃসাড় নিস্তব্ধ। যেন সাক্ষাৎ হতাশ ও নৈরাশ্য মূর্ত্তিমান। দাতাজী অনেক প্রবোধবাক্য কহিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই প্রবোধ পাইলেন না। পুত্রের ভাগ্যে যাহা হইবে, তাহা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দাতাজীকে নানা কথায় বিদায় করিয়া ম্রিয়মান হইয়া শায়িত হইলেন। জীবনের মায়ায় জলাঞ্জলি দিলেন। অনাহারে প্রাণত্যাগ করাই স্থির করিলেন। অতি অল্পমাত্র আহারে দিনদিন শীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিলেন। দাতাজী সর্ব্বদাই আগমনপূর্ব্বক সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মধুমতী বিশেষ যত্নে সেবাভক্তি করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু উপকার হইল না। নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া, দাতাজী সুচিকিৎসার নিমিত্ত তাঁহাকে মধুমতীর ভবন হইতে বরোজনগরে লইয়া যাইবার আকিঞ্চন করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সম্মত হইলেন না। ভাবী পুত্রবধুর

অনুরোধে পূর্ব্বাবধিই তাঁহার বাটীতে ছিলেন, দিনদিন মমতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করি হইলেন। অতএব মহানুভব দাতাজী সেই স্থানে আনয়নপূর্ব্বক বৃদ্ধ শুকলালের চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। হকিম সাহেব মন্দাগ্নির ঔষধি ব্যবস্থা করিয়া, তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধের মনোরথ সিদ্ধির আরও সুবিধা হইল। ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল, অথচ তদুপযুক্ত আহার করিতেন না। মধুমতী অনুনয় বিনয় করিলে, "অসুখ বৃদ্ধি হইবে, হিতে বিপরীত ঘটিবে, মারা পড়িব।" এই সকল কথা বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিতেন। দাতাজী বরোজ হইতে মধুমতীর বাটীতে আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বদাই তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। বরোজ হইতে আমোদনগর অনেকদূর, কিন্তু মহানুভব দাতাজী এরূপ পরোপকারী, এরূপ দয়াশয় যে, কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞানে তাহাতে তিনি কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিতেন না। এইরূপে একমাস অতিবাহিত, বৃদ্ধের আসন্নকাল উপস্থিত। মাসাবধি কষ্টভোগ করিবার পর, বৃদ্ধ শুকলাল দাতাজীর ক্রোড়েই প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহাকে কহিয়া গেলেন, "আমার প্রতি আপনি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তাহার প্রতিদান আমা হেন কাঙ্গালের দ্বারা কখনই হইতে পারে না। ইহার প্রতিদান জগদীশ্বরই করিবেন, তাঁহার দ্বারাই আপনি পুরস্কৃত হইবেন।—বাধা দিবেন না, শ্রবণ করুন। সম্পদ বিপদ কাহারও চিরস্থায়ী নয়,—চিরকাল কাহারও সমভাবে অতিবাহিত হয় না। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ, আছেই আছে। সংসারের নিয়মই এই। ভাবিয়া দেখুন, পুণ্যাত্মা ও পরোপকারী মহাত্মারাই পদে পদে অপদস্থ ও বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন। কেন থাকেন? ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের কিরূপ ভক্তি, বিপদে পতিত হইলে, তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান থাকে কি না, এইটী পরীক্ষা করিবার জন্যই ভগবান সেই সকল মহাত্মাদের পদে পদে অপদস্থ ও বিপদগ্রস্ত করিয়া থাকেন। ধর্ম্মে মতি থাকিলে, তাঁহার প্রতি অচলাভক্তি থাকিলে, তিনিই আবার তাঁহাদের সেই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।—পুরস্কার স্বরূপ, মানসম্ভ্রম পদ-

...; তৎপরে তাঁহাদের জীবনের ... সুখ ও সচ্ছন্দে অতিবাহিত করাইয়া পরকালে অক্ষয় স্বর্গে বসতি প্রদান করেন।—বাধা দিবেন না, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, আছেই আছে।—আমি দিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছি, আপনার যখন অসময় হইবে, —আপনি যখন ঘোর বিপদে পতিত হইবেন,—উদ্ধার করিতে যখন কেহই অগ্রসর হইবে না,—বন্ধুবান্ধব সকলেই যখন আপনাকে একেএকে পরিত্যাগ করিবে, যখন আপনি নিরুপায় হইয়া, স্বীয় প্রাণ বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, তখন আমারই পুত্র রঞ্জনলাল,—বাধা দিবেন না, প্রলাপ মনে করিবেন না,—তখন আমারই পুত্র রঞ্জনলাল, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের দূতরূপে প্রেরিত হইয়া আপনাকে সেই ঘোর বিপদ হইতে, সেই বিঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া, পিতৃঋণ কিয়ৎপরিমাণে পরিশোধ করিবে।—প্রলাপ মনে করিবেন না, কাঙ্গাল গুকলালের এই ভবিষ্যবাণী স্মরণ করিয়া রাখিবেন!—আর একটী কথা। রঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিবেন যে, তাহার বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে অন্তরের সহিতই আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছে।" মধুমতীকে কহিলেন, "বৎসে! আশার প্রতি নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যধারণ কর, রঞ্জন আসিবে অপেক্ষা করিও, তাহার সহিত তোমার বিবাহ হইবে, হতাশ হইয়া পরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিও না, বিপদ ঘটিবে।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। শোক দুঃখ ও চিন্তাভারাক্রান্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবাত্মা অনন্তধামেপ্রস্থান করিল; প্রাণবায়ু বহির্গত! দাতাজী শোকাকুলচিত্তে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া সমাধা করিয়া মধুমতীকে প্রবোধদানপূর্ব্বক বরোয়নগরে প্রস্থান করিলেন। মধুমতী সংসারে একাকিনী হইয়া অকুল পাথারে ভাসমান হইলেন।

নবম কাণ্ড।

—∞—

কারা-পরিদর্শন।

একবৎসর অতীত।—ভীমগড়ে অন্ধকারাকূপে রঞ্জনলালের এক-বৎসর অতীত।—ইহার মধ্যে বিশেষ ঘটনা কিছুই হয় নাই।—একদিনের জন্য কেহই তাঁহার তত্ত্ব লয় নাই।—সম্বৎসরের মধ্যে আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, জনপ্রাণীও তাঁহার নিকট আগমন করে নাই;—কেবল দাতাজী মহাশয় একটীবার মাত্র দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং কারা হইতে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য রঞ্জনের নিকট হইতে একখানি আবেদনপত্র লিখাইয়া মুফ্‌তী বিষণজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল দর্শে নাই, মুফ্‌তী মহাশয়ের সূক্ষ্ম বিবেচনায় আবেদনকারীর সে সমস্ত কথা একেবারেই অগ্রাহ্য হইয়া গেল। সুতরাং রঞ্জনলাল একাকী অসহায় অবস্থায় এই নির্জ্জন পাতালপুরে পড়িয়া রহিলেন।

রাজ্যের নিয়মানুসারে কারাপরিদর্শক বৎসরে একবার করিয়া সমস্ত কারাগার পরিদর্শন করেন। "ভীমগড়" কারাগারের পরিদর্শন-কাল উপস্থিত হওয়াতে, একজন পরিদর্শক যথারীতি তথায় আগমন করিয়া আবশ্যকমত সমস্ত পরিদর্শনপূর্ব্বক, অনুগামী জেলদারোগাকে কহিলেন, "বৃথা এ রাজনিয়ম কেন? সর্ব্বদাই দেখি, সমস্তই সমভাব। একজন বন্দীর দর্শনেই সমস্ত বন্দীর অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সকলেরই এককথা,—কদর্য্য আহার, বিনাদোষে বন্দী, মুক্তি প্রার্থনা। সকলের মুখেই এই কথা।"

জেলদারোগা স্পষ্ট কিছু উত্তর করিলেন না,—কেবল ঈষৎহাস্য করিয়া ওষ্ঠাধর কুঞ্চন করিলেন। তাঁহার সেই হাস্যেই নিরর্থক রাজ-নিয়মের বৃথা আড়ম্বর পরিব্যক্ত হইল।

পরিদর্শক কহিলেন, "সমস্তই ত দর্শন করা হইল। আর ত কিছু বাকী নাই? যদি থাকে, এই সময় বলুন। এককালে সমস্তই শেষ করিয়া যাই।"

দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা কেবল অন্ধকূপ দর্শন করিতে বাকী আছে,—কেবল দুইটী মাত্র বন্দীকে দেখিতে বাকী আছে।"

পরিদর্শক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ধকূপ?—সে আবার কি?—সেখানে আবার কাহারা থাকে?"

"অন্ধকূপ!—পাতালপুরী!—যাহারা ভয়ানক ভয়ানক অপরাধে অপরাধী,—যাহারা রাজ্যের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী,—যাহারা দুঃসাহসিক ও দুর্ব্বৃত্ত,—যাহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান কিছুই নাই। তাহারাই এই অন্ধকূপে বাস করে। তাহাদের জন্যই ঐস্থানটী নির্দ্দিষ্ট আছে।"

পরিদর্শক ক্লান্তভাবে বলিলেন, "আঃ,! আর পারি না। তবে এই বেলা চলুন। একবার বিশ্রাম করিলে আর যাইতে পারিব না। চলুন, এই সময় সমস্তই শেষ করিয়া আসি।"

পরিদর্শক যাইতে উদ্যত, এমন সময় দারোগা সাহেব কহিলেন, "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন। অগ্রে কএকজন অস্ত্রধারী রক্ষী সঙ্গে লই, পরে যাইবেন।"

পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "রক্ষীর আবার প্রয়োজন কি?"

জেলদারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা অন্ধকূপের বন্দীরা কখন কখন দর্শকদিগের উপর ভয়ানকরূপে আক্রমণ করে, তাহাতে জীবন পর্য্যন্ত নাশ হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে এইরূপ ঘটনা না হয়, সেইজন্যই রক্ষীর প্রয়োজন।"

"কেন, দর্শকদের আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়? তাহাতে তাহাদের কি লাভ?"

"প্রাণনাশ করিলে তাহাদেরও জীবন নাশ হইবে, রাজাজ্ঞায় ফাঁসী হইবে, এককালে সকল যন্ত্রণার শেষ হইয়া যাইবে, দিনদিন কারাযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে হইবে না, এই লাভ।" পরিদর্শকের প্রশ্নে, দারোগার এইমাত্র উত্তর।

"ভাল রসদদারকেও ত আক্রমণ করিতে পারে, তাহাকে আক্রমণ করে না কেন?"

"তাহার একটী কারণ আছে। আহারাদি প্রদান করিবার সময়, সশস্ত্র হইয়া গমন করে, বিনা অস্ত্রে কখনই সে অন্ধকূপে প্রবেশ করে না। সেই জন্যই সে ব্যক্তির রক্ষা, সেইজন্যই আক্রমণ করিতে সাহস করে না।"

"বটে, এরূপ? তবে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত। সাবধানের বিনাশ নাই।"

দারোগা একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।—ভৃত্য, পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিত লওসন খাঁ, ও তৎসঙ্গে রসদদার ভজনলালকে আনিয়া উপস্থিত করিল। ভৃত্য একটী উল্কা জ্বালিয়া অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন করিতে করিতে চলিল, দারোগা ও পরিদর্শক তাহার অনুসরণ করিলেন,—রক্ষী ও ভজনলাল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

সকলে অন্ধকূপে প্রবেশ করিলেন। তথাকার দূষিত বায়ু ও দুর্গন্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরিদর্শক বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! এখানে কি মানুষে বাস করিতে পারে! এ যে দেখিতেছি সাক্ষাৎ নরক!"

দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, নারকীরাই নরকে বাস করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত স্থান।"

পরিদর্শক কহিলেন, "তাও বটে! ভাল দুইটীই কি সমান দুঃসাহসিক? দুইজনেই কি সমান দুর্বৃত্ত?"

"আজ্ঞা না, দুইজনেই একপ্রকার নয়, একটী অতি নিরীহ, পাগল! বড় মজার মানুষ!"

"মজার মানুষ সে আবার কি? ষড়যন্ত্রকারী, অথচ মজার মানুষ! সে আবার কি?"

"দারোগা উত্তর করিলেন," আজ্ঞা ষড়যন্ত্রকারী বটে, কিন্তু এখন সে একপ্রকার উন্মাদ,—তাহার পাগলামী অতি চমৎকার! কখন সে নৃত্য করে,—হাসিতে হাসিতে নৃত্য করে। কখন বা গালে মুখে চড়াইয়া

রোদনেই প্রবৃত্ত,—অনাহারে, অনবরত রোদনেই প্রবৃত্ত! আবার কখন বা উল্লাসিত হইয়া অকাতরে লোকজনকে ধনরত্নাদি বিতরণপূর্ব্বক আনন্দনীরে ভাসমান হইতে থাকে! দিন ফাঁক যায় না, একাজে সে বিলক্ষণই পটু, কিছু না কিছু বিতরণ করিবেই করিবে। অভাবপক্ষে দুদশ টাকাও—"

ভাব বুঝিতে না পারিয়া পরিদর্শক বলিয়া উঠিলেন, "ইহা আর বিচিত্র কি?—টাকা বিতরণ?—ধনবান হইলেই——"

বাধা দিয়া ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক দারোগা সাহেব কহিলেন, "আজ্ঞা না, ধনবান নয়,—তাহার পাগলামীই ঐরূপ!—বলে পাঁচক্রোর টাকা দিতেছি খালাস দাও। প্রথম বৎসর পাঁচ ক্রোর, দ্বিতীয় বৎসর ছয়ক্রোর, এইরূপ প্রতিবৎসরই এক একক্রোর করিয়া ডাক বৃদ্ধি করিতেছে।—এই গত বৎসর আট ক্রোর পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার পাইয়াছিল।—এবৎসর নয় ক্রোর দিবেই দিবে, কিছুতেই তাহাকে ক্ষান্ত রাখিতে পারিবেন না। আপনি যদি তাহার কথা একটীবারমাত্র শ্রবণ করেন, তাহা হইলে কখনই হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বড়ই প্রীতিকর,—তোফা!"

"ওঃ! এখন বুঝিতে পারিলাম! সেটা একটা পাগল!"

"আজ্ঞা হাঁ, একেবারেই উন্মাদ! কিন্তু আমুদে পাগল!"

"অপরটীও কি সেইরূপ?"

"আজ্ঞা না, তাহার পাগলামী আর একপ্রকার।—সেটা হেঙ্গামে পাগল!—সর্ব্বদাই খুনখারাবি করিতে চাহে, হেঙ্গামে পাগল!"

"হেঙ্গামে, খুনে, তবে ত বড় ভয়ানকই লোক!"

"আজ্ঞা হাঁ অতি ভয়ানক লোক! এই সেদিন, এই লণ্ডসনকেই খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দারোগা সাহেব লণ্ডসনের প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, "কেমন লণ্ডসন, নয়?"

লণ্ডসন উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ, ঠিক কথা!"

পরিদর্শক লণ্ডসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল কেন?"

লওসন উত্তর করিল, "কারণ আর কিছুই নয়!—প্রথমে সে দারোগা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে।—আমি বলিলাম, আজ সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আজ আর দেখা হইবে না। এই কথা শুনিয়াই একেবারে রাগে উন্মত্ত,—যেন অগ্নিঅবতার!—বসিবার টুলখানা উঠাইয়া মস্তকের উপর ঘুরাইতে লাগিল, বলিল,' আজই দেখা করিতে চাহি, এখনই চাহি, এখনই তাহাকে ডাকিয়া আন্, ...র আঘাতে একেবারেই তোরে শেষ করিয়া ফেলিব, ...শ. মজ্জা বাহির করিয়া ফেলিব' এই আর কি!"

...ব যথার্থই পাগল!"

...রোগা কহিলেন, "কেবল পাগল নয়,—খুনে, বদ্‌মাস্, —মূর্ত্তিমান পিশাচ!"

...থা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিজ্ঞাপন করেন নাই কেন? তাহা হইলে ...বিহিত বিধান অবশ্যই হইতে পারিত?"

দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা সে জন্য চিন্তা নাই। আমিই ...হার বিহিত বিধান করিয়াছি। অন্ধকূপে নিক্ষেপ করাতেই তাহার বিলক্ষণ দণ্ডবিধান করা হইয়াছে।"

"উত্তমই করা হইয়াছে।—উচিত দণ্ডই প্রদান করিয়াছেন।—রোগের উপযুক্ত ঔষধই দেওয়া হইয়াছে।"

"আজ্ঞা না, তাহার পক্ষে এটী দণ্ডবিধান নয়, এটী অনুগ্রহ প্রকাশ। —কারণ, সেখানে অধিকদিন থাকিলে, উন্মাদ হইয়া যাইবে। উন্মাদ হইলে তাহার পক্ষে বিলক্ষণই সুবিধা।—কষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না, সুখসচ্ছন্দেই কালাতিপাত করিতে পারিবে,—মনের সুখেই জীবনের অবশিষ্টকাল——"

এই অদ্ভুত অনুগ্রহ, এই অপূর্ব্ব দয়াপ্রকাশকের সমস্ত কথা না শুনিয়াই ঔদাস্যভাবে পরিদর্শক কহিলেন, "এ ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন তাহার পক্ষে আর কি সুবিধা হইতে পারে? কিন্তু উন্মাদ হইয়াছে, ইহার স্থিরতা কি? সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা—"

শশব্যস্তে অগ্রসর হইয়া যোড়হস্তে ভঞ্জনলাল নিবেদন করিল, "আজ্ঞা, হজুর প্রায় হইয়াছে বটে।—অনেক বিষয়েই তাহার এখন পাগ্‌লামী দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু হজুর আরও দুইচারিমাস তাহাকে সেখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ভাল হয়। তাহা হইলে আর কিছুরই চিন্তা থাকিবে না। একেবারেই কর্ম্ম শেষ।—উলঙ্গ উন্মাদ।"

হাস্য করিতে করিতে পরিদর্শক কহিলেন, "সে নিমিত্ত তুমি চিন্তা করিও না।—ব্যবস্থামত সমস্তই হইবে।—দুই চারিমাস কেন, চিরকালই সেখানে থাকিবে। তাহার পক্ষে তাহাই মঙ্গল। এখন চল, তোমার সেই পাগল আসামীর ঘরে চল।"

বিনীতভাবে ভঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞা, কোন্‌টী? সে দিবারাত্র ধনরত্ন বিতরণ করে, সেইটী?"

"না, তোমার সেই হেঙ্গামী পাগলের ঘরে। তাহার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করিতে চাহি। কোথায় তাহার গৃহ?"

ভঞ্জনলাল উত্তর করিবার পূর্ব্বেই কারাধ্যক্ষ অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, "এই সম্মুখেই। ভঞ্জন দ্বার খোল।"

রসদদার রঞ্জনের গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করিল, দারোগা ও পরিদর্শক রক্ষীর সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রঞ্জনলাল গৃহের এক পার্শ্বে একখানি টুলের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন, হঠাৎ দিনমানে আলোকের জ্যোতি এবং একেবারে এত অধিকলোকের সমাগম দর্শনে তিনি চকিত-ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কে আসিয়াছে, উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য দুইএকপদ অগ্রসর হইলেন। প্রভুকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে মনে করিয়া লওসন খাঁ সাঙ্গিনের অগ্রভাগ রঞ্জনের বক্ষের দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিল। রঞ্জন সভয়ে চারিপদ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তাঁহার এই ভাব দর্শনে পরিদর্শক দারোগার প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "কৈ, এব্যক্তিকে ত পাগল বলিয়া অনুমান হয় না। উন্মাদলোকে অস্ত্র দেখিলে ত ভীত হয় না? আর যেরূপ দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসিক ও দুর্বৃত্ত বলিয়া বিজ্ঞাপন করিলে, তাহারও ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।"

পরিদর্শকের এই কথায় রঞ্জনের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি তখন আপনার অবস্থাটী সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন। ভীমগড়-বাসীরা তাঁহাকে দুর্দ্দান্ত দুর্বৃত্ত দুঃসাহসিক উন্মাদ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, এইটী তখন তাঁহার সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। আগন্তুক যে ভাবে দারোগাকে সম্বোধন করিলেন, এবং দারোগা সাহেবও তাঁহার প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আগন্তুক যে একজন ক্ষমতাপন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, রঞ্জনলাল তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন। মনে করিলেন, "নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া কাহার দ্বারা যদি কোন উপায়ে কিছুমাত্র সুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার প্রকৃত অবসরই এই। ইহাঁরই দ্বারা সুবিধা হওয়া সম্ভব, ইনিই মনে করিলে আমার মুক্তিলাভের উপায় করিয়া দিতে পারেন।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বিস্তর কাকুতি মিনতিপূর্ব্বক পরিদর্শককে আপনার অবস্থার বিষয় একে-একে তৎসমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। যে স্বরে, যে ভাবে, সেই মিনতি বাক্যগুলি উচ্চারিত হইল, তাহা শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। পরিদর্শকের পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা একেবারে বিগলিত হইল না। কহিলেন, "সে বিবেচনা পরে হইবে, এক্ষণে তোমার অপর প্রার্থনা কি?"

রঞ্জন কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "প্রার্থনা আর কিছুই নাই, কেবল এই কারাযন্ত্রণার অবসান।—কি অপরাধে আমি বন্দী,—কি অপরাধে এই দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করি?—বিচার করুন,—দোষী হই, প্রাণনাশ করুন, ফাঁসি দিন।—নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হয়, মুক্তিদান করুন।—আমি নির্দ্দোষী,—নিরপরাধীকে অকারণে কারাগারে এরূপ যন্ত্রণা প্রদান করা, কখনই আপনাদের উচিত হয় না।"

রঞ্জনের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া পরিদর্শক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ত তোমার আহারাদির কোন কষ্ট হয় না?—রীতিমত আহার পাইতেছ ত?"

"বলিতে পারি না।—আহারে আমার তাদৃশ আকিঞ্চন নাই, প্রাণ

হই না হই, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।—একমাত্র প্রার্থনা মুক্তিলাভ।—আমি নির্দোষী,—কুচক্রীলোকে ষড়যন্ত্র করিয়া মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া আমার এই শোচনীয় অবস্থা করিয়াছে।—বাস্তবিক আমার কোন অপরাধ নাই,—আমি কিছুই জানি না।—ব্যগ্রতা করি আপনি আমার মুক্তিলাভের উপায় করুন।" পরিদর্শকের প্রশ্নে ব্যগ্রভাবে রঞ্জনলালের এই সকাতর উত্তর।

নৃশংস দারোগার নির্দ্দয় হৃদয়ে দয়ার অণুমাত্রও সঞ্চার হইল না। অতি কর্কশস্বরে,—ব্যঙ্গমিশ্রিত বিঃঘার কর্কশস্বরে কহিলেন, "কি গো, আজ যে তোমার বড় বিনম্রভাব?—যেন সে লোক নও।—এ নূতনভাব কোথায় কাহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে? যেদিন লণ্ডসনের মজ্জা বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, সে দিন তোমার এ বিনীতভাব কোথায় ছিল?"

অপ্রস্তুত হইয়া রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, তখন আমার জ্ঞান ছিল না।—তখন আমি উন্মাদ হইয়াছিলাম,—মন অতিশয় চঞ্চল ছিল, সেই নিমিত্তই—"

ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক বাধা দিয়া পরিদর্শক কহিলেন, "এখন আর তোমার সে ভাবটা নাই, কেমন?"

"আজ্ঞা না, কারাগার তাহা দমন করিয়াছে;—দীর্ঘ কারাবাসে তাহার সংশোধন হইয়াছে।"

"দীর্ঘকারাবাস?—কতদিন কারাভোগ করিতেছ? কতদিন এখানে আবদ্ধ আছ?"

"এই গত ফাল্গুনে, ২৮শে তারিখে।"

উদাসভাবে হাস্য করিয়া পরিদর্শক কহিলেন, "ফাল্গুন?—তবে ত এই পূর্ণ একবৎসর মাত্র! ইহাই কি তোমার দীর্ঘ কারাবাস?—ইহাকেই কি তুমি দীর্ঘকাল বিবেচনা কর?—কেবল দ্বাদশমাস মাত্র কারাবাসেই তোমার—"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সবিস্ময়ে রঞ্জনলাল বলিয়া উঠিলেন,

কেবল দ্বাদশমাস মাত্র ?—কারাগারে দ্বাদশমাস যে কতদূর দীর্ঘ, তাহা আপনি কিছুমাত্রও অবগত নহেন। এক একটীদিন এক একটী যুগ বলিয়া অনুমিত হয়। ভাবিয়া দেখুন, যে লোক অসীম বায়ুভাণ্ডারে, অসীম মহাসাগরে সহস্র সহস্র বর্গক্রোস, অবাধে সুখে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে এই সংকীর্ণ অন্ধকূপে দ্বাদশমাস নির্জ্জনবাস যে কতদূর কষ্টকর, তাহার পক্ষে এই দ্বাদশমাস যে কতদূর দীর্ঘ, আমার ন্যায় হতভাগ্য লোকই তাহা অবগত আছে, তাহারাই এ যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে। হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্য এ পৃথিবীতে আর দুইটী নাই,—আমার ন্যায় শোচনীয় অবস্থা—" বলিতে বলিতে তাঁহার বাক রোধ হইল, আর পারিলেন না,—শোক দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। দুইচক্ষু হইতে বারিধারা বিগলিত হইয়া উভয় গণ্ড বাহিয়া তাঁহার বক্ষস্থল একেবারে আপ্লুত করিল। বহুকষ্টে শোক ও চক্ষুজল সম্বরণপূর্ব্বক রঞ্জনলাল পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "হায়! সুদৃশ্য সৌভাগ্যক্ষেত্র আমার সম্মুখেই সুবিস্তৃত ছিল,—এই বয়সে,—এই অল্প বয়সে, পোতাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।—পিতার মনোনীত পরমসুন্দরী রমণীরত্নলাভেও অধিকারী হইয়াছিলাম;—সেই শুভ অবসরে, বিবাহ সভা হইতে সম্প্রদান গৃহ হইতেই, কুচক্রী লোকেরা চক্রান্ত করিয়া আমাকে একেবারে এই রসাতলে নিঃক্ষেপ করিয়াছে,—আমি সমস্ত আশা ভরসায় বঞ্চিত হইয়াছি!—পিতার এখন চরম অবস্থা, আসন্নকাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অসময়ে তাঁহার মুখে যে জলবিন্দু প্রদান করে, এমন একটী লোক নাই! ভাবিয়া দেখুন, আমার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা! আমি আপনাদের যথার্থই কৃপা পাত্র!—আমার প্রতি কৃপা করিলে আপনাদের যথেষ্ট পুণ্যলাভ হইবে। বিচার করুন,—দোষী হই, প্রাণদণ্ড করুন,—নিরপরাধীকে কারাযন্ত্রণা প্রদান করা আপনাদের পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না।—কৃপা করিয়া নিষ্কৃতি দান করুন, আমি আপনাদের যথার্থই কৃপাপাত্র! আমি—" আর বলিতে পারিলেন না, আবার তাঁহার শোকসিন্ধু উছলিয়া উঠিল,—বসনপ্রান্তে বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক সকাতরে রোদন করিতে লাগিলেন।

পরিদর্শক এবারে আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না।—রঞ্জনের এই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল। নেত্রপ্রান্তে দুই একটী বারিবিন্দুও বিগলিত হইল। নেত্র মার্জ্জনচ্ছলে মুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে দারোগাকে কহিলেন, "তাই ত,—যথার্থই ইহার শোচনীয় অবস্থা,—যথার্থই এ ব্যক্তি কৃপাপাত্র! কি অপরাধে ইহার কারাবাস হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। বোধ হয় সে সমস্ত তোমারই নিকট থাকিতে পারে, আমি সেগুলি একবার দর্শন করিতে চাহি, যদি কোন উপায় করিতে পারি, চেষ্টা করিয়া দেখিব। আমার যথার্থই দয়া হইয়াছে।"

সমস্বরে দারোগা সাহেব বলিলেন, "সমস্ত কাগজপত্রই আমার নিকট আছে; কিন্তু চেষ্টা করিয়া যে সফলমনোরথ হইতে পারেন, এমন ত কিছুতেই অনুমান হয় না। কারণ, কারাবহিতে ইহার বিরুদ্ধে মুফ্‌তী সাহেবের ভয়ানক ভয়ানক মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি খণ্ডন করা সহজ ব্যাপার নয়।—দেখুন, যদি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন।"

উত্তরের ভাবভঙ্গী দর্শনে রঞ্জনলাল বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধেই কথোপকথন হইতেছে, অতএব আগ্রহস্বরে পরিদর্শককে সম্বোধন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, "মহাশয়! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন,—স্বীকার করুন,—আশা প্রদান করুন,—মুক্তিদানের উপায় করিয়া দিন, আমার বিষয় তদন্ত করুন, তাহা হইলেই আমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে। আমি আর কিছুই চাহি না, কেবল বিচার প্রার্থনা করি।"

পরিদর্শক কহিলেন, "ভাল তাহাই হইবে। যদি সমস্ত বিষয় সত্য হয়,—যাহা যাহা বলিলে, যদি এ সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে কিছুরই চিন্তা করিও না, তোমার মুক্তিলাভের বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব, চেষ্টার কিছুই ত্রুটী করিব না।"

রঞ্জনলাল উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আর কিছুই চিন্তা নাই, নিশ্চয়ই খালাস পাইব।"

পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে বন্দী করে? কাহার নিকট তোমার বিচার হইয়াছিল?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "জম্মুসরের দারোগার দ্বারা ধৃত হই,—মুফ্‌তী বিষণচাঁদ আমার বিচার করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন, আমার প্রকৃত অবস্থা তিনিই সম্যকরূপে অবগত আছেন।"

"বিষণচাঁদ?—মুফ্‌তী বিষণচাঁদ?—বিষণচাঁদ ত এখন জম্মুসরে নাই, মুফ্‌তীর পদেও ত তিনি এখন প্রতিষ্ঠিত নহেন, সে পদে অপর একব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। মহারাজ বিষণচাঁদ এখন বরদা নগরে,—সেখানকার শান্তিরক্ষক তিনি,—সহকারী শান্তিরক্ষক।"

এই শেষ কথা শ্রবণ করিয়া রঞ্জনলাল মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার একমাত্র সহায় ও আশ্রয় বিষণচাঁদ এ অঞ্চলে নাই, সেই নিমিত্তই আমার এই শোচনীয় অবস্থা,—সেই নিমিত্তই আমার এই সুদীর্ঘকাল কারাগারে অবস্থান,—তাঁহার অনুপস্থিতির কারণেই আমি এই অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া এইরূপ দুর্বিসহ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি।" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "এখন আমি আমার এই দীর্ঘ অবরোধের হেতু জানিতে পারিলাম, মুফ্‌তী মহাশয় আমাকে—"

কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুফ্‌তীর সহিত তোমার কি কোন শত্রুতা ছিল?—কোন প্রকার মনোবাদ?"

"মনোবাদ?—শত্রুতা?—সেকি?—তিনি আমার একমাত্র সহায়,—একমাত্র অবলম্বন।—শত্রুতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না।—আমার প্রতি তাঁহার বিলক্ষণই দয়া ছিল।"

"তবে তাঁহার লিখিত মন্তব্য—টীকা পাঠ করিলেই তোমার অবস্থার বিষয় বোধ হয় সমস্তই জানিতে পারা যাইবে?—কেমন?"

"আজ্ঞা হাঁ,—সমস্তই।"

"উত্তম।—আশা প্রতীক্ষা কর।" এই কথা বলিয়াই পরিদর্শক সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। আর আর সকলেই একে একে তাঁহার অনুগমন করিল, কারাকূপের ভীমকবাট রুদ্ধ হইয়া গেল।

রঞ্জনলাল নির্জ্জনে অন্ধকূপে কৃতাঞ্জলি হইয়া জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবারে আর তিনি এই পাতালপুরীতে একাকী নহেন; এবারে তাঁহার হৃদয়াকাশে একটী সহচরী উদিত হইয়াছে।—কে সেই সহচরী?—আশা!—জগতের জীবের একমাত্র জীবন-সঙ্গিনী, সমস্ত ব্যাধির জীব-সঞ্জীবনী,—আশা! যাহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সংসার দারুণ শোকে, বিষাদেও অবসন্ন না হইয়া প্রফুল্ল হয়,—যাহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎসংসার সজীবতা ধারণ করে,—যাহার অভাবে এই বিশ্বসংসার বিধ্বংসিত হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ হইত,—যাহার অভাবে সংসারাশ্রমের সুখে হতাশ হইয়া সকলে বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিত,—যাহার বিরহে মানবজাতি পরস্পর সাহায্য বিরহিত হইয়া, বনে বনে বন্যপশুর ন্যায় পরিভ্রমণ করিত, সেই জগৎ-মোহিনী আশাই এখন বিজন অন্ধকূপে রঞ্জনলালের পরম প্রণয়িনী সহচরী,—সেই আশাই এখন তাঁহার হৃদয় আকাশে সমুজ্জলরূপে বিরাজিতা আছেন। এবারে তিনি একাকী নহেন, সেই কুহকিনী আশাই তাঁহার হৃদয়-বিহারিণী!

সকলে বাহিরে আসিলে জেলদারোগা পরিদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাবহিগুলি কি এখনই দেখিবেন?—রঞ্জনের বিষয়টী কি এখনই তদারক করিবেন?"

পরিদর্শক উত্তর করিলেন "এখন নয়,—তদারক করিব বটে, কিন্তু এখন নয়।—এখানকার কার্য্য অগ্রে সমাপ্ত করি, তাহার পর তখন দেখা যাইবে।- এখন চলুন, আপনার সেই সঙ্গীহস্ত পুরুষটীকে একবার দেখিয়া আসি।"

দুইতিনটী ঘর পার হইয়া আর একটী ক্ষুদ্র গৃহ;—ভঞ্জনলাল তাহার দ্বারটী উদ্ঘাটন করিল, দারোগা ও পরিদর্শক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মক্ষনের আবাসকূপের ন্যায় সেই গৃহটীও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। গৃহের আসবাবের মধ্যে একটী চতুষ্কোণ মেজ, একখানি কাষ্ঠাসন, এবং একধারে একখানি লৌহ খট্টা। গৃহবাসী একজন ব্রহ্মচারী;—জটাধারী ব্রহ্মচারী। তাঁহার গঠন মধ্যবিধ, গৌরবর্ণ,—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ। স্থূল বক্ষস্থল, ললাটে ত্রিবলী, মস্তকে জটাভার। বয়স পঞ্চাশত বৎসরেরও অধিক হইবে। অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি! বসন ও গাত্রাবরণ ছিন্ন, মলিন; তথাপি তাঁহাকে দেখিলেই হিন্দুর হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। মুসলমানের অন্তরে কি হয়, তাহারাই তাহা বলিতে পারে।

পরিদর্শক ও দারোগা যৎকালে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ব্রহ্মচারী তৎকালে দেয়ালের চূণ লইয়া তন্মনস্কভাবে সেই চতুষ্কোণ মেজের উপর অঙ্কপাত করিতেছিলেন! এতদূর তন্মনস্ক যে, গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, ভ্রূক্ষেপ নাই; মন অচঞ্চল। কৌরব পাণ্ডবের ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষাকালে দ্রোণাচার্য্য স্থাপিত ভাসপক্ষী বিদ্ধ করিবার সময়, অর্জ্জুন যেমন তন্মনস্ক হইয়া অচঞ্চলভাবে স্থির নয়নে ভাসপক্ষীর মস্তকটীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীর নয়নও তাঁহার সেই অঙ্কপাতের প্রতি সেইরূপ অচঞ্চল, সেই-রূপ স্থির! অথবা মারসিলসের সৈনিকগণ যখন আর্কিমিডিসের মস্তক ছেদনে উদ্যত হয়, তৎকালে তিনি যেমন সংকল্পিত গণিতের মীমাংসায় প্রগাঢ় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, ব্রহ্মচারীর মনও তৎকালে তাঁহার অঙ্কপাতের প্রতি সেইরূপ সন্নিবিষ্ট;—সেইরূপ অচঞ্চল;—সেইরূপ স্থির!—পরিশেষে পরিদর্শক তাঁহার স্কন্ধদেশে হস্ত প্রদান করাতে তিনি সহসা চমকিত হইয়া সেই মেজের উপর আপনার শয্যার বস্ত্রখানি আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন; পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অভাব আছে,—তুমি কি প্রার্থনা কর?"

বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে পরিদর্শকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক জটা-ধারী সাশ্চর্য্যভাবে উত্তর করিলেন, "আমি?—কিছুই না?"

পরিদর্শক হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বুঝিতে পার নাই! বন্দীরা উপযুক্ত সময়ে আহারাদি প্রাপ্ত হয় কি না, জেলদারোগা তাহাদের প্রতি

কোনরূপ অত্যাচার করে কি না, পীড়া হইলে রীতিমত চিকিৎসা করায় কি না, এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান নিমিত্তই নবাব সাহেব আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কেমন, সে বিষয়ে তোমার কিছু বক্তব্য আছে?—এখানে তোমার কোন প্রকার কষ্ট আছে?"

"হাঁ হাঁ বটে বটে, প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। এখন পারিলাম।—আপনি দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন? এই আসনে উপবেশন করুন।" এইকথা বলিয়া ব্রহ্মচারী আপনার মলিন শয্যাটী দেখাইয়া দিলেন।

পরিদর্শক কহিলেন, "উপবেশনের আবশ্যক করে না,—অবসরও নাই;—আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর কর।"

"প্রশ্ন?—কিসের প্রশ্ন?—কোন্ প্রশ্নের উত্তর করিব?"

পরিদর্শক বলিলেন, "তোমার আহারাদির বিষয়। সময়ে রীতিমত আহার প্রাপ্ত হইয়া থাক কিনা?"

ব্রহ্মচারী ঔদাস্যভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ এক রকম পাওয়া যায় বটে, অপরে যেরূপ পাইয়া থাকে, আমিও সেইরূপ পাইয়া আসিতেছি, সে বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। তবে একটী নিগূঢ় তত্ত্ব আমার জানা আছে, সেইটীই আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি।"

দারোগা ভ্রূভঙ্গী করিয়া পরিদর্শকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পরিদর্শক ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, "নিগূঢ় তত্ত্ব? ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "একটু নির্জ্জন হইলে ভাল হয়,—নিগূঢ় গুপ্ত-কথা, একটু নির্জ্জন হইলে ভাল হয়।"

পরিদর্শক কহিলেন, "এখানেত অপর কেহই নাই, কেবল দারোগা আর আমি,—দারোগার সাক্ষাতে বলিতে বাধা কি?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বাধা নাই, তবে দরজাটী নাকি খোলা আছে, সেই জন্যই বলিতেছি।" এই কথা বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দরজাটী বন্ধ করিয়া দিলেন। পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই এখন নির্জ্জন হইল, এখন আর

সঙ্কোচ হইবে না; অনেক টাকা!—নয়কোটি টাকা! আমাকে মুক্তি দান করিলে আমি নয়কোটি টাকা নবাব সরকারে প্রদান করিতে পারি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৃদুস্বরে পুনরায় কহিলেন, "আরও,—তদ্ভিন্ন আরও,—পঞ্চবিংশতি মন নিখাদ স্বর্ণ আপনারা প্রত্যেকে পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন; আমাকে মুক্তিদান করুন।"

পরিদর্শক মৃদুস্বরে দারোগাকে কহিলেন, "ঠিক,—তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহাই ঠিক;—ঠিকই নয় ক্রোর। বেশীর মধ্যে আমাদের পারিতোষিক পঞ্চাশ মন নিখাদ স্বর্ণ!" দারোগাকে এই কথা বলিয়া প্রকাশ্যে ব্রহ্মচারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি বুঝি তোমার সেই গুপ্তধনের কথা কহিতেছ?—তোমার সেই গুপ্ত ধনাগারের কথা না?

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "হাঁ, সেই কথাই ত বটে। তদ্ভিন্ন আর আমি কোথায় কি পাইব? তদ্ব্যতীত আর আমার কিছুই নাই।"

পরিদর্শক হাস্য করিয়া কহিলেন, "সে ধন তোমারই থাকুক, আমাদের প্রয়োজন নাই, নবাব সাহেবেরও প্রয়োজন নাই; তোমার ধন তোমারই থাকুক, তুমি মুক্তিলাভ করিয়া নিজেই তাহা উপভোগ করিও, আমাদের প্রয়োজন নাই।"

ব্রহ্মচারীর নেত্রযুগল বিস্ফারিত হইল। সেই উজ্জ্বল দৃষ্টিতে হর্ষ, আগ্রহ, বিস্ময়, উৎসাহ, উল্লাস, সমস্তই যেন সজীব হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল;—মুক্তি শব্দ শ্রবণ করিয়া নয়নের সহিত তাঁহার হৃদয়েও ঐ সকল ভাবের আবির্ভাব হইল। পরক্ষণেই একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "এজন্মে যদি আমার মুক্তিলাভ না-ই হয়, তাহা হইলে কি হইবে? সে ধন কে উপভোগ করিবে? আমার উত্তরাধিকারী নাই! অপর কেহই সে গুপ্ততত্ত্ব জানে না, আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই গুপ্তধন অনন্তকালের নিমিত্ত গুপ্ত হইয়া যাইবে। সেই জন্যই আমার চিন্তা, সেই জন্যই বলিতেছি, নবাব সরকারে কিয়দংশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে বরং দেশের উপকার হইবে, সাধুরণের মঙ্গল হইবে, অল্প বলিয়া যদি গ্রহণ না করেন, দ্বাদশকোটি পর্য্যন্ত প্রদানে

করিতে প্রস্তুত আছি। তদ্ব্যতীত আপনাদের উভয়ের এক এককোটি পুর-স্কার! কেমন, ইহাতে আপনারা কি বলেন?—মনোমত হইয়াছে ত?"

পরিদর্শক সে কথার উত্তর না দিয়া (জনান্তিকে) দারোগাকে কহিলেন, "এব্যক্তি পাগল, যদি তুমি পূর্ব্বাহ্নে আমাকে একথা বলিয়া না রাখিতে, তাহা হইলে ইহার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করিতাম না; অথবা এত অধিক টাকার কথা শ্রবণ না করিলেও আমি সমস্তই বিশ্বাস করিতাম; তোমার পূর্ব্ব সতর্কতা বৃথা হইয়া যাইত। পাগল মনে করিতাম না, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতাম।"

বন্দীগণের শ্রবণশক্তি স্বভাবতই তেজস্বিনী।—"পাগল" এই শব্দটী ব্রহ্মচারীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল;—পরিদর্শক জনান্তিকে অতি মৃদু-স্বরে দারোগাকে বলিলেও ঐ শব্দটী তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারীর শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিল। উত্তেজিত হইয়া, উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাগল?—কে বলে আমি পাগল?—আমি পাগল নহি।—আমি যে গুপ্তধনের কথা বলিলাম, তাহা যথার্থই বিদ্যমান আছে। ভাল, আমি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতেছি, যে স্থানে আছে, আপনাদিগকে তথায় লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি, খনন করিলেই জানিতে পারিবেন, সত্যা-সত্য তখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। যদি মিথ্যা হয়, মুক্তি দিবেন না, পুনরায় আমারে এই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিবেন, বৃথা কষ্টের পরি-শোধার্থ প্রতিদিন আমারে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিবেন, আমি তাহাতে দ্বিরুক্তি করিব না, শিরোধার্য্য করিয়া লইব। কেমন, ইহার উপর আর কোন কথা আছে? প্রতীত হইলেন ত?"

পরিদর্শক হাস্য করিয়া উঠিলেন, ব্যঙ্গভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল সে স্থানটী এখান হইতে কতদূর?"

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "অনুমান দেড়শত ক্রোশ।"

সস্মিত বদনে দারোগা সাহেব কহিলেন, "মন্দ কৌশল নয়! পলায়নের বিলক্ষণ সুবিধা!—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই হইতে পারে না,—পলায়নের বিলক্ষণ সুবিধা!"

দারোগার এই টিপ্পনিবাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিদর্শক গম্ভীর ভাবে জটাধারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রীতিমত আহার প্রাপ্ত হও ত? সেইটীই আমার জিজ্ঞাস্য!"

এ প্রশ্নে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মচারী আগ্রহে কহিলেন, "শপথ করুন, আমাকে মুক্তিদান করিবেন, গুপ্তধন প্রাপ্ত হইলে আমাকে মুক্তিদান করিবেন, আমি যাইতে চাহি না, এইখানেই থাকি; স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, আপনারা গমন করুন। ধন প্রাপ্ত হইলে আপনাদের স্বীকৃত অংশ গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তিদান করিবেন? শপথ করুন, সমস্ত গ্রহণ করিবেন না, আমি এখনই স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। কেমন?"

পরিদর্শক বিরক্ত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রীতিমত আহার পাও কিনা, সেইটীই আমি শুনিতে চাহি।"

"মহাশয়! ইহাতে আপনার ক্ষতি কি? আপত্তিই বা কি আছে? যেমন বন্দী, তেমনই থাকিলাম, আপনি যাইয়া লইয়া আসিবেন, ইহাতে আর আপনার আপত্তি কি? সন্দেহই বা কি আছে?"

পরিদর্শক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া গভীর কর্কশস্বরে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর করিতেছ না কেন? পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, উত্তর করিতেছ না কেন?"

"আপনিও ত আমার প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন না! আপনি আমার স্বর্ণ গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, ভাল, তাহা আমারই থাকিবে—আপনি আমার মুক্তিদানে অস্বীকার করিতেছেন, ভাল, জগদীশ্বরই আমাকে তাহা প্রদান করিবেন।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী মেজের আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ববৎ অঙ্কপাত করিতে নিযুক্ত হইলেন।

দারোগাকে সম্বোধন করিয়া পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি ওখানে কি করিতেছে?"

সহাস্যআস্যে দারোগা সাহেব উত্তর করিলেন, "গুপ্তধনের হিসাব করিতেছে।"

এই বিদ্রূপবাক্য শ্রবণে ব্রহ্মচারী ঘৃণিতনয়নে একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না।

এই পর্য্যন্ত তদারক পরিসমাপ্ত হইল। ব্রহ্মচারী অন্ধকূপে রহিলেন। তিনি যে পাগল, এই তদারকে কেবল তাহাই দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল।

মহাপ্রতাপশালী প্রবলপরাক্রান্ত জঙ্গীস খাঁ, অথবা তৈমুর লঙ্গ, ভয়ঙ্কর নৃশংস, ও ঘোরতর দুরাচার হইলেও তাঁহারা এই ব্রহ্মচারীকে কখনই উন্মাদ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতেন, বিশেষ তথ্য লইতেন, দশবারোকোটি টাকা তাঁহাদিগের চক্ষে কর্ণে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত না। কারণ তাঁহারা অসংখ্য মুদ্রার আহরণ ও বিসর্জ্জনে অভ্যস্ত ছিলেন, ব্রহ্মচারীর কথা অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহাকে উন্মাদ ও অস্থিরচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু দারোগা ও পরিদর্শক অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী, ইহাদের পক্ষে দ্বাদশসহস্র রৌপ্যমুদ্রাই অপরিমিত! সুতরাং দ্বাদশকোটি মুদ্রা ও পঞ্চাশ মন নিখাদ স্বর্ণ তাহাদের পক্ষে যে কতদূর অলৌকিক, পাঠক মহাশয় তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে, ব্রহ্মচারীকে উন্মাদ বলিয়া স্থির করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? বাস্তবিক রত্নাকর ভারতবর্ষের পক্ষে দ্বাদশকোটি মুদ্রা ও পঞ্চাশ মন স্বর্ণ কতদূর তুচ্ছ, ভারতবাসী পাঠকমহাশয়কে তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভারত-মাতার কতদূর সম্পত্তি, কতদূর ঐশ্বর্য্য, ভারতসন্ততিগণ তাহা সম্যকরূপেই অবগত আছেন। মরুত্ত রাজার যজ্ঞ বৃত্তান্ত তাহার একটী জাজ্জল্যমান প্রমাণ। ব্রাহ্মণেরা সেই যজ্ঞলব্ধ ধন ও রত্ন নিচয়ের যে কিয়দংশ বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যে অদ্বিতীয় রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাহিত হইয়াছিল, তাহার অলৌকিক বিবরণ ব্যাসদেবের অমৃতময় মহাকাব্যে স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

রঞ্জনের নিকট যেরূপ প্রতিশ্রুত ছিলেন, পরিদর্শক তাহা প্রতিপালন করিতে বিস্মৃত হইলেন না। অভিনিবেশপূর্ব্বক কারা-পুস্তক পরিদর্শন

পারিলেন। মুফ্‌তী মহাশয় তাহাতে যেরূপ মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিম্নভাগে প্রদর্শিত হইল।

রঞ্জনলাল	জাতিতে হিন্দু।—পিতার নাম, শুকলাল।—বাসস্থান, বরোজনগর।—বয়স, অনুমান ঊনবিংশ বৎসর।—ব্যবসা, চাকরী।—পদ, পোতাধ্যক্ষ।—জাহাজ, মহাজনী।—আখ্যা, মাতঙ্গী।—সম্পত্তি, মহাজন দাতাজীর।—অপরাধ, ষড়যন্ত্র করা। শ্রীবিষণচাঁদ মুকিম। মুফ্‌তী।
	ভয়ানক রাজদ্রোহী। দুঃসাহসিক ও দুর্দ্ধর্ষ। বন্দী মহীপতের উদ্ধারের নিমিত্ত বিশেষ সহায়তা করে। রক্ষিগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত যেন ইহাকে অবরুদ্ধ রাখে।—দাতাজীর আবেদনপত্র দেখ। মহারাজ শ্রীবিষণচাঁদমুকিমবাহাদুর মনসবদার হাজারী সহকারী শান্তিরক্ষক।

একজনের সম্বন্ধে একবিধ অপরাধের মন্তব্য একব্যক্তির দুইবার সাক্ষরের উদ্দেশ্য কি? পাঠক মহাশয় যদি একথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর এই, রঞ্জন যখন প্রথম ধৃত হন, তখন তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে কোন বিশেষ পমাণ না থাকাতে তিনি কেবল স্থূল কথায় "অপরাধ ষড়যন্ত্রকরা" লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই লিখিতে সক্ষম হন নাই। এবং তৎকালে তাঁহার রাজোপাধিও ছিল না, সুতরাং কেবল

"শ্রীবিষণচাঁদ মুকিম। মুফ্তী।" বলিয়াই স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। পরে কৌশল-ক্রমে দাতাজীর দ্বারা রঞ্জনলালের মুক্তির নিমিত্ত একখানি আবেদনপত্র লিখাইয়া লন। পাঠকেরা পুনর্ব্বার সিংহাসন অধিকার করিলে, সেই আবেদনপত্রের বলে ঐ সকল ভয়ানক ভয়ানক মন্তব্য দ্বিতীয়বার লিপিবদ্ধ করেন, এবং সেই সময় তাঁহার "মহারাজ" ইত্যাদি সুদীর্ঘ উপাধি লাভ হওয়াতে, সেই সকল উপাধিযুক্ত নাম দ্বিতীয় মন্তব্যের নিম্নে স্বাক্ষর করিয়া রাখেন। পাঠক মহাশয় এক্ষণে বিবেচনা করুন, রঞ্জনের প্রতি মহা-রাজ বিষণচাঁদের কিরূপ চমৎকার দয়া! রঞ্জন যাঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে এক-মাত্র সহায় ও আশ্রয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ভাবিয়া দেখুন সেই মহারাজ বিষণচাঁদ তাঁহার কিরূপ অকপট মিত্র, কিরূপ একমাত্র আশ্রয় এবং কতদূর শুভানুধ্যায়ী! আরও, উপাধির উপর বিষণচাঁদের কতদূর ঘৃণা, কতদূর বিরাগ, ও কতদূর বিদ্বেষ, তাহা তাঁহার নাম স্বাক্ষরেই প্রকাশ হইতেছে। "উপাধি চাহি না, "রাজাবাহাদুর" গ্রাহ্য করি না, বৃথা গর্ব্ব ভাল লাগে না, হিন্দুরাজা প্রদান করিলেও গ্রহণ করিতাম না, যবন দত্ত উপাধির ত কথাই নাই। বংশানুক্রমে "মুকিম" উপাধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই ব্যবহার, নচেৎ উহাও অগ্রাহ্য" এইভাবে দাতাজীর নিকট কতই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সেই যবন দত্ত উপাধি আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করিয়া স্বাক্ষর করিতে সম্পূর্ণ একহস্ত পরিমিত পংক্তিও সংকীর্ণ হইয়া যায়, তাহাতেও স্থান সংকুলান হয় না!

বিষণচাঁদ কৃত টিপ্পনি দর্শনে কারা পরিদর্শক রঞ্জনের মুক্তি বিষয়ে হতাশ হইলেন। জানিলেন, এরূপ গুরুতর মন্তব্যে আসামীর অব্যা-হতির কণামাত্রও সম্ভাবনা নাই, চেষ্টা করা বৃথা! সুতরাং নিরুপায় হইয়া বিষণজীর মন্তব্যের নিম্নে "উপরের মন্তব্য দৃষ্টি কর উদ্ধারের উপায় নাই" এইমাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, আর কিছুই চেষ্টা করিলেন না। পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম কাণ্ড।

—⁂—

জীবনে হতাশ, বন্দী সহযোগ।

ছয়মাস অতীত;—রঞ্জন আশা প্রতীক্ষায়। পরিদর্শকের আশ্বাস-বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই তিনি মুক্তিলাভের আশা করিতে-ছিলেন। প্রথমে একমাস;—একমাস অতীত হইলে তিনমাস;—অবশেষে ছয়মাস পর্য্যন্ত মুক্তির আশা ছিল। ভাবিয়া ছিলেন, মুক্তির উপায় করিতে পরিদর্শকের অন্যূন ছয়মাস অতিক্রান্ত হইতে পারে। ছয়মাস অতীত হইল, কিছুই হইল না। মানব স্বভাবে আশার প্রভাব অতি বিচিত্র। রঞ্জন মনে করিলেন, এরূপ গুরুতর কার্য্য একবৎসরের ন্যূনে কখনই হইতে পারে না। যখন আশা দিয়াছেন, তখন অবশ্যই অঙ্গীকার পালন করিবেন। বোধ হয় বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেই পরিদর্শক মহা-শয়ের বিলম্ব হইতেছে, একবৎসর পূর্ণ হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিব। বিশ্ববিমোহিনী আশার আশ্বাসে প্রতারিত হইয়া আরও ছয়মাস প্রতীক্ষা করিলেন, কিছুই হইল না। মুক্তির আশ্বাসে এককালে হতাশ হইলেন,—সমস্তই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। পরিদর্শকের আগমন, কারাপরিদর্শন, সাক্ষাৎকার লাভ, পরস্পর বাক্যালাপ, অবস্থা বিজ্ঞাপন, মুক্তির আশ্বাস দান, সমস্তই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল,—এককালেই হতাশ হইলেন। অন্ধকূপে একাকী নির্জ্জনবাসে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ, অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কথাবার্ত্তা কহিবার নিমিত্ত একজন সঙ্গী,—যে কেহই হউক,—দস্যু, তস্কর, বদমাস, হত্যাকারী যে কেহই হউক, একজন সঙ্গী পাইলেও কতক পরিমাণে প্রাণটা শীতল হয়, সেই সঙ্গে যন্ত্রণারও কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। রঞ্জনলাল বিস্তর কাকুতি

মিনতি করিয়া এই সকল কথা রসদদারকে কহিলেন। ভঞ্জনের পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, সে এবিষয় জেলদারোগাকে জানাইয়াছিল, কিন্তু দারোগা মহাশয় পলায়নের ষড়যন্ত্র আশঙ্কা করিয়া এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন,—সঙ্গী প্রাপ্তির অনুমতি দিলেন না।

হতাশে জগদীশ্বরই বিশ্বজীবের একমাত্র ভরসাস্থল। রঞ্জনলাল এই বিপত্তিকালে সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন। বিনাদোষে বন্দী হইয়া মুক্তিলাভের নিমিত্ত রসদদারকে মিনতি করিলেন, দারোগাকে অনুনয় বিনয় করিলেন, পরিদর্শকের নিকট সকাতরে প্রর্থনা করিলেন, কেহই শুনিল না। পরিশেষে বিপদভঞ্জন মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন; বিপদ সাগরে তিনিই একমাত্র কাণ্ডারী!

একমনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিলেন, কিন্তু তাহাতে আশু উপকার না দেখিতে পাইয়া রঞ্জনলাল একেবারে নৈরাশ্য সাগরে নিপতিত হইলেন। ঈশ্বর কোন্ সময়ে কি ভাবে কিরূপ তপস্যায় জীবের প্রতি করুণা কটাক্ষ বিতরণ করেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। জগদীশ্বর বিমুখ হইলেন, প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না, কুগ্রহ বশতঃ কিছুই হইল না। এই সকল মনে করিয়া মূঢ়েরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, আর আপনার অদৃষ্টকে শতসহস্র প্রকারে তিরস্কার করিতে থাকে। কিন্তু জগৎপিতা কিরূপে কাহাকে দূত স্বরূপে প্রেরণ করিয়া, জগতের সমুদয় জীবের উপকার করিয়া থাকেন, সে বিষয় রঞ্জনের ততদূর জ্ঞান ছিল না।—অনেক সংসারবিরাগী পরমহংস যোগীগণেরই সে তত্ত্বজ্ঞান সম্ভবে না, অজ্ঞান কলুষিত রঞ্জনলাল কোন্ কীটাণুকীট!

করুণাময়ের করুণালাভে হতাশ হইয়া রঞ্জনলাল রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন! সমস্ত বিশ্বসংসারের উপরেই তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ জন্মিল। কিছুই ভাল লাগে না,—সামান্য কারণেই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। তৎপ্রতিকূলে যে বেনামীপত্র তিনি বিষণচাঁদের কাছারীতে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম যখনই স্মরণপথে উদিত হয়, সেই ক্রোধ তখনই শতগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া উঠে। "কে লিখিয়াছে?—কাহার সেই

ষড়যন্ত্র?—কে সেই বিপক্ষ? জানিতে পারিলে তাহার উচিত মত প্রতিশোধ লইবই লইব,—নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদানে তাহার সেই অনুচিত কার্য্যের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবই করিব,—ভীষণ আঘাতে তাহার কলুষিত মস্তক একেবারে চূর্ণিকৃত করিয়া ফেলিবই ফেলিব।" মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিতে করিতে তিনি দারুণ ক্রোধে স্ফীত হইতে থাকেন; শেষে যখন দেখেন নিজে বন্দী, তখন হতাশে উন্মত্ত হইয়া আপন মস্তক চূর্ণ করিবার নিমিত্ত গৃহভিত্তিতে মস্তকাঘাত করিয়া স্বয়ংই রুধিরাক্ত হন। কখনই ঐশ্বরিক বিড়ম্বনা নহে, বিশ্বাসঘাতক নরজাতিরই বৈরনির্য্যাতন, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়েন। গৃহভিত্তিই যেন সেই বেনামী দরখাস্তকারী, তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ, এই জ্ঞান করিয়া আপনার মস্তক পুনঃপুনঃ ঘাতপ্রতিঘাতে কথঞ্চিৎ ক্রোধাবেগ সম্বরণ করেন। পরক্ষণেই চৈতন্যের উদয় হইলে, যথার্থ বুঝি উন্মাদ হইলাম, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ অতিশয় কাতর হইয়া উঠে। মনে করেন, "উন্মাদ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। অতএব আত্মহত্যা দ্বারা সকল দুঃখের অবসান করি। কিন্তু কিরূপে আত্মহত্যা করিব? উদ্বন্ধনে মৃত্যু, অতিশয় ভয়াবহ, অতিশয় ঘৃণাকর,—তাহা পারিব না;—অনাহারে প্রাণত্যাগ করি, তাহাই উত্তম, তাহাই স্থির! অদ্যাবধি আহার করিব না,—শপথ করিতেছি, অদ্যাবধি আহার করিব না।—রসদদার যখন খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিবে, তখন গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া সে সমস্ত ফেলিয়া দিব, কণামাত্রও স্পর্শ করিব না।"

অভাগা রঞ্জনলাল তাহাই করিলেন। দুই বেলাই আহার সামগ্রী গবাক্ষপথ দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চারিদিন এইরূপে অতীত হইল। পঞ্চম দিবসে তিনি আর উঠিতে পারিলেন না, হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল, খাদ্যসামগ্রী নিক্ষেপ করিতে আর শক্তি থাকিল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে খাদ্যসামগ্রীর প্রতি ঘনঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শপথের কথা মনে পড়িল, আহার করিলেন না; স্থিরভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। ভঞ্জনলাল বিবেচনা করিল,

অন্ধকূপবন্দী কোন প্রকার দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে; রঞ্জনলাল ভাবিলেন, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী!

দিবাকাল এইরূপে অতীত হইয়া গেল। রঞ্জনলাল ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া নয়নযুগল নিমীলন করিলেন। তৎকালে যেন শতশত উল্কাপিণ্ডের আলোক, তাঁহার নেত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিতে লাগিল; তিনি যেন সাক্ষ্যাৎ যমপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম রজনীতে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। রাত্রি নবমঘটিকার সময় পার্শ্বস্থ প্রাচীরে ঘর্ঘর শব্দ সহসা রঞ্জনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি স্থিরকর্ণে অভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, কে যেন লৌহযন্ত্র দ্বারা তাঁহার গৃহপ্রাচীরের প্রস্তর সবেগে আক্রমণ করিতেছে। প্রথমে মনে করিলেন চোর; কিন্তু অন্ধকূপে চোর আসিবে কেন? আবার ভাবিলেন, বোধ হয়, আপনার ন্যায় কোন হতভাগ্য বন্দী কারাগারের ভিত্তি ভেদ করিয়া উদ্ধার পাইবার আশায় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে। আবার মনে করিলেন, হয় ত আমার কোন প্রিয়তম বন্ধু, আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সুড়ঙ্গ খননপূর্ব্বক মুক্তিলাভের উপায় করিয়া দিতেছেন। পরক্ষণেই অপর ভাবের উদয় হইল, ভাবিলেন, এ সমস্তই স্বপ্ন, আমি প্রতারিত হইয়াছি। অথবা মৃত্যুর পূর্ব্বে সচরাচর যেরূপ স্বপ্নদর্শন হয়, ইহাও সেই প্রকার স্বপ্ন! তিনি এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভঞ্জনলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মৃত্যু সংকল্প করিয়া অবধি রঞ্জনলাল, তাহার সহিত একটীবারও কথা কহেন নাই, সে দিনও কহিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি জানি, ভিত্তিতে যে শব্দ হইতেছে, তাহা যদি তাঁহার মুক্তি বিষয়ে কোনরূপ অনুকূল হয়, ভঞ্জনলাল শ্রবণ করিলে সে আশা এককালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; এই ভাবিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, এবং "এ খাদ্যসামগ্রী অতি জঘন্য, আমাকে কিছু ভাল সামগ্রী আনিয়া দাও।" উচ্চৈস্বরে এইরূপ অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, সুড়ঙ্গ খননের শব্দ ভঞ্জনের শ্রবণগোচর না হয়।

রঞ্জনের পীড়া হইয়াছে, কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে মনে করিয়া, রসদদার তাঁহার জন্য সেদিন তাহাই আনয়ন করিয়াছিল। বন্দী প্রলাপ বকিতেছে বিবেচনা করিয়া পাত্রটী তাঁহার সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেল। রঞ্জন নিঃশব্দ হইলেন। শব্দ ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আশা ক্রমশই বলবতী। বাঁচিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মুক্তিলাভের সম্ভাবনা অনুমান করিয়া বাঁচিবার ইচ্ছা হইল, যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ লইয়া পান করিলেন। তখনই আবার মনে হইল, হয় ত এই কারাকূপের কোন গৃহ সংস্কার করা আবশ্যক হইয়াছে, জেলদারোগা তাহা রাত্রিকালে সমাধা করাইতেছেন, তাহারই এই শব্দ; কিসের শব্দ, অবধারণ করিবার নিমিত্ত তিনি একটী উপায় স্থির করিলেন। ভাবিলেন, দেয়ালে আঘাত করি, যদি সরকারী মিস্ত্রি হয়, তাহা হইলে এখনই কার্য্য বন্ধ করিয়া, কে শব্দ করিল, কেন করিল, তাহার অনুসন্ধান লইবে, এবং শীঘ্রই পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিবে। আর যদি কোন বন্দী হয়, তাহা হইলে ভয় পাইয়া এককালে নিরস্ত হইবে, সকলে নিদ্রিত না হইলে এ কার্য্যে আর হস্তক্ষেপ করিবে না।

এইরূপ সংকল্প করিয়া রঞ্জনলাল শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, শরীর অতিশয় ক্ষীণ, অত্যন্ত দুর্ব্বল, কিন্তু দারুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; যে স্থানে শব্দ হইতেছিল, সেইস্থানে একখানি প্রস্তর দ্বারা আঘাত করিলেন। উপর্য্যুপরি তিনবার; —কিন্তু প্রথম আঘাতেই যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় সেই শব্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

একঘণ্টা অতীত, দুইঘণ্টা অতীত, আর শব্দ নাই, সমস্তই নীরব! তখন নিশ্চয় জানিতে পারিলেন যে, কোন বন্দী পলায়ন করিবার জন্য এইরূপ সন্ধি খনন করিতেছে। এটী যে তাঁহার পক্ষে অনুকূল, ইহা তাঁহার হৃদয়ে সম্যকরূপেই ধারণা হইল। ক্রমে রজনী প্রভাত, কোন শব্দ হইল না, সমস্ত দিবস গত, কোন শব্দ হইল না,—তৃতীয় রজনীও ঐরূপে অতিক্রান্ত। ঈশ্বর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়াছেন, মনে করিয়

রঞ্জনলাল একমনে তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন, উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন " নিশ্চয়ই বন্দী,—নিশ্চয়ই বন্দী।

তিনদিন তিনরাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, চতুর্থ রজনীতে পার্শ্বগৃহে যেন কতকগুলি প্রস্তর সঞ্চালনের শব্দ হইতে লাগিল! রঞ্জন ভাবিলেন, এব্যক্তি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে, অতএব আমি ইহার সাহায্য করি। এইরূপ সংকল্প করিয়া গৃহমধ্যে কোনপ্রকার যন্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিছুই পাইলেন না। পর্য্যঙ্কে লৌহদণ্ড ছিল, কিন্তু তাহা খুলিবার উপায় নাই। অবশেষে অগ্নিকটাহের ধারণদণ্ড (হাতল) ভগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা দেয়ালের সেইস্থান খনন করিবার চেষ্টা করিলেন, কৃতকার্য্য হইলেন না। দিবাভাগে পুনরায় চেষ্টা করিয়া বহুকষ্টে একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তর অপসৃত করিলেন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে এক সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া শেষে তাঁহার অস্ত্র, একখানা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডোপরি সহসা আঘাতিত হইল। লৌহদণ্ড দ্বারা তাহা কোনক্রমেই ভেদ হয় না। তদ্দর্শনে হতাশ হইয়া ক্লান্তভাবে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হা পরমেশ্বর! কি করিলে! আমি এত ব্যগ্রভাবে তোমার স্তবস্তুতি করিলাম, কিছুই শ্রবণ করিলে না। আমার স্বাধীনতা অপহৃত হইয়াছে,—মৃত্যু সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহাও বিফল হইয়াছে,—পুনরায় প্রাণ ধারণের ইচ্ছা হইয়াছে।—হা দয়াময়! আবার যেন আমাকে নৈরাশ্যে জীবন বিসর্জ্জন করিতে না হয়।"

"এ সময়ে কে ঈশ্বরের নাম করিয়া নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছে?" ভূগর্ভ হইতে সহসা এই স্বর রঞ্জনের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তিনি সবিস্ময়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "একি! মনুষ্যের যে কণ্ঠধ্বনি! আমি কখনই এরূপ ভয়ানক গভীরস্বর শ্রবণ করি নাই। আমার অতিশয় ভয় হইয়াছে, মিনতি করি, বলুন আপনি কে? কোথা হইতে কথা কহিলেন?"

অদৃশ্য স্বরে প্রশ্ন হইল, "কে তুমি?"

অসঙ্কোচে, অসন্দিগ্ধভাবে রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "একজন অভাগা বন্দী!

স্বর।—কোন দেশে নিবাস?

র।—গুর্জ্জর,—বরোজনগর।

স্বর।—কোন্ জাতি?—মুসলমান?

র।—না, হিন্দু।

স্বর।—নাম?

র।—রঞ্জনলাল।

স্বর।—ব্যবসা?

র।—মহাজনী।

স্বর।—কতদিন এখানে আছ?

র।—দুই বৎসরেরও অধিক।

স্বর।—অপরাধ?

র।—নিরপরাধী।

স্বর।—তবে কি নিমিত্ত বন্দী?

র।—রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে।

স্বর।—রাজবিদ্রোহ কিরূপ?—মহারাজ মহীপতের প্রতিকূলে?

র।—না,—তাঁহার অনুকূলে; সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির সহায়তা।

স্বর।—সেকি? মহারাজ মহীপত কি তবে সিংহাসনে নাই?

র।—না,—তিনি রত্নগিরি দুর্গে বন্দী।

স্বর।—রত্নগিরি? তাহা ত হিন্দুরাজার অধীন; সেখানে বন্দী কিরূপ?

"দুর্গটী পূর্ব্বে হিন্দুরাজের অধিকারে ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে মুসলমানেরা তাহা জয় করিয়া লইয়াছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর, রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, আপনি কি ইহা জানেন না, পাঠানেরা মহীপতকে বন্দী করিয়াছে, ইহা কি আপনি শুনেন নাই? আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

এ প্রশ্নের উত্তরদান না করিয়া পূর্ব্বস্বর জিজ্ঞাসা করিল, "পাঞ্জাব যুদ্ধে মহারাজ মহীপত ত জয়লাভ করিয়াছিলেন?"

রঞ্জন কহিলেন, "সে যুদ্ধে জয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের

যুদ্ধে মহারাজ পরাজিত হইয়া বন্দী হইয়াছেন।—আপনি এখানে কতদিন আছেন ; আমার এ প্রশ্নের ত উত্তরদান করিলেন না ? ”

“ দ্বিতীয় যুদ্ধের আয়োজন জানি, তৎপরেই বন্দী। ”

রঞ্জনের হৃৎকম্প হইল, ভাবিলেন, আমার অপেক্ষা এই ব্যক্তি অধিক কাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা অধিক হতভাগ্য। এই ভাবিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন।

স্বর জিজ্ঞাসা করিল, “ দেয়ালের কোন্ স্থান হইতে তুমি খনন আরম্ভ করিয়াছ ? ”

র।—গৃহতল হইতে,—একহস্ত ঊর্দ্ধে।

স্বর।— রক্ষীরা গহ্বর দেখিতে পায় না ?

র।—আমার শয্যা অন্তরাল আছে।

স্বর।—রক্ষীরা কি তোমার শয্যাপার্শ্ব, কি শয্যাতল, পরিদর্শন করে না ?

র।—না,—কখনই না।

স্বর।—তোমার গৃহের প্রবেশের দ্বার কোন্ দিকে ?

র।—সোপান পার্শ্বে একটী সংকীর্ণ পথ, তৎপরেই এই গৃহ।

স্বর।—কেবল তোমার গৃহে প্রবেশ করিবার নিমিত্তই কি সেই পথ ?

র।—প্রাঙ্গণে যাইবারও সেই পথ।

স্বর।—হায় ! সকলই বৃথা হইল !

র।—কেন, কি বৃথা হইল ?

স্বর।—আমার গণনায় ভুল হইয়াছে,—ঠিক রাখিতে পারি নাই ; নদীর দিকে খনন না করিয়া তোমার গৃহের ভিত্তি ভেদ করিয়াছি।

র।—নদীর তীরেই কি আপনার গৃহ ?

স্বর।—ঠিক তীরেই নয়, নিম্ন ভূমি ভেদ করিয়া সচ্ছন্দে তথায় যাইতে পারিতাম।—সন্তরণ দ্বারা নদী উত্তীর্ণ হইতাম।—কিন্তু এখন সমস্তই বৃথা হইল।

র।—সমস্তই—সমস্তই বৃথা ?—আর কি কোন উপায় নাই ?

স্বর।—না, আপাততঃ কিছুই দেখি না। তুমি আর খনন করিও না,

বৃথা পরিশ্রমের প্রযোজন নাই, আশা প্রতীক্ষা কর, সময়ে জানিতে পারিবে।

র।—আশা প্রতীক্ষায় আমি বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহাতে আমার বিরক্তি বোধ হয় না। কিন্তু আপনি কে?

স্বর।—আমি—আমি—আমি—সকলে আমাকে লক্ষ্মীমন্ত বলে।

র।—আমার উপর তবে আপনার বিশ্বাস নাই? নাম বলিলেন না, তবে অবিশ্বাস?

ভূগর্ভ হইতে বিকটহাস্য উত্থিত হইয়া রঞ্জনের শেষ প্রশ্নের উত্তর দান করিল।

রঞ্জনলাল্ উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি হিন্দু,—আপনি কি জাতি জানি না,—কিন্তু আমি হিন্দু। সমস্ত দেবদেবীর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, কদাচ বিশ্বাসঘাতক হইব না। আপনার নাম বলিলে, কদাচ তাহা প্রকাশ কবিব না, অসীম যন্ত্রণা প্রদান কবিলেও বলিব না, কখনই না। ইহাতেও যদি সন্দেহ ভঞ্জন না হয়, বলুন, কিসে আপনার প্রত্যয় হইবে? একান্ত না বলিলে, এখনই আমি প্রাণত্যাগ করিব; —মস্তকে প্রস্তরাঘাত করিয়া আত্মঘাতী হইব,—শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। তখন এই পাপের ভাগী আপনাকেই হইতে হইবে। এই নরহত্যা পাপ আপনার শিরেই স্পর্শিবে; ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন, অনুতাপের পরিসীমা থাকিবে না।"

স্বর।—স্বরে বুঝিতেছি, তোমার বয়স অধিক হয় নাই।—তোমার বয়ঃক্রম কত?

র।—ঠিক বলিতে পারি না, অনুমান ২২ কি ২৩ হইবে।

স্বর।—অ্যাঁ! পূর্ণ পঞ্চবিংশতিও না? এ বয়সে লোকে কখনই রাজদ্রোহী হইতে পারে না; প্রায়ই রাজনীতির জটিলতা বুঝিতে পারে না।

র।—রাজদ্রোহী?—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কিছুই জানি না, কোন দোষে দোষী নহি, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

স্বর।—উত্তম।—আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না।—উদ্ধারের অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইবে, আশা প্রতীক্ষা কর।

র।—কতদিন?—কতদিনে সাক্ষাৎ হইবে?

স্বর।—সে অদৃষ্টের হাত।

রঞ্জন ব্যগ্রভাবে কাকুতি মিনতি করিয়া করুণ বচনে কহিলেন, "আর অধিক বিলম্ব করিবেন না, অসহ্য হইয়াছে। আমি আপনার নিতান্ত শরণাগত। আপনি যদি বৃদ্ধ হন, আমি আপনাকে বৃদ্ধপিতার তুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করিব, যদি সমবয়স্ক হন, তবে পরমোপকারী বন্ধুর ন্যায় মান্য করিব, আর যদি আমার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হন, তবে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ মমতা করিব। আমাকে বিস্মৃত হইবেন না। অনাথের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন।"

"উত্তম,—শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে; হয় ত কল্যই হইতে পারে। তোমার ভিত্তিতে তিনবার আঘাত করিব, যদি ঘরে কেহ উপস্থিত না থাকে, তুমিও সেইরূপে উত্তরদান করিও,—এখন এই পর্য্যন্ত।"

স্বর নিস্তব্ধ হইল, রঞ্জন শয়ন করিলেন, উদ্ধারের আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক হইল, আনন্দে নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে রসদদার ভঞ্জনলাল উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সহিত কথা কহিলেন না। কথা কহিলে পাছে অধিক আনন্দে স্বর বিকৃত হয়, পাছে সেব্যক্তি কোনরূপ সন্দেহ করে, গৃহের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান লয়, এই আশঙ্কায় পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধভাবে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। আহার সামগ্রী যথাস্থানে রাখিয়া ভঞ্জনলাল সে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

একঘণ্টা অতীত। গৃহ ভিত্তিতে উপর্য্যুপরি তিনবার আঘাত হইল। রঞ্জন ব্যস্তসমস্তে সানন্দচিত্তে সেইরূপে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভূগর্ভ হইতে প্রশ্ন হইল, "তুমি একাকী আছ? রসদদার চলিয়া গিয়াছে ত?"

র।—হাঁ, সমস্ত দিন আর কেহই আসিবে না।

স্বর।—তবে আমি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারি? খনন করিতে আরম্ভ করি?

র।—অবাধে, সচ্ছন্দে, এখনই।

পরক্ষণেই ঘর্ঘর শব্দ আরম্ভ হইল। করাত দ্বারা কাষ্ঠ বিদারণ শব্দ,

প্রস্তর পতন ও তাহা স্থানান্তর করিবার শব্দ হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই গহ্বর হইতে জটাজাল বিভূষিত একটী মস্তক নির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে রঞ্জনের সেই কারাকূপে এক অপূর্ব্ব মানবমূর্ত্তি সমুত্থিত,—দিব্য প্রশান্ত তেজঃপুঞ্জ জটাধারী ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি!

একাদশ কাণ্ড।

দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি দর্শনে আকস্মিক বিস্ময়ে ভক্তিমান হইয়া রঞ্জনলাল দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, এবং সসম্ভ্রমে প্রণিপাতপূর্ব্বক আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? মিনতি করি, সত্য করিয়া বলুন, আপনি কে? এ নরককুণ্ডে আপনার নিবসতি কেন? কি কারণেই বা আপনি বন্দী! কতদিনই বা এখানে আছেন?"

জটাধারী তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে বিষাদমিশ্রিত হাস্যবিভা বিকাশিত হইল। তিনি ধীর-ভাবে কহিলেন, "আমার নাম দয়ানন্দ স্বামী। আমি গুর্জ্জরের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের গুরু ছিলাম, পাঞ্জাবে আমার বাসস্থান। পাঠানেরা বিনা কারণে আমাকে রাজদ্রোহী সন্দেহ করিয়া, অমৃতসর নগরে এক কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে। বহুদিন পরে এইস্থানে আনয়নপূর্ব্বক এই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছে। এখানেও প্রায় দুইবৎসর অতিবাহিত হইল।"

রঞ্জনলাল কিছু সন্দিহান হইলেন; সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সেই ব্রহ্মচারী? এই দুর্গবাসী সকলেই যাহাকে—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না; অপ্রস্তুতভাবে ব্রহ্মচারীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন।

দয়ানন্দ স্বামী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ, আমিই সেই হতভ-

র।—কত দিন?—কতদিনে সাক্ষাৎ হইবে?

স্বর।—সে অদৃষ্টের হাত।

রঞ্জন ব্যগ্রভাবে কাকুতি মিনতি করিয়া করুণ বচনে কহিলেন, "আর অধিক বিলম্ব করিবেন না, অসহ্য হইয়াছে। আমি আপনার নিতান্ত শরণাগত। আপনি যদি বৃদ্ধ হন, আমি আপনাকে বৃদ্ধপিতার তুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করিব, যদি সমবয়স্ক হন, তবে পরমোপকারী বন্ধুর ন্যায় মান্য করিব, আর যদি আমার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হন, তবে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ মমতা করিব। আমাকে বিস্মৃত হইবেন না। অনাথের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন।"

"উত্তম,—শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে; হয় ত কল্যই হইতে পারে। তোমার ভিত্তিতে তিনবার আঘাত করিব, যদি ঘরে কেহ উপস্থিত না থাকে, তুমিও সেইরূপে উত্তরদান করিও,—এখন এই পর্য্যন্ত।"

স্বর নিস্তব্ধ হইল, রঞ্জন শয়ন করিলেন, উদ্ধারের আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক হইল, আনন্দে নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে রসদদার ভঞ্জনলাল উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সহিত কথা কহিলেন না। কথা কহিলে পাছে অধিক আনন্দে স্বর বিকৃত হয়, পাছে সেব্যক্তি কোনরূপ সন্দেহ করে, গৃহের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান লয়, এই আশঙ্কায় পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধভাবে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। আহার সামগ্রী যথাস্থানে রাখিয়া ভঞ্জনলাল সে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

একঘণ্টা অতীত। গৃহ ভিত্তিতে উপর্য্যুপরি তিনবার আঘাত হইল। রঞ্জন ব্যস্তসমস্তে সানন্দচিত্তে সেইরূপে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভূগর্ভ হইতে প্রশ্ন হইল, "তুমি একাকী আছ? রসদদার চলিয়া গিয়াছে ত?"

র।—হাঁ, সমস্ত দিন আর কেহই আসিবে না।

স্বর।—তবে আমি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারি? খনন করিতে আরম্ভ করি?

র।—অবাধে, সচ্ছন্দে, এখনই।

পরক্ষণেই ঘর্ঘর শব্দ আরম্ভ হইল। করাত দ্বারা কাষ্ঠ বিদারণ শব্দ,

প্রস্তর পতন ও তাহা স্থানান্তর করিবার শব্দ হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই গহ্বর হইতে জটাজাল বিভূষিত একটী মস্তক নির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে রঞ্জনের সেই কারাকূপে এক অপূর্ব্ব মানবমূর্ত্তি সমুত্থিত,—দিব্য প্রশান্ত তেজঃপুঞ্জ জটাধারী ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি!

একাদশ কাণ্ড।

দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি দর্শনে আকস্মিক বিস্ময়ে ভক্তিমান হইয়া রঞ্জনলাল দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, এবং সসম্ভ্রমে প্রণিপাতপূর্ব্বক আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " আপনি কে? মিনতি করি, সত্য করিয়া বলুন, আপনি কে? এ নরককুণ্ডে আপনার নিবসতি কেন? কি কারণেই বা আপনি বন্দী! কতদিনই বা এখানে আছেন?"

জটাধারী তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে বিষাদমিশ্রিত হাস্যবিভা বিকাশিত হইল। তিনি ধীর-ভাবে কহিলেন, "আমার নাম দয়ানন্দ স্বামী। আমি গুর্জ্জরের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের গুরু ছিলাম, পাঞ্জাবে আমার বাসস্থান। পাঠানেরা বিনা কারণে আমাকে রাজদ্রোহী সন্দেহ করিয়া, অমৃতসর নগরে এক কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে। বহুদিন পরে এইস্থানে আনয়নপূর্ব্বক এই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছে। এখানেও প্রায় দুইবৎসর অতিবাহিত হইল।"

রঞ্জনলাল কিছু সন্দিহান হইলেন; সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, " আপনি কি সেই ব্রহ্মচারী? এই দুর্গবাসী সকলেই যাহাকে—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না; অপ্রস্তুতভাবে ব্রহ্মচারীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন।

দয়ানন্দ স্বামী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, " হাঁ, আমিই সেই হত-

ভাগ্য উন্মত্ত বন্দী! কিন্তু যতই উন্মত্ত হই না কেন, এই নরককুণ্ড হইতে পরিত্রাণ-লাভের নিমিত্ত বিংশতি হস্ত সুড়ঙ্গ খনন করিতে অসমর্থ হই নাই। তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হইয়া গেল।”

রঞ্জনলাল শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, বৃথা হইল কেন? আর কি কোন উপায় নাই? পরিত্রাণের আশা কি একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন?”

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, “কৈ, কিছুই ত দেখিতে পাই না! এখান হইতে পলায়ন করিবার আর সুবিধা কৈ? এ গৃহের সোপান পার হইলেই প্রাঙ্গণ; তথায় প্রহরীরা সর্ব্বদাই গমনাগমন করিয়া থাকে, সুতরাং সে পথে কিরূপে পলায়ন করিতে সমর্থ হইব? হায়! বিংশতিহস্ত খননের পরিশ্রম এককালেই বিফল হইয়া গেল।”

বিস্মিত হইয়া রঞ্জনলাল বলিয়া উঠিলেন, “বিংশতি হস্ত? এতদূর কিরূপে খনন করিলেন? অস্ত্র পাইলেন কোথায়?”

ব্রহ্মচারী কহিলেন, “অস্ত্র শস্ত্র সমস্তই আছে, প্রয়োজন মত ব্যবহার করিয়া থাকি,—সময়ে তাহা তুমি দেখিতে পাইবে।”

আগ্রহে রঞ্জনলাল কহিলেন, “যদি অস্ত্র শস্ত্র সমস্তই হস্তগত আছে, তবে পুনর্ব্বার অন্য প্রকারে চেষ্টা না করেন কেন?”

অন্যমনস্কভাবে ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, “চেষ্টা?—চেষ্টার কিছুই ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়া গেল। গণনার ভুল হওয়াতেই এই অনর্থ ঘটিয়া উঠিয়াছে;—কোথায় নদীতীরে গমন করিব, না তোমার এই গৃহভিত্তি ভেদ করিয়া বসিয়া আছি। গণনার সময় বাধা পড়াতে,—পরিদর্শকের আগমনে বাধা পড়াতে, এই গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে।—তা এখন আক্ষেপ করা বৃথা, গত বিষয়ের অনুশোচনায় ফল কি? পরিদর্শক আগমন না করিলে—”

বাধাদিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, “এখন ত আর পরিদর্শকের আসিবার সম্ভাবনা নাই, তবে কোন নূতন কল্পনার উদ্ভাবন করুন না কেন? পলায়নের কোনরূপ নূতন উপায় স্থির করুন না কেন?”

ব্রহ্মচারী সেইভাবে কহিলেন, "নূতন কল্পনা? নূতন উপায়? কৈ কিছুই ত দেখিতে পাই না।"

রঞ্জন কহিলেন, "ভাল, আমার এই গৃহপার্শ্ব ভেদ করিলে কার্য্যকর হয় না?"

চকিতভাবে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গৃহ?—তাহাতে কি হইবে?—ওধারে যে প্রহরী থাকে, তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?"

"সে বিষয়ের চিন্তা নাই, তাহাকে শান্ত করিবার ভার আমার!"

"কি, প্রাণ সংহার?"

"আজ্ঞা, হাঁ।"

"না, তাহা হইতে পারে না; মনুষ্যজীবন নষ্ট করা হইবে না।"

"যেখানে মনুষ্যের স্বাধীনতা সঙ্কটাপন্ন, সেস্থানে প্রাণী হত্যা করিতে বাধা কি?"

এই হেতুবাদ শ্রবণ করিয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রশান্তভাবে কহিলেন, "ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রসদদারকে হত্যা করিয়া তুমি এত-দিন পলায়ন করিবার চেষ্টা কর নাই কেন?"

"হাঁ, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বটে, কিন্তু ইহার উত্তর এই, ওরূপ ভাব আমার অন্তরে একটীবারও উদয় হয় নাই। সেই জন্যই—"

বাধা দিয়া দয়ানন্দ স্বামী কহিলেন, "হাঁ, সরল অন্তরে বিরুদ্ধ ভাবের কখনই সঞ্চার হয় না। হতাশ্বাস হইয়া হত্যার কথা বলিলে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই করিতে পারিবে না; মমতার উদয় হইবে, প্রাণ নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। পলায়ন করা দূরে থাকুক, পুনরায় ধৃত হইয়া লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইবে মাত্র।" এই কথা বলিয়া তিনি ক্লান্তভাবে রঞ্জনের শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন।

অবনত বদনে রঞ্জনলাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করুন,

আপনার কৌশলটী আমাকে পরিজ্ঞাত করুন, স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত আছি। যে কোন কার্য্য হউক না কেন, এখন তাহা পালন করিতে আমি—"

কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া দয়ানন্দ স্বামী কহিলেন, "ভাল দেখা যাইবে, কিন্তু এখন নয়, অপেক্ষা কর, সময়ে তাহার পরামর্শ করা যাইবে। কারাগার হইতে পলায়নের যত প্রকার উপায় থাকিতে পারে, আমি সে সমস্তই চিন্তা করিয়াছি। বিখ্যাত বিখ্যাত বন্দিগণ যেরূপে পলায়ন করিয়াছে, তৎসমস্ত আমি ক্রমাগত মনে মনে আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু তাহার মধ্যে কোনটাই আমাদের পক্ষে কার্য্যকর হইতেছে না। আমাদের উপস্থিত অবস্থায় সে সকল উপায় অবলম্বনের তিলমাত্রও সুবিধা নাই, চেষ্টা করিলেও কিছুমাত্র ফল দর্শিবে না, বরং হিতে বিপরীত ঘটিবারই সম্ভাবনা। অতএব অনুরোধ করিতেছি, কিছুদিন অপেক্ষা কর, যতদিন শুভঅবসর উপস্থিত না হয়, ততদিন ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক আশা প্রতীক্ষা কর।"

বিশাল নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রঞ্জনলাল কহিলেন, "হায়! আর কতদিন বিলম্ব করিব? আপনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন; সুড়ঙ্গ খননে পরিশ্রান্ত হইলে, বিশ্রাম লাভ করিয়া সুখ সচ্ছন্দ অনুভব করিতে থাকেন। কিন্তু আমার পক্ষে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "আমি বন্দী হইয়া অবধি বিশ্রাম কাহাকে বলে, তাহা জানি না। অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইলে আমি লেখা পড়ায় কাল হরণ করিয়া থাকি।"

এই অদ্ভুতবাক্য শ্রবণে রঞ্জনলাল বিস্ফারিতলোচনে ব্রহ্মচারীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চক্ষে পলক নাই, বিস্ময় ও উৎসাহে মন একেবারে আকুলিত। মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে রঞ্জনের মস্তকে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক, স্বামী মহাশয় কহিলেন, "বৎস! আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। যখন তুমি আমার কারাকূপে গমন করিবে, তখন আমি সমস্তই তোমাকে দর্শন করাইব। আমার প্রগাঢ় চিন্তা ও গবেষণার ফল, তথায় দর্শন করিতে পারিবে।"

রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন বিষয় লিখিবার আবশ্যক হইলে কিরূপে তাহার উপায় করিয়া থাকেন?"

"কেন, যে পত্রে খাদ্যসামগ্রী দিয়া যায়, সাবধানপূর্ব্বক সেই পত্রের উপরকার ত্বক ফেলিয়া দিয়া সূক্ষ্মাংশ অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিয়া লই, তাহাতে অবিকল ভূর্জ্জ্যপত্রের কার্য্য হয়।"

"আপনি তবে রসায়ন শাস্ত্র অবগত আছেন?"

ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বিশ্বামিত্রের মত নয়,—অভিনব সৃষ্টি করিতে পারি না বটে, কিন্তু প্রচলিত মত অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ই আমার জানা আছে।"

"তাহাতে ত অনেক গ্রন্থের আবশ্যক, সে সকল পাঠ না করিলে ত আর তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। এখানে সে সমস্ত কিরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন?"

"এখানে দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্তু দেশে, আমার পুস্তকালয়ে, নানা ভাষায় নানাপ্রকারের সহস্র সহস্র গ্রন্থ ছিল; তৎসমুদয় পাঠ করিয়া বিস্তর বিষয়েই আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, দর্শনাদি শতাবধি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, লোকে সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে।"

রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে ত নানা ভাষায় অধিকার থাকা আবশ্যক, তাহাও কি আপনার জানা আছে? সমস্ত ভাষাতেই কি আপনার অধিকার আছে?"

"সমস্ত না হউক, অন্ততঃ দশপনেরটী ভাষায় আমার অধিকার আছে,—বিশেষ নৈপুণ্য আছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, দ্রাবিড়ী, পালি, তৈলঙ্গী, উৎকল প্রভৃতি দেশ-ভাষা; তদ্ব্যতীত যাবনীক ভাষার মধ্যে, আরব্য, পারস্য, হিব্রু, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী প্রভৃতি অনেক ভাষাই আমার জানা আছে, তদ্ভিন্ন যে যে ভাষায় সম্পূর্ণরূপ অধিকার নাই, তাহাও আমি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

"আয়ত্ত করিবার চেষ্টা? কি প্রকারে তাহা সফল হইতেছে?"

"কেন? যে যে ভাষা আমার জানা আছে, তাহার সহিত অজ্ঞাত

ভাষার শব্দগুলি অভিধানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আলোচনা করি, তাহাতেই এক প্রকার জ্ঞান জন্মে। যদিও পরিষ্কাররূপে সেই সেই ভাষায় বক্তৃতা করিতে না পারি, তথাপি মনোভাব প্রকাশ করিয়া অপরকে বুঝাইয়া দিতে কষ্ট বোধ হয় না।"

ক্রমশই রঞ্জনলালের বিস্ময় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালী কলম কিরূপে সংগ্রহ করেন?"

স্বামী ঠাকুর কহিলেন, "গৃহমধ্যে ধূম নির্গত হইবার যে ছিদ্র আছে, বহুদিবসাবধি তাহাতে প্রচুর ভূষা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাতেই জল মিশ্রিত করিয়া কালী প্রস্তুত করিয়াছি। রাত্রিকালে অগ্নি জ্বালিবার নিমিত্ত যে কাষ্ঠ দিয়া যায়, তাহাতেই আমি লেখনী প্রস্তুত করিয়া লই। তদ্ব্যতীত নানাপ্রকার ঔষধিও আমার নিকট সংগৃহীত হইয়া আছে।"

"ঔষধি?—ঔষধি কিরূপে সংগ্রহ করিলেন? কারাগারে ইচ্ছা করিলেই ত ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পীড়া হইলে হকিমেরাই চিকিৎসা করিয়া থাকে, ঔষধি চাহিলে ত প্রদান করে না?"

"হাঁ, চাহিলে দেয় না বটে, কিন্তু কৌশলক্রমেই তাহা সংগ্রহ করিয়াছি। কিছুদিন হইল এখানকার একজন প্রহরীর পীড়া হয়, আমি চিকিৎসা করিব বলিয়া, সেই রোগের উপযুক্ত ও সেই সঙ্গে আমার নিজেরও প্রয়োজনমত, কতকগুলি ঔষধি আনাইয়া লই; সেই জন্যই আমার নিকট প্রস্তুত আছে; সেই উপলক্ষেই তাহা সংগ্রহ করি। আমি এক প্রকার ঔষধি প্রস্তুত করিয়াছি, যাহার একধান পরিমাণ সেবন করিলে, মনুষ্য একবারে অচেতন হইয়া যায় কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে না, দ্বাদশদণ্ড মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। আর সর্পাঘাতের পক্ষে ইহা একটী মহৌষধি বিশেষ; শরীরে প্রবেশমাত্রেই বিষক্ষয় করে;—যেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী!"

সৌৎসুক্যে রঞ্জনলাল কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা!—কি বিদ্যা বুদ্ধি!—কি যোগবল!—মানব শক্তিতে এতদূর কখনই সম্ভবে না। বন্দী অবস্থায় যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, স্বাধীন হইলে না জানি আপনি কতশত বিষয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন। আপনি যথার্থই দেবতা;

আপনার এই সকল অদ্ভুত কার্য্য শ্র ণ করিয়া যথার্থই আপনাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে!"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক কোমলস্বরে কহিলেন, "আমি কিছুই নহি। তুমি বালক, সেই নিমিত্তই আমাকে দেবতা বলিয়া স্থির করিতেছ। আমাদের দেশের পূর্ব্বকালীন মুনিঋষিগণ যে সকল অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় সে সকল ইতিহাস তোমার অধ্যয়ন করা হয় নাই, সেই নিমিত্তই তুমি আমাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিতেছ, সেই জন্যই তোমার মনে এইরূপ বিষম ভ্রম স্থান প্রাপ্ত হইতেছে।"

প্রণিপাতপূর্ব্বক রঞ্জনলাল কহিলেন, "আপনি যাহাই হউন, আপনি যাহাই বলুন, কিন্তু আমি জীবনকালের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন লোক আর কখন কোথায় দৃষ্টিগোচর করি নাই! আহা! কি অসীম ক্ষমতা! কি অলৌকিক বুদ্ধি!"

অতি কোমলস্বরে গম্ভীরবদনে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বৎস! তুমি বালক, জগতের নানা বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে এখনও তোমার অনেক অবশিষ্ট আছে; সেই নিমিত্তই তোমার চক্ষে অদ্ভুত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।"

"সে কথা সত্য! যথার্থই আমি অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কিন্তু আপনার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমার চৈতন্যোদয় হইল। বিদ্যার আকরই আপনি! আপনি যদি বিদ্যাবলে আমার এই উপস্থিত অবস্থার বিষয় আমাকে পরিজ্ঞাত করেন;—কি কারণে আমি বন্দী, আমার অপরাধটী কি, তাহা যদি আমাকে পরিজ্ঞাত করেন,—তাহা হইলে বিনা মূল্যে আমাকে ক্রয় করিয়া রাখেন। আমি আপনার চিরদাস হইয়া থাকিব, ক্রীতদাসের ন্যায় আপনার সমস্ত আজ্ঞাই পালন করিব। যোড়হস্তে নিবেদন করিতেছি, বিদ্যাবলে আমার প্রকৃত অপরাধটী নির্ণয় করিয়া দিউন, যাহাতে দিব্যজ্ঞান জন্মে, এরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা করুন।"

"এখন নয়, আর বেলা নাই, বুসদদার এখনই আগমন করিবে।

সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তুমি আমার আবাসকূপে গমন করিও; তৎকালে নির্ব্বিঘ্নেই সমস্ত বিষয়ের কথোপকথন চলিতে পারিবে। এখন এই পর্য্যন্ত,—সময় নাই, চলিলাম।" এই কথা বলিয়া দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুড়ঙ্গপথে প্রস্থান করিলেন। রঞ্জনলাল একাকী, উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নির্জ্জন সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ কাণ্ড।

অবস্থা পরিজ্ঞান।

সন্ধ্যার পর রঞ্জনলাল সুড়ঙ্গপথে ব্রহ্মচারীর আবাসকূপে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মচারী শয্যার উপর একটী প্রদীপ জ্বালিয়া স্বহস্ত প্রস্তুত কৃত্রিম ভূর্জ্জাপত্রে অভিনিবেশ পূর্ব্বক কি লিখিতেছেন। রঞ্জনলাল সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করিয়া বিস্ফারিতলোচনে ব্রহ্মচারীর বদনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এই ভাব দর্শনে দয়ানন্দ স্বামী ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? হঠাৎ তোমার বিস্মিত ভাব কেন? স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া কেন? উপবেশন কর,—ঐ টুলের উপর উপবেশন কর।"

রঞ্জনলাল উপবেশন করিয়া কহিলেন, "আমি যাহা দেখি তাহাই আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়। কারাগারে ঘৃত প্রদীপ কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "কেন? সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আমাকে ঘৃত প্রদান করে, আমি তাহা ভক্ষণ করি না, প্রদীপ জ্বালাইবার নিমিত্ত রাখিয়া দিই। প্রয়োজন হইলে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সমাধা করি। ইহা আর বিচিত্র কি? আশ্চর্য্যই বা কি?"

আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী আবার রঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অবসর বুঝিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "আপনার আজ্ঞামত

উপস্থিত হইয়াছি। অতএব অনুগ্রহ করিয়া সে বিষয়টী আমাকে পরিজ্ঞাত করিতে আজ্ঞা করুন।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "কি বিষয়? তোমার সেই পূর্ব্ব অবস্থার বিষয়? ভাল, আনুপূর্ব্বিক বলিয়া যাও, শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিব। আর যতদূর পারি তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দান করিব।"

রঞ্জনলাল একেএকে সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। দাতাজীর সরকারে নিযুক্ত হওয়া, "মাতঙ্গী" জাহাজারোহণে সফারে গমন, ত্রিগুণা বাবুর পীড়া, তাঁহার অনুরোধে বত্নগিরি দুর্গের শাসনকর্ত্তা, আমীর আজিম খাঁকে পত্র প্রদান, ত্রিগুণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমীর সাহেবের আগমন, সামন্তগিরির নামে পত্র লইয়া তাঁহার প্রতি বরদা যাত্রার উপরোধ, "মাতঙ্গী" পোতের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ, মধুমতীর সহিত পরিণয় সম্বন্ধ, সহসা বিবাহ সভায় বন্দী হওয়া, জম্বুসরের বিচারালয়ে সংক্ষিপ্ত তদন্ত, বেনামীপত্র পাঠ, অবশেষে ভীমগড়ে বন্দী হওয়া পর্য্যন্ত, সমস্ত বিবরণই একেএকে আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মচারী অভিনিবেশপূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। পরিশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "ইতি পূর্ব্বেই ত আমি তোমাকে বলিয়াছি, সরল হৃদয়ে কখনই বিরুদ্ধ ভাবের সঞ্চার হয় না, সরল ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কখনই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, তবে দুষ্ট লোকে নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশে পাপপঙ্কে সহজেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। পাপানুষ্ঠানে তাহাদিগের মনে কোন প্রকার দ্বিধা হয় না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তোমার নির্ব্বাসনে, তোমার অনুদ্দেশে, তোমার কারাবাসে, কাহার ইষ্টসাধন, কাহার সুবিধা, কাহার উপকার হইবার সম্ভাবনা?'

"কাহারই না,—আমা হেন ক্ষুদ্র প্রাণীকে নির্ব্বাসিত করিয়া কাহার ইষ্টসাধন, কাহার উপকার হইবে? কাহারই না।"

ব্রহ্মচারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমার কথার কিছুই অর্থ নাই, সংসারের জটিলতা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই, সংসারের কণ্টকাকীর্ণ

পথে তুমি প্রবেশ কর নাই, স্বার্থপর সংসারে সকলেরই শত্রু আছে। রাজার শত্রু রাজা, গৃহস্থের শত্রু গ্রহস্থ, ভিকারীর শত্রু ভিকারী। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,

নকশ্চিৎ কস্যচিম্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
অবস্থাভেদে জায়ন্তে মিত্রানি রিপবস্তথা॥

সেই নিমিত্ত বলিতেছি, অবস্থামত, অবস্থাভেদে, সকলেই সকলের মিত্র, সকলেই সকলের শত্রু। যাহা হউক, ও কথা এখন থাকুক; দেখিতেছি তুমি সংসারিক বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব অন্য প্রকারে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, বিবেচনা পুর্ব্বক উত্তর দান কর।"

যে আজ্ঞা, অনুমতি করুন, সাধ্যমত ত্রুটী হইবে না।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তুমি এইমাত্র বলিলে না, "মাতঙ্গী" পোতের অধ্যক্ষ হইয়াছিলে?"

র।—আজ্ঞা হাঁ।

ব্র।—একটী সুন্দরী রমণীর সহিত তোমার সম্বন্ধ হইয়াছিল?

র।—আজ্ঞা হাঁ, ইহাও সত্য।

ব্র।—ভাল এই দুইটী বিষয়ে বিঘ্ন করিলে, কাহারও কি কোন প্রকার স্বার্থসাধনের সম্ভাবনা ছিল? ভাল, অগ্রে প্রথম প্রশ্নেরই উত্তর দান কর। তুমি "মাতঙ্গী" জাহাজের অধ্যক্ষ হইলে, কোন লোকের স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত হইত কি না? কি বল?

র।—আমার মনে ত এরূপ উদয় হয় না। জাহাজের সকল লোকেই আমাকে ভালবাসিত, বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত। আমার প্রতি নাবিকদিগের এতদূর ভক্তি ও এতদূর বিশ্বাস যে, ক্ষমতা থাকিলে তাহারা নিজেই আমাকে অধ্যক্ষপদে মনোনীত করিত। কেবল পোতের মুহুরী মহাশয় কি করিতেন, বলিতে পারি না। আমার প্রতি তাহার কিছু মনোভার ছিল। বাণিজ্যদ্রব্যের দরদস্তুর সম্বন্ধে কিছু কিছু ছাপাইয়া রাখা তাহার

অভ্যাস ছিল। আমি সেই কথা দাতাজীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াছিলাম, সেই নিমিত্তই আমার প্রতি তাহার আক্রোশ।

ব্র।—তাহার নাম কি?

র।—পাথোজী।

ব্র।—তুমি পোতাধ্যক্ষ হইলে তাহাকে সেই পদে নিয়োগ করিয়া রাখিতে?

র।—আমার প্রতি যদি কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের ভার থাকিত, তাহা হইলে রাখিতাম না। কারণ প্রায় সর্ব্বদাই তাহার হিসাবে গোলযোগ দর্শন করিতে পাইতাম।

ব্র।—ভাল, ত্রিগুণার সহিত পত্র সম্বন্ধে যখন তোমার প্রথমবার কথাবার্ত্তা হয়, তখন সেখানে অপর কেহ উপস্থিত ছিল? অপর কেহ তোমাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিল?

র।—না, অপর কেহই ছিল না, কেহই শ্রবণ করে নাই।—হাঁ হাঁ ছিল বটে! পোতাধ্যক্ষ যখন আমার হস্তে পত্রখানি প্রদান করেন, ঠিক সেই সময় পাথোজী দরজার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

ব্র।—উত্তম! যখন তুমি রত্নগিরিতে পত্র লইয়া যাও, তখন তাহা কেহ দেখিয়াছিল?

র।—না কেহই নহে।

ব্র।—তুমি কিরূপে সেই পত্রখানি লইয়া গিয়াছিলে?

র।—কেন, অঙ্গরাখার মধ্যে?

ব্র।—কিরূপ অঙ্গরাখা গাত্রে ছিল?

র—মেরজাই।

ব্র।—মেরজায়ের থলী ত অতি সংকীর্ণ, তন্মধ্যে একখানা সিল-মোহর করা বৃহৎ পত্র কিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইল?

র।—না না, আমি সে পত্র, হস্তে করিয়াই লইয়া গিয়াছিলাম।

ব্র।—তবে সকলেই তাহা দেখিতে পাইয়াছিল?

র।—হাঁ, সকলেই।

ব্র।—পাথোজীও দেখিয়াছিল?

র।—হাঁ, তাহাও সম্ভব।

ব্র।—ভাল, আজীম খাঁ যখন তোমাকে সেই সিলমোহর করা পত্রখানি প্রদান করে, সে সময় ত্রিগুণা ভিন্ন অপর কেহ সে গৃহে উপস্থিত ছিল?

র।—না, কেহই ছিল না।

ব্র।—বাহিরে কেহ উপস্থিত ছিল?

র।—না।—অপেক্ষা করুন, এখন স্মরণ হইতেছে! পাথোজীকে সেই সময় পার্শ্বের গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি।

ব্র।-বুঝিলাম। ভাল, তোমার বিরুদ্ধে যে বেনামী পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার ভাবার্থ তোমার কিছু স্মরণ আছে?

র।—ভাবার্থ কেন? পত্রের লিখিত সমস্ত কথাই আমার স্মরণ আছে, যদিও একটীবারমাত্র পাঠ করিয়াছি, তথাপি সমস্ত কথাই আমার কণ্ঠস্থ হইয়া আছে।

ব্র। ভাল, বলিয়া যাও দেখি?

রঞ্জনলাল তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের মর্ম্ম আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তৎশ্রবণে ব্রহ্মচারী চকিত ভাবে কহিলেন, "সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। তোমার অন্তঃকরণ অতিশয় সরল, সেই নিমিত্তই তোমার মনে কোন প্রকার সংশয় স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, সেই নিমিত্তই তুমি ধূর্ত্তের চাতুরী বুঝিতে পার নাই, সেই নিমিত্তই এই ঘটনার মূল কিছুই জানিতে পার নাই!" কিঞ্চিৎপরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, পাথো-জীর হস্তাক্ষর কিরূপ?"

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "অতি উত্তম, যেন মুক্তাপাতির ন্যায়!"

"ভাল, বেনামীপত্রের অক্ষরগুলি কিরূপ ছিল?"

"অতি কদর্য্য। বাঁকা বাঁকা লেখা।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, হস্তাক্ষর গোপন করিবার ছলে যেন তাহা লিখিত হইয়াছিল, কেমন, নয়?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু অক্ষর-গুলি অতি কদর্য্য।"

"কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।" এইকথা বলিয়া দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার স্বকৃত লেখনী গ্রহণপূর্ব্বক স্বকৃত ভূর্জ্জ্যপত্রে বামহস্তে রঞ্জনের কল্পিত অপবাদের কথাগুলি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দুই একপংক্তি লিখিত হইলেই রঞ্জনলাল তদ্দর্শনে সবিস্ময়ে চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "একি? আমি যে বেনামীপত্রখানি দৃষ্টি করিয়াছি, তাহারও অক্ষরগুলি যে অবিকলই এইরূপ?"

প্রশান্তভাবে ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "এইরূপই হইবারই ত কথা! বামহস্তে লিখিলেই এইরূপ অক্ষর হইয়া থাকে। সকলেরই বাম-হস্তের লেখা প্রায়ই একরূপ। সেই বেনামী অপবাদ পত্রখানিও বামহস্তে লিখিত, সেই জন্যেই একরূপ হইয়াছে। বৎস! উত্তেজিত হইও না, উপবেশন কর।"

রঞ্জনলাল উপবেশন করিলেন, যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনার কি অদ্ভুত শক্তি, আপনার কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা! আপনি সাক্ষাৎ দেবতা! ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই আপনার পরিজ্ঞাত আছে! আপনি মহাপুরুষ!"

ব্রহ্মচারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "কার্য্যে বাধা দিও না, প্রশংসার অনেক সময় প্রাপ্ত হইতে পারিবে, এখন মনোযোগপূর্ব্বক আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দান কর।"

"যে আজ্ঞা, অনুমতি করুন।

ব্রহ্মচারী আরম্ভ করিলেন, "তুমি মধুমতীকে বিবাহ করিলে, কাহারও স্বার্থসাধন পক্ষে হানি হইত কি না, সেইটীই এখন জিজ্ঞাস্য, তাহারই এখন উত্তর দান কর।"

র।—না কাহারও হানি হইত না।

ব্র।—সে বিবাহে মধুমতীর সম্পর্কীয় সকলেই কি আনন্দ প্রকাশ করিত? সকলেই কি আমোদী হইত?

র।—হাঁ সকলেই।

ব্র।—আর কোথাও মধুমতীর বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল?

র।—না?

ব্র।—আর কেহ তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিল?

র।—হাঁ ছিল বটে, মধুমতীর এক জ্ঞাতি ভগিনীর দেবর।

ব্র।—তাহার নাম?

র।—বলদেবজী।

ব্র।—তুমি কিরূপে জানিলে মধুমতীর প্রতি বলদেবের অনুরাগ ছিল?—কি সূত্রে তাহা তুমি অবগত হইলে?

র।—মধুমতীর মুখেই শুনিয়াছি।

ব্র।—তুমি বলদেবকে দেখিয়াছ?

র।—কতবার,—মধুমতীর বাটীতেই।

ব্র।—মধুমতীর কোন ধনসম্পত্তি ছিল?

র।—ছিল।

ব্র।—আর বলদেবের?

র।—এক কপর্দ্দকও না।"

ব্র।—উত্তম! মধুমতীর বাটীতে বলদেবের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হইত, তখন তাহার মুখের ভাব দেখিয়া কিরূপ অনুমান করিতে? প্রফুল্ল কি বিষণ্ণ?"

র।—বিষণ্ণ! পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইত।

।—আরও উত্তম! তুমি যে রত্নগিরিতে পত্র লইয়া গিয়াছিলে, তাহা কি বলদেব পরিজ্ঞাত ছিল?

র।—লেশমাত্রও না।

ব্র।—অপর কাহাকেও বলিয়াছিলে?

র।—না।—কাহাকেও না।

ব্র।—আজীম খাঁর প্রদত্ত পত্রের কথা কাহাকেও বলিয়াছিলে?

র।—না।—কাহাকেও না।

ব্র।—তোমার পিতা কে?

র।—না, তাঁহাকেও না।

ব্র।—মধুমতীকে বলিয়াছিলে? কেমন নয়?

র।—না, জনপ্রাণীকেও না।—কেহই সে বিষয় অবগত ছিল না, নিশ্চয় বলিতেছি কেহই অবগত ছিল না।

ব্র।—তবে নিশ্চয় পাথোজীরই এই কার্য্য!

র।—আজ্ঞা হাঁ, এখন আর সন্দেহমাত্র নাই। সে-ই আমার এই যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ, আমার এই কারাবাসের একমাত্র কারণই সেই!

ব্রহ্মচারী গম্ভীরভাবে কহিলেন, "স্থির হও, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। বলদেবও এই চক্রের ভিতর ছিল কি না, সেটীও তোমার জানা আবশ্যক হইতেছে, একের উপর দোষারোপ করা কথনই উচিত হয় না। অতএব যে যে কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দান করিতে যত্নবান হও।

র।—যে আজ্ঞা, প্রশ্ন করুন, সাধ্যমত উত্তর প্রদান করিতে আমি অবশ্যই যত্নবান হইব।

ব্র।—উত্তম! বল দেখি, বলদেবের সহিত পাথোজীর আলাপ পরিচয় ছিল কি না?

র।—আজ্ঞা হাঁ, ছিল।

ব্র।—তুমি সফর হইতে প্রত্যাগত হইলে বলদেবের সহিত পাথোজীর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

র।—না, একটীবারও না।—হাঁ হাঁ এখন স্মরণ হইতেছে, হরিহোড়ের পান্থশালায় একদিন সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম বটে।

ব্র।—অপর কেহ তথায় উপস্থিত ছিল?

"আর একজন ছিল, কিন্তু তাহার সংজ্ঞা ছিল না, বিষাক্ত মাদকের বীর্য্যে সে একেবারে অঘোর অচৈতন্য ছিল।—হাঁ আরও এক কথা, তাহাদিগের সম্মুখে কালী, কলম, ও কতকগুলি কাগজপত্র পড়িয়াছিল।

হা! কি বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ নরাধম! কি নির্দ্দয় পাষণ্ড নৃশংস নারকী!" এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করিয়া রঞ্জনলাল কম্পিত হস্তে কপোলদেশ বিন্যস্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, " এই ত তোমার মিত্রগণের হিতৈষিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে। কেমন, আর কিছু তোমার এখন জিজ্ঞাস্য আছে?"

ব্যগ্রভাবে রঞ্জনলাল কহিলেন, " হাঁ হাঁ, একটী নিগূঢ়তত্ত্ব এখনও আমার জানিতে অবশিষ্ট আছে। আপনি যখন বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারেন, অন্ধকার গর্ভস্থ জটিল রহস্যভেদ করাও যখন আপনার পক্ষে পুষ্পচয়নের ন্যায় সহজ, তখন আপনি আমার অদৃষ্টের শেষ ঘটনাগুলি অবশ্যই বলিতে পারেন সন্দেহ নাই। বিচারালয়ে আমার বিষয় দ্বিতীয়বার তদন্ত করা হইল না কেন? বিনা বিচারে আমারে কারাবাসী হইতে হইল কেন? দণ্ডাজ্ঞা হইল না, অথচ গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইল, ইহারই বা কারণ কি?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, " সেটী যথার্থই কষ্টসাধ্য গুরুতর কার্য্য! এতক্ষণ যাহা কহিলাম, তাহার ন্যায় সহজ পাঠ নহে; যেপথ এতক্ষণ অতিক্রম করিলাম, তাহা অতি সরল, মসৃণ ও সমতল। এখন যে পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নিবিড়, কণ্টকাকীর্ণ, কুটিল, বক্র ও বন্ধুর! সে পথে পথ প্রদর্শক আবশ্যক, অসহায় হইয়া সে পথে যাইবার উপায় নাই। তুমিই সেই পথ প্রদর্শক, এ পথে আমি কেবল যাত্রী মাত্র! অতএব এক্ষণে তোমাকে বিশেষ সাবধান বিশেষ সতর্ক হইয়া উত্তর দান করিতে হইবে। যদিও সংক্ষিপ্ত কাহিনী, তথাপি বিশেষ করিয়া একেএকে সমস্ত কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করিতে হইবে।"

রঞ্জনলাল সোৎসুকে উত্তর করিলেন, " আরম্ভ করুন, জিজ্ঞাসা করুন, সমস্ত কথারই উত্তর দান করিব,—যতদূর স্মরণ আছে, সে সমস্তই আপনাকে পরিজ্ঞাত করিব। মিনতি করি; বিলম্ব করিবেন না, এখনই আরম্ভ করুন।

ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, " প্রথম।—কাহার দ্বারা তোমার তদন্ত হইয়াছিল ? জম্বুসরের মুফ্‌তীর দ্বারা না "

র।—আজ্ঞা হাঁ।

ব্র।—তিনি তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ?

র।—বন্ধুর ন্যায়!—বিচারপতির মত নয়, বিনম্র মিত্র ব্যবহার।

ব্র।—আপনার অবস্থা সমস্তই তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলে ?

র।—সমস্তই।

ব্র।—তদন্তকালে তাহার ভাবভঙ্গী কোন প্রকার বিচলিত হইয়াছিল ?

র।—হাঁ, হইয়াছিল। পত্র পাঠের সময় তাঁহার চিত্ত অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত খিন্ন ও কাতর হইয়াছিলেন। আমার ভাবী বিপদ আশঙ্কায় তাঁহার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল।

ঔদাস্যভাবে হাস্য করিয়া বক্রব্যঙ্গকস্বরে দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমার ভাবী বিপদ ?"

র।—হাঁ, আবার কাহার ?

ব্র।—তুমি নিশ্চয় বলিতেছ, তদন্তকালে তাহার ঐরূপ চিত্তবিকার হইয়াছিল ?

র।—নিশ্চয়ই,—তাহার প্রমাণও পাইয়াছি। আমার প্রতি তাঁহার যে দয়া হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণও প্রাপ্ত হইয়াছি।

ব্র।—কিরূপ প্রমাণ ?

র।—কেন ? যে পত্র আমার এই বিপদের মূলীভূত কারণ, তিনি সেই পত্রখানি তৎক্ষণাৎই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

ব্র।—কোন্ পত্র ? সেই বেনামী অভিযোগ পত্র ?

র।—না না, তাহা কেন ? আজীম খাঁর প্রদত্ত পত্রখানি।

ব্র।—নিশ্চয় বলিতেছ, সেইখানাই ?

র।—হাঁ, সেইখানাই।—আমার সম্মুখেই তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ;—স্বচক্ষেই দেখিলাম ভস্মীভূত হইয়া গেল।

ব্র।—বটে, এইরূপ ? তবে ত সম্পূর্ণই বিপরীত। প্রথমে যাহা

ভাবিয়া ছিলাম, তাহার সম্পূর্ণই বিপরীত। দেখিতেছি, এই লোকই তোমার সমস্ত বিপদের মূলীভূত কারণ। পাথোজী ও বলদেব অপেক্ষাও এ ব্যক্তি ঘোরতর পাষণ্ড, ভয়ঙ্কর নরাধম, মূর্ত্তিমান পিশাচ!

রঞ্জনলালের হৃৎকম্প হইল। কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "অঁ্যা, বলেন কি? উঃ! তবে ত এ ব্যক্তি ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, রাক্ষস অপেক্ষাও নৃশংস, যম অপেক্ষাও ভয়াবহ?"

বিষাদমিশ্রিত হাস্য করিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "সহস্রবার! ব্যাঘ্রেরা উদরের নিমিত্ত প্রাণী হিংসা করে, রাক্ষসদিগেরও সেই ধর্ম্ম; যমরাজ জীবের নিয়মিত কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, পরমায়ু শেষ না হইলে কাহাকেও স্পর্শ করেন না। কিন্তু মানব সংসারের গতিই বিচিত্র! এ সংসারে সকল প্রকৃতির লোকই বিদ্যমান আছে। তোমার এই প্রিয়মিত্র বিষণচাঁদের প্রকৃতির লোকেরা কোন প্রকার অনুরোধের অপেক্ষা করে না, কালাকাল, ন্যায় অন্যায়, প্রয়োজন অপ্রয়োজন, কিছুরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে না, স্বার্থসাধনের নিমিত্ত সমস্ত দুষ্কর্ম্ম সাধনেই তৎপর, এমন কি, পিতার প্রাণ সংহার করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। বৎস পৃথিবীর গতিই এই প্রকার!"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা সে কথা সত্য। এখন আমার বিষয়ে—"

"হাঁ হাঁ, শাখা কথা উপস্থিত হওয়াতে সে বিষয়টী ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বিস্মরণ হইয়াছিলাম। ভাল, তাহার পর কি হইল বলিয়া যাও।"

রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের পর? পত্র দগ্ধের পর?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "হাঁ,—পত্রখানি দগ্ধ হইবার পর তোমার সেই মুফতি সাহেব কি কি কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিলেন, সেইগুলি আমাকে আনুপূর্ব্বিক বিজ্ঞাপন কর।"

রঞ্জনলাল বলিতে লাগিলেন, "পত্রখানি ভস্ম করিয়া মুফ্‌তী মহাশয় কহিলেন, 'এই দেখ, তোমার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ-ভূমি এই সিলমোহর করা পত্র, তাহা আমি তোমার সমক্ষেই দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, এখন তুমি

নিরাপদ হইলে।' এই কথা বলিয়া আমাকে অনেক প্রকার আশা ভরসা দিলেন। আরও কহিলেন, 'এই পত্রের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, করিলে ভয়ানক বিপদে পতিত হইবে। শপথ কর, এ কথা প্রকাশ করিবে না, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবে না?' আমি শপথ করিলাম, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, 'এত অধিক করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই পত্রের কথা প্রকাশ হইলে পাছে তুমি কোন বিপদে পতিত হও, পাছে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটে, সেই নিমিত্তই এরূপ বলিলাম, সেই নিমিত্তই তোমাকে সতর্ক করিয়া দিলাম, অপর অভিপ্রায় আমার কিছুই নাই।' আমি সেই পর্য্যন্ত ঐ পত্রের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, পরিদর্শকের নিকটও ব্যক্ত করি নাই।"

"এরূপ দয়ার কার্য্য কখনই স্বভাবসিদ্ধ হইবার নহে, এটী নিতান্ত প্রকৃতি বিরুদ্ধ! ভাল সেই পত্রখানি কাহার নামের?"

"সামন্তগিরি, দেওয়ান মহল্লা, বরদা।"

"সামন্তগিরি,—সামন্তগিরি,—কোন্ সামন্তগিরি? এক সামন্তগিরি ত সৌরাষ্ট্র বন্দর লুঠ করিয়াছিল! এ কি সেই?" মৃদুকণ্ঠে বারবার এইরূপ উক্তি করিয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রকাশ্যে রঞ্জনলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তোমার সেই সুকৃতী বিষণচাঁদের কি কিছু উপাধি আছে?"

"আজ্ঞা হাঁ, আছে।"

"কি উপাধি?"

"মুকিম,—বিষণচাঁদ মুকিম।"

"পিতার নাম?"

"মখ্‌খনচাঁদ মুকিম।"

ব্রহ্মচারী হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। রঞ্জনলাল ভয়াকুলিত চিত্তে স্তম্ভিতভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? হাস্য করিলেন কেন? কি হইয়াছে? কারণ কি?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমার একমাত্র সহায় প্রিয়মিত্র বিষণচাঁদ কি অভিপ্রায়ে সে পত্রখানি দগ্ধ করিয়াছিল, এখনও কি তাহা বুঝিতে পার নাই?"

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না।"

রঞ্জনের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ব্রহ্মচারী স্নেহকাতরস্বরে কহিলেন, "আঃ নির্ব্বোধ! হা হতভাগ্য বালক! এখনও বুঝিতে পারিতেছ না? সেই দয়ালু মুফ্‌তী তোমার প্রতি কিরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না?"

রঞ্জন পুনর্ব্বার উত্তর করিলেন "না, কিছুমাত্রও না।

"সামন্তগিরির নাম প্রকাশ করিতে বারবার নিষেধ করিয়া শপথ করাইয়া ছিল, তথাপি জানিতে পার নাই? যাহার নাম গোপন রাখিতে সে ব্যক্তি ততদূর ব্যগ্র, সেই সামন্তগিরি যে কে, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না?"

"আজ্ঞা না,—কে সেই ব্যক্তি?"

"অপর কেহই না, তোমার সেই একমাত্র আশ্রয়দাতা, প্রিয়বন্ধু বিষণজীর জন্মদাতা পিতা!" রঞ্জনের প্রশ্নে ব্রহ্মচারীর এই মর্ম্মভেদী সাংঘাতিক প্রত্যুত্তর।

অকস্মাৎ গৃহমধ্যে বজ্রপতন হইলে লোকে যেমন ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে,—ঘোরতর নারকী পিশাচ সহসা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে লোকের মন যেমন নিদারুণ শঙ্কা ও ঘৃণায় জড়ীভূত হইয়া উঠে, ব্রহ্মচারীর মুখে "বিষণজীর জন্মদাতা পিতা" এই সামান্য বাক্যটীমাত্র শ্রবণ করিয়া রঞ্জনলালের মন তদপেক্ষা অধিকতর ভয়, বিস্ময় ও ঘৃণায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল, যেন পৃথিবী করালমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দর্শন করিলেন। এই নিদারুণবাক্য প্রহারে পাছে তাঁহার মস্তকটী বিদীর্ণ হইয়া যায়, এই ভয়ে কপোলদেশ ধারণপূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। অস্পষ্টস্বরে কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তাহার পিতা? অঁ্যা, না না, পিতা নয়!"

দয়ানন্দ কহিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই তাহার পিতা! সেই ব্যক্তি সামন্তগিরি সাজিয়া সৌরাষ্ট্র বন্দর লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত

নাম, মথ্‌থন্‌চাঁদ মুকিম। এটী আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল, মথ্‌থন্‌চাঁদ ও সামন্তগিরি যে এক ব্যক্তি তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই, বিষণ-চাঁদ যে তাহারই ঔরসজাত পুত্র, ইহাও আমি নিশ্চয়রূপে অবগত আছি।"

রঞ্জনলাল পুনরায় চমকিত হইলেন। সহসা তাঁহার সম্মুখে যেন নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া এক মূর্ত্তিমতি দীপ্তি প্রকাশ পাইল; সহসা যেন তাঁহার গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া চৈতন্যের উদয় হইল। তদন্তকালে বিষণচাঁদের মুখের ভাব পরিবর্ত্তন, যেরূপে পত্র দগ্ধ, সামন্তগিরির নাম অপ্রকাশ রাখিবার অনুরোধ, সে বিষয়ের শপথ করাইয়া লওয়া, তাঁহার প্রতি মৌখিক দয়া প্রকাশ, মধুর বচনে প্রবোধ দান প্রভৃতি, সমস্তই তাঁহার স্মৃতিপথে ক্রমে ক্রমে সমুদিত হইল। শোক দুঃখে অধীর হইয়া তিনি কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জ্ঞানশূন্য প্রমত্তের ন্যায় গৃহভিত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ "আর না, অদ্য এই পর্য্যন্ত;—মার্জ্জনা করবেন,—কল্য সাক্ষাৎ হইবে।" এইমাত্র বলিয়া সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

প্রহেলিকা ও কীটজীর্ণ পত্র।

পরদিন প্রাতঃকালে দয়ানন্দ স্বামী রঞ্জনের আবাসকূপে আসিয়া উপস্থিত। রঞ্জনের গম্ভীরভাব দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "লক্ষণ দেখিয়া ভাল বোধ হইতেছে না। তোমার পূর্ব্বাবস্থা পরিজ্ঞাত করিয়া ভাল করি নাই, প্রশ্নের উত্তর দান করাটাই অন্যায় হইয়াছে।"

চমকিত হইয়া রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয় কি নিমিত্ত?"

"দেখিতেছি তোমার অন্তরে একটী নূতন ভাবের আবির্ভাব হই- য়াছে, তাহার নাম প্রতিহিংসা ; সে প্রবৃত্তিটী তোমার বলবতী হইয়াছে।

রঞ্জনের মুখে বিকৃত মৃদুহাস্যের উদয় হইল, কহিলেন, "ও কথা থাকুক্, অপর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন।"

ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমর্ষভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক অপর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। রঞ্জন মনোযোগ সহকারে স্বামী মহাশয়ের সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলি শ্রবণ করিতে লাগি- লেন। অনেক কথাই তাঁহার মনের সহিত ঐক্য হইল, অনেক কথাই তিনি বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনি যে সকল বিদ্যালাভ করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহার কিয়দংশ আমাকে শিক্ষা দান করুন। আমি বুঝিতেছি, আমার ন্যায় মূর্খের সহিত সহ- বাসে আপনার তুল্য জ্ঞানী লোকের বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা ; অতএব বিদ্যার আলোচনায় সময়টী অতিবাহিত করিলে, সে বিষয়ে আপনার আর চিন্তা থাকিবে না, সচ্ছন্দেই কালাতিপাত করিতে পারিবেন, আর এ মূঢ়ও আপনার প্রসাদে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন, "একত্র থাকাতে কষ্ট ? নির্জ্জন বাস অপেক্ষা একত্র থাকাতে বরং সুখেই কালাতিপাত হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে যাহা বলিলে, তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি, আহ্লাদ পূর্ব্বক শিক্ষাদান করিতে সম্মত আছি ; দুইবৎসর অধ্যয়ন করিলেই তুমি আমার ন্যায় জ্ঞানবান হইতে পারিবে।"

"দুই বৎসরেই ?—দুইবৎসর মধ্যেই সকল বিষয়ে পারদর্শী হইব ?"

"পারদর্শী হওয়া সহজ কথা নয়। কেবল গুরু উপদেশে সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাহাতে নানা- প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন। এই দৃষ্টান্তস্থলে বলিতেছি, বোধ কর চিকিৎসা শাস্ত্র। ইহাতে ব্যাধি নির্ণয়, অস্ত্র ব্যবহার, ঔষধি প্রস্তুত করণ ও তৎ- প্রয়োগ, এই কএকটী বিষয়ই অবগত হওয়া আবশ্যক। উপদেশে কেবল ঔষধ প্রস্তুতের নিয়মাদি জানিতে পারিবে, কোন্ কোন্ ব্যাধির কি কি

লক্ষণ, পুস্তক পাঠে অথবা উপদেশে তাহাও অবগত হইতে পারিবে, কিন্তু রোগী না দেখিলে, ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্রাদি ব্যবহার কিরূপে শিক্ষা করিবে? জ্যোতিষ বিদ্যা এবং অপরাপর বিজ্ঞান শাস্ত্রের ব্যবহারেও তাহাই। তাহাতেও নানাপ্রকার যন্ত্রাদির আবশ্যক। স্বচক্ষে কার্য্য প্রণালী দর্শন না করিলে সে সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ কখনই সম্ভবে না।"

"সে কথা সত্য! কিন্তু কিসে কি হয়, কি প্রকারে কি প্রস্তুত করিতে হয়, উপদেশে এ সকল বিষয় ত অবগত হইতে পারিব?"

"হাঁ, তাহা পারিবে, উপদেশে সে সকল অবশ্যই জানিতে পারিবে।

"তাহা হইলেই যথেষ্ট। তবে কোন্ সময় আপনি উপদেশ দান করিবেন?—কখন আমি শিক্ষা লাভ করিতে পারিব?"

"যখন তোমার ইচ্ছা।"

"তবে এখনই আরম্ভ করুন না কেন? এখনই আমাকে উপদেশ প্রদান করুন না কেন?"

ব্রহ্মচারী সম্মত হইলেন। সেই দিন অবধিই রঞ্জনকে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। রঞ্জন অতিশয় মেধাবী, তাঁহার স্মরণশক্তি বিশেষ তেজস্বিনী, বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, যাহা একবার শ্রবণ করেন, যে বিষয়ে একটীবারমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা আর বিস্মৃত হন না। গুরু প্রসাদে নিত্য নিত্য নূতন বিষয় অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

দুই বৎসর অতীত। রঞ্জন নানাশাস্ত্রে মূর্ত্তিমন্ত! পাঠক মহাশয়! এখন যদি আপনি রঞ্জনলালকে দর্শন করেন, কিম্বা তাঁহার বাক্যালাপ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে রঞ্জনকে আর দুই বৎসর পূর্ব্বের রঞ্জন বলিয়া বোধ হইবে না। রঞ্জন এখন সমস্ত বিদ্যায় বিভূষিত, সকল বিষয়েই মূর্ত্তিমন্ত!

একদিন সন্ধ্যার পর রঞ্জনলাল গুরু গৃহে বসিয়া আছেন, সম্মুখে ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে, গুরুদেব গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতেছেন, গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। পাদচারণ করিতে করিতে হঠাৎ আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "যদি প্রাঙ্গণে প্রহরী না থাকিত।"

রঞ্জনলাল চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কি হইত?"

"নিরাপদে পলায়ন করিতাম।"

"আমরা সুড়ঙ্গপথে প্রস্থান করিব তাহাতে আর প্রহরীর ভয় কি?"

"শব্দ শুনিতে পাইবে যে!"

"অধিক গভীর করিয়া খনন করিলে ত সে শব্দ প্রাঙ্গণবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই?"

ব্রহ্মচারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "যথার্থই তুমি আমার উপযুক্ত শিষ্য! সেই পরামর্শই উত্তম। কিন্তু সে কার্য্যে নূতন যন্ত্রের আবশ্যক, তাহা প্রস্তুত করিতে অন্যূন দুইমাস সময় লাগিবে; আমার যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত আছে, তাহাতে প্রাচীর ভেদ করা যায়, কিন্তু তদ্দ্বারা ভূমির নিম্নভাগ খনন করা অতীব দুর্ঘট।"

"তবে এ উপায় এতদিন করেন নাই কেন? বৃথা বৃথা দুইবৎসর নষ্ট করিলেন কেন? এতদিন চেষ্টা করিলে ত অক্লেশেই মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম?"

ব্রহ্মচারী তীব্রনয়নে রঞ্জনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর অথচ তিরস্কারব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "তুমি কি বিবেচনা কর যে, এই দুইবৎসর বৃথা বৃথাই নষ্ট হইয়াছে? তোমার শিক্ষা লাভ; নূতন নূতন উপায়ের কল্পনা উদ্ভাবন, ইহা সমস্তই কি বৃথা?"

রঞ্জন অপ্রস্তুত হইলেন, যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিলেন, "গুরুদেব ক্ষমা করুন, অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি মুক্তিলাভের নিমিত্ত অধৈর্য্য হইয়াই ওরূপ উত্তর করিয়াছিলাম, তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন।"

ব্রহ্মচারী সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার কিছুই অপরাধ নাই, মানব স্বভাবই এইরূপ, অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হইলে সহজেই তাহারা অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, বোধাবোধ কিছুমাত্র থাকে না। কিন্তু ধৈর্য্যের ফল অতি সুমধুর! বৎস! ধৈর্য্যধারণ কর!" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী পূর্ব্বের ন্যায় গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে প্রাঙ্গণের নিম্নতল ভেদ করাই স্থির? এককালে ভীমগড়ের সীমা অতিক্রম করাই কর্ত্তব্য?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "প্রাঙ্গণতল ভেদ করাই উচিত বটে; কিন্তু ভীমগড়ের সীমা অতিক্রম করিবার প্রয়োজন কি?—এতদূর খনন করিবেন কেন? এত অধিক পরিশ্রম করিবার আবশ্যক কি? প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেই ত নিরাপদ হইতে পারিব?"

"অসম্ভব!—দুর্গমধ্যে সর্ব্বদাই যে প্রহরী পরিভ্রমণ করে। সে স্থান ভেদ করিলে কার্য্যকর কি হইবে? হয় ত ধৃত হইয়া পুনরায় ইহা অপেক্ষা কোন ভীষণতর কারাকূপে বিনিক্ষিপ্ত হইব।"

"আমি ত প্রভুকে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, প্রহরীর জন্য চিন্তা নাই, সে ভার আমার;—সহজেই আমি তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব,—একের অধিক হইলেও দমন করিতে সমর্থ হইব;—তবে আর আপনার চিন্তা কি?"

"না না, মনুষ্য জীবন হনন করা হইবে না। সে বিষয়ে আমার অত্যন্ত বিরাগ।"

"তবে আর এক সদুপায় আছে। তাহাতে সময় ও শ্রম উভয়েরই লাঘব হইতে পারিবে।"

ব্রহ্মচারী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সে সদুপায়?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "প্রাঙ্গণের পরিবর্ত্তে অপর দিক ভেদ করা; যে দিকের ব্যবধান অল্প,—অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা ভেদ করিতে পারিবেন; বিশেষতঃ সে দিকে প্রহরী মাত্র নাই, নির্ব্বিঘ্নেই আমাদের কার্য্য সমাধা হইবে, ভয়ের লেশমাত্রও থাকিবে না।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "সেটী আরও অসম্ভব! ব্যবধান অল্প বটে, কিন্তু উপায় নাই; তিনদিকেই পাহাড়! আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, দশজন সুনিপুণ খনক যদি উপযুক্ত যন্ত্র লইয়া ক্রমাগত দিবারাত্র পরিশ্রম করে, তাহা হইলেও বিংশতি বৎসর মধ্যে এক দিক ভেদ করিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব ভীমগড় অতিক্রম করাই যুক্তি

উপায়! নদীতীরে উপস্থিত হওয়াই উত্তম কল্প; তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নেই পলায়ন করিতে সমর্থ হইব।"

এই সংকল্পই স্থির হইল। প্রয়োজনীয় যন্ত্র প্রস্তুত করিতে দুইমাস অতীত;—খনন কার্য্যে আরও এক বৎসর। বৎসরের শেষে নদীর কল্লোল-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করাতে বন্দিরা অতিশয় উল্লাসিত হইলেন;—দীর্ঘ শ্রমের অবসান হইল, আশালতা ফলোন্মুখী হইবার উপক্রম হওয়াতে বন্দিরা আনন্দে উল্লাসিত হইলেন। পরক্ষণেই হরিষে বিষাদ! সহসা সুড়ঙ্গমধ্যে গভীর ঝঞ্ঝনা নিনাদের প্রতিধ্বনি হইল। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। 'অশ্বত্থামা হত ইতি" বাক্য শ্রবণে কৌরব-গুরু দ্রোণাচার্য্য যেমন পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া ধনুশর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের দয়ানন্দ স্বামীও এই ঝঞ্ঝনা শব্দ শ্রবণে সেইরূপ হতজ্ঞান হইলেন, সন্ধিযন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে গহ্বর-গর্ভে বসিয়া পড়িলেন।

এই ভাব দর্শনে রঞ্জনলাল মৃদুস্বরে ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ আপনার এরূপ ভাব কেন? সহসা বিষণ্ণ হইবার কারণ কি?"

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন না, কেবল ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক কারাকূপে প্রত্যাগমনের ইঙ্গিত করিলেন। দ্বিরুক্তি না করিয়া রঞ্জনলাল সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

উভয়েই পুনরায় কারাকূপে উপস্থিত। রঞ্জনলাল পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, "আর উপায় নাই, পলায়ন করা হইল না।"

বিস্ময়ে আগ্রহে রঞ্জলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? এরূপ অনুমতি করিতেছেন কেন?"

"শুনিলে না,—অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ শুনিলে না?"

"অস্ত্র কোথায়? নদীতে নঙ্গর শৃঙ্খলের শব্দ।—নৌকা হইতে নাবিকেরা নঙ্গর নিক্ষেপ করিতেছে, তাহারই ত শব্দ; অস্ত্র কোথায়?"

'তুমি বুঝিতে পার নাই,—নঙ্গরের শব্দ নয়,—শৃঙ্খলের শব্দ হইলে

নদীর দিকে হইত, সম্মুখেই হইত, শিরোভাগে হইবে কেন? এ নিশ্চয়ই অস্ত্রঝঙ্কার, শৃঙ্খলধ্বনি নয়, প্রহরীর অস্ত্রঝঙ্কার!"

"তবে এক্ষণে উপায় কি?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "এক্ষণে আর উপায় নাই। সুড়ঙ্গ মুখে কোন প্রকার অবলম্বন দিয়া আপাততঃ কিছুদিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সুবিধা হইলে মেঘাচ্ছন্ন তিমিরাবৃত রজনীতে পলায়নের চেষ্টা করিব, এখন নয়।"

রঞ্জন আশা-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন,—দুইমাস অতীত হইয়া গেল। একদা মেঘাবৃত অন্ধকার রজনী সমুপস্থিত। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রনিনাদ, মহাভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ রজনী। ব্রহ্মচারী সেই অবসরে রঞ্জকে সঙ্গে লইয়া সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্গম পথের অবশিষ্টাংশ খনন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় উপরিভাগে পূর্ব্ববৎ অস্ত্র ঝঞ্ঝনা কর্ণগোচর হইল। দুইজন লোক যেন পরস্পর কথোপকথন করিতেছে, এরূপ শব্দও তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মচারী রঞ্জনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে তাঁহাকে কারাকূপে লইয়া আসিয়া কহিলেন, "আমাদিগের মুক্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, চিরদিন কারাযন্ত্রণা উপভোগ করি, ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রায়। অতএব সে বিষয়ে চেষ্টা করা আর উচিত হয় না, করিলে পাপ স্পর্শিতে পারে!"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "তিনি ইচ্ছাময়! তাঁহার ইচ্ছা নিরূপণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। হয় ত স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত আমরা প্রহরিগণকে পরাস্ত করি, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা!"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "না, তাহা কখনই হইবে না। মানবজীবন হনন করা কখনই হইবে না। ও কথা আর তুমি মুখেও আনিও না,—ও প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর।" রঞ্জন হতাশ হইয়া বিষণ্ণবদনে আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুইদিবস অতীত। রঞ্জন মুক্তিলাভ সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। তৃতীয় দিবসে রঞ্জনের নিতান্ত বিমর্ষবদন দর্শনে দয়ানন্দ স্বামী

...চিত হইয়া কহিলেন, "আমি দুই তিনদিবস বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, মুক্তিলাভের নিমিত্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কোনক্রমেই উচিত হয় না,—পলায়ন করাই উচিত। কিন্তু তুমি যে উপায় স্থির করিয়াছ, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে, প্রাণবধ করা হইবে না। তবে যদি কোন প্রকারে প্রহরীদিগকে বন্ধন করিয়া নিরস্ত করিতে পার, তাহা হইলে আমি সম্মত আছি, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

রঞ্জন কহিলেন, "বন্ধন করিতে পারি, কিন্তু চীৎকার নিবারণের উপায় কি? তাহারা চীৎকার করিলে দুর্গস্থ সকলেই যে জাগরিত হইবে, সমস্ত প্রহরী একত্রিত হইবে, বিপদের পরিসীমা থাকিবে না, মহাসঙ্কটে পতিত হইব, প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।"

ব্রহ্মচারী পাদচারণ করিতে করিতে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরিশেষে কহিলেন, "ভাল, স্বীকার কর, প্রাণে মারিবে না, আঘাতে অচেতন করিয়া রাখিবে অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে আমিও স্বীকৃত আছি।"

"আজ্ঞা হাঁ, ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি।—গুরুতর আঘাতে অচেতন করিয়া ফেলিব, প্রাণে মারিব না, অচেতন করিয়া ফেলিব,—ইহা আমি আপনার সমক্ষে স্বীকার পাইতেছি।"

"উত্তম!—এইবার দুর্য্যোগ রজনী উপস্থিত হইলেই পলায়ন করিব। আমি অনুমান করি, সতর্ক হইয়া কার্য্য করিলে, ততদূর করিতেও হইবে না;—গুরুতর আঘাতে কাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিতেও হইবে না। হয় ত দুর্য্যোগ রজনীতে কেহই তথায় উপস্থিত থাকিবে না।—থাকিলেও অন্ধকারে, অদৃশ্যভাবে, নিঃশব্দে পলায়ন করিতে সমর্থ হইব। হয় ত কেহ দেখিতেও পাইবে না। আর যদিই দেখে,—আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়,—যদি আমাদের প্রাণ বিনাশের উপক্রম করে,—তাহা হইলে তখন আত্মরক্ষার নিমিত্ত, উভয়েই অস্ত্র ধারণ করিব।—তাহাতে যদি আমাদের প্রাণও যায়, তাহাও আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর!"

রঞ্জন ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "গুরুদেব! এমন আজ্ঞা করিবেন না, আমি গুরুদেবের শরীরে রক্তপাত দর্শন করিতে পারিব না, আপনি

জ্ঞানগুরু, জন্মদাতা পিতার ন্যায় সর্ব্বাংশেই সমতুল্য। অতএব আমি একাকীই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব। আপনি অক্ষত শরীরে নির্ব্বিঘ্নে নদীতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিবেন। গুরুদেবের জীবন রক্ষা করিবার জন্য যদি আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্লাঘনীয়।"

ব্রহ্মচারীর হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "বৎস! তোমার সরল ব্যবহারে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার নিমিত্ত তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, তোমার তুল্য প্রিয় শিষ্য আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই। কিন্তু বৎস! আমার জীবনে ফল কি? আমি বৃদ্ধ, বাঁচিবার আশাও অধিকদিন নাই, বিশেষতঃ আমার মৃত্যু হইলে কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। তুমি যুবা, তোমার অধিককাল বাঁচিবার সম্ভাবনা, জীবিত থাকিলে অনেকের উপকারও করিতে পারিবে, অতএব অগ্রে তোমারই পলায়ন করা কর্ত্তব্য। প্রহরিরা বাধা দিবার উপক্রম করিলে, আমিই তাহাদের উদ্যম বিফল করিয়া দিব, অবাধে সচ্ছন্দে তুমি পলায়ন করিতে পারিবে। আমি বৃদ্ধ, আমাকেই তাহারা নিপাতিত করুক, তুমি সচ্ছন্দে পলায়ন করিও।"

রঞ্জনলাল উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "কি? গুরুদেবের রক্তে নিজ প্রাণ রক্ষা?—না না, কখনই না!—এ মূল্যে কখনই স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারি না।—জ্ঞানগুরুর রুধির বিনিময়ে মুক্তিলাভ?—নারায়ণ! প্রভু! এ কিরূপ অনুমতি করিতেছেন?"

"কেন, তাহাতে ক্ষতি কি? আমি স্বইচ্ছায়—"

কথায় বাধা দিয়া অধিকতর উত্তেজিতস্বরে উন্মত্তের ন্যায় রঞ্জনলাল সহসা বলিয়া উঠিলেন, "কর্ণ বধির হও, পৃথিবী আমাকে গ্রাস কর, হায়! এখনও আমার মস্তকে বজ্রপতন হইল না, এ কথা শ্রবণ করিয়া এখনও আমার প্রাণ বহির্গত হইল না, ব্রহ্মতালুকা বিদীর্ণ হইয়া গেল না! গুরুদেব! এ কি? এই ভীষণ মূল্যে স্বাধীনতা ক্রয়? যাহার একবিন্দু রক্তপাত দর্শন করিলে কোটিকল্প বর্ষ নিরয়গামী হইতে হয়, সেই জ্ঞানগুরুর

প্রাণ বিনিময়ে আত্ম—প্রাণ রক্ষা? গুরুদেব! ক্ষমা করিবেন, ও কথা আর উত্থাপন করিবেন না। আমি পলায়ন করিতে চাহি না, আমি গুরুরক্ত দর্শন করিতে পারিব না, তদপেক্ষা আমার এই অন্ধকূপে অবস্থান সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর, স্বর্গবাস হইতেও ইহা সহস্রগুণে সুখকর, সহস্রগুণে গরীয়সী!"

ব্রহ্মচারীর মন একেবারে বিগলিত হইল, রঞ্জনের এই গুরুভক্তি দর্শনে তাঁহার মন একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "বৎস! তোমার এই প্রগাঢ় ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিলাম! শিষ্যই গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করে, কিন্তু তোমার এই আন্তরিক গুরুভক্তি দর্শনে আমিই তোমাকে বর স্বরূপ ধনরত্ন দ্বারা বিভূষিত করিয়া দিতেছি, সে ধন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্রও তুমি! চমকিত হইও না, বিস্ময় প্রকাশ করিও না;—শ্রবণ কর।—বৎস! আমি অতুল ধনরত্নের অধিকারী! আমার সন্তান সন্ততি জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই নাই, তুমিই আমার প্রাণতুল্য প্রিয় শিষ্য, পুত্রতুল্য প্রিয় পাত্র। বাধা দিও না,—অদ্য হইতে আমি তোমাকে সেই অতুল ধনের অধিকারী করিলাম। এ স্থান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে, সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আপনার ইচ্ছামত তাহা সৎকার্য্যে ব্যয়িত করিও। চমকিত হইও না,—শ্রবণ কর! পলায়নকালে প্রহরীদিগের হস্তে তোমার প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইলে, তাহাদের হস্তে তোমার প্রাণনাশের উপক্রম হইলে, আমি তাহাদের সম্মুখীন হইব;—তবেই তাহাদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব,—নতুবা সেই যুদ্ধে আমি কখনই সংলিপ্ত হইব না। কখনই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইব না। কেমন, এখন সন্তুষ্ট হইলে ত? এখন ত আর কোন আপত্তি রহিল না?"

"অতুল ঐশ্বর্য্য" ইত্যাদি শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক রঞ্জনলাল একদৃষ্টে ব্রহ্মচারীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, "নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গুরুদেবের মস্তিষ্ক ক্ষীণ হইয়া থাকিবে। সেই নিমিত্ত এই সকল প্রলাপবাক্য ইঁহার বদন হইতে বিনিঃসৃত হইল।

যে গুপ্তধনের অস্তিত্বে গুরুদেবের দৃঢ় বিশ্বাস,—যাঁহার এই প্রলাপবাক্য শ্রবণে দুর্গবাসী সকলেই আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে,—লোকমুখে যাঁহার এই উন্মত্ত প্রলাপ শ্রবণ করিয়া আমিও মনে মনে অতিশয় বিষাদিত হইতাম, সেই প্রলাপবাক্য এতদিনের পর, অদ্য আমি এই প্রথমবার ইহাঁর নিকট হইতে শ্রবণ করিলাম।—সেই নিদারুণ প্রলাপবাক্য অদ্য ইনি স্বয়ংই আপন বদন হইতে বিনির্গত করিয়া আমারে একেবারে নৈরাশ্য সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলেন। হায় হায়! পলায়নের কথা দূরে থাকুক, এখন ইহাঁকে লইয়া বিষম বিভ্রাটেই নিপতিত হইলাম। কতদিনে যে ইনি আরোগ্য লাভ করিবেন, তাহা একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন।" মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া তিনি অতিশয় বিমর্ষভাবে শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন।

রঞ্জনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি বুঝি আমাকে বাতুল বিবেচনা করিতেছ? আমার এই সকল কথাগুলি প্রলাপ, ইহাই বুঝি তোমার মনে ধারণা হইয়াছে? কিন্তু বৎস! আমি বাতুল নহি;—যথার্থই আমার প্রচুর গুপ্তধন আছে! এখনই আনি,—এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে তাহার নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি।" এই কথা বলিয়া অঙ্গরাখামধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ বহিষ্করণপূর্ব্বক রঞ্জনের হস্তে সমর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "এইখানি পাঠ কর, ইহাতেই সেই গুপ্তধনের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ইহাই আমার গুপ্তধন!"

গুরুদেবের উন্মত্ত প্রলাপ স্থির করিয়াও রঞ্জনলাল ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সেইখানি দর্শন করিলেন। গুরুদেব পাছে ক্ষুণ্ণ হন, এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার পরিতুষ্টির নিমিত্ত কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ; যথার্থই গুপ্তধন বটে! অতি চমৎকার রত্ন! বহুমূল্য কবিতারত্ন! ইহা—"

কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, "পুনরায় সেই সংশয়? এখনও তুমি আমারে উন্মাদ বিবেচনা করিতেছ? পাঠ কর, উহাই আমার গুপ্তধন!"

ব্রাহ্মণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কবিতাটী নাগরাক্ষরে গুজরাটী ভাষায় লিখিত ছিল, কিন্তু পাঠক মহাশয়ের রুচি অনুসারে আমরা বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহার অর্থটী মাত্র প্রকাশ করিলাম।

সোমনাথদেবের পুরোহিতগণের দ্রষ্টব্য।

প্রবেশিতে পার যদি বহুভাগ্য ফলে
বেদ গর্ভে। সুধাময়ী কমলা নিলয়ে,
থাকে যদি ভাগ্যবল লইবে চিনিয়া
চতুর্ব্বেদে চারিরত্ন দেবের দুর্লভ।
সোম সূর্য্য দৈত্যগুরু সুধাংশু কুমার,
বিহরিছে এক ঠাঁই চতুর্ব্বেদ মাঝে,
আর আর গ্রহ যত কে পারে গণিতে?
উপজিবে ভাগ্য লক্ষ্মী দেখ আলোড়িয়া,
সমুদ্র সম্ভবা যথা সমুদ্র মন্থনে।
জলধির জলপথে করিলে গমন,
আঁধার পাতালপুরে করিলে প্রবেশ,
ধীরে ধীরে অবতরি মন্দারের তলে
রত্নযোগে বিকসিবে মনোহর শোভা,
উজলিবে রত্নদীপ সম্মুখে তোমার।
পশিতে সে বেদ গর্ভে বিঘ্ন অতিশয়,
সংকীর্ণ বন্ধুর বর্ত্ম বিষম দুর্গম,
ক্ষুদ্রতম গিরিহৃদি বিদীর্ণ তাহাতে
হয়েছে, মানব তুমি বুঝ অনুমানি।
যদি প্রবেশিতে পার পূর্ব্ব পুণ্য ফলে,
নিহরিবে চারিদিকে অপূর্ব্ব মাধুরী,
কোটি দেববৃন্দ তথা আছে বিরাজিত,

দেবিয়া সুবর্ণকান্তি সবে মূর্ত্তিমান,
এবেতে তেত্রিশকোটি পাইবে দেখিতে।
একমনে ভাব যদি অচল হইয়া,
সুবর্ণ অচল গুহে হবে শতমণ।
পার যদি প্রাণপণে উদ্ধারিতে বেদে,
(যথা উদ্ধারিলা হরি বরাহ রূপেতে)
পাইবে পরম ফল চরমে নিশ্চয়।
আশীর্ব্বাদ করি আমি তোমা সবাকারে,
ভক্তি দিব্যজ্ঞান সাধি দেশের মঙ্গল,
কিশোর বালক সহ শ্রীমান বালাজী,
সহচর কোরো তারে সঙ্গ বিররেতে।

পাঠ সমাপ্ত হইলে, রঞ্জনলাল কুণ্ঠিতভাবে ব্রহ্মচারীর প্রতি স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব! কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "বৎস! তাহা আমি বুঝিয়াছি, তুমি যে বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি কএক বৎসরাবধি বিশেষ আলোচনা করিয়া ইহার কতক কতক সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এক্ষণে সমস্ত তত্ত্বই আমার বোধগম্য হইয়াছে, সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বই আমি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। বাস্তবিক ইহাই আমার গুপ্তধন।"

রঞ্জনলাল নিরুত্তর হইলেন। তাঁহার মনে তখন কিরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, লোকের অন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও পাঠক মহাশয় তাহা আপনি কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারিতেছেন।

ব্রহ্মচারী তাঁহার সন্দিগ্ধভাব দর্শনে পুনরায় কহিলেন, "ভাল, আমি তোমাকে আর একখানি কাগজ প্রদান করিতেছি, সেইখানি পাঠ করিলে তুমি গুপ্তধনের বিষয় কতক কতক অবগত হইতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া ভিত্তি গহ্বর হইতে আর একখানি কীটজীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া

...নের হস্তে প্রদান করিলেন। রঞ্জনলাল গ্রহণপূর্ব্বক অতি কষ্টে সেইখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। এখানিও গুজরাটী ভাষায় লেখা, তাহার অনুবাদ এইরূপ :—

শ্রীশ্রী**নাথো জ**তি।

সো***থ দেবা**যে মহাবি**ট উপ***। যব*** ***নীর মা***র অনুবল হইয়া দে** লু** **বি** ***যাছে। দুর্গ অ***র করি** **ছুই রাখিয়া যা**বে **,—ধ**রত্ন **মস্ত লু**ন ক**বে। **ত**র **র দে** ম**দে**র **রা**ং পা***ণ **ক** এক** হইয়া এই মন্ত্র** ***ধারণ করেন যে, আ***তঃ দে** সে**র উ***ক্ত **র মত **ব্যাদি দে**ল** রাখিয়া ক**ক **ত** মূ***ন স**ত্তি **না**র **রাই **প***ণ। এ বি**য **মার প্রতি ত**স**স্ত বহু*** ম**মা**ক্য প্র**তি **রা**দে র** ***রার ভার সম** **য়া **মাকে **র**শে **রণ করিলেন। **হারা জা**তে**, আ**র **পরি*** কোন গো***য **রাপ** **ন আছে। কি** কো*** সে** স্থা**, **হা **র** আ*** ***গত আছি; অ**র কে*** তা** অ**গ** ন**ন। দশ**নে **নিলে পাছে **কাশ হই** প** সে** **মি** তা**রা **হা জা**রার প্র**সও পা** **ই।

আমি আ**র শরী*** ভ***দ্র আশ** করিয়া **মার পর** **পাদ প্রি** **ষ্য **মান **ন্দ**জী ও **পর চারি*** বি*** **রকে সঙ্গে লই** সো**না * দে**র **রা**য়ের বহু*** **ণি** ধন*** সম****বে **মুদ্র প** **ত্রা ক***লা*। স***তী** ***না** যে এ**টী **মা** **প **ছে, সে** ***র **ক্ষিণ **র্ব পা** ***টী জলা*** সং**র্ণ উ***রা পথে **বেশ করিয়া ***হ** **বে রা***গে **কটী বিজ** গ**বম** এই **মস্ত ***** গোপ** রা**র এই **মার ***লায। পা**ষ্ঠ **রনৈরা

সৌ****কে যদি ***শ না করিয়া **লিয়া যায়, দুর্গ **ধি**র য** না** **রিতে পারে, **হা ***লে এই স*** স**ত্তি **ম**থ ম**রে **স্ত **ই**। **দি **মনা** না ***ন, তা** ***লে তাঁ** **বা*** পা**গ** স**তু**শে ই** ব**ন করি** ল***ন। ** য**নেরা যদি **হা***কেও নি*** **রে, তা** **ই** আ** **ই **ম** স***র অ***রী হইব। অ**বা **দি আ**র মৃ** **য়, তা** ***লে **মার শি** ভ্রা***ত্র ***জী ই**র ত্রি**তু***, ***র শি** শ**র** অষ্ট***শের **কাংশ এবং আ*** স**ভি***রী ***চর **তু**ন **পর **মাংশ প্রাপ্ত হইবে।

ম****ক্যা**র **বরণ।

রক।..দশর ছয়**টাক।

চু**।..**চসে**।

ন্না।..অমণ।

দ্র *ং **ক্তা।....................দ্বা**ত্বারিং** **হস্র।

বাদি অ**রা**র ম**।............সা** **ক **ণ।

এ**টী লৌ** সি**কের চা**টী গু** **কোষ্ঠে এই স*** র** **র**ত ক** হ***। তা*** উ**রি**গ ***টকে আচ্ছা** এই** ন্দু** গ**বস্থ ভূ**র্ভে **খিত **কি**।

ত**ন, দু** ভ** **ক**না **রি**ত স্ব**মু** এক**টি।

***পাট..শতমণ।

শ্রীশ্রী***য়**জী

ধান পা

পাঠ সমাপ্ত করিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "গুরুদেব! ইহাতেও বোধগম্য হইল না,—সকলই ছাড়া ছাড়া কথা, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রঞ্জনের মস্তকে হস্তার্পণপূর্বক সস্নেহ বচনে দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী কহিলেন

তাহা আমি জানি, তুমি যে সহজে বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। বৎস! সমস্ত ইতিহাস অবগত না থাকিলে ইহার মর্ম্মভেদ করা নিতান্তই সুকঠিন। অতএব ইহার আদ্যোপান্ত বিবরণ অগ্রে বর্ণন করি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। তাহা হইলে সমস্ত তত্ত্বই অবগত হইতে পারিবে।"

শেষোক্ত পত্রপাঠে রঞ্জনের হৃদয়ে বিশেষরূপেই কৌতূহল সঞ্চারিত হইয়াছিল, ইতিহাসের প্রসঙ্গ শ্রবণে সেই কৌতূহল আরও অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল। অতএব সেই ইতিহাস শ্রবণের নিমিত্ত তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীও তাঁহার গুপ্তধনের নিগূঢ় ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

—*—

গুপ্তধন,—কাল ভুজঙ্গ।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "সেই গুপ্তধন সম্বন্ধে যে যে ইতিহাস আমি অবগত হইয়াছি, তাহা পর্য্যায়ক্রমে অসম্বদ্ধ। তাহা যথারীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, কারণ সেই গুপ্তধনের সহিত যাহাদিগের সংশ্রব ছিল, তাহাদের কাহারও দৈনিক, কাহারও স্মারকলিপি, কাহারও ইচ্ছাপত্র, কাহারও ইতিহাস, কাহারও জীবন-চরিত, এবং কাহারও কাহারও বা কথোপকথনের চুম্বকপত্র পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে সমস্ত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে হইয়াছে। সেরূপে বর্ণন করিলে তোমাকে ভাল লাগিবে না, বুঝিতেও কষ্ট হইবে; অতএব ইহার পর যেটী সংলগ্ন,—সুশ্রাব্য করিবার জন্য ইতিহাসের প্রণালীতে আমি তদ্রূপ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।"

"দিগ্বিজয়ী গিজনীর মামুদ ভারতবর্ষ জয় করিতে আগমন করিয়া যে-বারে গুর্জ্জরদেশে প্রবেশ করেন, সেইবারে সোমনাথের পাণ্ডারা দেবালয় আক্রমণের আশঙ্কায় অতিশয় শশব্যস্ত হয়। তৎকালে সোমনাথ মন্দিরে দেবত্তর ও অপরাপর ধনসম্পত্তি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। পাণ্ডারা পরামর্শ করিল, যবন প্রবেশ করিলে সমস্তই অপহরণ করিবে; অতএব অগ্রে সাবধান হইয়া বহুমূল্য ধনরত্ন স্থানান্তর করাই সুপরামর্শ। কিন্তু কিরূপে স্থানান্তর করা হয়? অনেক সম্পত্তি, অল্প নহে, গোপনভাবে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। বাহক দ্বারা অথবা শকটের দ্বারা প্রেরণ করিবারও সুবিধা নাই। কি হয়? কোথায় রাখা যায়? বিষম বিভ্রাট! সকলেই ভাবিয়া আকুল হইলেন;—সকলেই হতজ্ঞান;—কেহই কোনপ্রকার উপায় স্থির করিতে পারিলেন না;—সকলেই ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ়! এই সঙ্কট সময়ে প্রধান পাণ্ডা শ্রীনারায়ণজী অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, 'অধিক চিন্তার বিষয় নাই। সমুদ্র পথ নিরাপদ আছে। যদি সকলের মত হয়, তাহা হইলে আমি সেই পথে সমস্ত বহুমূল্য ধনরত্ন লইয়া এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হই।' একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্থান কোথায়?' নারায়ণজী উত্তর করিলেন, 'সে বিষয়ের চিন্তা নাই, আমার একটী বিশেষ গোপনীয় স্থান আছে।' অপর একজন চিন্তাকুল হইয়া কহিলেন, 'লইয়া যাইবার উপায় কি? নৌকা কোথায়?' প্রধান পাণ্ডা উত্তর করিলেন, 'মহাজনী নৌকা আসিবার কথা আছে, তাহার আর বিলম্ব নাই, আগত প্রায়। সেই নৌকাযোগেই এই সমস্ত বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি লইয়া আমি নির্ব্বিঘ্নেই এ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিব।'"

"সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শঙ্কিত হৃদয়ে আগ্রহে আগ্রহে সকলেই মহাজনী নৌকার আশাপথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই দিবস পরে সংবাদ আসিল, বন্দরে কিস্তি আসিয়াছে। এই সংবাদে সকলেই প্রফুল্লিত।"

"শ্রীনারায়ণজী উপস্থিত মত কতক কতক বহুমূল্য ধনরত্ন বস্তাবন্দী করিয়া চারিখানি নৌকায় স্থাপন করিলেন। ঘৃতপাত্রে রত্ন রাখিয়া উপরিভাগে

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঘৃত আচ্ছাদন দিলেন। তণ্ডুল, কলাই এবং শর্ষপ ইত্যাদির বস্তা মধ্যে মোহর ও স্বর্ণপাট রাখিয়া উপরিভাগে তণ্ডুলাদি আস্তরণ দিলেন। এইরূপে মণিমাণিক্য ও স্বর্ণখণ্ডাদিতে তরণী পূর্ণ করিয়া পণ্ডাগণ কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। মনে করিলেন, মহাজনী দ্রব্য যাইতেছে ভাবিয়া কেহই কিছু অনুসন্ধান লইবে না। পাণ্ডারা নিজেই বাহকের কার্য্য করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলিয়া ছিলেন, নাবিকাদি অপর কেহই কিছু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে নাই। সকলেই মহাজনী দ্রব্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল।"

'যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শ্রীনারায়ণজী অপরাপর পাণ্ডাগণের নিকট গন্তব্য স্থান ও ধনরত্ন স্থাপনের গুপ্তাগারের বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলে, পাণ্ডারা সকলেই একবাক্যে কহিলেন, 'প্রকাশ করিবার আবশ্যক করে না, গোপনীয় স্থান গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য। দশকাণ হইলে কি জানি, ভবিষ্যতে যদি প্রচার হইয়া পড়ে, যবনেরা যদি শুনিতে পায়, তাহা হইলে বিষম বিপত্তি, সমস্ত যত্নই বৃথা হইবে, প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই।' শ্রীনারায়ণজী কহিলেন, 'ভাল, এ কথা উত্তম। দশকাণ হইলে প্রচার হইবার সম্ভাবনা বটে, তবে যদি আমার অনুপস্থিতিকালে তোমাদের সেই স্থান জানিবার বা ধনরত্নাদি আনয়ন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমার ভ্রাতৃবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবে। আমার ইচ্ছাপত্রও তাহার নিকট রাখিয়া যাইব, আমার শরীরের ভদ্রাভদ্র হইলে, তোমরা তদনুসারে কার্য্য করিও। এই কথা বলিয়া সেই দেবালয়স্থ চারিজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে লইয়া শ্রীনারায়ণজী নৌকারোহণে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।"

"দেবালয়ের অনতিদূরেই শ্রীনারায়ণজীর ভদ্রাসন। নৌকা ভদ্রাসনের নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি অনুচরচতুষ্টয়কে তথায় রাখিয়া, আপনি একাকী নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।"

"গৃহে তাঁহার একটী বিধবা ভ্রাতৃবধূ, একটী শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং একটী বিশ্বস্ত প্রিয় শিষ্য ভিন্ন অপর কেহই ছিল না। ভ্রাতৃবধূর নাম শ্রীমতী সুধাবতী, ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম বালাজী, শিষ্যের নাম শঙ্করজী।"

"রাত্রিকালে শ্রীনারায়ণজী তথায় দুইখানি পত্র লিখিলেন। একখানি প্রহেলিকা, অপরখানি মন্তব্যপত্র।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রহ্মচারী রঞ্জনলালকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ইত্যগ্রে আমি তোমাকে যে কবিতাটী পাঠ করিতে দিয়াছিলাম, তাহাই সেই প্রহেলিকা, এবং এই কীটজীর্ণ পত্রখানি তাঁহার মন্তব্য।"

"এই দুইখানি পত্র তাহার ভ্রাতৃবধূর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক, স্থূল স্থূল সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়া প্রিয় শিষ্য শঙ্করজীর সহিত পুনরায় নৌকারোহণ করিলেন; নৌকা সমুদ্র পথে যাত্রা করিল।"

"এই ঘটনার চারিমাস পরে, এক রজনীতে সহসা সুধাবতীর গৃহদ্বারে আঘাত হইল। পরিশ্রান্ত কম্পিতহস্তে পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বল আঘাত। সুধাবতী চমকিয়া উঠিলেন, অবশেষে অপরিস্ফুট কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখেই শঙ্করজী! প্রায় বিবস্ত্র, কলেবর জীর্ণশীর্ণ, মুখে বাক্য নাই। সুধাবতীকে দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া গৃহমধ্যে নিপতিত হইলেন। অনেকক্ষণ সেবা সুশ্রূষার পর অল্পে অল্পে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। সম্ভব মত বল প্রাপ্ত হইলে সুধাবতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শঙ্কর! তোমার এ অবস্থা কেন? কি হইয়াছে?' শঙ্করজী রোদন করিয়া কহিলেন, 'গুরুদেব অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন! তাহার পর প্রত্যাগমন কালে নৌকা ডুবিতে সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কেবল আমিই বহুকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়াছি মাত্র। পাঁচ দিবস আহার হয় নাই। বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া, মহাকষ্টে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আশ্রয় না পাইলে, আর চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে আমারও প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইত।' শুনিয়া সুধাবতী শোকাকুলা!"

"শোকে বিষাদে তিনদিন অতিবাহিত। শঙ্করজী সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ। তিনি সুধাবতীকে প্রবোধ দান করেন, কিন্তু নিজে প্রবুদ্ধ হইতে পারেন না। হঠাৎ এক রজনীতে বাটীর বাহিরে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে একদল অস্ত্রধারী যবন সেনা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মহাবিপদ দর্শনে শঙ্করজী গুপ্তভাবে শিশু বালাজীকে লইয়া একটী গুপ্ত প্রকোষ্ঠে লুক্কা-

হিত হইলেন। যবনেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সুধাবতী স্ত্রীলোক, পলাইতে পারিলেন না। যবন হস্তে নিপতিতা হইলেন। যবনেরা তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল।”

“এই ঘটনার কারণ এই যে, গিজনীর মামুদের লোকেরা সোমনাথ মন্দির লুঠ করিয়াছিল, কিন্তু যত ধনরত্ন লাভ তাহাদের আশা, তৎকালে তদ্দূর প্রাপ্ত না হওয়াতে, পাণ্ডাগণকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেয়। সমস্ত পাণ্ডাই তাহাদের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কেবল একজন নির্ঘাত যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, মুমূর্ষু অবস্থায় প্রকাশ করে যে, ‘প্রধান পাণ্ডা কতকগুলি মণিমাণিক্য ও তৎসঙ্গে স্বর্ণপাট ও সুবর্ণমুদ্রা লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু কোথায় যে সেই স্থান, তাহা আমি অবগত নহি। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ সে বিষয়ের সমস্ত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।’ শঠতাপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছে না, মনে করিয়া যবনেরা তাহাকে আরও অধিক যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইহার অধিক আর কিছুই তাহারা জানিতে পারিল না। নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগে অবশেষে পাণ্ডাজীর প্রাণ বিয়োগ হইল।”

“পাণ্ডাকুল নির্ম্মূল করিয়া দুর্দ্দান্ত যবনেরা শ্রীনারায়ণজীর ভ্রাতৃবধূর উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল, অভাগিনী বিধবা মুমূর্ষুকালে কেবল অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া পুনঃ পুনঃ একটী পেটিকা দেখাইয়া দিলেন। দুরাত্মারা সেই পেটিকা খুলিয়া, কেবল কএকখানি দলীলপত্র ও অন্যান্য নিদর্শন পত্র প্রাপ্ত হয়। সেই সঙ্গে এই প্রহেলিকাটীও প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ধন লোভী যবনের ইহাতে প্রয়োজন কি? অকর্ম্মণ্য বলিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে বিনিক্ষেপপূর্ব্বক চলিয়া গেল। সুধাবতী তখনও জীবিতা ছিলেন, গৃহ নির্জ্জন হইলে শঙ্করজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া অভাগিনীর অশ্রুধারা দ্বিগুণতরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। শিশু সন্তানের প্রতি ও পেটিকার প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নয়ন মুদ্রিত করিলেন; প্রাণবায়ু বহির্গত।”

“বালক বালাজী মাতৃহীন হইয়া শঙ্করজীর নিকট প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাকেই তিনি পিতা বলিয়া জানিতেন, এবং পিতা বলিয়াই

সম্ভাষণ করিতেন। ক্রমে দ্বাদশবর্ষ অতীত। একদিন শঙ্করজী বিষণ্ণবদনে নির্জ্জনে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন; বালক হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পিতৃসম্ভাষণ করাতে, শঙ্করের বিষাদানল দ্বিগুণতরবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রোদন করিতে করিতে বলিলেন, 'হা হতভাগ্য! আমি তোমার পিতা নহি,—আমি তোমার পিতৃব্যের শিষ্য; সম্পর্কে ধর্ম্মভ্রাতা! তুমি আমার গুরুপুত্র, সুতরাং প্রিয়তম কনিষ্ঠভ্রাতা!' এই কথা বলিয়া গুরুজী সমভিব্যাহারে সমুদ্রপথে যাত্রা অবধি, ধনরত্ন গোপন, গুরুদেবের মৃত্যু, পথে নৌকাডুবী, যবনহস্তে সুধাবতীর প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। আরও কহিলেন, 'তোমার জননীর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আমিও আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম, কিন্তু তৎকালে তোমার শৈশবজীবন নিতান্ত বহুমূল্য জ্ঞান হওয়াতে তোমাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তোমাকেই লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাঁহাকে রক্ষা করিতে অবসর পাই নাই। দুর্দ্দান্ত যবনের সম্মুখীন হইলেও কোন ফল হইত না, লাভে হইতে হয় ত তুমি ও আমি উভয়েই প্রাণ হারাইতাম। এখন তুমি বাঁচিয়া আছ, অনেক উপায় হইতে পারিবে। আমাদের অনেক ধনরত্ন আছে। ঐ পেটিকার মধ্যে যে সকল দলীলপত্র আছে, তাহা দেখিলেই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে। যবনেরা সেই সকল দলীলপত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া গিয়াছিল, আমি তৎসমস্ত পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমার নিজের যে সমস্ত ঘটনা এবং এইমাত্র তোমাকে যাহা যাহা কহিলাম, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত আমি স্বহস্তে লিখিয়া ঐ পেটিকামধ্যে রাখিয়াছি। কিন্তু গুপ্তধনের নির্দ্দিষ্ট স্থান কোথায়, সেইটীই কেবল প্রকাশ করি নাই। অপরের হস্তে পতিত হইলে অপহৃত হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্য স্থানটী মাত্র লিখিয়া রাখি নাই। এক্ষণেও তোমাকে বলিব না; তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমস্তই জানিতে পারিবে। কাগজপত্র দেখিয়াও বুঝিতে পারিবে।' বালক জিজ্ঞাসা করিল, 'যদি গুপ্তধন আছে, তবে আমরা এত কষ্ট পাই কেন? এমন সামান্য অবস্থায়

কালযাপন করি কেন?' শঙ্করজী হাস্য করিয়া কহিলেন, 'কালযাপন করি কেন? তুমি বালক কি বুঝিবে? সেই ধন আনয়ন করা কিছু ব্যয় সাধ্য। কিছু সঙ্গতি হইলে লইয়া আসিব।' বালাজীর সহিত শঙ্করজীর কথাবার্ত্তা এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। তিন বৎসর পরে শঙ্করজীর পক্ষাঘাত রোগে হঠাৎ মৃত্যু। মৃত্যুকালে বালাজীকে কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না। মুহুর্মুহু সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বারম্বার পেটিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র।"

"বালাজী যথারীতি শঙ্করের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অবসরক্রমে পেটিকা খুলিলেন। তন্মধ্যে যে সকল কাগজপত্র ছিল, পাঠ করিয়া সমস্ত তত্ব অবগত হইলেন, কিন্তু গুপ্তধনের গুপ্তাগারের বিষয়টী কিছুমাত্রই জানিতে পারিলেন না। পঞ্চাশতবর্ষ অতীত। বালাজীর চরমকাল উপস্থিত। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় দীক্ষাগুরুকে আহ্বান করিয়া নিজের সমস্ত স্থাবরাস্থাবর ধনসম্পত্তি দান করিলেন। কহিলেন, 'গুরুদেব! এই পেটিকাটী যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন, ইহা আপনার অনেক উপকারে আসিবে, ইহার মধ্যে গুপ্তধন প্রাপ্ত হইবার উপদেশ বিশেষরূপেই পরিবর্ণিত আছে।' এই কথা বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত একেএকে নিবেদন করিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় শঙ্করজীর সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া পেটিকামধ্যে রাখিয়াছেন, এ কথাও ব্যক্ত করিলেন। আরও কহিলেন, 'আপনি যদি সেই গুপ্তধনের সন্ধান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে কিয়দংশ ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিয়া সমস্তই আপনি গ্রহণ করিবেন।'"

"বালাজীর মৃত্যু হইল, গুরুজী গুপ্তধন প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার বংশধরেরাও পর্য্যায়ক্রমে সেই পেটিকাটী উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া আসিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই গুপ্তধন ক্রমাগত গুপ্ত হইয়াই রহিল, কেহই তাহার উত্তরাধিকারী হইতে সক্ষম হইলেন না। এইরূপে শত শতবর্ষ অতীত।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রঞ্জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

কহিলেন, "বোধ করি এই সুদীর্ঘ কাহিনী শ্রবণ করিতে তোমার অতিশয় বিরক্তি বোধ হইতেছে, কিন্তু আর চিন্তা নাই, উপসংহারের সময় উপস্থিত, শীঘ্রই ইহা পরিসমাপ্ত হইবে।"

আগ্রহে রঞ্জনলাল কহিলেন, "বিরক্তি?—কিছুমাত্রই বিরক্তি নাই। বরং ক্রমশই কৌতূহল বৃদ্ধি হইতেছে, উপসংহার শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্তই অধীর হইয়া পড়িয়াছি। বিরাম দিবেন না,—কৌতূহল ভঙ্গ দিবেন না,—পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করুন, আমার আগ্রহাতিশয্য নিদারুণরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।"

ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "শত শকবর্ষ অতীত।—বালাজীর গুরুবংশের শেষ যিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি অথবা নিকট উত্তরাধিকারী কেহই বিদ্যমান ছিল না, সুতরাং তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই দান করিয়া যান। আমি তাঁহার ধনসম্পত্তির সহিত বহুবিধ গ্রন্থ এবং তৎসঙ্গে সেই দুর্ভেদ্য রহস্যপত্রপূর্ণ পেটিকাটীরও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হই। সময়ক্রমে পেটিকা উন্মোচনপূর্ব্বক একেএকে সমস্ত পত্র পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম পাঠে কিছুমাত্র মর্ম্মভেদ করিতে পারগ হইলাম না। তাহার পর অনেকবার বিস্তর আলোচনা করিয়া, অনেক বিবেচনা করিয়া, সেই সুবিখ্যাত প্রহেলিকার সমস্ত নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তবে কোন্ দেশে কোন্ স্থানে সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, কেবল সেইটাই তখন নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলাম না। এইরূপ অন্ধকারে অন্ধকারে বিংশতিবর্ষ অতীত হইয়া গেল। একদিন এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত। যে গৃহে পেটিকা ছিল, সেই গৃহের জীর্ণসংস্কার করিবার নিমিত্ত গৃহস্থিত দ্রব্যাদি স্থানান্তর করনের আবশ্যক হয়। আমি সর্ব্বাগ্রে সেই বংশপরম্পরানুগত রহস্যপূর্ণ মূল্যবান পেটিকাটী স্বহস্তে গৃহান্তর করিবার জন্য লইয়া আসিতে ছিলাম, হঠাৎ একখানা প্রস্তরখণ্ডে পদস্খলন হওয়াতে পেটিকাসহ ভূতলে নিপতিত হইলাম। আঘাতে পেটিকাটীর কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গেল।

দলীলপত্রাদি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। আমি অপ্রস্তুতভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভূমি হইতে পেটিকাটী উত্তোলন করিলাম। প্রতিঘাতে পেটিকার রন্ধ্র বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, সুতরাং হস্ত সঞ্চালনে তাহার নিম্নভাগে খট্ খট্ করিয়া এক প্রকার শব্দ হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন কোন কঠোর পদার্থ তন্মধ্যে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইতেছে। আমার সন্দেহ হইল, এদিক ওদিক চারিদিক পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুই সন্ধান পাইলাম না। অবশেষে স্থানে স্থানে দারুনাকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম; হঠাৎ একখানি কাষ্ঠফলক অপসারিত হওয়াতে একটী গুপ্ত প্রকোষ্ঠ সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িল,—প্রকোষ্ঠমধ্যে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলাম, একখানি কীটজীর্ণ কাগজ! ইতিপূর্ব্বে তোমাকে যে জীর্ণপত্রখানি পাঠ করিতে দিয়াছিলাম, তাহাই সেই ভগ্ন পেটিকার গুপ্তপ্রকোষ্ঠের চিরচিহ্নিত গুপ্তসম্পত্তি!”

“আমি সেই পত্রখানি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলাম। প্রথম পাঠেই বুঝিতে পারিলাম যে, এখানি সোমনাথ দেবের প্রধান পুরোহিত শ্রীনারায়ণজীর চরম অভিলাষপত্র। কীটজীর্ণ স্থানগুলি বুঝিয়া লইতে আমার বিশেষ কষ্টও হইল না, অধিক বিলম্বও হইল না। প্রহেলিকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং ধারাবাহিক প্রাচীন ইতিহাস অন্তরমধ্যে জাগরূক থাকাতে অতি সহজেই আমি সেই জীর্ণস্থানগুলি পূর্ণ করিয়া লইলাম।”

“কিছুই আর জানিতে অবশিষ্ট রহিল না,—গুপ্ততত্ত্ব নিরূপণের কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না। সমস্ত তত্ত্বই সমুজ্জ্বলরূপে হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া রহিল। কিন্তু প্রাপ্ত হইবার উপায় কি? দূরদেশ, পাথেয় আবশ্যক! যান-বাহন বহুব্যয়সাপেক্ষ! তৎকালে আমি নিঃসম্বল, কি করি, এক ভরসা শিষ্য দত্ত ভদ্রাসন। সেখানি বন্ধক রাখিলে অথবা হস্তান্তর করিলে অর্থ সংগ্রহের উপায় হইতে পারে, তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অগত্যা তাহাই স্থির করিলাম। ভদ্রাসনখানি শতদ্রুতীরে অবস্থিত! পরপার নিবাসী একজন মহাজনের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল, অতএব বাটীখানি বন্ধক রাখিবার মানসে তাহার নিকট কএকবার

গতিবিধি করি। সেই সময় পাণিপথক্ষেত্রে মহারাজ মহীপতের সহিত পাঠানের দ্বিতীয় সংগ্রাম সমুপস্থিত। দুরাচার পাঠানেরা আমাকে বারবার শতদ্রুপারে যাতায়াত করিতে দেখিয়া গুপ্তচর বলিয়া অনুমান করিল, আমি বিনাদোষে অবিচারে যবন-হস্তে বন্দী হইলাম। আশা-ভরসাও সেই সঙ্গে জলাঞ্জলি! আশার অঙ্কুরেই ভীষণ বজ্রপাত। কিন্তু এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কতক পরিমাণে পুনরায় আশার সঞ্চার হইতেছে, পলায়ন করিবার অভিলাষ হইতেছে;—তবে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে?"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "কেন? সমস্তই ত স্থির হইয়াছে, এই নরক-কুণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সচ্ছন্দেই ত আপনি আপনার প্রাপ্যধন উপভোগ করিতে পারিবেন?"

ব্রহ্মচারী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "তাহাতে আমার আর স্বত্ব কি? তোমাকেই ত তাহা দান করিয়াছি, আমার আর স্বত্ব কি? তুমিই এখন সে ধনের প্রকৃত অধিকারী!"

রঞ্জন কহিলেন, "মুক্তি লাভের পর তখন সে বিষয়ের স্থির হইবে। কিন্তু শ্রীনারায়ণজীর ইচ্ছাপত্রখানির কি হইল? সে বিষয় ত আমাকে অবগত করাইলেন না? সে পত্রখানি কি, তাহা ত আমি জানিতে পারিলাম না? কোথায় সেই অতুল ধনরাশি নিহিত হইয়া আছে, তাহা ত আপনি কিছুই প্রকাশ করিলেন না?"

ঈষৎহাস্য সহকারে বিদ্রুপভাবে দয়ানন্দ স্বামী কহিলেন, "কেমন? এখন ত আমার বাক্যে প্রত্যয় জন্মিয়াছে? এখন ত আর আমাকে বাতুল বলিয়া অনুমান করিবে না? গুপ্তধনের কথায় এখন ত আর অবিশ্বাস নাই?"

অপ্রস্তুত হইয়া রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "প্রভু! ক্ষমা করুন, আমি বালক,—অজ্ঞান,—হিতাহিত বিবেচনা শূন্য,—বোধাবোধ আমার কিছুমাত্র নাই; আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না,—আমি বুঝিতে পারি নাই,—গুরুদেব!—ক্ষমা করুন!—প্রসন্ন হউন!—কীটজীর্ণ পত্রখানি

কিরূপে পূর্ণ করিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেখানি প্রদর্শন করুন।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "নির্ব্বোধ! তাহা কি রাখিতে আছে! গুহ্য বিষয়ের রহস্যভেদক নিদর্শন কি সঙ্গে রাখিতে আছে? তাহা আমি রাখি নাই! পূরণ করিয়াই দগ্ধ করিয়াছি। কেবল ঐ প্রহেলিকা ও এই জীর্ণপত্রই আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। পরহস্তগত হইলেও ইহার মর্ম্ম কেহ অনুধাবন করিতে পারিবে না, সুতরাং ভয়ও নাই। সেই জন্যই এই দুইখানি সঙ্গে করিয়া রাখিয়াছি। পূরণ পত্র আমার কণ্ঠস্থই আছে, পাষাণে লৌহ রেখার ন্যায় তাহা আমার হৃদয়ে খোদিত হইয়া আছে,—বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"শ্রীশ্রীসোমনাথো জয়তি।"

"সোমনাথ দেবালয়ে মহাবিভ্রাট উপস্থিত। যবনেরা গিজনীর মামুদের অনুবল হইয়া দেশ লুঠ করিতে আসিয়াছে। দুর্গ অধিকার করিলে কিছুই রাখিয়া যাইবে না,—ধনরত্ন সমস্তই লুণ্ঠন করিবে। অতএব দেব দেব মহাদেবের সেবায়েৎ পাণ্ডাগণ সকলে একত্র হইয়া এই মন্ত্রণা অবধারণ করেন যে, আপাততঃ দেব সেবার উপযুক্ত সম্ভব মত দ্রব্যাদি দেবালয়ে রাখিয়া কতক কতক মূল্যবান সম্পত্তি স্থানান্তর করাই সুপরামর্শ। এ বিধায় আমার প্রতি তৎসমস্ত বহুমূল্য মণিমাণিক্য প্রভৃতি নিরাপদে রক্ষা করিবার ভার সমর্পণ করিয়া আমাকে দূরদেশে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, আমার সুপরিজ্ঞাত কোন গোপনীয় নিরাপদ স্থান আছে। কিন্তু কোথায় সেই স্থান, তাহা কেবল আমিই অবগত আছি; অপর কেহই তাহা অবগত নহেন। দশজনে জানিলে পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে সেই নিমিত্ত তাঁহারা তাহা জানিবার প্রয়াসও পান নাই।"

"আমি আমার শরীরের ভদ্রাভদ্র আশঙ্কা করিয়া আমার পরম স্নেহাস্পদ প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শঙ্করজী ও অপর চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে লইয়া সোমনাথ দেবের দেবালয়ের বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি ধনরত্ন সমভিব্যাহারে সমুদ্রপথে যাত্রা করিলাম। সমুদ্রতীরে বজ্রগিরি নামে যে

একটী সামান্য দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী জলাকীর্ণ সংকীর্ণ উপত্যকা পথে প্রবেশ করিয়া বিংশতি হস্ত দূরে, বামভাগে একটী বিজন গহ্বরমধ্যে এই সমস্ত ধনরত্ন গোপনে রাখিব এই আমার অভিলাষ। পাপিষ্ঠ যবনেরা সোমনাথকে যদি ধ্বংশ না করিয়া চলিয়া যায়, দুর্গ অধিকার যদি না করিতে পারে, তাহা হইলে এই সকল সম্পত্তি সোমনাথ মন্দিরে ন্যস্ত হইবে। যদি সোমনাথ না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সেবায়েৎ পাণ্ডাগণ সমতুল্যাংশে ইহা বণ্টন করিয়া লইবেন। নিষ্ঠুর যবনেরা যদি তাহাদিগকেও নিধন করে, তাহা হইলে আমিই এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইব। অথবা যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র বালাজী ইহার ত্রিচতুর্থাংশ, আমার শিষ্য শঙ্করজী, অষ্টমঅংশের একাংশ এবং আমার সমভিব্যাহারী অনুচর চতুষ্টয় অপর অষ্টমাংশ প্রাপ্ত হইবে।"

"মণিমাণিক্যাদির বিবরণ"

"হীরক।..............................দশসের ছয়ছটাক।"

"চুনি।..পাঁচসের।"

"পান্না।..অর্দ্ধমণ।"

"ক্ষুদ্র বৃহৎ মুক্তা।........................দ্বাচত্বারিংশ সহস্র।"

"প্রবালাদি অপরাপর মণি।............সার্দ্ধ এক মণ।"

"একটী লৌহ সিন্দুকের চারিটী গুপ্ত প্রকোষ্ঠে এই সকল রত্ন সংরক্ষিত করা হইল। তাহার উপরিভাগ বরাটকে আচ্ছাদিত। এই সিন্দুক গহ্বরস্থ ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিবে।"

"তদ্ভিন্ন, দুই ভরি একআনা পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা এককোটি।"

"স্বর্ণপাট।..শতমণ।"

"শ্রীশ্রীনারায়ণজী।"

"প্রধান পাণ্ডা।"

স্থিরচিত্তে আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! এত ধনরত্ন? সোমনাথ দেবের দেবমন্দিরে এতদূর অতুল ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান ছিল?"

ব্রহ্মচারী গম্ভীরবদনে উত্তর করিলেন, "বৎস। এত কি? ইহা অপেক্ষাও অধিক ছিল!—রত্নভূমি ভারতবর্ষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। ভারতভূমি সমস্ত রত্নের প্রসূতি!—পৌরাণিক মতে কামধেনু ও কল্পপাদপের যেরূপ মহিমা, ভারতের রত্নভাণ্ডারেরও সেইরূপ গৌরব।—অনন্তকালাবধি ভারত-ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য বিশ্ব বিখ্যাত।—আর্য্যকুলের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইলেও দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহ,—গিজনীর মামুদ,—মহম্মদ ঘোরি,—তৈমুর লঙ্গ,—নাদের সাহ এবং অপরাপর বিদেশী রত্নহারকেরা ভারতের কত রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা হয় না। তথাপি ভারতমাতা অবসন্ন হন নাই। সোমনাথের অতুল ভাণ্ডার! গিজনীর মামুদ সেই লোভেই গুর্জ্জরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আশানুরূপ ধনরত্ন প্রাপ্ত না হওয়াতেই পাণ্ডাগণকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। সোমনাথের পাণ্ডারা সকলেই প্রচুর ধনশালী ছিল, তাহাদিগের সম্পত্তিও ঐ দেবালয়ে সংরক্ষিত থাকিত। অতএব বৎস! ভারতের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে,—কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে করিও না!"

পাঠক মহাশয়! দয়ানন্দ স্বামী যাহা কহিলেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে।—ভারতভূমির ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। মামুদ যখন চতুর্থবার ভারত লুণ্ঠন করিতে আগমন করেন, তৎকালে নগরকোটের মন্দিরে সাত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, সাতশত মণ স্বর্ণ ও রজত পাত্র, দুইশত মণ নির্ম্মল সুবর্ণ, দুইসহস্র মণ রৌপ্য, এবং বিংশতি মণ মুক্তা হীরক ও পদ্মরাগমণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সোমনাথ দেবের সম্পত্তি কত, তাহা কে বলিতে পারে? প্রতিদিন পাঁচশত ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গোদক আনয়ন করিয়া বিগ্রহকে স্নান করান হইত, ইহাতে যে কত ব্যয়, পাঠক মহাশয়ই তাহা বিবেচনা করিবেন।

সোমনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দশলক্ষ মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণ শৃঙ্খলযুক্ত দুইশত মণ পরিমিত কাঞ্চন ঘণ্টা আলম্বিত ছিল। অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য ইহা দেখিয়াই অনুভব হইতে পারিবে। মামুদ একাদশবার দিগ্বিজয় করিয়া যত ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দ্বাদশ বিজয়ের লুণ্ঠন রত্নের মূল্য তৎসমষ্টি অপেক্ষাও অধিক।

নাদের সাহ ভারতের অবসন্ন দশায় দিল্লি লুঠ করিয়া সপ্ততিকোটি মুদ্রা প্রাপ্ত হন। তৎকালে দিল্লির সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত। সে সময় সপ্ততিকোটি মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। কতদূর ভারত সৌভাগ্যের পরিচয়, ইহাও পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া লইবেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া রঞ্জনলাল বিমর্ষবদনে কহিলেন, "গুরুদেব! আমার কি এ ধন গ্রহণ করা উচিত হয় না? দেবত্র সম্পত্তি কিরূপে গ্রহণ করা যাইবে? ইহা গ্রহণ করাতে পাপ আছে।"

ব্রহ্মচারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই। তুমিই ঐ সমস্ত ধনরত্নের একমাত্র উত্তরাধিকারী। স্মরণ কর, শ্রীনারায়ণজীর ইচ্ছাপত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়। প্রথম—সোমনাথ,—সোমনাথ এখন নাই।—দ্বিতীয়তঃ—পাণ্ডা,—নিষ্ঠুর যবনহস্তে তাহারাও নির্ব্বংশ হইয়াছে।—তৃতীয়তঃ—বালাজী—তিনিও নিঃসন্তান হইয়া মৃত্যুকালে যথাসর্ব্বস্ব গুরুকে দান করিয়া যান। সেই গুরুবংশের শেষ উত্তরাধিকারী অপুত্রক অবস্থায় আমাকেই সমস্ত ধন সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। এখন তুমিই ইহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তবে বিশদংশ ধর্ম্মোদ্দেশে দান করা বালাজীর অভিপ্রায় ছিল, তুমিই তাহা করিও। তুমি ভিন্ন এ ধনের অপর উত্তরাধিকারী কেহই নাই।"

রঞ্জনলাল অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলেন, কিয়ৎপরে কহিলেন, "প্রভু সে কথা পরে হইবে, এখন পলায়ন করিবার উপায় স্থির করাই প্রধান কার্য্য।"

পলায়ন অবধারিত হইল। এক সপ্তাহ অতীত,—অদ্য অমাবস্যা! প্রত্যূষে দয়ানন্দ স্বামী রঞ্জনের আবাসকক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,

সুবিধা দেখিতেছি, যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন, আকাশ যেরূপ স্তম্ভিত, অনুমান করি, অদ্য রজনীতে ভয়ানক দুর্য্যোগ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের প্রস্থানের প্রশস্ত কালও সেই! তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক।"

মহানন্দে রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "প্রস্তুত হইয়াই আছি, বলা বাহুল্য মাত্র।"

"উত্তম।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়েরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দারুণ ঝড়! ভয়ানক ঝড়! চতুর্দ্দিকে ভোঁ ভোঁ বোঁ বোঁ শব্দ! ভীমগড় ক্ষণকাল মধ্যেই ভীমবেশ ধারণ করিল। মুষলধারে বৃষ্টি; প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে গৃহ-ভিত্তি বিকম্পিত;—দূরে দূরে প্রাচীর ও বৃক্ষাদির পতনের ভয়ানক শব্দ; ভয়ানক দুর্য্যোগ!—বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত।

এমন সময় ব্রহ্মচারীর কর্ণে রঞ্জনলালের আর্ত্তনাদের ক্ষীণস্বর সহসা আসিয়া প্রবেশ করিল। আস্তেব্যস্তে স্বামী মহাশয়, রঞ্জনের কারাকূপে মুহূর্ত্তমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রঞ্জনলালের আপাদমস্তক কম্পান্বিত, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত, বদন বিবর্ণ, আতঙ্কে পরিশুষ্ক! তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মচারী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার কি হইয়াছে? তুমি এরূপ কাতর কেন? সহসা তোমার কি রোগ উপস্থিত হইল? এরূপ আকুলিত কেন?"

রঞ্জনলাল সভয়ে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "গুরুদেব! বিদায় দিন, আমি জন্মের মত চলিলাম। পদধূলি প্রদান করুন, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি জন্মের মত চলিলাম!"

সোদ্বেগে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন কি হইয়াছে? তোমার কি রোগ উপস্থিত হইয়াছে?"

"রোগ নয়, সর্পাঘাত! নিষ্ঠুর কালসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহার গরল আমার প্রতি শিরায় পলকে পলকে প্রবাহিত হইতেছে,—ক্ষণকালমধ্যেই আমি গতায়ু হইব।—অন্তিমকালে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

আশ্বাসবাক্যে দয়ানন্দস্বামী কহিলেন, "সর্পাঘাত ? তাহাতে আর ভয় কি ? আমার নিকট ইহার অব্যর্থ ঔষধি আছে; চিন্তার বিষয় কি ? কিন্তু সর্প কোথায় ?"

"ঐ দেখুন, পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়াছি, তথাপি এখনও কুণ্ডলিবদ্ধ হইতেছে, ঐ দেখুন!" এই কথা বলিয়া রঞ্জনলাল যে স্থানে কালসর্প আঘাত প্রাপ্তে নিদারুণ যন্ত্রণায় কুণ্ডলিত হইতেছিল, সেই স্থানটী অঙ্গুলীদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মচারী দ্বিরুক্তি না করিয়া সুড়ঙ্গপথে প্রস্থান করিলেন। অবিলম্বে পুনরায় গৃহমধ্যে আসিয়া স্বহস্ত প্রস্তুত ভূর্জ্জপত্রে পরিমণ্ডিত এক মোড়ক ঔষধি আনয়নপূর্ব্বক রঞ্জনকে সেবন করাইয়া কহিলেন, "চিন্তা করিও না, তুমি এখনই আরোগ্য লাভ করিবে। শত শত তক্ষক দংশন করিলেও এ ঔষধি কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। কিছুরই চিন্তা করিও না।"

হতাশবাক্যে রঞ্জনলাল কহিলেন, "আর চিন্তা, এখনই সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে,—প্রাণ কণ্ঠাগত, এখনই নির্গত হইবে। গুরুদেব! যাই যে!"

সচকিতে ব্রহ্মচারী বলিয়া উঠিলেন, "বসদদার আসিতেছে, আর থাকিতে পারি না। তুমি বিহ্বল হইও না, সহজেই পরিত্রাণ পাইবে। এখন এই পর্য্যন্ত।" বলিয়া সুড়ঙ্গ পথে প্রস্থান করিলেন।

পরক্ষণেই ভঞ্জনলাল আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক রঞ্জনলাল কহিলেন, "বসদদার! চলিলাম, আমার আয়ু শেষ, কালসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ হইবে। ঐ দেখ, ঐ যম।" বলিয়া সর্পটী দেখাইয়া দিলেন।

"ও বাবা! তাই ত এ যে সাক্ষাৎ যম!" বলিয়া ভঞ্জনলাল লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক দূরে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল।

রঞ্জনলাল কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "উহাকে আর ভয় নাই, আমি উহাকে শেষ করিয়াছি, পদাঘাতে উহার মস্তক চূর্ণিত করিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু সেই সঙ্গে আমারও শেষ, আমিও সেই সঙ্গে চলিলাম। হায়! সর্পাঘাতে আমার মৃত্যু হইল!"

"না, না, চিন্তা করিও না, তুমি আরোগ্য লাভ করিবে। ভাগ্যক্রমে অদ্য এখানে একজন সুপ্রসিদ্ধ সর্পচিকিৎসক উপস্থিত আছেন। তাঁহার তন্ত্রমন্ত্র অতি চমৎকার। মুহূর্ত্তমধ্যেই তোমার শরীর নির্ব্বিষ হইবে। আমি এখনই তাঁহাকে লইয়া আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া গৃহদ্বার আবর্ত্তনপূর্ব্বক ভজন শশব্যস্তে পাতালপুরী হইতে বহির্গত হইল।

একদণ্ড পরেই কারাধ্যক্ষ, কারাচিকিৎসক, সর্পচিকিৎসক ও ভজনলাল গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত।

প্রবেশ করিয়াই দারোগা সাহেব কহিলেন, "আঃ! কি ভয়ানক দুর্য্যোগ! এ দুর্য্যোগেও কেহ গৃহ হইতে বহির্গত হয়? হকিম সাহেব দেখুন দেখি, আরোগ্য করিতে পারিবেন কি না?"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক হকিম সাহেব কহিলেন, "আমার কর্ম্ম নয়; আমি সর্পাঘাতের ঔষধি জানি না। জ্বরজাড়ী হইলে আরাম করিতে পারি। সর্পাঘাত আরাম করা আমার কার্য্য নয়! ভদ্রলোককে কখনই সর্পাঘাত হয় না, সুতরাং ভদ্রলোকে তাহার ঔষধিও জানেন না, তাহার চিকিৎসাও করেন না। ইতর লোকেই জলে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, সেই জন্য তাহাদিগকেই সর্পাঘাত হইয়া থাকে, তাহারাই সে বিষয়ের পরামর্শ বলিতে পারে, সর্পবিষের ঔষধপত্র আছে কি না, তাহারাই তাহা অবগত আছে। ইহা ভদ্রলোকের কাজই নয়!"

"আজ্ঞা ইনিই সে বিষয়ের সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! তন্ত্রমন্ত্র বলে এখনই ইনি নির্ব্বিষ করিয়া দিবেন। রোগী এখনই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া ভজনলাল নবাগত আগন্তুকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

দারোগার ইঙ্গিতে আগন্তুক অভ্যাস মত তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিষক্ষয়ের নানাপ্রকার যত্ন ও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। রোগী ক্রমশই অবসন্ন হইতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর কালিমাবর্ণ প্রাপ্ত হইল, মুখে ফেনপুঞ্জ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। দারোগাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে

ধীরে অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! আমার একটী প্রার্থনা আছে, অন্তিমকালে আপনার নিকট আমার কেবল একটীমাত্র প্রার্থনা। অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই প্রার্থনাটী পূর্ণ করিলে কারাগারে অপমৃত্যুও আমার পক্ষে অতীব সুখময় হয়।

দারোগা সাহেব কহিলেন, "বলিয়া যাও, শ্রবণ করিতেছি।"

পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাগারে কারাবাসির মৃত্যু হইলে, তাহার গতি কিরূপ হয়?"

দারোগা উত্তর করিলেন, "নদীপারে পর্ব্বত-গুহায় নিক্ষেপ করা হয়।"

শুনিবাই রঞ্জনের হৃৎকম্প উপস্থিত। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ক্ষীণস্বরে অস্পষ্টবাক্যে ছাড়া ছাড়া কথায় কহিলেন, "না—পর্ব্বত—গুহা—না,—শেষ—প্রার্থনা—দেহের—সৎ—কার—পর—কালের—গতি—শৃগাল—কুকুর—ভক্ষ্য—না—বরোজ—নগর—পিতা—নিকট—ঈশ্বর—মঙ্গল—আপনার—গুরুদেব—বিদায়—পিতা—গুরু—মধুমতী—" বলিতে বলিতে জিহ্বার জড়তা হইল, আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। হৃদয়ে মধুমতীর চারুপ্রতিমা সমুদিত; মধুমতীর নাম করিতে করিতে বাকরোধ হইল! শরীর একেবারে অসাড়, নিস্পন্দ, হিম,—ক্রমে ক্রমে করকার ন্যায় হিমাঙ্গ;—চক্ষুঃ স্থির, ঊর্দ্ধনেত্র, শ্বাসবায়ু রোধ!

অবস্থা দর্শনে দারোগা সাহেব হকিম সাহেবকে শরীর পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। হকিম সাহেব প্রলয় দার্শনিকের ন্যায় গম্ভীরভাবে একেএকে সর্ব্বশরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। শরীর আড়ষ্ট, আপাদমস্তক আড়ষ্ট,—নীরস কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কঠিন। পরীক্ষা করিতে অতিশয় কষ্টবোধ হইল; তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, "বৃথা কষ্ট! প্রত্যক্ষে মৃত্যু দর্শন করিলাম! ইহার আর পরীক্ষা কি? চলুন, আপনার গৃহে গমন করি, সেই স্থানেই অভিজ্ঞানপত্র লিখিয়া দিব।"

এই কথার পর সকলে গমন করিবার উপক্রম করিলে ভঞ্জনলাল দারোগাকে কহিল, "মৃতদেহের গতি কি হইবে?"

"যেমন হইয়া থাকে।"

"আজ্ঞা—এই ঝড়বৃষ্টি—দুর্য্যোগ! পরপারে যাইব কিরূপে? নৌকা ডুবিয়া যাইবে যে?"

"তবে এই পারেই পর্ব্বত গুহায় ফেলিয়া দাও।"

"কিন্তু—মহাশয়—"

বিরক্তভাবে কর্কশস্বরে দারোগা সাহেব কহিলেন, "কিন্তু আবার কি?"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া ভঞ্জনলাল কহিল, "আজ্ঞা—কয়েদি বলিয়াছিল, পিতার নিকট মৃতদেহ— "

অবজ্ঞাসহকারে দারোগা সাহেব কহিলেন, "অমন সকলেই বলিয়া থাকে!—পর্ব্বত-গুহায় ফেলিয়া দিও।"

"কখন ফেলিয়া দিব?"

"এ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য?"

"আজ্ঞা সর্পাঘাতের রোগী, দ্বাদশদণ্ড রাখিতে হয়!"

"কারাগারে রাখিতে হয় না! সে নিয়ম এখানে নাই। সন্ধ্যার পরই ফেলিয়া দিও।"

"সন্ধ্যা ত হইয়াছে?"

"তবে লোক ডাকিয়া এখনই ফেলিয়া দাও।"

"শয্যা সমেত?"

"কেন?"

"আজ্ঞা সর্পাঘাতের রোগী, যদি বিষ থাকে?—আমাদেরও মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া শয্যা পরিষ্কার করিতে হয়, যদি লাগে?"

হাস্য করিতে করিতে দারোগা সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করিও,—যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিও।"

এই আদেশ প্রদান করিয়া কারা-চিকিৎসকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক কারাধ্যক্ষ মহাশয় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভঞ্জনলালের "সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী" সর্প চিকিৎসক ও আপনি স্বয়ং তাঁহাদের অনুগামী হইল।

সুড়ঙ্গ পথে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ব্রহ্মচারী এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিতে ছিলেন, গৃহ নির্জ্জন হইলে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তথায় প্রবেশ করিয়া রঞ্জনের শয্যার নিকট গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। নিকটে উপবেশনপূর্ব্বক সস্নেহে মস্তকের আঘ্রাণ লইলেন; অবশেষে আপন ললাটে করাঘাত করিয়া অবনত মস্তকে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দরদরধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিতে লাগিল। তৎকালে তাঁহার মনে যে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন, আমরা সে ভাব পরিব্যক্ত করিতে একেবারেই অসমর্থ!

ক্ষণকাল পরেই ঊর্দ্ধভাগে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া দয়ানন্দ স্বামী সন্ত্রস্তভাবে সুড়ঙ্গ পথে আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ভঞ্জনলাল ব্রহ্মচারীকে খাদ্যসামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক চারিজন বাহক সমভিব্যাহারে রঞ্জনের গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহকেরা শয্যা সমেত রঞ্জনকে স্কন্ধদেশে আরোপিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গুহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

নিবিড় অন্ধকার,—ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ রজনী! পুরোভাগের লোক দৃষ্টিগোচর হয় না,—জগতের দৃশ্য বস্তু সমস্তই অদৃশ্য। প্রবল ঝটিকাসহ মুষলধারে বৃষ্টি। ছত্রেমণ্ডিত উল্কাধারী অতিকষ্টে পথ প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ঝটিকাবর্ত্তবেগে বিকম্পিত হইতে হইতে সকলেই সিক্ত কলেবরে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। শয্যাশায়ী রঞ্জন বাহকের স্কন্ধদেশ হইতে ভীমগড়ের বহির্ভাগস্থ একটী অপ্রশস্ত অগভীর অন্ধকার গুহামধ্যে বিনিক্ষিপ্ত হইলেন।

পাঠক মহাশয়! উপন্যাস বিশেষে সুখময় নায়ক ও সুখময়ী নায়িকার শুভ পরিণয় সচরাচর প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু দারুণ বিরহ হুতাশে আমাদের অভাগিনী নায়িকার যে দশা হইয়াছে, পূর্ব্বেই আপনি তাহা অবগত হইয়া আছেন। এক্ষণে আমাদের হতভাগ্য নায়কেরও এই দশা,—ভুজঙ্গ দংশনে এই অবস্থায় অন্ধকার গুহামধ্যে প্রক্ষিপ্ত

হইলেন। এখন আর সে শরীরে সুখ দুঃখ বোধ নাই, সাড় নাই, স্পন্দ নাই, কিছুই নাই!—সেই কান্তিপুষ্ট শরীরে এখন ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত সমস্তই অবিচ্ছেদে সহ্য হইতে লাগিল। রজনী প্রভাতে এই শরীরে আবার এই অনাবৃত স্থানে শীত গ্রীষ্ম রবিতাপ সমভাবে সহ্য হইবে, কি এই রজনী মধ্যেই শৃগাল কুক্কুরাদি মাংসাশী জন্তুরা এই শরীর উদরস্থ করিয়া ফেলিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

প্রথম পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

রত্নগিরি।

আশা প্রতীক্ষা।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

"সাধবঃ সর্ব্বলোকানাং গুণানাং গুণমম্মিণঃ।
পর দোষং ন পশ্যন্তি স্বদোষং সর্ব্বযত্নতঃ॥"

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দেব ও শ্রীগুণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রণেতা।

কলিকাতা।

হুজিপাড়া, ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,

গ্রেট্ ইডিন্ প্রেসে

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ—১২৮৯ সাল।

দ্বিতীয় পর্ব্বের নির্ঘণ্ট পত্র।

রত্নগিরি।

আশা—প্রতীক্ষা।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

—○*○—

জয়করণ,—ময়নাবিবি।

পাঠক মহাশয়! পূর্ব্ববর্ত্তী কএকটী কাণ্ডে আপনি কেবল ক্রমাগতে বিষাদপূর্ণ নিবস ঘটনা পাঠ করিয়া ক্লান্ত হইয়া আসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অধৈর্য্য হইয়াও থাকিবেন। একদিকে বৃদ্ধ শুকলালের অনাহারে মৃত্যু;—নায়িকা মধুমতী—অসহায়িনী মধুমতীর আকস্মিক প্রিয়বিরহ ও যাহার পর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অপর দিকে নায়কের নিরপরাধে কারাবাস, অবশেষে অন্ধকূপে সর্পদংশনে সেই শোচনীয় অবস্থা। এই সকল দর্শন করিয়া আপনার বিরক্তি, অসন্তোষ ও ধৈর্য্যচ্যুতির অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু কি করি, যেরূপ ক্ষেত্রে, যেরূপ বীজ বপণ করা হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই তদনুরূপ ফল ফলিবে, ইহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্ত্তার অনিবার্য্য নিয়ম। অতএব এ বিষয়ে আমাদের আর অপরাধ কি? যাহার ভাগ্যে যাহা থাকে, সময়ে তাহা ফলিবেই ফলিবে; মনুষ্য সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার খণ্ডন করিতে পারে না। যাহা হউক, এই কাণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে কৌতুকজনক নিগূঢ় রহস্য আপনার নয়নগোচর হইবে; তাহা দর্শন করিয়া আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে

পারিবেন; যথাসম্ভব মনের প্রীতিও লাভ হইতে পারিবে। স্থানে স্থানে কৌতুককর্কণা শ্রবণ করিয়া হাস্যের উদয় হওয়ারও সম্ভব; তবে ফলাফল আমাদিগের অদৃষ্টের উপর নির্ভর। এতদূর যে সকল ঘটনা দর্শন করিয়া আসিলেন, তাহা কেবল প্রস্তাবনা মাত্র;—এই কাণ্ডেই আমাদিগের প্রকৃত প্রসঙ্গের প্রকৃত আরম্ভ। এতদিন এই আখ্যায়িকা-ক্ষেত্রে যে যে স্থানে যে যে প্রকার বীজ বপণ করা হইয়াছে, সেই সেই বীজের অঙ্কুর, পল্লব, শাখা, প্রশাখাদি আপনার দর্শন করা হইয়াছে, এক্ষণে ইহার মুকুল দর্শন করুন,—ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক আশা প্রতীক্ষা করুন, সুস্বাদু ফল সমুৎপন্ন হইলে আস্বাদন লইতে পারিবেন। কতদিনে পারিবেন, তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না; ভীমগড়ের বিজন গিরিগহ্বরে সর্পদংশিত হতভাগ্য রঞ্জনলাল হতাদরে অনাথের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইবার অন্ধকার রজনী হইতে আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে;—পাঠক মহাশয়! এই সুদীর্ঘকালে আপনিও নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে অন্ধকারে অবস্থান করিতেছেন; কাহার ভাগ্যে কি হইল, কাহার ভাগ্যে গ্রহদেবতা সুপ্রসন্ন, কাহার ভাগ্যে অপ্রসন্ন, আট বৎসরে তাহার কিছুই আপনি জানিতে পারিলেন না। কতদিনে যে পারিবেন, তাহাও আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, তবে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, আশা প্রতীক্ষা করুন, সময়ে অবশ্যই সুফল ফলিবে, তদাস্বাদনে আপনি অবশ্যই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ এই স্থানেই আমাদিগের প্রকৃত প্রসঙ্গের প্রকৃত আরম্ভ।

বরদা রাজধানীর দেওয়ান মহল্লার অনতিদূরে একটী পান্থনিবাস। বাটীখানি যেমন বৃহৎ তেমনিই চমৎকার। বহির্ভাগ পীতবর্ণে সুরঞ্জিত। অধিকারীর নাম ন্যেকরণজী।

এই পান্থনিবাসে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। এক এক কক্ষে এক এক প্রকার দ্রব্য সুসজ্জিত। বস্ত্র, অলঙ্কার, খাদ্যসামগ্রী এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় বস্তু তথায় সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই নিবাসটীকে বাজার বলিলেও বলা যায়, দোকান বলিলেও বলা যায়, পান্থনিবাস বলিলেও বলা যায়। দেশস্থ প্রধান প্রধান লোকেরা প্রায়ই এই স্থানে গতিবিধি

করেন। দ্রব্যাদি এখানে অতি অসম্ভব উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। বাজারে যে বস্তুর মূল্য একমুদ্রা, এখানে পঞ্চমুদ্রায়ও তাহা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। ধনী লোকেরা গৃহস্বামীর অনুরোধে এই উচ্চমূল্য স্বীকার করিয়াও তাহা ক্রয় করেন। কেন করেন, কে বলিতে পারে? মধ্যবিধ ও সামান্য লোকেরা তথায় অগ্রসর হইতে কোনক্রমেই পারগ হন না। প্রথম শ্রেণীর ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের সেই স্থানটী নিজস্ব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁহারা ইচ্ছামত এই পান্থনিবাসে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন; কিন্তু বিদেশী লোকে অবস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে "শূন্য গৃহ নাই" বলিয়া গৃহস্বামী উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হিন্দু ও মুসলমানের খাদ্যসামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ গৃহে সুরক্ষিত। পেসাদার বিক্রেতা নাই, এক একজন ভদ্রলোক এক এক গৃহে বিশেষ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ার্থ নিযুক্ত আছেন। সমস্ত দ্রব্যেরই এক এক প্রকার মূল্য অবধারিত তাহার ন্যূনাধিক্য লইয়া কাহারও সহিত গণ্ডগোল করিতে হয় না,—সমস্তই সুপ্রণালী মত শৃঙ্খলাবদ্ধ। নিম্নতলের একটী ক্ষুদ্রায়তন গৃহে ভিত্তি সংলগ্ন গণপতি দেবের প্রস্তর নির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি,—বারাণসীর ঢুণ্ঢী গণেশের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি। প্রত্যহই ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে; গৃহস্বামী কুলদেবতা বলিয়া স্বয়ংই ইহাঁর পূজা করেন। পূজার সময় যদি কোন বিদেশীয় লোক উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে গণপতিদেব এক একটী প্রণাম উপহার প্রাপ্ত হন, তদভাবে দুষ্প্রাপ্য; দেশীয় ক্রেতারা তাঁহাকে গ্রাহ্যই করেন না। অপরে প্রণিপাত করিলে, বরং তাঁহাদের অধরপ্রান্তে অবজ্ঞা মিশ্রিত হাস্য রেখা প্রতিভাত হয়।

গৃহস্বামী জয়করণ অতি অমায়িক লোক। কাহারও সহিত তাহার অকৌশল বা অসদ্ভাব নাই, সকলেরই সহিত তাহার সৌহৃদ্য ব্যবহার। কেবল বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর সহিত বাক্যালাপ নাই। অকৌশল আছে কি না, কে বলিতে পারে? স্ত্রীর বাটী স্বতন্ত্র। কর্ত্তা স্বয়ং সে বাটীতে গমনাগমন করেন কি না, ইহা কেহই স্বচক্ষে দর্শন করে নাই। অপরের দ্বারাও তত্ত্বাবধান করা হয় না,—তত্ত্বাবধান দূরে থাকুক, তাহার কোন সামান্য কিঙ্করীরও এখানে

আসিবার আদেশ নাই, প্রবেশ নিষিদ্ধ! কেবল ইহাই নিষিদ্ধ এমন নহে, স্ত্রীলোক মাত্রেরই এই পান্থনিবাসে আসিবার অধিকার নাই। যদি কোন স্ত্রীলোক এখানে কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আগমন করে, তবে তাহাকে পত্নীর বাটী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। এ বাটীতে স্ত্রীলোকের সম্পর্ক মাত্রও নাই, পরিচারিকাও নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রতিবাসী লোকেরা সকলেই কাণাকাণি করে, বলে, ব্যাপার কি? পান্থনিবাস অথচ বিদেশী লোক আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না, অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, স্ত্রীলোকমাত্রেই প্রবেশ করিতে পায় না, ইহার ভাব কি? দেখিয়া শুনিয়া সকলেই অবাক্!

এই বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে অপর একটী মনোহর উদ্যান বাটী।—উচ্চ উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত একখানি অতি বৃহৎ উদ্যান বাটী। তাহার চতুষ্পার্শ্বে নানাপ্রকার বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত। এই বাটীর গবাক্ষ বা অন্যান্য প্রবেশদ্বার কথনই উদ্ঘাটিত হয না;—প্রাচীরের দ্বারও সর্ব্বদা অবরুদ্ধ থাকে। গৃহ পরিষ্কার অথবা সংস্কার করিতে কাহাকেও কখন দেখা যায না। প্রথম প্রথম, কোন কোন বিদেশী এই বাটী ভাড়া লইতে আসিলে, "বাটী সংস্কার হয় নাই, সংস্কারের ব্যয় তোমাকে দিতে হইবে, যাহার উদ্যান, তাহার পরিবারেরা শীঘ্রই আসিয়া বাস করিবে, অধিক ভাড়া পাইলে দিতে পারি, ন্যূনকল্পে দশবৎসরের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইবে, অঙ্গীকার পত্র দিতে হইবে, দুই বৎসরের ভাড়া অগ্রীম চাহি।" এইরূপ নানা আপত্তি, নানা বাহানা করিয়া জয়করণ প্রার্থীদিগকে বিমুখ করিয়া দিতেন। এইরূপে কিছুদিন যায়, তাহার পর লোকে বলাবলি করিত, "ঐ বাগানে ভূত আছে।" কেহ বলিত, "এক রাত্রে আমি বাগানের মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড ত্রিকুটাকার মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি, বনমানুষের ন্যায় লোমবিশিষ্ট একটা দীর্ঘাকার ভূত বাটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছিল, আমি তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।" তাহার কথার পোষকতা করিবার নিমিত্ত কেহ কেহ বলিত, "হাঁ হাঁ আমিও দেখিয়াছি, তাহার মুখে অমানুষিক রবও শ্রবণ করিয়াছি।" কেহ কেহ সভয়ে বলিত, "হাঁ হাঁ আমিও

শুনিয়াছি, গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করে, নাকে কাঁদে, সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করে।” একদিন একস্থানে অনেক লোক একত্র হইয়া এই বাটী সম্বন্ধে গল্প করিতেছিল, ভূতের কথা উত্থাপন করিয়া সকলেই শশঙ্কিত হইতেছিল, এমন সময় দলের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, “ভাই! যথার্থই ভূত আছে। বএকবৎসর হইল, আমি ঐ বাগানের পাশ দিয়া আসিতেছিলাম, রাত্রি উদ্ধসংখ্যা এক প্রহর কি দেড় প্রহর, এমন সময় দেখি, প্রাচীরের উপর এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি! সে আমাকে দেখিয়াই যেন বাতাসের সহিত বিলীন হইয়া গেল।” আর একজন ত্রস্তভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভীতস্বরে কহিল, “ঠিক কথা! আমিও দেখিয়াছি। সেই ভূতটা প্রায়ই প্রাচীরের উপর বসিয়া থাকিত। এক রাত্রে আমি যাইতেছি, এমন সময় সেটা প্রাচীর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আমার সম্মুখ দিয়াই দৌড়!—ভোঁ দৌড়!—সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় রোদন করিতে করিতেই দৌড়!—দেখিয়াই ত আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে পাইলাম না। বোধ হইল যেন ভূগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া সেই মূর্ত্তিটা তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। এই দেখ, সে কথা ব্যক্ত করিতেও আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।”

সত্যই হউক, অথবা মিথ্যাই হউক, ক্রমে ক্রমে এইরূপ অলৌকিক জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচার হওয়াতে কেহই আর ঐ বাটী, ভাড়া লইতে আইসে না। প্রতিবাসীরাও তাহার ত্রিসীমানায় গমন করে না, দিনমানেও সে পথে কেহ একাকী যাতায়াত করিতে সাহস পায় না। বাটীখানি শূন্য হইয়াই পড়িয়া আছে। জয়করণ ইহাতে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট, সে-ই তাহার সবিশেষ উত্তর প্রদান করিতে পারে।

উদ্যানবাটীর অদূরেই আর একখানি ক্ষুদ্র বাটী। বাটীখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অতিশয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এই বাটীতে জয়করণের সহধর্ম্মিণী বাস করিয়া থাকে। পত্নীর নাম ময়নাবিবি,—ময়নাবিবি দেখিতে নিতান্ত কুরূপা নহেন। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, কিন্তু বয়োধিক্য প্রযুক্ত এবং প্রগাঢ়

চিন্তায় মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অবয়ব ক্ষীণ; নিতান্ত কৃশ নয়, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল। গঠন মধ্যম, মুখখানি ঈষৎ দীর্ঘ, ললাট অপ্রশস্ত, ভ্রূযুগল ধনুকের ন্যায়, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, কিন্তু টানা। নেত্র পল্লব গুচ্ছ গুচ্ছ,—দৃষ্টি উজ্জ্বল, তাহাতে যেন চতুরতা বিদ্যমান। গণ্ডদেশ অপুরন্ত,—নাসিকা খগচঞ্চুর ন্যায় বটে, কিন্তু অগ্রভাগ স্থূল, নাসা-রন্ধ্র সুগভীর। ওষ্ঠ পুরু, দন্ত পংক্তি শ্রেণীবদ্ধ, কিছু বড বড়। বণ ছোট, মুখে অল্প অল্প ব্রণের দাগ। মস্তকের কেশ কৃষ্ণবর্ণ, গুচ্ছে গুচ্ছে কুঞ্চিত। কটিদেশ স্থূল, হস্ত পদ কৃশ। মুখে সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম। হস্তে সর্ব্বদাই হরিনামের ঝুলী। লোকে বলে একাহারী, হবিষ্যাশী। বয়স অনুমান ৪০।৪২ বৎসর।

ময়নাবিবির বাটীতেও বাজার আছে। কেবল স্ত্রীলোকেরাই সেই বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করে, পুরুষের সম্পর্কমাত্রও নাই; তাহাদের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ! আশ্চর্য্য এই, জয়করণের বাজারে সমস্ত বস্তুই যেমন উচ্চ মূল্য, ময়নাবিবির দোকানে সেই বস্তুর মূল্য তেমনই সুলভ। বাজারে যাহা একটাকা, এখানে তাহার মূল্য দশআনা মাত্র। এই নিমিত্ত অনেক ধনাঢ্য পরিবারের ভদ্রমহিলারা এই বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আগমন করেন। দেশী, বিলাতী বহুবিধ সৌখিন দ্রব্য ময়নাবিবির সংগ্রহ করা আছে। কিন্তু পুরুষ ক্রেতা উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে বাহির হইতেই বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। বলিয়া দেন, "এখানে হইবে না, স্বামী মহাশয় ক্ষুণ্ণ হইবেন। তিনি আমাকে যতই অনাদর করুন না কেন, তথাপি তিনি আমার স্বামী, পরমগুরু। আমি তাঁহার মনঃক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমরা তাঁহার নিকটেই গমন কর।" সুলভ মূল্যের কথা উত্থাপন করিলে ময়নাবিবি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহে, "তবে স্ত্রীলোক প্রেরণ করিও। আমার এখানে কেবল স্ত্রীলোকেরই অধিকার। স্ত্রীলোক ক্রয় করিতে আসিলে নিবারণ নাই। তাহাতে স্বামীর ব্যবসারও ক্ষতি হইবে না, তিনি ক্ষুণ্ণও হইতে পারিবেন না। কারণ তথাকার সমস্ত ক্রেতাই পুরুষ। আমি পুরুষ ক্রেতা গ্রহণে অভিলাষিণী নহি! আবশ্যক হইলে স্ত্রীলোক প্রেরণ করিও।"

সন্ধ্যাকালেই ময়নাবিবির দোকান বন্ধ হয়। রাত্রিকালে একমুদ্রা

মূল্যের দ্রব্য, সহস্রমুদ্রা স্বীকার করিলেও কেহ প্রাপ্ত হন না। সে বিষয়ে ময়নাবিবির দৃঢ় সংকল্প। সন্ধ্যার পরেই তাহার বাটীর প্রকাশ্যদ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়, কেহই প্রবেশ করিতে পায় না। তবে অন্তপুরের গুপ্তদ্বারে আবৃত বদন ছদ্মবেশী মূর্ত্তি প্রায়ই প্রবেশ করে, কেহ কেহ এইরূপ দেখিয়াছে বলিয়া রটনা করিয়া থাকে। কিন্তু সেটা কতদূর সত্য, তাহা কেবল ময়না-বিবিই বলিতে পারে।

রাজধানীর প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকের অন্তঃপুরেই ময়নাবিবির গতিবিধি আছে। সকলেই তাহাকে স্নেহ মমতা করেন। কেবল স্ত্রীলোকের সহিতই তাহার কথাবার্ত্তা হয়, পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে কেহই কখন তাহাকে দর্শন করে নাই। কোন ভদ্রমহিলা কোন বিষয়ে তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে, গোপনে নির্জ্জনে লইয়া তদ্বিবর ব্যক্ত করা হইয়া থাকে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে, ময়নাবিবি কোনই উত্তর দান করে না। ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নেও তাহার ঐরূপ ব্যবহার। এ অভ্যাসটী এতদূর প্রবল যে, তাহার নিজের গৃহেও কোন লোক কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, এমন কি, কোন একটী সামান্য বস্তুর আবশ্যক জানাইলেও তাহার ঐরূপ ব্যবহার করা আছে,—নির্জ্জন না হইলে কাহাকেও কোন কথার উত্তর দান করে না।

পাঠক মহাশয়! জয়করণের ধর্ম্মপত্নী ময়নাবিবির আকৃতি প্রকৃতি, ব্যবহার ব্যবসায় সমস্তই আপনি আপাততঃ অবগত হইলেন; যদি কিছু নিগূঢ়তত্ত্ব জানিবার অভিলাষ থাকে, যদি তাহাতে আপনারা অতিশয় উৎসুকই হন, তবে আশা প্রতীক্ষা করুন,—এখন এই পর্য্যন্ত।

জয়করণের পণ্যশালা আজ সম্ভব মত নির্জ্জন। দুই একটী বিশ্বস্ত অনুচর ভিন্ন অপর কেহই তথায় উপস্থিত নাই। সন্ধ্যার পরেই প্রবেশ দ্বার অবরুদ্ধ। কেবল সেই কবাটের নিম্ন ভাগের ক্ষুদ্র দ্বারটীমাত্র উন্মুক্ত। রাত্রি অনুমান একপ্রহর। জয়করণ একাকী একটী ক্ষুদ্র কক্ষে উপবিষ্ট, সম্মুখে দীপাধারে সুগন্ধি দীপ প্রজ্জ্বলিত। এমন সময় সেই গৃহমধ্যে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত। ইনি সেই পাথোজী, পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিত পাথোজী।—এখন ইনি আর সে পাথোজী

নহেন;—পূর্ব্বে একবার যে অবস্থার ইহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এখন ইহাঁর আর সে অবস্থা নাই, তাহার সম্পূর্ণই বিপরীত।—লোকের অবস্থানুসারে তাহারা সকলের নিকট হইতে সম্মান, অসম্মান, ঘৃণা, স্নেহ, সমস্থত্রভাব বা প্রভুত্ব ব্যঞ্জকরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।—সমাজের নিয়মই এই।—পাগোজী এক্ষণে অতুল ধনের অধিকারী; ইহাকে এক্ষণে তদুপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিলে সমাজিক নিয়মের বিপরীত কার্য্য করা হয়, এবং তাহাতে পাগোজীও আমাদের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, ইত্যাদি কারণে আমরা অদ্য হইতে ইহাঁর সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেই প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপ আমাদের উপন্যাসিক চরিত্রের মধ্যে যিনি যেরূপ উন্নত বা অবনত অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তদনুসারে তাহাদিগকে তদনুরূপ সম্বোধন করিতে আমাদিগকেও বাধ্য হইতে হইবে।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, দাতাজীর অনুরোধপত্র গ্রহণ করিয়া ইনি মছলীপত্তন নগরে বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিলেন। কিছুদিন তথায় ফরাসী সামরিক বিভাগে সৈন্যদলের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক, পুনরায় জন্মস্থান গুজ্জর রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বিপুল অর্থলাভে ইহাঁর মনে কি সুখ হইয়াছে? এ কথা যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর, অর্থে যদি সুখ থাকে, তবে সে সুখ ইহাঁর লাভ হইয়াছে। কিন্তু সে ধন ভোগ করিবার লোক নাই। সন্তান নাই, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, কেবল একমাত্র দুহিতাই ইহাঁর সংসারের একমাত্র অবলম্বন। সেই দুহিতাটী আবার বয়স্থা।—ষড়বিংশের সীমা অতিক্রম করিয়া সপ্তবিংশতিতে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যাটীকে পাত্রস্থ করিবার নিমিত্ত পাগোজী মহাশয় অতিশয় ব্যতিব্যস্ত। কেন, এতদিন কি বিবাহ হয় নাই? পিতা বলেন হয় নাই। কিন্তু দুষ্ট লোকে কাণাকাণি করে বিধবা! সেই নিমিত্ত স্বজাতীয় ধনবান ক্ষমতাপন্ন ভদ্রলোকে সন্দেহক্রমে বিবাহ করিতে সম্মত হন না। সেই জন্যই তিনি অতিশয় ব্যতিব্যস্ত। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,

পাথোজীর ত ধনের অভাব নাই, তিনি কেন স্বজাতীয় কুলশীল বিশিষ্ট কোন দরিদ্র সন্তানকে কন্যা দান করেন না? জামাতাকে অনায়াসেই ত গৃহে রাখিয়া পালন করিতে পারেন, সেটী না করেন কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, ধনেই ধনতৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, কন্যা জামাতাকে প্রচুর ধন যৌতুক দান করিবেন বটে, কিন্তু সেই ধন দরিদ্রে পাইলে ধনী ততদূর পরিতৃপ্তি লাভ করেন না, কোন ধনবানের হস্তে সেই ধন ন্যস্ত হইলেই তিনি পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—মনের সচ্ছন্দতা লাভ হয়। পাথোজীর তাহাই ঘটিয়াছে; নতুবা কলঙ্ক রটনা সত্ত্বেও কোন্‌কালে কন্যাটীর বিবাহ হইয়া যাইত,—কোন্‌কালেই তিনি বিধিসিদ্ধ দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিতে পাইতেন। ধনবান সুপাত্রের অভাবেই এই দীর্ঘকাল বিলম্ব,—সেই নিমিত্তই তিনি এরূপ ব্যতিব্যস্ত!

পাথোজী গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলে জয়করণ সসম্ভ্রমে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একখানি আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। পাথোজী উপবেশন করিয়া সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপর কেহ কি সেখানে উপস্থিত আছে?"

"আজ্ঞা না, কেহই না। কিন্তু আপনার এত রাত্রি হইল কেন? ঠিক সন্ধ্যার পরেই আসিবার কথা, এত অধিক বিলম্ব হইবার কারণ কি?"

মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে পাথোজী উত্তর করিলেন, "বলদেবজী আসিয়া ছিল, কথা কহিতে কহিতে বিলম্ব হইয়া গেল।"

"সে জন্য বিলম্ব কেন? তিনি ত প্রায়ই এখানে আসিয়া থাকেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেই ত হইত?"

"বলিয়াছিলাম, সে আসিল না; কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট বলিয়া চলিয়া গেল।" এই কথা বলিয়া পাথোজী পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতে লাগিলেন।

"আজ এত হাস্য করিতেছেন কেন? প্রতি কথায় হাস্য করিয়া উত্তর দিতেছেন, ইহার কারণ কি?"

"একটী শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই জন্যই আমাকে এত অধিক প্রফুল্ল দেখিতেছ।"

"কি শুভ সংবাদ মহাশয়? গোপনীয় কি?"

পাথোজী কহিলেন, "না, গোপনীয় নয়, আমার কন্যার বিবাহ, পাত্র স্থির হইয়াছে, আগতপ্রায়। এতদিন পরে দুর্ভাবনা দূর হইল!"

জয়করণ গম্ভীরভাবে কহিল, "শুভ সংবাদ বটে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে আর দুর্ভাবনাটা কি? আপনার তুল্য মহাত্মা ব্যক্তির এই তুচ্ছ বিষয়ে চাঞ্চল্য হইবার কারণ কি?"

"তুমি ত বলিলে তুচ্ছ বিষয়!—কিন্তু এতদিন অন্বেষণ করিয়া কি ফল হইয়াছিল? কোথাও কি একটী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম?"

"মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু সেটা আপনার ভুল। বৃথা পরিশ্রমে সময় নষ্ট করিয়াছিলেন,—মনকে বৃথা বৃথা উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন। আমাকে বলিলে, এতদিনে কবে আমি সুপাত্র যোগাড় করিয়া দিতাম।" এই শেষ কএকটী কথা জয়করণের বদনে মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত উচ্চারিত হইল।

পাথোজী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে, তুমি কিরূপে বরপাত্র স্থির করিয়া দিতে?"

জয়করণ সহাস্য বদনে উত্তর করিল, "কেন? এখানে এত ভদ্রলোকের চরণরেণু পতিত হয়,—এ বাটীতে অনেকেই পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একটীও কি মহাশয়ের কন্যার উপযুক্ত সুপাত্র হইতে পারিত না? কেন, সকলেই ত সম্ভ্রান্ত? ধনে, মানে, কুলে, শীলে, সকলেই ত সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ? বিশেষতঃ সকলের চরিত্রই ত সুনির্ম্মল। ইহার মধ্যে একটীও কি মহাশয়ের মনোনীত হইত না?"

ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক পাথোজী কহিলেন, "হাঁ, নির্ম্মল সকলেই! তাহার আর সন্দেহ কি?"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া জয়করণ কহিল, "আচ্ছা, বিবাহ হইলেই সুধরাইয়া যাইত! কিন্তু মহাশয় আপনি কন্যার নিমিত্ত একরূপ ব্যস্ত হইতেছেন কেন? তাহার বিবাহে এতদূর আগ্রহ কেন?"

"আগ্রহ, ব্যস্ত?" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাথোজী কহিলেন, "আগ্রহ, ব্যস্ত? সেকি? আমার বংশধর কৈ? কে আমার এই অতুল ধনসম্পত্তি উপভোগ করিবে?"

"কেন? নিজে বিবাহ করুন না কেন? বংশধর হইবে, বিষয় আশয় উপভোগ করিবে, নিজেই বিবাহ করুন না কেন?"

"সেই জন্যই ত আসা হইয়াছে!" বিদ্রুপ ছলে পাথোজী কহিলেন, "সেই জন্যই ত আসা হইয়াছে, পাত্রীর অন্বেষণেই ত আসা! এখন চলো, পথ প্রদর্শন কর।" বলিয়া প্রফুল্ল বদনে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

উভয়েই নিম্নতলে উপনীত। পাঠক মহাশয়! ইত্যগ্রে যে ঠাকুর ঘরের পরিচয় পাইয়া ছিলেন, পাথোজী ও জয়করণ সেই গণপতি গৃহে প্রবেশ করিলেন। জয়করণের হস্ত কৌশলে দেখিতে দেখিতে গণপতির প্রকাণ্ড উদর বিদীর্ণ হইয়া গেল। কণ্ঠকুম্ভ হইতে নাভিতল পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া একটী সুপ্রশস্ত দ্বাররূপে পরিণত হইল। পাথোজী একটা প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে সেই গণপতির বিশাল জঠরে প্রবিষ্ট হইলেন, পরক্ষণেই গণদেব পূর্ব্ববৎ অখণ্ড দেবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নিগূঢ় তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ভক্তিভাজন হইয়া রহিলেন।

ষোড়শ কাণ্ড।

রহস্য নিকেতন।

পাঠক মহাশয়! আপনার পাথোজী এই প্রকাণ্ড তুণ্ডী গণেশের বিশাল জঠরানলে দগ্ধ হইলেন, কি জীর্ণ হইয়া গেলেন, অথবা আর কোথায় গমন করিলেন; আসুন একবার তাঁহার অন্বেষণ করিবার চেষ্টা করি।

একটী সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত গৃহে পাথোজী একখানি মখমল মণ্ডিত কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একটী শুভ্র প্রস্তরের গোলাকার মেজ; তদুপরি রজতপাত্র বিহারিণী সুরসুন্দরী সুরাদেবী বিরাজিতা; —আনন্দে ঢলঢলভাবে বিরাজিতা! নিকটে স্বর্ণময় শূন্য পানপাত্র;—কেহ তাহাদিগকে চুম্বন

করিতেছে না বলিয়া বিষাদে যেন পরিশুষ্ক রহিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বে রজতপাত্রে নানাবিধ সুস্বাদু ফলমূল, মাংস পলান্ন প্রভৃতিরা অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাহারা যাহাতে স্থানচ্যুত না হয়, ইহার প্রহরীতা করিবার নিমিত্তই যেন তিনটী শোভাময়ী সুরূপসী রমণী পাথোজী সহ মণ্ডলাকারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। একত্রে পঞ্চ মকারই মূর্ত্তিমান! প্রথমা সুন্দরীর নাম তারাবাই, দ্বিতীয়া তাজবিবি, তৃতীয়া হীরাবাই।

তাজবিবি বলিল, "এত বিলম্ব? আমরা উপবাস করিতেছি, ইহারা রোদন করিতেছে।" বলিয়া খাদ্য দ্রব্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

পাথোজী হাস্য করিয়া কহিলেন, "উপবাসিনীরা পারণ করেন নাই কেন? কে তাহাদের নিবারণ করিয়াছিল?"

তারাবাই উত্তর করিল, "বিলক্ষণ! যজ্ঞেশ্বর না হইলে কি যজ্ঞ আরম্ভ হয়?"

হীরা কহিল, "দেখিতেছি তুমি ত ভারি পণ্ডিত! ইনি বুঝি যজ্ঞেশ্বর? ও আমার কপাল! আমরাই ত যজ্ঞেশ্বরী!"

"সত্যই ত,—তুমি ভাই ঠিক বলিয়াছ। তিন তিন যজ্ঞেশ্বরী উপস্থিত থাকিতে আর যজ্ঞেশ্বরের গৌরব কি? এখন এস ত ভাই!" হাস্য করিতে করিতে পাথোজী এই কটী কথা বলিয়া চারিটী কাঞ্চনপাত্রে সুধা-সিঞ্চন করিলেন। সুবর্ণ পাত্রের সুবর্ণ হৃদয় যেন প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল; এতক্ষণ ইহারা যে বিষাদে বিষাদিত ছিল, সে বিষাদ দূর হইল; সকলেই এককালে তাহাদের ওষ্ঠদেশ পরিচুম্বন করিলেন। ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রজালের ন্যায় সুধাধার, ফলাধার, মূলাধার প্রভৃতি শূন্য হইয়া আসিল; অবিরাম স্রোতে হাস্য কৌতুকের তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল।

এই অবসরে অপর একব্যক্তি সেই গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত। ইনিও পাঠক মহাশয়ের সুপরিচিত; ইনি সেই সহকারী শান্তিরক্ষক, মহারাজ বিষণচাঁদ মুকিম বাহাদুর। প্রবেশকারী পাথোজীকে দেখিবামাত্র বিরক্ত ভাবে শিহরিয়া উঠিলেন,—বিরক্তির সহিত শঙ্কার উদয় হইল। ভাব গোপন করিয়া প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, "আপনি এখানে? তাহা আমি জানি-

তাম না। পান্থনিবাসে জনকবণ নাই, একজন কিঙ্কর আমাকে এই পথ দেখাইয়া দিল। সেই নিমিত্তই আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ!"

সহাস্যবদনে পাথোজী কহিলেন, "আর শিষ্টাচারের আবশ্যক নাই,—বসুন, আমোদ প্রমোদ করা যাউক। পরস্পর সকলেই ত পরস্পরের গুণাগুণ পরিজ্ঞাত আছি; তবে আর আড়ম্বরের প্রয়োজনটা কি? লৌকীকতা কেন? বসিয়া যাও, ধর!" এই কথা বলিয়া বিষণচাঁদের হস্তে একপাত্র কাদম্বরী প্রদান করিলেন।

অবনতশিরে যজ্ঞেশ্বরীগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিষণচাঁদ সুবিচারে সুধা পাত্রের উপযুক্ত মান রক্ষা করিয়া কহিলেন, "তবে আপনি আমোদ প্রমো করুন, আমি বিদায় হই!"

যজ্ঞেশ্বরীরা করতালি প্রদানপূর্ব্বক হাস্য করিয়া উঠিল। হীরাবাই কহিল "ইস্! হাকিম সাহেব যে বিদায় হন! কাহার কপাল ফিরিল,—কাহার মন রক্ষা করিতে যাইতেছ,—আমরা বুঝি কেহ নই?—আসন লও না, যাইবেই এখন।"

ঈষৎহাস্য করিয়া আপোজী কহিলেন, "সত্যই ত!—আর আর দিন সমস্ত রাত্রই অতিবাহিত হইয়া যায়, আজ আপনার এ ভাব কেন? বসুন আমি এখনই চলিয়া যাইব, তখন ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে কে?—কে ইহাদের অভিভাবক হইবে?—বসুন!"

বিষণচাঁদ উপবেশন করিলেন। পান পাত্রেরা দুই তিনবার পরম সমাদরে একেএকে সকলের যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া আসিল।

বিষণজীকে সম্বোধন করিয়া পাথোজী কহিলেন, "মহাশয়! আপনাকে একটী শুভ সংবাদ প্রদান করি। চাঁদবিবির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। অতি শীঘ্রই বিবাহ হইবে।"

এই সংবাদে বিষণচাঁদের প্রফুল্লবদন অকস্মাৎ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। মাদকা ঘোরে নয়নজ্যোতি কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হওয়াতে পাথোজী সে ভাবটী দেখিতে পাইলেন না। বিষণচাদ কষ্টে মনোভাব গোপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "স্থির হইয়াছে? বেস, বেস, শুনিয়া বড় সুখী হইলাম

কোথায় স্থির হইল? পাত্রটী কেমন? যোত্রাপন্ন বটে ত? দেখিতে সুশ্রী ত? কবে বিবাহ হইবে? আমি তাহার নিমিত্ত বড়ই দুঃখিত! আহা! এতদিনের পর বিধাতা সদয় হইলেন! ভাল ভাল কবে বিবাহ হইবে?"

ঝটিকাবেগে সহানুভূতি সহকারে এতগুলি প্রশ্ন করিয়া মহারাজ বাহাদুর এক নিঃশ্বাসে একপাত্র মহানন্দা নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলেন। কাদম্বরী নিরস্ত হইলে, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে বিবাহ?"

সহাস্যমুখে পাথোজী কহিলেন, "এককালে এত প্রশ্নের উত্তর দান কিরূপে করিব? কবে বিবাহ হইবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার উত্তর, শীঘ্রই হইবে। পাত্রটীও বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন. কর্ণাটরাজ্যে নিবাস, কুলশীল সর্বাংশেই উত্তম।"

মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া রাজা বাহাদুর কহিলেন, "যত শীঘ্র হয় ততই উত্তম। বিবাহ রজনীতে আমরা একত্রে আমোদ আহ্লাদ করিয়া সুখী হইব। তবে এখন আপনি বসুন, আমোদ প্রমোদ করুন, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি বিদায় হই।" বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

প্রমত্তভাবে পাথোজী কহিলেন, "না না, আমি থাকিব না, সুপাত্র প্রাপ্তে মন কিছু প্রফুল্ল হইয়াছিল, সেই নিমিত্তই একবার বেড়াইতে আসিয়াছিলাম;—আমি এখনই চলিয়া যাইব। আপনি ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করুন। দেখিবেন, ইহারা যেন অনাথা না হয়।"

যক্ষেশ্বরীরা করতালি প্রদানপূর্ব্বক সুমধুরস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। কাকলি কণ্ঠের স্বরে প্রতিশব্দিত হইয়া, গৃহটী যেন অতুল প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

বিষণজী সহাস্য আননে পুনর্ব্বার আসন পরিগ্রহ করিলেন।

কোন কথা স্মরণ হওয়াতে মহারাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক পাথোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আজ কাল আপনার এরূপ অবকাশ কিরূপে হয়?—এত ঘন ঘন এখানে আসিতে পারেন, এরূপ অবসর কিরূপে প্রাপ্ত হন? আমীর দেলওয়ার খাঁ ত নিজে কিছুই দর্শন করেন আপনার উপরেই ত সমস্ত ভার, তবে অবসর কিরূপে প্রাপ্ত হন?"

"বড় সুবিধা হইয়াছে" বিষণচাঁদ কহিলেন, "বড়ই সুবিধা হইয়াছে, একজন সহকারী প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল কার্য্য সেই ব্যক্তিই করিয়া থাকে, আমাকে আর দেখিতে শুনিতে হয় না। লোকটা বড়ই বিশ্বাসী, তবে জাতিতে মুসলমান, মোগল, বড়ই পরিশ্রমী, সমস্ত কার্য্যই সে ব্যক্তি পর্য্যাবেক্ষণ করে, আমি কেবল স্বাক্ষর করি মাত্র।"

"মুসলমান?" পাথোজী ঘৃণার স্বরে কহিলেন, "মুসলমান? মুসলমান রাখিলেন কেন? হিন্দুদের প্রতি তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ,—সূত্র প্রাপ্ত হইলেই অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। আমি বন্ধুভাবেই কহিতেছি, মুসলমান রাখিয়া ভাল করেন নাই।"

গম্ভীরবদনে বিষণচাঁদ কহিলেন, "এ ব্যক্তি সেরূপ মুসলমান নয়,—স্বভাব অতি চমৎকার। মদ্যমাংস স্পর্শও করে না, হিন্দুর প্রতি তাহার বিশেষ ভক্তি, বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। আচার ব্যবহারও হিন্দুর ন্যায় পবিত্র; আর অতিশয় নম্র প্রকৃতি, অতিশয় প্রভুভক্ত।"

"তবে ভাল, আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি পাতিনেড়ে। তবে আপনি বসুন, আমোদ প্রমোদ করুন, আমি বিদায় হই।" এই কথা বলিয়া আর এক কাঞ্চনপাত্র পরিচুম্বনপূর্ব্বক পাথোজী আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; হাস্যমুখে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্খলিত পদে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

পাথোজী গমন করিলে পর, মহারাজ বিষণচাঁদ তথায় আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন না। রমণীগণের নিকট শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক মত্ত ভাবে তথা হইতে বহির্গত হইলেন,—প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তস্থিত অপর একটী গৃহমধ্যে দ্রুতপদে সাহ্লাদে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রেই তাঁহার কঠিন কর্কশ কলেবর একটী আশা পিপাসিনী রাগিনীর সুকোমল বাহুলতাপাশে পরিবেষ্টিত হইল। সেই গৃহরঙ্গ ভূমির উৎকণ্ঠিতা নায়িকা সানুরাগে সহাস্য বদনে বাহুপাশবদ্ধ ভুজঙ্গরাজের বদনমণ্ডল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সেই কামিনী কৃষ্ণবর্ণা, গঠন মধ্যবিধ, দোহারা, ললাট অপ্রশস্ত, চোখের ভ্রূযুগল পরস্পর সংযুক্ত এবং সংকীর্ণ রেখায় ধনুকাকারে বক্র থাকাতে আরও

সুন্দররূপেই পরিদৃশ্যমান হয়। চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত, আয়তনে সুপ্রশস্ত কোটর প্রবিষ্ট না হইয়া ভাসা ভাসা থাকাতে দৃশ্যে অতি শোভাময় হইয়াছে। নেত্রতারকা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রপক্ষ্ম নিবিড়, দৃষ্টি উজ্জ্বল, তাহাতে চতুরতা পরিপূর্ণ, অপাঙ্গ দর্শন; বোধ হয় যেন নেত্রপল্লব নৃত্য করিতেছে। দন্তপংক্তি শ্রেণীবদ্ধ। নাসিকা বাঁশীর ন্যায় সরল, গণ্ডদেশ পুরন্ত, হস্তপদ সুগোল, কটিদেশ ক্ষীণ। মস্তকের কেশ কুঞ্চিত, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও নিবিড়; এবং তাহা উন্মুক্ত হইলে নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া থাকে। কর্ণদ্বয় ক্ষুদ্র, হস্তাঙ্গুলী চম্পককলি সদৃশ। ওষ্ঠাধর স্থূলও নয়, সূক্ষ্মও নয়, বিধ। চিবুক চাপা, বয়স অনুমান সপ্তবিংশতি বর্ষ। নাম ইন্দুবালা, সাধারণে চাঁদবিবি বলিয়া পরিচিত।

এ কামিনী কে, পাঠক মহাশয় তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন,— ইতিপূর্ব্বে পাথোজী মহাশয় যে চাঁদবিবির বিবাহের কথা বিষণচাঁদকে কহিয়া ছিলেন, ইনিই সেই চাঁদবিবি, পাথোজীর একমাত্র দুহিতা, শ্রীমতী ইন্দুবালা।

ইন্দুবালা ব্যগ্রভাবে কহিল, "এত রাত্রি? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমার নিমিত্ত সেই পর্য্যন্ত আশা প্রতীক্ষা করিতেছি, একটু শীঘ্র আসিতে হয়?"

আগ্রহে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "আমি কি ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করিতে পারি? কিন্তু কি করি কর্ম্মের গতিকে হইয়া পড়িল। ভাল, কি জন্য ডাকিয়াছ? তোমার পত্রপাঠে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছি, কি বিশেষ প্রয়োজন?"

বিমর্ষভাবে ইন্দুবালা কহিল, "বড়ই বিপদ,—মন বড়ই উচাটন হইয়াছে,—বড়ই বিভ্রাট!"

"কি বিপদ, প্রকাশ কর, এখনই তাহার বিহিত বিধান করিয়া দিতেছি, প্রকাশ কর।"

ইন্দুবালা সেইভাবে কহিল, "বিবাহ! পাত্র মনোনীত করা হইয়াছে; শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।"

মহারাজ বাহাদুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "ওঃ! এই কথা?—তা ইহা

আর বিপদ কি? বিপদটাই বা কি? বর আসিবে, বিবাহ হইবে, ইহা ত আহ্লাদেরই কথা! ইহাতে আর বিপদ কি?"

বিরক্তি স্বরে ইন্দুবালা কহিল, "তামাসা রাখ, সবিশেষ শোন, এখনই তাহার একটী উপায় স্থির কর।"

প্রশান্তভাবে মহারাজ বাহাদুর কহিলেন, "উপায় স্থির? তাহা পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছে। চিন্তা করিও না, পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছি।"

সোৎসুকে ইন্দুবালা কহিল, "পূর্ব্ব হইতে স্থির?—এ সংবাদ তুমি কাহার মুখে শ্রবণ করিলে, কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে, কে তোমাকে এ সংবাদ প্রদান করিল?"

"কেন, কর্ত্তার মুখেই শ্রবণ করিয়াছি, তিনিই আমাকে এইমাত্র বলিয়া গিয়াছেন।"

ইন্দুবালা শিহরিয়া উঠিল। সভয়ে কহিল, 'আঁা এখানে? কোথায়? আঁা? তবে কি হইবে? এ গৃহে আসিবেন না ত?'

ঈষৎহাস্য করিয়া বিষণচাঁদ কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, তিনি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া ইন্দুবালার হস্ত ধারণপূর্ব্বক একখানি পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশন করাইলেন।

ইন্দুবালা কহিল, 'আঃ। রক্ষা পাই। প্রতিপদেই বিপদ, চতুর্দ্দিকেই বিপদ। তা সে বিষয়ের কি হইবে? কি উপায় স্থির করিয়াছ?"

"বিবাহ হইবে, সংসার ধর্ম্ম করিবে, সন্তান সন্ততির সহিত সুখেই কাল যাপন করিতে পারিবে, তা ইহাতে আর চিন্তার বিষয়টা কি? ইহাতে আর বিপদই বা কি?" বিদ্রুপভাবে এই কটা কথা বলিয়া বিষণচাঁদ ইন্দুবালার দক্ষিণপার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

"চুপ কর, তামাসা রাখ, কাজের কথা বল।"

বিষণচাঁদ সেই ভাবে কহিলেন, "কাজের কথাই ত বলিতেছি, তামাসা করিব কেন, কাজের কথাই ত বলিতেছি, বলি, বিবাহ হইবে ইহাতে আর দোষ কি?"

বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া ইন্দুবালা কহিল. "আঃ। আবার

তামাসা?—জ্বালাতন কর কেন? কতবার বিবাহ হইবে?—বিবাহ ত হইয়া গিয়াছে, আবার কি? তামাসা কর কেন?"

"না তামাসা করিব কেন? যথার্থই ত একবার হইয়াছিল,—বাল্যকালে যথার্থই ত তোমার বিবাহ হইয়াছিল। তা সে বহুদিবসের কথা, সে স্বামীও তোমার এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, সে বিষয়ের সমস্তই ত চুকিয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছি যে, তোমার পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার দোষ কি? একবার হইয়াছে, আবার কি হইতে নাই? সে কি?"

সশঙ্কিতভাবে ইন্দুবালা কহিল, "চুপ কর, চুপ কর, মৃদুস্বরে কথা কও! ও কথা আর মুখেও আনিও না, গৃহভিত্তিরও কর্ণ আছে, কেহ শুনিলে প্রমাদ ঘটিবে। সকলেই আমাকে অবিবাহিতা বলিয়া জানে, এ কথা প্রকাশ হইলে লজ্জা রাখিবার আর স্থান থাকিবে না, চুপ কর! আমি সে বিবাহের উল্লেখ করিতেছি না, তোমার সহিতই ত আমার বিবাহ হইয়াছে, আমি সেই কথাই বলিতেছি। তুমিই আমার প্রকৃত—"

বাধা দিয়া সহাস্যআননে বিষণচাঁদ কহিলেন, "তাহা ত হইয়াছে বটে, কিন্তু—"

বিষণজীর কথা অবসান হইবার পূর্ব্বেই ইন্দুবালা বলিয়া উঠিল, "বলাবলি আবার কি? সত্যই ত হইয়াছে।—ঠাকুর পুরোহিত সাক্ষী বলিয়া না হউক, গন্ধর্ব্ব মতে ত হইয়াছে বটে! মনের বিবাহই ত বিবাহ। মনে মনে তোমাকেই ত আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি। সে বিবাহের ফলও ত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে রহিল না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে কিঞ্চিৎ করুণস্বরে পুনরায় বলিতে লাগিল, "হায়! কি সুন্দর, কি দিব্য গঠনই না তাহার হইয়াছিল? যেন সাক্ষাৎ দেবকুমার! ভ্রূর মধ্যস্থলে একটী জড়ুলের চিহ্ন থাকাতে তাহার সেই ঢলঢল মুখখানি যেন পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় আরও অধিক সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল। হায়! আমি অভাগিনী! আমার সে সুখ কোথায়? কপাল দোষে বিধাতাই আমার প্রতি বাম হইলেন। অমূল্যধন দান করিয়া তৎক্ষণাৎই তিনি আমাকে সে সুখ হইতে একেবারেই বঞ্চিত করিয়া দিলেন; পরক্ষণেই

আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।—আর দেখিবারই বা সময় কৈ? যন্ত্রণায় তৎক্ষণাৎই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলাম। তুমি তাহাকে কি করিলে, কোথায় লইয়া গেলে, বলিলে মরিয়া গিয়াছে;—আমি তাহা—"

"কেন মনে নাই? সে রাত্রে আমার কি বিপদ, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই?"

"স্মরণ থাকিবে না কেন? বিলক্ষণ স্মরণ আছে। সেই রাত্রে হত্যার উদ্দেশে কে তোমাকে ছুরী মারে, তাহা আর আমার স্মরণ নাই? আমি তাহা বলিতেছি না, বলি, দেহটী কোথায় গেল, কি হইল, সৎকারের জন্য লইয়া গেলে, তাহার কি হইল, সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

"তাহা কিরূপে বলিব? আহত অবস্থায় উদ্যানে পড়িয়া ছিলাম, তাহার পর কি হইল, কিছুই বলিতে পারি না। কতক্ষণ অচেতন অবস্থায় অতিবাহিত হইল, তাহাও আমার স্মরণ নাই। চেতন প্রাপ্ত হইলে, সম্ভব মত বল পাইলে উদ্যানের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই সন্ধান হইল না, সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল।"

চিন্তিতভাবে ইন্দুবালা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে গেল কোথায়? কে তাহা লইয়া গেল? মৃতদেহে কাহার প্রয়োজন?"

কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে শান্তিরক্ষক মহাশয় কহিলেন, "কাহার প্রয়োজন, কিরূপে বলিব? তবে অনুমানে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, সেই গুপ্তহন্তাই লইয়া গিয়া থাকিবে! —পেটিকামধ্যে বদ্ধ থাকাতে ধন বলিয়াই লইয়া গিয়া থাকিবে। অনুমানে ইহাই ত আইসে,—ইহাই ত সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।"

যুবতী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, হত্যা করিতে আসিয়াছিল কেন? কে সে? তুমি তাহার কি করিয়াছিলে?"

"সে অনেক কথার কথা!" ঔদাস্যভাবে মহারাজ কহিলেন, "সে অনেক কথার কথা, সে কথায় এখন প্রয়োজন কি? বিবাহের কথা যাহা বলিতেছিলে, তাহার কি হইল? সে বিষয়ে তোমার যাহা যাহা বক্তব্য তাহাই বল, গত বিষয়ের আন্দোলনে ফল কি?"

"সত্যই ত।—কথায় কথায় আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ভাল, এ বিবাহ নিবারণের উপায় কি? উপস্থিত বিপদ হইতে কিরূপে রক্ষা পাই?"

"কোন চিন্তা নাই। সে বিষয়ের কিছুই ভাবনা করিও না, নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, আমোদআহ্লাদ কর।"

"সেকি, চিন্তা নাই কি? আট দশদিনের মধ্যেই পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইবে, চিন্তা নাই কি?"

হাস্য করিতে করিতে আশ্বাসবচনে মুকিম বাহাদুর কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই; পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, কোন বিষয়েই চিন্তা করিও না। আমি কি গুর্জ্জর প্রদেশের শান্তিরক্ষক নহি, এখানে কি আমার কিছুই ক্ষমতা নাই? এখনও আট দশদিন বিলম্ব, এই সময় মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতে পারে! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, বৃথা শঙ্কা হৃদয় হইতে একেবারে দূরীভূত করিয়া দাও, এখন গাত্রোত্থান কর, আহারাদি করা যাউক; মিথ্যা ভাবনা অন্তর হইতে অন্তর করিয়া দাও।—চল, আহার করি চল।"

ইন্দুবালার হস্তধারণপূর্ব্বক মহারাজ কিরণচাঁদ মুকিম বাহাদুর সে গৃহ হইতে অপর একটী পার্শ্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

সার্দ্ধ এক ঘটিকা অতীত।—মননাবিবির অন্তঃপুরের গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একজন মুখাবৃত ছদ্মবেশী সে স্থান হইতে বহির্গত হইল, বাহিরে আসিয়াই নিকটবর্ত্তী একটী সঙ্কীর্ণ নির্জ্জন বর্ত্মে দ্রুতপদে প্রবেশ করিল।

সপ্তদশ কাণ্ড।

গুপ্ত পরামর্শ,—আশ্চর্য্য মৃত্যু।

এক পক্ষ অতীত।—রহস্য নিকেতনে পাথোজীর সহিত সাক্ষাতের পর এক পক্ষ অতীত। বিষণচাঁদ একাকী আপন শয়নকক্ষে পাদচারণ করিতেছেন। রাত্রি প্রায় একপ্রহর। পাদচারণ করিতে করিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহার বদনমণ্ডল কখন গম্ভীর, কখন বিষণ্ণ, কখন বা তাহাতে অল্প অল্প হাস্যের উদয় হইয়া প্রসন্নভাব ধারণ করিতেছে। চিন্তা করিতে করিতে সহসা আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "এখন সিদ্ধ হইলে হয়। যেরূপ বীজ বপন করিয়াছি তাহাতে ত অবশ্যই সুফল ফলিবার কথা। কিন্তু যদি কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে তাহার উপায় কি? সংবাদ এখনই ত প্রাপ্ত হইতে পারিব। কথায় বলে বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি; যখন এত অধিক বিলম্ব হইতেছে, তখন অবশ্যই সুবিধা ঘটে। শুভ সংবাদ এখনই বিজ্ঞাপন করিবে সন্দেহ নাই।" এই সকল কথা বলিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ পুনর্ব্বার চিন্তামগ্ন হইলেন। এমন সময় একজন ভৃত্য সেই গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিষণচাঁদ তীক্ষ্ণ নয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি? বিনা আহ্বানে এখানে আসিবার প্রয়োজন কি?"

ভৃত্য বিনীতভাবে সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, 'ধর্ম্মাবতার! আহারের সময় হইয়াছে। অনুমতি করেন ত—"

বাধা দিয়া বিষণচাঁদ কহিলেন, "না, অদ্য আহার করিব না।" ভৃত্য যাইতে উদ্যত হইলে পুনর্ব্বার কহিলেন, "ওরে! ওসমান আলি কি আসিয়াছে? যদি আসিয়া থাকে, তবে সাক্ষাৎ করিতে বল্।"

ভৃত্য সেই ভাবে কহিল, "আজ্ঞা না, এখনও আসেন নাই।"

"তবে এক কর্ম্ম কর, তাহাকে ডাকিয়া আন্, সঙ্গে করিয়াই লইয়া আয়।

ভৃত্য বিদায় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুসলমান-বেশধারী এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত।

আগন্তুকের গঠন মধ্যবিধ, বর্ণ গৌর, দিব্য সুশ্রী। গাত্রের মাংস লোল নহে, নিটোল ও দৃঢ়। বক্ষস্থল বিশাল, মস্তকের কেশ শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণে সংমিশ্রিত। বদনমণ্ডলে বিপর্য্যয় শ্মশ্রু,—বক্ষস্থল পর্য্যন্ত বিলম্বিত। কেশ ও শ্মশ্রু দর্শনে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশতেরও অধিক বলিয়া অনুমান হয়।

মহারাজ বিষণচাঁদ বহস্য নিকেতনে পাথোজীর নিকট যে সহকারীর কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, ইনিই সেই সহকারী, ওস্মান আলি নামে, এবং জাতিতে মোগল বলিয়া ইনি সকলের নিকট সুপরিচিত।

ভৃত্যকে বিদায় দিয়া বিষণচাঁদ ওসমান আলিকে মৃদুস্বরে কহিলেন, দেখ, অদ্য রজনীতে একব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। বিশেষ প্রয়োজন, কোন গোপনীয় সংবাদ, সুতরাং গুপ্তদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। তুমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকিও। আসিবামাত্রই তাহাকে গোপন ভাবে আনয়ন করিও। তুমি অতি বিশ্বাসী, সেই নিমিত্ত এই গুরু ভার তোমার উপরেই সমর্পণ করিলাম। প্রকাশ হইবার আশঙ্কায় প্রায় সমস্ত অনুচরবর্গকেই অদ্য বিদায় করিয়া দিয়াছি। দেখিও, সাবধান! ইহা যেন তৃণাগ্রেও প্রকাশ না হয়।"

বিনীতভাবে প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ওসমান আলি তথা হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। বিষণচাঁদ পূর্ব্ববৎ উত্তেজিতভাবে গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। এক একবার শয্যার উপর উপবেশন করেন, আবার তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরিক্রমণ করিতে থাকেন। এইরূপে একঘণ্টা অতীত হইল। ওসমান সাহেব অগ্রবর্ত্তী হইয়া একজন আগন্তুককে বিষণচাঁদের নিকট আনয়ন করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে স্বয়ং সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পার্শ্বস্থিত অপর একটী গৃহে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

আগন্তুক, মুসলমান। দীর্ঘ শ্মশ্রু, দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ,—বয়স অনুমান ... বৎসর, নাম ভুদ্দলাল।

বিষণচাঁদ গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কি করিলে? কর্ম্মসিদ্ধ হইয়াছে ত?"

ভুদ্দু উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ, সমস্তই ঠিক!"

ব্যগ্রভাবে বিষণচাঁদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপনভাবেই করিয়াছ? প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই? কার্য্যসিদ্ধ হইবে ত?"

"আজ্ঞা কোন বিষয়েরই শঙ্কা নাই! সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হইয়াছে; সে নিমিত্ত চিন্তা করিবেন না। তবে কিঞ্চিৎ ব্যয়বাহুল্য হইয়াছে মাত্র।"

তাচ্ছিল্যভাবে বিষণচাঁদ কহিলেন, "সে জন্য চিন্তা নাই!—তুমি দেখিয়া আসিয়াছ? স্বহস্তেই—"

"আজ্ঞা না, স্বহস্তে হয় নাই, সুবিধা হইল না; এ কারণ একজন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে হইয়াছে। চমকিত হইবেন না;—সে ব্যক্তি আমার অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাসী!—আর এ সকল কর্ম্মে অতিশয় সুনিপুণ!—আপনি কল্য প্রাতেই সমাচার পাইবেন,—সমস্ত নিরাপদ,—সকল দিকই পরিষ্কার!"

উভয়ে অতি মৃদুস্বরে আরও অনেকগুলি কথাবার্ত্তা হইল। তৎপরে প্রফুল্লবদনে ভুদ্দুলালের হস্তে এক থলীয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক সহকারীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "এই ব্যক্তিকে সেইরূপ গোপনে বিদায় করিয়া দাও। আর অদ্য রজনীর নিমিত্ত তুমিও বিদায় হইতে পার।"

ওসমান সাহেব অগ্রসর হইলে, ভুদ্দুলাল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

বিষণচাঁদ শয়ন করিলেন। গত কএক রাত্রি অপেক্ষা এ রজনীতে তাঁহার সুখে ও সচ্ছন্দরূপে নিদ্রা হইল। ভুদ্দুলালকে বিদায় করিয়া ওসমান আলি সে রাত্রের মত তথা হইতে চলিয়া আসিলেন; ভৃত্য গুপ্তদ্বার রুদ্ধ করিল।

ওসমান আলি বিষণচাঁদের বাটীতে অবস্থান করেন না। তাঁহার বাটী স্বতন্ত্র! দিবাভাগেও প্রভু-সদনে আসিবার আবশ্যক হয় না।—কার্য্য উপস্থিত হইলে রাত্রিকালেই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। যামিনীর

পুলিস, কার্য্যও অল্প, বিশেষ আবশ্যক হইলে বিষণজী সংবাদ প্রেরণ করেন, নতুবা ওসমান আলির গৃহেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

রাজা বিষণচাঁদের সুনিদ্রা হইল, কিন্তু সে রাত্রে ওসমান আলির নিদ্রা হইল না। তিনি আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতি রজনীতেই চিন্তা তাঁহার সহচরী থাকে, কিন্তু এ রজনীতে তিনি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, জটিল অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "একি? ইহার তাৎপর্য্য ত কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইল না। আর আর সমস্তই করিতে পারিয়াছি, সত্বর আমার আন্তরিক বাসনা যে ফলবতী হইবে, তাহারও সম্ভাবনা হইয়াছে। তবে প্রবল ব্যক্তিকে, সিংহের ন্যায় প্রতাপশালী, এবং সর্পের ন্যায় খলবুদ্ধিধারী ভয়ঙ্কর ক্রূর প্রবল ব্যক্তিদিগকে কবলে আনয়ন করিতে হইলে, অনেক তন্ত্রমন্ত্র, অনেক ঔষধপত্র, অনেক কলাকৌশলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি বুদ্ধিকৌশলে তাহারও সুবিধা করিয়া আনিয়াছি। আমার কৌশল বা ওষধ বৃথা নিযুক্ত হয় নাই। সকলেরেই ইহাতে বিজড়িত হইতে হইবে, তবে সময় সাপেক্ষ। কিন্তু একি? এ আবার কি? দেখিতেছি এ একটা নূতন ষড়যন্ত্র। কোনরূপ ভয়াবহ নিগূঢ় জটিল রহস্য। অদ্য রাত্রে ইহার মর্ম্ম ভেদ করিতে অক্ষম হইলাম বটে, কিন্তু সময়ে যে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। হায়! এই সকল নররাক্ষসের কঠোর কবল হইতে পবিত্রা দেবী কতদিনে যে পরিত্রাণ পাইবেন, জননী বসুন্ধরা আর কতকাল এই দুর্ব্বিসহ পাপভার বহন করিবেন, কেবল একমাত্র জগদীশ্বরই তাহা বলিতে পারেন। কতদিনে—" তাঁহার চিন্তাস্রোতে সহসা ব্যাঘাত পড়িল। একটী ভদ্রলোক গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—ইঁহার নাম পবনলজী।

সচকিতে ওসমান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? এত রাত্রে যে?"

সবিনয়ে পবনলজী উত্তর করিলেন, "প্রভু! অনুজ্ঞাত বিষয়টী অধীন সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে। ভৃত্য প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম, আপনি এখনও শয়নকক্ষে গমন করেন নাই, তন্নিমিত্তই এ অধীন প্রবেশ করিতে

সাহসী হইয়াছে। যদি ইহাতে অপরাধ

শেষ কএকটী কথায় কর্ণপাত না করিয়া ওস্মান আলি পরমলজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, কতদূর সফল হইলে? সমস্তই পাইয়াছ ত? সর্ব্বসমেত কত টাকা?"

"আজ্ঞা, বাণিজ্য তরী ও মালামাল ছাড়া, দ্বাবিংশতি লক্ষ মুদ্রারও অধিক হইবে।"

"উত্তম। সমস্তই ত প্রাপ্ত হইয়াছ?"

"আজ্ঞা প্রায় সমস্তই।"

"প্রায় কিরূপ?"

"আজ্ঞা অতি যৎসামান্যই অবশিষ্ট আছে।" এই কথা বলিয়া পরমলজী বস্ত্রমধ্য হইতে কতকগুলি দলীলপত্র বাহির করিয়া ওস্মান আলির প্রসারিত হস্তে সমর্পণ করিলেন।

একে একে সেইগুলি দর্শন করিবার পর, ওস্মান আলির অধর প্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখার প্রতিভাত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যৎসামান্য অবশিষ্ট? কি, সেই যৎসামান্য? উত্তমর্ণের নাম কি? তাহার কতটাকা প্রাপ্য? ঋণ পত্রখানি কত টাকার?"

"আজ্ঞা উত্তমর্ণের নাম মুরারজী।—পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রামাত্র তাঁহার প্রাপ্য।"

তাচ্ছল্যভাবে ওস্মান আলি কহিলেন, "পঞ্চবিংশতি সহস্রমাত্র? তবে প্রাপ্ত হইলে না কেন? সে ব্যক্তি কি হস্তান্তর করিতে অনিচ্ছুক?"

"আজ্ঞা না, অনিচ্ছুক নহেন। হস্তান্তর করিতে স্বীকৃত আছেন।"

"তবে সংগ্রহ করিলে না কেন?"

"পরমলজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা তিনি বলিলেন, 'সেখানি আপাতত পাইবার উপায় নাই। যাহার জিম্বায় আছে, সেব্যক্তি দূরদেশে গমন করিয়াছে, প্রত্যাগমন করিলেই সংবাদ প্রেরণ করিব।' সেই নিমিত্তই সংগ্রহ করিতে অপারগ।"

"উত্তম! বাণিজ্য তরীর বিষয় কি হইল?"

"আজ্ঞা তাহা প্রস্তুত আছে,—ক্রয় করিয়া রাখিয়াছি।"

"চারিখানিই ?

"আজ্ঞা, হাঁ চারিখানিই।"

"আর বাণিজ্য দ্রব্য ?"

"আজ্ঞা, তাহাও ক্রয় করা হইয়াছে।"

"উত্তম! তবে আমাকে কল্যই যাত্রা করিতে হইতেছে। বোধ হয় একপক্ষের ন্যূনে এ কার্য্য সমাধা হইবে না। নিদানপক্ষে একপক্ষের অবসর গ্রহণ করা আবশ্যক! কেমন, তুমি কি বিবেচনা কর?"

"আজ্ঞা হাঁ, অনেক পথ, এক পক্ষের ন্যূনে কখনই প্রত্যাগত হইতে পারিবেন না।"

"তবে এর কর্ম্ম আছে। আমি একখানি বিদায়ের প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতেছি, তুমি সেইখানি লইয়া কাছারী বাটীতে প্রদান করিও।"

পরমলজী উত্তর করিলেন, "প্রভু! কাহার নিকট দিতে হইবে?—বিষণচাঁদের হস্তে?"

ঈষৎহাস্য করিয়া প্রশান্তভাবে ওস্‌মান আলি কহিলেন, "চুপ্! চুপ্! ওরূপ অসম্মান করিতে নাই; সম্ভ্রমের সহিত সম্বোধন করিও! রাজা বাহাদুর বলিয়াই সম্বোধন করিও,—মহারাজ বাহাদুর বলিয়া ডাকিলেই উত্তম হয়!"

"উত্তেজিতভাবে পরমলজী কহিলেন, "আজ্ঞা, মুখ হইতে নির্গত হয় না যে ধর্ম্মাবতার! আমার প্রতি সে ব্যক্তি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহা যদি আপনি শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আপনার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে না, নিদারুণ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িবেন, বিজাতীয় ঘৃণায় মনকে একেবারে আকুলিত করিয়া তুলিবে। এরূপ ভয়ানক লোকের অধীনে আপনি যে কেন কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, এ অধীন তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতেছে না।"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া ওস্‌মান আলি কহিলেন, "হাঁ, তোমার পূর্ব্ব অবস্থার বিষয় আমার কতক কতক জানা আছে। ব্যাধিশয্যায় শয়ন করিয়া

দীন দয়ালের নিকট যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহা আমি তাঁহার প্রমুখাৎ কতক কতক শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া সম্ভ্রান্ত লোকের মান, সম্ভ্রম, অগ্রাহ্য করা তোমার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না।”

“আজ্ঞা উচিত হয় না বটে, কিন্তু পারি কৈ ধর্ম্মাবতার? বিষণচাঁদ আমার প্রতি যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা যদি আপনি অবগত হন, আমার সম্পূর্ণ ইতিহাস আপনি যদি একবার শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আপনিই আবার—”

বাধা দিয়া ওস্‌মান আলি কহিলেন, “সে কথা এখন নয়, আর এক দিন হইবে। অতীত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাও আছে তবে সময় সাপেক্ষ, এখন আমার অবসর নাই; সময় মত আর একদিন তখন শ্রবণ করিব। এখন এই পত্র দিতেছি, তাঁহার কাছারী বাটীতে দিয়া আসিও।” এই কথা বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া পর্‌মল্‌জীর হস্তে প্রদান করিলেন।

পর্‌মল্‌জী গৃহ হইতে গমন করিবার উদ্যোগ করিলে, ওস্‌মান আলি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্ত্রীলোকটার কি কিছুই অনুসন্ধান পাইলে না?”

“আজ্ঞা না, অদ্যাপিও না। বিস্তর অন্বেষণ করিয়াছি, চরেরা প্রায় চতুর্দ্দিকেই পরিভ্রমণ করিতেছে, প্রতি গৃহস্থের অন্দরেই অনুসন্ধান লইয়াছি, এমন কি, মুসলমানের অন্দরেরও সন্ধান লইতে বাকী রাখি নাই, কিন্তু কিছুতেই কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না, কিছুতেই তাহার সন্ধান পাইতেছি না। আমি অনুমান করি, এ রাজ্যে সে আর নাই, অন্য রাজ্যে চলিয়া গিয়া থাকিবে।”

“না না, নিরাশ্রয়া অনাথিনী স্ত্রীলোক, একাকিনী রাজ্য ছাড়িয়া আর কোথায় গমন করিবে? অবশ্যই এই রাজ্যমধ্যে আছে,—প্রচ্ছন্নভাবে কোন পরিবারের মধ্যে লুক্কাইত আছে।”

বিনীতভাবে পর্‌মল্‌জী কহিলেন, “আজ্ঞা, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণভাগ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান লইয়াছি। তবে উত্তরদিকের কথা বলিতে পারি

না। তথাকার সন্ধান লইতে বাকী আছে মাত্র। সময় না থাকাতে তথাকার তত্ত্ব লইতে অপারগ হইয়াছি। অবসর ক্রমে সেদিকেও চর প্রেরণ করিব, শীঘ্রই আপনি তৎসংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

"অবসর ক্রমে নয়, কল্যই পাঠাইয়া দিও।—একের স্থানে দুইজন প্রেরণ করিও। লহমামাত্র বিলম্ব করিও না, কল্যই পাঠাইয়া দিও।"

"মহাশয়ের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" বলিয়া পরমলজী নমস্কারপূর্ব্বক ওস্‌মান আলির নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিলেন।

* * * * * *

* * * * * * *

* * * * * *

বেলা এক প্রহর। পাথোজী বিষণ্ণ বদনে বিষণচাঁদের গৃহে উপনীত। বিষণচাঁদ স্বভাবসিদ্ধ মৌখিক শিষ্টাচারে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য আপনাকে এরূপ বিষাদিত দর্শন করিতেছি কেন? কারণ কি? কি হইয়াছে?"

বিমর্ষবদনে পাথোজী কহিলেন, "বড় বিপদে পড়িয়াছি। যে বরপাত্রটী আসিয়াছিল, গত রজনীতে অকস্মাৎ তাহার উৎকট পীড়া হইয়াছে। অনেক বড় বড় হকিম চিকিৎসা করিলেন, কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রোগ নির্ণয়ই হইল না। সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হইয়াছে, মুখে ফেন-পুঞ্জ বহির্গত হইতেছে; ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হস্তপদ বক্র হইয়া যাইতেছে, বড় বিপদ! সঙ্কট পীড়া! জীবন সংশয়!"

বিষণচাঁদ চমকিত হইয়া কহিলেন, "সেকি? এমন অবস্থা? এই সবে মাত্র আসিয়াছে, ইতিমধ্যে এমন সঙ্কট পীড়া হইল?"

"আজ্ঞা হাঁ, বড় সঙ্কট! আহা! তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলেই অতিশয় কাতর হইয়াছে;—সেই জন্যই আমি ব্যস্ত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিষণচাঁদ কহিলেন, 'আমার নিকট? আমি ত চিকিৎসা জানি না।"

ম্লানবদনে ঈষদ্ধাস্য করিয়া পাথোজী কহিলেন, "আজ্ঞা না,—সেজন্য নহে। সেই যে একজন ফরাসী ডাক্তার এখানে নূতন আসিয়াছেন, তাঁহাকে যদি আপনি বলিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকার হয়। সেই নিমিত্তই আমার আসা।"

"আমি? কেন? আপনি বলিলেই ত হয়। শুনিয়াছি সে ব্যক্তি বড়ই পরোপকারী, ভদ্রলোক। পীড়ার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই গমন করেন। সেজন্য আমার অনুরোধ কেন? আপনিই ত তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারেন?"

পাথোজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, তিনি কখনই দর্শনী গ্রহণ করেন না, দয়াভাবেই চিকিৎসা করিয়া থাকেন; চিকিৎসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করাও তাঁহার কিছু ব্যবসা বা উদ্দেশ্য নহে। আমার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় নাই, কি জানি যদ্যপি তিনি আমার কথায় কর্ণপাত নাই করেন, অপরিচিত বলিয়া যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যানই করিয়া দেন, তাহা হইলে কি হইবে?—মহাশয় একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, আপনি অনুরোধ করিলেই ভাল হয়, আপনার অনুরোধ কখনই তিনি কোন প্রকারে অবহেলা করিতে পারিবেন না। সেই নিমিত্তই মহাশয়ের নিকট আমার আগমন।"

"ভাল, তাহা যেন হইল, কিন্তু আমার সময় কৈ? আমি স্বয়ং না যাইলে কিরূপেই বা কার্য্যসিদ্ধ হইবে? তবে এক প্রতিভূ দ্বারা কার্য্য সাধন করা।—সেরূপ উপযুক্ত লোকইবা কোথায় পাই? আমার নিকট হইতে আগমন করিয়াছে, এ বিষয়ে ডাক্তার সাহেবেরই বা কি প্রকারে হৃদপ্রত্যয় হইতে পারে? শুনিয়াছি আমার সহকারী ওস্মান আলির সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে। তাহার বসতবাটীও ডাক্তার সাহেবের আবাস ভবনের পার্শ্বদেশে সংলগ্ন। সে যাইলেই ভাল হইত, কোন কথাই থাকিত না, কিন্তু সে ব্যক্তি এক্ষণে এ রাজধানীতে উপস্থিত নাই, এইমাত্র তাহার পত্র পাইয়াছি, সে ব্যক্তি এক পক্ষের নিমিত্ত অবসর গ্রহণপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। তাই ত কি করা যায়?" গম্ভীরভাবে ছাড়া ছাড়া কথায় এই কএকটী বাক্য উচ্চারণ করিয়া মহারাজ নিষণচাঁদ চিন্তামগ্ন হইলেন।

পাথোজী ছাড়িবার লোক নহেন।—কিঞ্চিৎ পরে সাগ্রহে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, লোক পাঠাইবার প্রয়োজন কি?—এবং আপনার সেখানে যাইবারই বা আবশ্যক কি?—একখানি অনুরোধ-পত্র প্রদান করুন না, তাহা হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। স্বয়ং গমন করিলেও যে ফল, ইহাতেও সেই ফল উপলব্ধ হইতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।"

মহারাজ বিষণচাঁদ আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অভ্যাগত প্রিয় বন্ধুর অনুরোধে একান্ত বাধ্য হইয়া একখানি অনুরোধপত্র লিখিয়া দিলেন। পাথোজী বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক উৎকণ্ঠিত চিত্তে ডাক্তার সাহেবের আবাস ভবনে ক্ষণকালমধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। ঘটনাক্রমে ডাক্তার সাহেবও তখন আপন বাটীতেই উপস্থিত ছিলেন। বিষণচাঁদের অনুরোধপত্র প্রাপ্তি মাত্র রোগীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাথোজীর সহিত শকটারোহণে গমন করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সাহেবের বিষয় আমরা যে পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছি, পাঠক মহাশয়ের সুগোচরার্থ তাহা নিম্নভাগে প্রকটিত করিলাম।

ডাক্তার সাহেব গৌরবর্ণ।—ইংরাজের মত শ্বেতবর্ণ নহে, কাশ্মীরীদিগের ন্যায় আরক্তিম আভাবিশিষ্ট গৌরবর্ণ। গঠন মাঝারি,—গণ্ডের উভয় পার্শ্বে গুচ্ছ গুচ্ছ দাড়ী!—চিবুকটী ক্ষৌর করা, ওষ্ঠে অতি সুন্দর গোঁফ। মস্তকের কেশ তাম্রবর্ণ নহে, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। পরিচ্ছদ ইউরোপীয়বাসীদিগের ন্যায়; লেরী নামে,—ইভান লেরী নামে সকলের নিকট পরিচিত! বয়স অনুমান ৩০।৩৫ বৎসর!

ইত্যগ্রে পাথোজী ইহাঁর চিকিৎসা প্রণালীর যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণই যথার্থ। লেরি সাহেব কাহারও পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিয়া থাকেন, কিছুমাত্র পারিশ্রমিক দর্শনী, অথবা পারিতোষিক গ্রহণ করেন না। বিনা মূল্যে ঔষধপত্র প্রদান করেন, রোগী দরিদ্র হইলে স্বয়ং তাহার পথ্যের নিমিত্ত নগদ টাকাও প্রদান করিয়া থাকেন। সকলেই বলে, তিনি অতি দয়ালু, তাঁহার চিকিৎসায় সমস্ত ব্যাধিই আরোগ্য হয়, একটীরও প্রাণহানি হইতে দেখা যায় নাই।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, সর্ব্বদা ইহাঁর দর্শন দুর্লভ। ভৃত্যেরা প্রায়ই বলিয়া থাকে, সাহেব বাটীতে নাই। কিন্তু লোকে এককালে নিরাশ হয় না। ভৃত্যের মুখে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেই রোগীকে দর্শন করিতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হন। রাত্রি দুইপ্রহর সময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেও সংবাদ প্রাপ্তমাত্র তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করা আছে। পরিচিত অপরিচিত সকল লোকের নিকটেই তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম। দানশীলতার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বত্রে সকলের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। কেহ কোন বিপদে পতিত হইয়া দায় জানাইলে, সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার সাহায্য করা হইয়া থাকে।

ডাক্তার লেবী যথাসময় পাথোর্জীর সহিত, তাঁহার মনোনীত পাত্রের ভবনে উপনীত হইলেন। রোগীর গৃহে গমন করিয়া যথারীতি পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, জীবন নাই। ক্ষুব্ধ হইয়া কাতর বচনে পাশ্চাত্য ভাষায় পাথোর্জীকে কহিলেন, "আর আকিঞ্চন বৃথা। পূর্ব্বেই ইহার মৃত্যু হইয়াছে।"

পাথোর্জীও সেই ভাষায় আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পীড়া হইয়াছিল ?"

ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "যে রোগে কালীমা মূর্ত্তি ধারণ করে, সেই রোগই ইহার হইয়াছিল। শুনিয়া আর কি হইবে ? এখন তাহা শ্রবণ করিয়া আর ফল কি ?"

কুণ্ঠিতভাবে পাথোর্জী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ইহার অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে ?"

চমকিত হইয়া ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন, "অপঘাত ?—সেকি ? মহারাজ বিষণচাঁদ বাহাদুর শান্তিরক্ষক থাকিতে অপঘাতে মৃত্যু, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে ?"

পাথোর্জী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কোন অজ্ঞাত রোগেই ইহার মৃত্যু হইয়াছে। অপঘাত মৃত্যু তবে সম্ভব নয় ?"

কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "আবার বলি, যেখানে মহারাজ বিষণচাঁদ বাহাদুর নগরের শান্তিরক্ষক, সেখানে কি অপঘাত মৃত্যু সম্ভব পর ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাণ্ডোজী বলিয়া উঠিলেন, "তবে নিশ্চই সহজ মৃত্যু!"

ইভান লেবি উত্তর করিলেন না। বিমর্ষবদনে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিলে, তাহার অধর প্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রকটিত হইল। বিমর্ষ হইবার পরক্ষণেই হাস্যের উদয় হইল কেন? তাহা আমরা বলিতে পারি না। বিমর্ষ হইবার কারণ স্বভাবসিদ্ধ! তাহার আর সবিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। হাস্য করিলেন কেন, তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন।

অষ্টাদশ কাণ্ড।

অবস্থা পরিবর্ত্তন,—হতাশে আশ্বাস।

নর্ম্মদাতীরে বরোজ নামে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর আছে, সেটী সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর। নগরে অনেকগুলি ধনাঢ্য মহাজনের বাস। তাহার সকলেই বাণিজ্য ব্যাপারে সংলিপ্ত। কাহারও কাহারও স্বকীয় অর্ণবপোতে বাণিজ্যদ্রব্যের আমদরপ্তি হয়। কেহ কেহ বা বাণিজ্য তরী ভাড়া করিয় বাণিজ্যদ্রব্যাদি বন্দরে আনয়ন করে। কেহ কেহ বা স্থলপথে শকটযোগে বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানি করিয়া থাকেন। বিস্তর লোকেই এ নগরে বিবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় ও বিনিময় করিবার নিমিত্ত সমাগত হন সুতরাং এই স্থানটী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী, বহুজন পরিপূর্ণ, এবং গুর্জ্জর রাজে প্রধান বাণিজ্যবন্দর নামে সুবিখ্যাত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই নগরে আমাদিগের মাননীয় মহানুভ পাণ্ডোজী মহাশয়ের বাসস্থান। তিনি এই নগরে বাণিজ্যাদি বিবিধ কার্য্যে

ব্যাপৃত। ভদ্রাসনেই তাঁহার গদী। আদায় আঞ্জাম সমস্ত কার্য্যই সেইখান হইতে নিষ্পন্ন হয়। পূর্ব্বে তাঁহার পরিবারের পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই; উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত অবসর বিরহে সে পরিচয় আমরা প্রদান করিতে অক্ষম হইয়াছি। ঘটনাক্রমে এক্ষণে সেই উপযুক্ত অবসর সমুপস্থিত, অতএব পাঠক মহাশয়দের বিদিতার্থে তদ্বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নভাগে প্রকটিত করিলাম।

দাতাজীর পরিবারের মধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, একটী পুত্র এবং একটী দুহিতা মাত্র। পুত্রের নাম সুন্দরজী, দুহিতার নাম শৈলবালা; দুহিতাটী কুমারী। যদিও বিবাহের সময় হইয়াছে, তথাপি এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। মাহজী নামে একটী যুবা, দাতাজীর অধীনে কর্ম্ম করেন, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর; সেই মাহজীর সহিত দাতাজীর কন্যার পরিণয়, সম্বন্ধ হইয়াছে। ভাবী জামাতা, রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, সর্ব্বাংশেই উত্তম, দাতাজী তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, যথেষ্ট ভালবাসেন; বিবাহ দিবেন বলিয়া যত্নপূর্ব্বক বাটীতে রাখিয়াছেন।

দাতাজীর বাটীখানি আয়তনে বৃহৎ বটে, কিন্তু বাহ্য আড়ম্বর নাই ও বাহ্য শোভা নাই, কক্ষ্য সংখ্যা যদিও অল্প, কিন্তু যে কএকটী আছে, সেই গুলি সমস্তই সুপ্রশস্ত। বাটীটী দ্বিমহল। প্রথম মহলের নিম্নতলে কর্ম্মচারীরা বাণিজ্যকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করে, উপরিতলে তিনি স্বয়ং অবস্থান করেন। বহির্ব্বাটীতে বিস্তর লোকজন সর্ব্বদাই নানাকার্য্যে ব্যস্ত, বাটী সর্ব্বদাই জনাকীর্ণ।

আশ্বিন মাসের শেষ।—আমাদের দেশে শারদীয় উৎসব সমাধা হইয়াছে; অল্প অল্প শীতের সঞ্চার। দাতাজী একটী নির্জ্জন গৃহে একাকী উপবিষ্ট। বদন বিষণ্ণ,—চিন্তা প্রভাবে বিষণ্ণ। হৃদয় চিন্তানলে দগ্ধীভূত। চক্ষের আর সেরূপ জ্যোতি নাই, সেরূপ তেজস্বিতা নাই, দৃষ্টি উদাস, চক্ষু রন্ধ্র প্রবিষ্ট। মস্তকের সমস্ত কেশ শুভ্রবর্ণ, গাত্রমাংস লোল, বয়োধর্ম্মে না হউক, দারুণ দুর্ভাবনায় অতি বার্দ্ধক্য ভাবের আবির্ভাব। তিনি একাকী উপবিষ্ট হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সম্মুখে রাশীকৃত কাগজপত্র বিকীর্ণ রহিয়াছে,—গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

এমন সময় তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিলেন, "একটী ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, বাহিরে উপস্থিত আছেন, অনুমতি হইলে লইয়া আসি।" প্রধান কর্ম্মচারীর নাম প্রেমচাঁদ।

দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই ব্যক্তি? নাম কি? কোথা হইতে আসিয়াছেন? অভিপ্রায় কি?"

প্রেমচাঁদ উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা কঙ্কণরাজ্যের হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের গদী হইতে আসিয়াছেন, নাম ধনজীভাই।"

নাম শ্রবণ মাত্রেই দাতাজীর বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন, "আসিতে বল।"

দাওয়ানজী প্রস্থান করিলেন। একটু পরেই গৃহমধ্যে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত। গঠন মধ্যবিধ, বর্ণ গৌর, মুখে দিব্য গোঁফ, শ্মশ্রুহীন। কেশ কৃষ্ণবর্ণ, গুজ্জরের বণিকদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ। আকৃতি দর্শনে বিশেষ ধীমান্ত বলিয়া অনুমান হয়। প্রেমচাঁদ ইত্যগ্রে যাহার কথা বলিয়াছিলেন, ইনিই সেই ধনজীভাই।

ধনজী প্রবেশ করিবামাত্র দাতাজী সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার উপবেশনার্থ একখানি আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ধনজী অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে আসন পরিগ্রহণ করিলেন।

স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দাতাজী কহিলেন, "কি অভিপ্রায়ে আপনার আগমন?"

"কেন? আপনার কর্ম্মচারী কি কিছুই বলেন নাই? তাহার দ্বারা ত সংবাদ পাঠাইয়া ছিলাম?"

"সে কেবল আপনার নাম, এবং হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের গদী হইতে আগমন করিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত বলিয়াছে। তদতিরিক্ত আর কিছুই বলে নাই।"

যে ভাবে দাতাজী এই কটী কথা কহিলেন, তাহাতে ধনজীভাইয়ের ভয় হইল, তিনি বলিলেন, "হাঁ তাহাই বটে, সেই স্থান হইতেই আসা হইয়াছে বটে।"

"অভিপ্রায় ?"

ধনজীভাই গম্ভীরভাবে কহিলেন, "হুণ্ডীর মিয়াদ সংকীর্ণ হইয়াছে, একপক্ষের মধ্যেই টাকা দিতে হইবে, অনেক টাকা,—দ্বাবিংশতিলক্ষের অধিক, সেই নিমিত্তই অগ্রে—"

চমকিত হইয়া দাতাজী কহিলেন, "দ্বাবিংশতিলক্ষ ? সেকি, তাঁহাদের নিকট ত আমার অত টাকা ঋণ নাই ? পঞ্চাশ সহস্রের অধিক ত তাঁহারা প্রাপ্য হইবেন না ?"

"হাঁ, তাঁহাদের নিজের প্রাপ্য পঞ্চাশসহস্র বটে, কিন্তু তাঁহারা আপনার অঙ্গীকৃত অপরাপর হুণ্ডী ক্রয় করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা জানেন আপনার নিকট টাকা পাইবার চিন্তা নাই। বিশেষতঃ তাহাতে তাঁহাদের অধিক লভ্যও আছে, মিতি কাটাইয়া ক্রয় করিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে তাঁহাদের লাভই আছে।" এই কথা বলিয়া ধনজীভাই তাঁহার বস্ত্রমধ্য হইতে কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া দাতাজীর হস্তে তৎসমুদায় অর্পণ করিলেন।

দাতাজী মনোযোগসহকারে একএকে সেইগুলি দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যার্পণ করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আমারই স্বাক্ষরিত হুণ্ডী বটে। তা আপনি একপক্ষের পূর্ব্বে আসিয়াছেন কেন ? অঙ্গীকৃত দিবসে না আসিয়া, এক পক্ষের পূর্ব্বে আসিয়াছেন কেন ?"

ধনজীভাই কহিলেন, "অপর কারণ কিছুই নাই। তবে পূর্ব্ব হইতে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া রাখা। অঙ্গীকৃত দিবসে আপনি টাকা প্রদান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কি জানি এবারে যদি প্রদান করিতে না-ই পারেন, অঙ্গীকৃত দিবসটী যদি কোন কারণে বিস্মৃত হইয়াই যান, সেই নিমিত্তই পূর্ব্ব হইতে আপনাকে সংবাদ দিতে আগমন করিয়াছি।"

দাতাজী গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মহাশয় এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে আমার স্বাক্ষরিত হুণ্ডী কখনই ফিরত হয় নাই। নির্দ্ধারিত দিবসে প্রতি হুণ্ডীরই টাকা রীতিমত প্রদান করিয়া আসিতেছি, তবে—"

বাধা দিয়া ধনজীভাই কহিলেন, "তাহা আমি জানি। কিন্তু সত্য

করিয়া বলুন দেখি, এবারেও কি সেই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিবেন? এত অধিক টাকা, স্থিরীকৃত দিবসে কি এককালে প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাতাজী কহিলেন, "আপনি যখন সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সরলভাবেই তাহার উত্তর দান করা উচিত। বলিতে কি, এ সময়টা বড়ই মন্দ। কারকারবারের এখন তত সুবিধা নাই। সেই কারণে অনেক গদীই উঠিয়া গিয়াছে। অনেকেই ঋণজালে জড়ীভূত! ধূর্ত্ত লোকেরা সুযোগ বুঝিয়া অনেক মহাজনেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সেই সঙ্গে আমিও প্রতারিত হইয়াছি। বিশেষতঃ আমার দুইখানি জাহাজ সামুদ্রিক তস্করে লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। একখানি ভারতসাগরে মগ্ন হইয়াছে; ইত্যাদি নানা কারণে আমি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।"

সোৎসুকে ধনজীভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল মহাশয়, এইমাত্র আপনি যে ধূর্ত্ত লোকের প্রবঞ্চনার কথা কহিলেন, বলিলেন, তাহারা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অতএব আপনি রাজদ্বারে তাহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা না করিলেন কেন?"

"করিয়াছিলাম, কিন্তু সুবিধা হইল না! রাজদরবারে মহারাজ বিষণচাঁদ এখন একাই সর্ব্বেসর্ব্বা! তাঁহার বিচারে প্রতারকেরা সচ্ছন্দেই অব্যাহতি লাভ করে।"

"আশ্চর্য্য! শুনিয়াছি, আপনার সহিত তাঁহার যথেষ্ট আলাপ পরিচয়। লোকে বলে, আপনার সহিত বন্ধুত্বও আছে। তথাপি তিনি আপনার অভিযোগ শ্রবণ করিলেন না? প্রবঞ্চকেরা সচ্ছন্দেই নিষ্কৃতি লাভ করিল?"

"আজ্ঞা হাঁ, সচ্ছন্দেই!—আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম; দুঃসময় বলিয়া তিনি আমার কথায় ভ্রূক্ষেপই করিলেন না। অপরিচিত সামান্য লোকের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়াই বিদায় করিলেন।"

"সেকি?" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ধনজীভাই কহিলেন, "সেকি? এতদিনের আলাপ, একেবারে বিস্মৃত হইলেন? অপরিচিতের ন্যায় বিদায় করিয়া দিলেন? গ্রাহ্যই করিলেন না? কিছুই শ্রবণ করিলেন না? আশ্চর্য্য!"

"মহাশয! আশ্চর্য্য কিছুই নয়, তিনি এখন মহাবাজ! আমি দুর্দ্দশাপন্ন! হতভাগ্যের আদর কোথায়? কিন্তু তাহাও বলি, ইহাতে তাঁহার নিতান্ত দোষ নাই! তরুণ বয়স, সুতরাং উদ্ধত স্বভাব। তরুণ বয়সে প্রায় সকলেই এইরূপ উদ্ধত হইয়া থাকে, উষ্ণ শোণিতের ধর্ম্মই এই!"

"কেন? তরুণ বয়স কি? শুনিয়াছি, প্রায় চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে; ইহা আর তরুণ বয়স কি?"

"হাঁ, এখন তাহাই বটে, কিন্তু আমি চারিবৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি।"

ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যমিশ্রিত ঈষৎহাস্য ধনঞ্জয়ের অধরপ্রান্তে প্রকটিত হইল; কহিলেন, "হাঁ ছত্রিশ বৎসর অতি অল্প বয়সই বটে; যাহা হউক, এখন এই হুণ্ডীর বিষয় কি হইবে? ইহা কিরূপে পরিশোধ করিবেন?"

"আমাকে কি করিতে বলেন?"

"আমি আর কি বলিব? আমার টাকা লইয়াই কথা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকা প্রাপ্ত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

দাতাজী নীরব হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে কহিলেন, "কিছু সময় পাইলে ভাল হয়! অনেক টাকা, এককালে সুবিধা হইবে না। সময় পাইলে সুবিধামত প্রদান করিতে সমর্থ হই। অল্প টাকা হইলে একথা আমি মুখেও আনিতাম না, কখনই সময় প্রার্থনা করিতাম না। যাহাদের নিকট আমার ঋণ ছিল, তাঁহারা অবশ্যই একেএকে দাবী করিতেন, আমিও অক্লেশে একেএকে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনারা আমার অঙ্গীকৃত সমস্ত হুণ্ডীই ক্রয় করিয়াছেন, সুতরাং এককালেই সমস্ত পরিশোধ করিতে হইবে। সেই জন্যই আমার এই অসুবিধা, সেই নিমিত্তই সময় প্রার্থনা।"

"ভাল, সময় প্রদান করিতে সম্মত আছি। তবে প্রতিভূ আবশ্যক! কোন ধনাঢ্য মহাজনের স্বাক্ষর প্রাপ্ত হইলে আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। বোধ করি ইহাতে আপনার কোন কষ্ট হইবে না,—সহজেই সক্ষম হইতে পারিবেন। অনেকের সঙ্গেই মহাশয়ের আলাপ, আপনি অনায়াসেই দুই তিনজন ধনাঢ্য বণিকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমার

নিজের প্রাপ্য হইলে কখনই আপনার নিকট প্রতিভূ প্রার্থনা করিতাম না। আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ অকপট বিশ্বাস, ইহাতে আমার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা হইত না। কিন্তু কি করি, মণিবারি বাজ, তাঁহাদের হৃদবোধের নিমিত্তই ও কথার উত্থাপন!"

এক মনে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া দাতাজী ক্ষুণ্ণ মনে উত্তর করিলেন, "অসম্ভব! কাহার নিকট স্বাক্ষর প্রার্থনা করিব? কে আমার অনুকূলে প্রতিভূ হইতে সম্মত হইবে? কোন্ ব্যক্তি আমার নিমিত্ত দায়গ্রস্ত হইতে স্বীকার করিবে? দুই তিনজনের কথা দূরে থাকুক, একজন প্রাপ্ত হওয়াই দুর্ঘট।"

"কেন, আপনার এত বন্ধু বান্ধব। এত সম্ভ্রান্ত মহাজনের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ, কেহই কি স্বীকার করিবে না?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাতাজী কহিলেন, "হায়! অসময়ে কেহ কাহারও নয়! আপনি বোধ হয়, সংসারের গতি অবগত নহেন, সেই নিমিত্তই এ কথা বলিলেন। এই দুঃসময়ে দুই তিনজন প্রতিভূ কোথায় প্রাপ্ত হইব!"

"ভাল, একজনের স্বাক্ষর হইলেই হইতে পারিবে। যদি আপনি, পাথোজীর গদীর স্বাক্ষর গ্রহণে সমর্থ হন, তাহা হইলে আর দুই তিনজনের আবশ্যক হইবে না, একজনেই যথেষ্ট হইবে। শুনিয়াছি, তাঁহার সহিত আপনার বিশেষ আলাপ আছে, আপনি অনুরোধ করিলে, কখনই তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অবশ্যই প্রতিভূ হইতে সম্মত হইবেন।"

"তাঁহার সহিত কি মহাশয়ের আলাপ পরিচয় আছে?"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক ধনজীভাই কহিলেন, "আলাপ পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, চাক্ষুষ মাত্রও নাই। তবে বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের গদীর সহিত তাঁহার যা কিছু সংশ্রব, তদ্ভিন্ন তাঁহার সহিত—"

বাধা দিয়া কোমল স্বরে দাতাজী কহিলেন, "তাঁহার সহিত আপনার আলাপ নাই সেই নিমিত্তই এরূপ বলিতেছেন, থাকিলে আর বলিতেন না।"

"কেন? মহাশয়ের সহিত কি আলাপ নাই, বন্ধুতা নাই? হৃদ্যতা নাই?"

নৈরাশ্যব্যঞ্জক হাস্যে দাতাজী উত্তর করিলেন, "হৃদ্যতা? আলাপ?

বন্ধুতার কথা বলিতেছেন কি? সে পূর্ব্বে আমার "মাতঙ্গী" পোতের একজন মুহুরী ছিল, পরে আমারই সাহায্যে তাহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। কিন্তু হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! পাগোজী এখন আর আমাকে চিনিতেও পারেন না। প্রতিভূর কথা বলিতেছেন কি? অতি অল্পদিন হইল, যৎসামান্য টাকার নিমিত্ত আমি একবার তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকুক, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও করিলেন না। ভৃত্যমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, অবসর নাই। তাহার পর, সেই উপলক্ষে আরও দুইবার গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রতিবারেই একই উত্তর, অবকাশ বিরহ।"

"তবে কি উপায় করিবেন? বিনা বোধে, কিরূপে সময় প্রদান করিতে পারি?"

দাতাজী ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "অধিক দিন না-ই হউক, যৎকিঞ্চিৎ সময় প্রদান করিতেও কি সম্মত নহেন?"

ধীরভাবে ধনজীভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তাহা হইলে কি হয়?"

"তাহা হইলে "মাতঙ্গী" প্রত্যাগত হইতে পারে। প্রায় ছয়মাস হইল, কতকগুলি বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া "মাতঙ্গী" সিংহলে গিয়াছে, তথা হইতে তদ্বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, পট্টবস্ত্র, নীল, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি লইয়া আসিবার কথা আছে। সেইগুলি এখানে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইলে আমার ঋণ পরিশোধ হইতে পারিবে। বিশেষতঃ প্রাণের অধিক যে মান, তাহাও—"

বাধা পড়িল,—দাতাজীর কথা শেষ হইতে না হইতে বহির্ভাগে একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। তিনি চমকিত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই দাওয়ানজীর সহিত তিনজন লোক গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত।

দাতাজী চকিত নয়নে বলিয়া উঠিলেন, "একি? "মাতঙ্গী"র সারঙ্গ আর নাবিক যে? পোত কি বন্দরে আসিয়াছে? প্রেমচাঁদ! পোতাধ্যক্ষ কোথায়?"

বিমর্ষভাবে প্রেমচাঁদ উত্তর করিলেন "শীঘ্রই আসিবে।"

সকলের মলিনবদন দর্শনে দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? তোমাদের এ ভাব কেন? তোমরা সকলে বিমর্ষ কেন? কি হইয়াছে?"

ইতস্ততঃ করিয়া অবিরতব নির্মর্ষভাবে মৃদুস্বরে প্রেমচাঁদজী কহিলেন, "আজ্ঞা, সারঙ্গের প্রমুখাৎ সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। আমার হস্তে বিস্তর ঝঞ্ঝট।" এই কথা বলিয়া মুখে বস্ত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক স্খলিত পদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দাতাজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, আশঙ্কার সহিত সন্দেহ। সন্দিগ্ধ মনে সারঙ্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, সংবাদ কি? তোমরা এরূপ বিষণ্ণ কেন?"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সজলনয়নে সারঙ্গ উত্তর করিল, "আজ্ঞা—আজ্ঞা—সংবাদ কিন্তু—"

শঙ্কিতভাবে সাগ্রহে দাতাজী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? কি হইয়াছে? শীঘ্র প্রকাশ কর, বিলম্ব করিও না।"

অতি ক্ষুণ্ণ মনে সভয়ে কম্পিত স্বরে সারঙ্গ উত্তর করিল, "আজ্ঞা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, "মাতঙ্গী" ডুবিয়া গিয়াছে।"

দাতাজীর হৃদয় কম্পিত হইল, কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক হইয়া উঠিল, বদন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। একেবারে নির্ব্বাক, নিশ্চল ও স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে জলমগ্ন হইল? তাহার কারণ কি?"

সারঙ্গ উত্তর করিল, "প্রত্যাগমন কালে, ক্রমাগত একমাস আমরা সুবাতাসে বাদাম তুলিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। কঙ্কণরাজ্যের উত্তর সীমার নিকটবর্ত্তী হইলে, হঠাৎ একদিন দক্ষিণপশ্চিম কোণে একখানি মেঘ উঠিল, দেখিতে দেখিতেই ঝড়।—ভয়ানক ঝড়। আমারা মাস্তুলের প্রথম পাইল নামাইয়া লইলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল দর্শিল না। কাপ্তেন সাহেব দ্বিতীয় পাইল নামাইতে আজ্ঞা করিলেন, আমরা তাহাও তৎক্ষণাৎ করিলাম। কিন্তু—"

ধনজীভাই এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, একটীমাত্র কথাও কহেন নাই। সারঙ্গের শেষ কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দ্বিতীয় পাইল? আমি হইলে বাতাস প্রবল হইবার পূর্ব্বেই শেষ পাইল নামাইতে আজ্ঞা করিতাম।"

আগ্রহ সহকারে দাতাজী জাহাজের দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ছিলেন; সারঙ্গের কথায় হঠাৎ বাধা পড়াতে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। পোতাধ্যক্ষের বহুদর্শিতার উপর বিতণ্ডা শ্রবণে সারঙ্গ কিছু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু অতি সম্ভ্রমের সহিত ধনজীভাইকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "আজ্ঞা, তাহারও অধিক করা হইয়াছিল।—যে দিকে বায়ুর গতি, সেই দিকেই জাহাজ চালিত করিয়া ছিলাম, কিন্তু—"

পুনরায় বাধা দিয়া ধনজীভাই কহিলেন, "হাঁ, সে ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন আর সদুপায় ছিল না বটে, কিন্তু তাহাতে যে আর এক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তরণীখানি বহুকালের পুরাতন, জীর্ণ হইয়াছিল, তরঙ্গবেগ সহ্য করিতে পারিবে কেন? তরঙ্গাঘাতে পশ্চাৎভাগে যে বাহিন চাল হইবার কথা, তাহা নিবারণের উপায় কি করিয়াছিলে?"

সারঙ্গ উত্তর করিল, "আজ্ঞা, তাহার আর উপায় কি? সেই নিমিত্তই ত জাহাজখানি মারা পড়িল,—বহুকালের জীর্ণ বলিয়াই ত মারা পড়িল; পশ্চাৎদিকেই ত ফাট ধরিল,—সেই স্থান দিয়াই ত জল উঠিতে লাগিল। এই বিপদ উপস্থিত হইলে, কাপ্তেন সাহেব আমাদের জল সেচন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আমরা সকলেই প্রাণপণে সিঞ্চন করিতে নিযুক্ত হইলাম। আটঘণ্টা পরিশ্রমের পর, সকলেই হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কেহ কেহ জীবন-তরী আরোহণে প্রস্থান করিবার পরামর্শ স্থির করিল। আমি এই সংবাদ আমাদের কাপ্তেন সাহেবকে জ্ঞাপন করাতে, তিনি তৎক্ষণাৎ নিম্নতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বস্ত্রমধ্য হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন, 'যে ব্যক্তি সিঞ্চনযন্ত্র ত্যাগ করিবে, যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিয়া ফেলিব।—গুলি মারিয়া এখনই তাহার মজ্জা বাহির করিয়া দিব।' এ কথা শ্রবণে—"

ধনজীভাই বলিয়া উঠিলেন, "উত্তম করিয়া ছিলেন! আমি হইলেও এইরূপ করিতাম! ভাল, বলিয়া যাও।"

সারঙ্গ পুনর্ব্বার আরম্ভ করিল, "সকলেই পুনর্ব্বার সেচনীযন্ত্র ধারণ

ছিলাম,—কিন্তু কিছুই হইল না। যতই সিঞ্চন করা হয়, ততই জল উঠিতে থাকে। দিবারাত্রি পরিশ্রমের পর, সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। অবশেষে নিরুপায় হইয়া কাপ্তেন সাহেব কহিলেন, 'আর কেন? যতদূর সাধ্য, করা হইয়াছে। এক্ষণে দাতাজী মহাশয় আর আমাদের প্রতি কখনই দোষারোপ করিতে পারিবেন না। জাহাজ রক্ষার নিমিত্ত মনুষ্য সাধ্যে যতদূর সম্ভব, তাহা করিতে আমরা আর অণুমাত্রও ত্রুটি করি নাই। এখন স্বীয় স্বীয় প্রাণ রক্ষা করা আমাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম।' এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে জীবন তরী আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে, আমরা সকলেই তাহাতে আরোহণ করিলাম। উপযুক্ত সময়েই জাহাজ হইতে প্রস্থান করা হইয়াছিল, কারণ অর্দ্ধদণ্ড পরেই ভয়ানক শব্দে জাহাজখানি বিদীর্ণ হইয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হইল।"

"আমরা বহুকষ্টে রঙ্গণরাজ্যে উপস্থিত হইলাম। বহুকষ্টেই আমাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। কাপ্তেন সাহেব পীড়িত অবস্থায় পান্থশালায় পড়িয়া আছেন। আমরা মাসাবধিকাল পদব্রজে নানাকষ্ট সহ্য করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। জাহাজ ডুবিতে আমাদের কিছুমাত্র দোষ নাই, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সমস্তই বৃথা হইল। আমাদের কিছুমাত্র দোষ নাই।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাতাজী কহিলেন, "হা যথার্থই অদৃষ্টক্রমে ঘটিয়াছে। তোমাদের নহে, আমারই অদৃষ্টের দোষ। সকলই ঈশ্বরের হাত, তিনি যাহা করেন, সে সমস্তই মঙ্গল, মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কিঞ্চিৎপরে দাওয়ানজীকে আহ্বান পূর্ব্বক মহানুভব দাতাজী বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, "ইহাদিগের প্রাপ্য বেতন সমস্ত শোধ করিয়া দাও, আর সারঙ্গ ও প্রতি নাবিককে কিছু কিছু পারিতোষিক প্রদান করিও;—ইহারা বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, প্রত্যেককে এক এক মাসের বেতন পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিও।" দাওয়ানজীকে এই কথা বলিয়া সারঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "আমি আরও কিছু অধিক দান করিতে

পারিতাম, কিন্তু সময় নিতান্ত মন্দ, এ কারণে অক্ষম, ইহাই গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হও।"

সঙ্গীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সারঙ্গ বিনীতভাবে কহিল, "এখন আমাদের অধিক টাকার আবশ্যক নাই, আপনার এই ক্ষতির সময়, সমস্ত বেতন পরিশোধ করিবার প্রয়োজন করে না, আপাততঃ যৎসামান্য হইলেই চলিতে পারিবে। সময়ান্তরে তখন বক্রী বেতন গ্রহণ করিব।"

সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক দাতাজী কহিলেন, "না না, লইয়া যাও, সমস্তই লইয়া যাও। আর যদি অপর কোন মহাজনের নিকট কর্ম্ম প্রাপ্ত হও, তবে তাহা সচ্ছন্দে গ্রহণ করিও, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, সচ্ছন্দেই নিযুক্ত হইও।"

সজল নয়নে সারঙ্গ কহিল, "তবে আপনি আমাদের উপর বিরক্ত হইয়া বিদায় করিয়া দিতেছেন, তবে বিরক্ত?"

"না না, বিরক্ত নয়। বিদায় করিয়া দিতেছি না। আমার আর বাণিজ্য তরী নাই, সেই কারণেই তোমাদিগকে কর্ম্মান্তর গ্রহণে আদেশ করিতেছি।"

"কেন? কর্ম্মান্তরে যাইব কেন? বাণিজ্যতরী নাই, ক্ষতি কি? আমরা অপেক্ষা করিব। আর একখানি ক্রয় করুন, প্রতীক্ষা করিব।"

হতাশস্বরে দাতাজী কহিলেন, "আমার টাকা নাই, তরী ক্রয় করিবার উপযুক্ত টাকা নাই।"

"টাকা নাই? তবে আমরাও চাহি না। আমাদেরও বেতনের আবশ্যক করে না।"

"যথেষ্ট! যথেষ্ট! বিদায় হও, দাওয়ানজীর সঙ্গে যাও, তোমাদের ন্যায্য বেতন গ্রহণ কর। ভগবান যদি দিন দেন, পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে দাতাজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি রুমালে নেত্রাবরণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে রোদন করিতে লাগিলেন। দাওয়ানজীর ইঙ্গিতে সারঙ্গ ও নাবিকেরা অনিচ্ছায় তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

এমন সময় পার্শ্বস্থ গৃহের গবাক্ষপথ হইতে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ধ্বনি ধনজীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দাতাজী

শোকে দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল ছিলেন, সুতরাং সেই ধ্বনি তাঁহার শ্রবণপুটে প্রতিঘাত হইল না। তিনি অতিকষ্টে নেত্রজল সম্বরণ পূর্ব্বক ধনজীভাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সমস্তই ত স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন, আমার আশা ভরসা সমস্তই ত বিসর্জ্জিত হইল, এখন কিঞ্চিৎ সময় প্রাপ্ত হইলে যথাসাধ্য প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া হুণ্ডী পরিশোধের উপায় করিতে পারি। আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন সে উপায়ন্তর আর ত কিছুমাত্রই দর্শন করিতে পাইতেছি না।"

"আপনি কত সময় প্রার্থনা করেন?"

"এই একপক্ষের অতিরিক্ত দুইমাস।"

"দুইমাস কেন, আমি অদ্য হইতে চারিমাস সময় প্রদান করিলাম।"

"আপনার গদী ইহাতে সম্মত হইবেন?"

"সে ভার আমার।" ধনজীভাই কহিলেন, "সে ভার আমার। আমার প্রতি তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আমি যাহা করিব, তাহাতে তাঁহারা অস্বীকার করিবেন না। অদ্য ২৫এ আশ্বিন, মাঘ মাসের ২৫ তারিখে, বেলা ১১টার সময় হুণ্ডীর টাকা লইতে আগমন করিব। কেমন, এই দীর্ঘ সময় মধ্যে পরিশোধ করিতে পারগ হইবেন ত?"

দাতাজী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "যথেষ্ট অনুগৃহীত হইলাম। এই সময়ের মধ্যে যেরূপে পারি, সুবিধা করিবার যত্ন পাইব। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি মৃতদেহে জীবন দান করিলেন। ঈশ্বর আপনাকে সর্ব্ব সুখে সুখী করুন।"

ধনজীভাই অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন। দাতাজীও তাঁহাকে প্রত্যাভিবাদনপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

সেই গৃহে তাঁহার পত্নী ও দুহিতা উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদেরও বদন দুর্ভাবনায় মলিন ও বিষণ্ণ, —চক্ষু অজস্র অশ্রুপাতে রক্তবর্ণ, বারবার মার্জ্জনে অতিশয় স্ফীত। দাতাজী উপবিষ্ট হইলে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী কাতর বচনে কহিলেন, "আমি সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি,—জাহাজের দুর্ঘটনার বিষয় সমস্তই অবগত হইয়াছি। এ সকল দুর্দ্দৈব, গ্রহবৈগুণ্যেই উপস্থিত হইতেছে। তুমি তাহার শান্তির নিমিত্ত চেষ্টা পাও, কোনরূপ দৈব কর্ম্মের

অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে, তাহা হইলেই ইহার প্রতিকার হইবে,—কেমন কি বল?

দাতাজী কহিলেন, "ইচ্ছা বটে, কিন্তু তাদৃশ উপযুক্ত পুরোহিত পাই কোথায়?"

"কেন, শুনিয়াছি, বরদা নগরে একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহার নাম বহ্নগিরি। তিনি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী। গণনা বিদ্যা প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্তই নখদর্পণে দেখিতে পান। তিনি যাহাকে যাহা বলেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। সকলের মনের কথা জানিতে পারেন, এমন ব্যাধিই নাই যে তিনি তাহা আরোগ্য করিতে অসমর্থ। এবং অনেক অদ্ভূত অদ্ভূত কার্য্য সম্পাদন করিতে তাহার ক্ষমতা আছে। সকলের মুখেই তাঁহার সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই বলে, তিনি একজন সিদ্ধ-পুরুষ! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শৈলকে সঙ্গে লইয়া গ্রহ শান্তি নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট একবার বরদা নগরে যাত্রা করি।"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া দাতাজী কহিলেন, "যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাই কর, আমি তাহাতে সর্ব্বতোভাবেই সম্মত আছি। দৈব বল হইতে আর বল নাই। গ্রহযাগ করিলে যদি সুবিধা হয়, তবে তাহাই কর। যদিও এখন পূর্ব্বের ন্যায় সিদ্ধপুরুষ প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুর্ঘট, তথাপি একবার পরীক্ষা করাতে হানি কি?" পত্নীকে এই কথা বলিয়া তাহার দুই দিবস পরে মাতুজার সহিত তাহাকে ও শৈলবালাকে বরদারাজ্যে মহাপুরুষের নিকট প্রেরণ করিলেন।

ঊনবিংশ কাণ্ড।

রত্নগিরি।—আশা—প্রতীক্ষা।

বরদা নগরের পশ্চিমোপকণ্ঠে একটী সুপবিত্র আশ্রম।—নানাবিধ তরুলতা পরিপূর্ণ সুশীতল ছায়ানিবিড় একটী শান্তিরসাস্পদ সুপবিত্র আশ্রম। মধ্যস্থলে লতাপর্ণে সমাচ্ছাদিত একটী সুপ্রশস্ত পর্ণশালা। দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ। মধ্যস্থলে একটী বিস্তৃতায়তন উপবেশন স্থান। চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডা, সম্মুখে সুপ্রশস্ত বৃহৎ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের তিন দিকে শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি প্রমাণায়তন প্রকোষ্ঠ। তাহার পশ্চিমাংশে রন্ধনশালা, তৎপশ্চাতে একটী নিভৃত নিকেতন। সমস্ত গৃহগুলি পর্ণাচ্ছাদিত। একজন সিদ্ধপুরুষ এই আশ্রমের অধিপতি। তাহার আকৃতি অতি প্রশান্ত, দিব্য গৌরবর্ণ, শরীর স্থূল, উদরে ও ললাটে ত্রিবলী, পরিধান গেরুয়াবসন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মবিলেপন, বদন গম্ভীর,—গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল, মস্তক কেশশূন্য, অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি! দেখিবামাত্র ভক্তির উদয় হয়। রত্নগিরি নামে সকলের নিকট সুপরিচিত।—দাতাজীর সহধর্ম্মিণী যথার্থই বলিয়াছেন, তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ। যাহাকে যাহা বলেন, তাহাই সুসিদ্ধ হয়। বহুদিনের অচিকিৎসনীয় ব্যাধি তিনি অতি সামান্য ঔষধেই আরোগ্য করেন। গণনা প্রভাবে অতি অলৌকিক কার্য্যও সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। কোন লোক নিরুদ্দেশ হইলে, কিম্বা কাহারও কোন বস্তু অপহৃত হইলে, তিনি একরূপ সন্ধান বলিয়া দেন যে, তাহা অব্যর্থ। তাহার এইরূপ মহিমা প্রচার হওয়াতে প্রত্যহ বিস্তর লোক নানা উদ্দেশে তাহার নিকট সমাগত হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার অবারিত নহে। কোন স্ত্রীলোক কোন অভিপ্রায়ে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিতে হয়। অনুমতি হইলে উপযুক্ত সময়ে সাক্ষাৎ করিতে পারে। পুরুষের প্রবেশে একরূপ নিয়ম নাই। তাহারা

ইচ্ছা করিলেই দর্শন লাভে সমর্থ হয়। দৈব-কর্ম্মে ও দৈব-গণনায় আশ্রম-বাসী সহজে স্বীকার করেন না। কেহ প্রার্থনা করিলে প্রায়ই সময়াভাব বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। যাহারা শরণাগত হইয়া বিস্তর কাকুতি মিনতি করে, কেবল তাহাদিগের প্রতিই তিনি সদয় হন।

রত্নগিরি অতিশয় দয়ালু এবং পরোপকার ব্রতে নিয়তই দীক্ষিত। লোকে কোন প্রকার বিপদগ্রস্ত অথবা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে ঔষধ পথ্য ও যথাসম্ভব অর্থদান করিয়া যথা-সাধ্য উপকার করেন। প্রাঙ্গণের তিন দিকে যে সকল গৃহের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোনটীতে অতিথি সেবা হয়, কোনটীতে ঔষধ বিতরণ হয়, কোনটীতে নিরাশ্রয় অতিথিরা অবস্থান করে, কোনটীতে নিরাশ্রয় রোগীগণ আশ্রয় পায়; এইরূপ এক একটী সৎকার্য্যে এক একটী গৃহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার যশোঘোষণা পরিব্যাপ্ত হওয়াতে দিগ্‌দিগন্তর হইতেও অনেক লোক আগমন করিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করিতেছে। কি, মুসলমানেরাও তাঁহার দয়ায় আকৃষ্ট হইয়া বশীভূত হইয়াছে। সলমান রোগী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা থাকেন। প্রাঙ্গণ ও প্রাচীরের বহির্ভাগে তাহাদিগের বাসোপযুক্ত স্বতন্ত্র গৃহও নির্দ্দিষ্ট আছে। দিবাভাগে তাহারা আশ্রমবাটিকামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে প্রবেশের অনুমতি নাই। যোগী-বরের অনুচরেরা রাত্রিকালে প্রবেশের দ্বারে প্রহরীতা করিয়া থাকে।

আশ্রমের মধ্য গৃহে আশ্রমবাসী স্বয়ং অবস্থান করেন। তাঁহার দশ বারটী শিষ্য আছে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে তাহাদিগকে অধ্যয়ন করান হয়। শিষ্যগণের মধ্যে একটী অতি প্রিয় পাত্র, এবং সেইটীই প্রধান শিষ্য। গুরুদেব তাঁহাকে দীনদয়াল বলিয়া সম্ভাষণ করেন। দীনদয়াল দেখিতে অতি সুশ্রী। গঠন মধ্যবিধ, বর্ণ গৌর বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু সর্ব্বশরীরে ভস্ম-বিলেপন থাকাতে প্রকৃত বর্ণটী পরিলক্ষিত হয় না। দেহযষ্টি স্থূলও নয়, কৃশও নয়, অতিসুঠাম। চক্ষু সতেজ, ললাট সুপ্রশস্ত, মস্তকে জটাভার, পরিধানে গেরুয়াবসন।

এই শিষ্যটী অতিশয় গুরুভক্ত তাঁহার প্রতি গুরুদেবেরও অবিচলিত স্নেহ,—অবিচলিত বিশ্বাস। কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, গুরুদেবে তাঁহাকেই নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করেন। দীনদয়াল সর্ব্বদা গুরুগৃহে উপস্থিত থাকেন না, কখন কখন ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তাহ পক্ষ এমন কি মাসাবধি ইহাকে আশ্রমে আসিতে দেখা যায় না। দীনদয়ালকে দিনমানে আসিতে প্রায় কেহই দেখেন নাই,—রাত্রি-কালেই ইহাঁর আগমন হয়, কদাচিৎ দিবাভাগে আগমন করিয়া থাকেন।

দাতাজীর সহধর্ম্মিণী এবং কুমারী শৈলবালা তাঁহাদের সহগামী মাহুজীর সহিত বরদানগরে উপস্থিত হইয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে ইহাঁদের আগমন, তাহা পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নাই। তাঁহারা পটতান মহলের সুরযমল্ ত্রিবেদীর গৃহে বাসা লইয়াছেন। প্রতিদিন রত্নগিরির আশ্রমে গতিবিধি করিয়া থাকেন, কিন্তু আশ্রমের রীত্যনুসারে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ না দিয়া প্রবেশ করিতে পারেন না। মাহুজীর দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করেন, "অদ্য সময় নাই, কল্য আসিতে বলিও, বিস্তর রোগী উপস্থিত, বিস্তর ঝঞ্চট, এ সপ্ত দ্বিতীয় সপ্তাহে আসিও" প্রত্যহই এইরূপ নিরাশবাক্যে সিদ্ধপুরুষ তাঁহ বিদায় করিয়া দেন। এইরূপে একপক্ষ অতীত, একদিনও সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। একদিন তাঁহারা হতাশ্বাসে বিমুখ হইয়া বাসায় ফিরিয়া যাইতেছেন, পথে দীনদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দীন দয়ালকে তাঁহারা চিনিতেন না. কিন্তু দীনদয়াল মাহুজীর মুখের ভাব দর্শনে অযাচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বদনমণ্ডল একপ বিষণ্ণ কেন? দেখিতেছি, আশ্রমের দিক হইতে আসিতেছেন, গুরুদেবের মুখে কি কোন প্রকার কুসংবাদ শ্রবণ করিয়াছেন? সেই জন্যই ভাবী বিপদ আশঙ্কায় কি এরূপ বিষণ্ণ হইয়াছেন?"

মাহুজী উত্তর করিলেন, "সংবাদের ভাল মন্দ দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ করিতেই পারিলাম না। পক্ষাধিককাল গতিবিধি করিতেছি, একটীবারও গুরুদেবের দর্শন লাভ ঘটিয়া উঠিল না!"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দীনদয়াল কহিলেন, "কেন, সাক্ষাৎ হইল না

কেন,?—সাক্ষাৎ হইবার ত প্রতিবন্ধকতাই নাই?—তবে এরূপ কথা প্রয়োগ করা হইল কেন?"

"আজ্ঞা আমার নিমিত্ত নহে, ইহাঁদেরই জন্য।"

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া দীনদয়াল কহিলেন, "হাঁ,—স্ত্রীলোকেরা অন্দরে যাইতে পারেনা বটে, কিন্তু অগ্রে সংবাদ দিলেই ত হইতে পারিত?"

"সংবাদ প্রত্যহই দিতেছি। প্রত্যহই নিরাশ বাক্য। অদ্য প্রায় একবারেই নিরাশ। বলিলেন, 'এক মাস সাক্ষাৎ হইবে না।' আমরা হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছি।"

এই সময় দাতাজীর সহধর্ম্মিণী অবগুণ্ঠন অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া ব্রহ্মচারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কাতর বচনে কহিলেন, "বাবা! আমাদের বড় বিপদ! কিছুতেই দেখা হইল না। দেখা না হইলেও রক্ষা নাই। এখন উপায় কি? তুমি যদি দয়া করিয়া ইহার কোন উপায় করিয়া দাও, তাহা হইলেই রক্ষা, নতুবা ত আর কিছুই উপায় দেখিতে পাই না। দেখিতেছি, তুমি একজন ব্রহ্মচারী, সেই মহাপুরুষের সহিত অবশ্যই তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, তুমি যদি দয়া করিয়া এই দুঃখিনী বিপন্না অবলাদের রক্ষা কর—" বলিতে বলিতে পরিতাপিনী বসনাঞ্চলে বদন আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

নবীন ব্রহ্মচারীর দয়া হইল; সকরুণ বচনে কহিলেন, "কেন মা, রোদন করেন কেন? চিন্তা কি? তিনি আমার গুরুদেব; আসুন, এখনই তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, এখনই আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শনের উপায় করিয়া দিতেছি।"

ব্রহ্মচারীর এই আশ্বাসবাক্য হতাশ্বাসিনীর শ্রবণ কুহরে যেন অমৃত বর্ষণ করিল, তিনি যেন মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন। আশ্বাসে আগ্রহে শৈলবালার হস্ত ধারণপূর্ব্বক দীনদয়ালের অনুবর্ত্তিনী হইলেন; মাহুজীও প্রফুল্ল অন্তঃকরণে উৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহারা সিদ্ধপুরুষের আশ্রমের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দীনদয়াল ব্রহ্মচারী কহিলেন, "দাঁড়াইলেন কেন? চলিয়া আসুন।"

মাহুজী কহিলেন, "সংবাদ দিতে হইবে না?"

দীনদয়াল উত্তর করিলেন, "কোন আবশ্যক নাই, প্রবেশ করুন।"

সকলে প্রবেশ করিলেন। অধ্যয়ন গৃহ সমীপে উপস্থিত হইয়া মাহুজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক দীনদয়াল কহিলেন, "তুমি কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি ইহাঁদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া যাই। সেই স্থানেই গুরু দেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্থানই সেই।"

তাহাই হইল,—দীনদয়াল রমণী দুটীকে একটী নিভৃত কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহাদিগের নিমিত্ত আসন প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনারা এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করুন, আমি শীঘ্রই গুরুদেবকে সংবাদ প্রদান করিতেছি।"

দীনদয়াল প্রস্থান করিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরেই মহাপুরুষের সহিত পুনরায় তিনি সেই স্থানে আসিয়া সমুপস্থিত। শৈলবালা ও তাঁহার জননী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহাপুরুষের চরণে ভক্তিভাবে প্রণত হইলেন।

স্ত্রীলোক দর্শনে সিদ্ধপুরুষের বদনে বিরক্তি ভাব প্রকাশ পাইল। সক্রোধ নয়নে শিষ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া সুতীক্ষ্মস্বরে কহিলেন, "একি! এরা কে? স্ত্রীলোক আনিয়াছ কেন?"

শৈলজননী করপুটে সজলনয়নে কহিলেন, "বাবা! আমরা বড় দুঃখিনী, বড় অভাগিনী। ক্রমাগত একপক্ষকাল আমরা আপনার চরণ দর্শনের জন্য আকিঞ্চন পাইতেছি, প্রতিদিন আসিতেছি, প্রতিদিনই হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছি, একটি দিনও আশা পূর্ণ হয় না, আজ আপনার এই শিষ্যটী সদয় হইয়া আমাদের এখানে লইয়া আসিয়াছেন, এখন আপনার কৃপা হইলেই আমরা রক্ষা পাই।"

সে কথায় উত্তর না দিয়া বজ্রগিরি মহাক্রোধে শিষ্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "আমি জানি ইহাদের কিছুই হইবে না, সেই জন্যই সাক্ষা

করিতে আদেশ প্রদান করি নাই, তুমি কি জন্য ইহাদিগকে আনয়ন করিলে? পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছি স্ত্রীলোক আনিও না, তথাপি তুমি বিনা সংবাদে ইহাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছ, এ কার্য্য তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে!"

শৈলজননীর ভয় হইল, তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিতে করিতে সিদ্ধপুরুষের চরণ ধারণপূর্ব্বক সকাতরে কহিলেন, "বাবা! দয়া করুন! বাবা! রক্ষা করুন! আমাদের বড় বিপদ! আমরা বড় নিরুপায়! আপনি দয়া করিয়া রক্ষা না করিলে আমরা এককালে ধনে প্রাণে মারা যাই!"

শৈলবালাও রোদন করিয়া মহাপুরুষের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। মহাপুরুষ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "যাও যাও! তোমাদের কিছুই হইবে না! আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমাদের সমস্ত আশাই অনর্থক!" স্ত্রীলোকদিগকে এই কথা বলিয়া শিষ্যকে সরোষে তিরস্কার করিতে করিতে সিদ্ধপুরুষ দ্রুতপদে তথা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত ভগ্নান্তঃকরণে হা হুতাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দীনদয়াল ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি কহিলেন, "মা! হতাশ হইবেন না, চিন্তা করিবেন না, উঁহার স্বভাবই ঐরূপ! হটাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন, ক্রমে ক্রমে সুশীতল হন! আমি বলিতেছি, শীঘ্রই আপনাদের মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে!" এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রাঙ্গণে গমন করিলেন, তথা হইতে মাহুজীকে আহ্বানপূর্ব্বক আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। পথে ভগ্নহৃদয়া কুলাঙ্গনা দুটীকে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে আশ্বাস দান করিয়া কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই! আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া গুরুদেবকে সুপ্রসন্ন করিব!"

শৈলমাতা কহিলেন, "সে প্রসন্নতা আমরা কিরূপে জানিতে পারিব? কবে আবার এ স্থানে আগমন করিব? কতদিনে তিনি আমাদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন হইবেন?"

"যত শীঘ্র হয় তদ্বিষয়ে আমি সবিশেষ চেষ্টা পাইব। কোন চিন্তা

নাই! সে জন্য আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ আগমন করিতে হইবে না। সুবিধা দেখিলে হয় ত স্বয়ংই বলিয়া আসিব।”

এই সদয়-বাক্যে আনন্দে যেন উন্মাদিনী হইয়া শৈলজননী ত্রস্তভাবে নবীন ব্রহ্মচারীর চরণ ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের বদনে যুগপৎ দুঃখ, কষ্ট, অমর্ষ, ক্ষোভ ও লজ্জাভাব সমন্বিত হইল। তিনি ত্রস্ত-ভাবে চারি পাঁচপদ পশ্চাদ্গমন করিয়া সশঙ্কভাবে সসম্ভ্রমে কহিলেন, “একি? আপনি এ কি করেন? আমাকে অপরাধী করেন কেন? আপনি বয়োধিকা, আমার গর্ভধারিণী জননীর তুল্য পূজনীয়া, অকল্যাণ করেন কেন? আমার পরমায়ু ক্ষয় হইবে যে? ব্রহ্মচারী জ্ঞানে আমার চরণ বন্দনে উদ্যত হইতেছেন, কিন্তু আমি তাহা নহি – অর্থাৎ অদ্যাপিও আমার দণ্ডগ্রহণ হয় নাই। আপনি আমার গর্ভধারিণী জননী সদৃশ পূজনীয়া।” এই কথা বলিয়া নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক যোড়হস্তে দুই তিনবার প্রণিপাত করিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া স্ত্রীলোকেরা শিবিকারোহণ করিলে, দীনদয়াল পুনর্ব্বার নারায়ণ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। বিদায় কালে পূর্ব্ববৎ আশ্বাস প্রদান করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

পাঠক মহাশয়! এই নবীন ব্রহ্মচারীর প্রকৃতিতে এক অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করুন। প্রত্যাগমনকালে একটী অশীতিবর্ষীয়া বিধবা শূদ্রানী ভূমিষ্ঠ হইয়া ইহাঁকে প্রণাম করাতে, ইনি সচ্ছন্দে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক জয়োচ্চারণ করিলেন। অথচ তদপেক্ষা ন্যূন বয়স্কা শৈলমাতার প্রণামের উদ্যমেই সশঙ্কচিত্তে চারি পাঁচপদ পশ্চাদ্গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শূদ্রা-নীর প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না।

একপক্ষ অতীত। একদিন সন্ধ্যাকালে দীনদয়াল শাস্ত্রী পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা-মত সুরযমল ত্রিবেদীর ভবনে আসিয়া উপস্থিত। নাম শ্রবণমাত্রে সাহুজী আগমন করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন। শৈলবালা প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক “মনোমত পতি লাভ কর” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শৈলবালা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া

মৃত্তিকা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শৈলজননী গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিতে অগ্রবর্ত্তিনী হইলে, ব্রহ্মচারী রোমাঞ্চিত গাত্রে সসম্ভ্রমভাবে কহিলেন, "পুনর্ব্বার নিষেধবাক্যে অবহেলা; পুনঃ পুনঃ এরূপ করিলে, আমার আসার পক্ষে ব্যাঘাত হইবে! এত আসিতে সঙ্কোচই করিব। পুনরায় নিষেধ করিতেছি, এরূপে আত্মার অবমাননা করিয়া আমাকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিবেন না!"

শৈলজননী অপ্রস্তুত হইলেন। ব্রহ্মচারীর ক্ষুণ্ণভাব দর্শন করিয়া সকাতরে সবিনয়ে কহিলেন, "ক্ষমা করুন! যদি ইহাতে ক্ষুব্ধ হন, তবে আমি সাবধান হইতে শিক্ষা করিব, কিন্তু বাবা! তোমার শান্তমূর্ত্তি দর্শন করিলে, আপনা হইতেই যে ভক্তিভাবের উদয় হয়, মন ব্যগ্র হইয়া উঠে, উপদেশবাক্য ভুলিয়া যাই যে। ইহাতে আমার অপরাধ কি? আপনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়, এই ঘোর বিপত্তি সাগরের একমাত্র কাণ্ডারী; সুতরাং—

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী কোমলভাবে কহিলেন, "এরূপ অনুনয় বিনয় করিবেন না, ইহাতে আমি নিতান্ত কুণ্ঠিত হই। আমি আপনার সন্তানতুল্য; সন্তানের নিকট জননীর এত অনুনয় বিনয় কেন? পুত্র বাৎসল্যে সস্নেহ বচনে সম্ভাষণ করিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। অদ্যাবধি তাহাই করিবেন।"

"আজ্ঞা তাহাই করিব। যদি ইহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই করিব।" এই কথা বলিয়া শৈলমাতা তাঁহার উপবেশনার্থ একখানি আসন অগ্রসারিত করিয়া দিলেন।

আসন পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মচারী গম্ভীর বদনে বিনম্রস্বরে কহিলেন, "আপনাকে বুঝাইতে অপারগ হইলাম। "আজ্ঞা আপনি," এ সকল কিরূপ সম্ভাষণ? আপনি মাতা, আমি পুত্র। পুত্রের সহিত ওরূপ সম্ভ্রমসূচক বাক্যে সম্ভাষণ করিতে নাই, উহাতেও অকল্যাণ হয়! পুত্র স্নেহেই সম্ভাষণ করিবেন!"

"তাহাই করিব।" শৈলজননী ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "তাহাই করিব। এখন সে বিষয়ের কি করিয়া আসিলেন?—না না—আসিলে?—আমাদের

দশা কি হইবে? তিনি কতদিনে দয়া করিবেন? আপনার—না না—তোমার এত অধিক বিলম্ব হইল কেন?"

অভ্যাস শীঘ্র দূর হয় না।—শৈল মাতার সম্ভ্রম সম্ভাষণ ও সস্নেহ সম্ভাষণে বিমিশ্রিত হইতেছে দেখিয়া নবীন ব্রহ্মচারী অবনত মস্তক ঈষৎ হাস্য করিলেন। অলক্ষিতে সে ভাব সম্বরণ করিয়া প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আমার ভুল হইয়াছিল! সে দিন আপনাদের আবাস স্থানের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেই নিমিত্তই এই বিলম্ব। অনুসন্ধান লইতে অনেক সময় নষ্ট হইয়াগিয়াছে, সেই নিমিত্তই এই বিলম্ব!"

শুনিয়াছি বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি! সে বিষয়ের কতদূর সুসিদ্ধ হইল? তিনি কি স্বীকার পাইয়াছেন?"

ঈষৎহাস্য করিয়া শাস্ত্রী ঠাকুর কহিলেন, "তাহাই বটে! বিলম্বেই কার্য্যসিদ্ধি যথার্থ! অনেকদূর সিদ্ধ হইযাছে,—অনেক সুবিধা করিয়াছি। যা যৎকিঞ্চিৎ বক্র আছেন, আপনারা একবার মিনতি করিয়া বলিলেই তিনি স্বীকার পাইবেন! দৈবকার্য্য করিতে দৈহিক ও মানসিক বিস্তর ক্লেশ ও পরিশ্রম আছে বলিয়াই তিনি সহজে সম্মত হন না। সেই নিমিত্তই গ্রহযাগার্থীদিগকে প্রায়ই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি এক প্রকার অর্দ্ধ সম্মত হইযাছেন, আপনারা সাক্ষাৎ করিয়া, আর একবার উপাসনা করিলেই পূর্ণ স্বীকার করিবেন, অত্র সন্দেহ নাস্তি।"

"কবে যাইব? কবে লইয়া যাইবে? দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিল। সে দিকে ভারি বিপদ, মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। কবে লইয়া যাইবেন?" অধিক আগ্রহে উৎকণ্ঠিতভাবে উপর্য্যুপরি এই কএকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, উত্তর প্রতীক্ষায় শৈলজননী সোৎসুকে ব্রহ্মচারীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

আশ্বাস দিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "আশা প্রতীক্ষা করুন। আর অধিক বিলম্ব হইবে না। বোধ করি, আর একপক্ষের মধ্যেই—"

বাধা দিয়া শৈলমাতা ব্যাকুলিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একপক্ষ? আরও একপক্ষ বিলম্ব? দুই তিন দিবসের মধ্যে কি লইয়া যাইতে পারিবেন না

"পারিতাম।" দীনদয়াল কহিলেন, "পারিতাম।—কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবে না। গুরুদেব আরও এক ব্যক্তির দৈবযাগে ব্রতী আছেন, সেটী সমাপ্ত না হইলে দ্বিতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। এককালে উভয় কার্য্যে কখনই মনোনিবেশ হয় না। সুতরাং স্বীকারও করিবেন না, বরং বিপরীত ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হয়ত তিনি বিরক্ত হইয়া একবারে প্রত্যাখ্যান করিলেও করিতে পারেন। হিতে বিপরীত ঘটিবে, অতএব একপক্ষকাল অপেক্ষা করুন, আশা পথ প্রতীক্ষা করিয়া থাকুন।"

শৈলজননী নিরুত্তর হইলেন। সেই নিরুত্তরের অর্থ, অগত্যা স্বীকার।

দীনদয়াল শাস্ত্রী নারায়ণ নামোচ্চারণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলে শৈলবালা ও মাহুজী ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মচারী পুনরায় নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রফুল্ল মনে বিদায় হইয়া আসিলেন। পূর্ব্ব উপদেশ স্মরণ করিয়া শৈলজননী এবারে আর তাঁহাকে প্রণাম করিবার উপক্রম করিলেন না। কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে ভক্তিভাবে ভক্তি উপহার প্রদান করিতে কোনক্রমেই বিরত হইলেন না। কেননা হৃদয়ের বেগ নিবারণ করিবার লোক নাই, উপায় নাই!—প্রকাশ হয় না বলিয়াই কেহ তাহা বোধ করিতে সমর্থ হয় না। হৃদয় সমুদ্রের ভক্তিস্রোত আপনা হইতেই উচ্ছ্বাসিত হয়। যাঁহার হৃদয়, তিনি নিজেও কস্মিন্‌কালে, কোন প্রকারে, কোন উপায়ে, সেই প্রবল স্রোতের বেগ নিবারণ করিতে সমর্থ হন না।

আরও একপক্ষ অতীত। দীনদয়াল পূর্ব্ব অঙ্গীকার পালন করিলেন দাতাজীর কন্যা, সহধর্ম্মিণী ও মাহুজীকে সঙ্গে লইয়া গুরু আশ্রমে উপনীত হইলেন। তখন রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড। অন্তঃপুরের নিভৃত গৃহে সিদ্ধপুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা প্রবেশ করিয়া সাষ্টাঙ্গে ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিলেন। সিদ্ধপুরুষ একটী কথাও কহিলেন না, যে ভাবে বসিয়াছিলেন, সেইরূপ গম্ভীরভাবেই স্থির হইয়া রহিলেন। কে আসিল, একটীবার দৃষ্টি পাতও করিলেন না।

শৈলজননী কাতর বচনে করপুটে কহিলেন, "ঠাকুর! আমরা আপনার

আজ্ঞা পালন করিয়াছি, একমাস পূর্ণ হইয়াছে, আমরা পুনরায় চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। আমাদের বড় বিপদ! আমরা—”

সকল কথা না শুনিয়াই সিদ্ধপুরুষ বিরক্তভাবে কহিলেন, “কে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছিল? কে আসিতে বলিয়াছিল? কাহার আজ্ঞা পালন করিয়াছ? সে দিন আমি বলিয়াছি, কিছুই হইবে না, তথাপি কি জন্য আসিয়াছ? পুনঃ পুনঃ কেন আমাকে বিরক্ত কর?”

শৈলমাতা সজলনয়নে কহিলেন, “প্রভু! আমাদের বড় বিপদ! দুঃখিনী বলিয়া আপনি ঘৃণা করিয়াছিলেন বটে, আপনি আসিতে আজ্ঞা করেন নাই বটে, কিন্তু এই দয়াল ঠাকুর দয়া করিয়া আশ্বাস দান করিয়াছেন, ইনিই—”

তীব্রস্বরে ব্রহ্মচারী কহিলেন, “হা হা, আমার জানা আছে। ওর স্বভাবই ঐ! কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সকলেকেই আশ্বাস দান করিয়া থাকে! যাহা হইবে না, যাহা হইবার নহে, তাহার নিমিত্ত সর্ব্বদাই উন্মত্ত! আমাকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, প্রায় মাসাবধিই বিরক্ত করিতেছে! ভাল, তোমাদের ইচ্ছাটা কি? কি জন্য আসিয়াছ? কি বিপদ হইয়াছে? কি নিমিত্ত অভাগিনী? কি দুঃখে দুঃখিনী? ভাল আনুপূর্ব্বিক ব্যক্তই কর, শুনাই যাউক।”

এই বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া শৈলজননী কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে মাতৃজী অগ্রসর হইয়া সবিনয়ে কহিলেন, “দয়াময়! ইহাদের মহা—”

সিদ্ধপুরুষ যেন চমকিত হইলেন। কহিলেন, “তুমি কে? তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?” বিরক্তভাবে এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়াই শিষ্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় সক্রোধে কহিলেন, “একি? পুরুষ এখানে কি জন্য প্রবেশ করিল? তোমার জানা আছে, এস্থানে পুরুষের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ। জানিয়া শুনিয়া কিজন্য ইহাকে এখানে লইয়া আসিলে?”

দীনদয়াল বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “রাত্রিকাল,—স্ত্রীলোক,—”

কঠোরস্বরে ব্রহ্মচারী কহিলেন, “আশ্রমে আবার রাত্রিকাল কি?

শিক্ষাশ্রমে স্ত্রীজাতির ভয় কি ? তোমার কিছুই জ্ঞান নাই, তোমার কার্য্যই ঐ প্রকার! কোন কথাই গ্রাহ্য কর না, কোন আজ্ঞাই পালন কর না, এই কারণে তোমার উপর আমি বড়ই বিরক্ত।" শিষ্যকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া মাতঙ্গীকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তুমি যে অযাচিত হইয়া কথা কহিতেছিলে, ব্যাপার কি? কে তুমি ?"

মাতঙ্গী করযোড়ে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা প্রভু! আমি ইহাঁদের সংসারে একজন কর্ম্মচারী। ইহাঁরা—"

"তাহাতে কি হইল ? কর্ম্মচারীর এখানে প্রয়োজন কি ?"

"আজ্ঞা, ইহাঁরা স্ত্রীলোক। যদি সকল কথা—"

"সকল কথা তুমি কিরূপে জানিবে ? গ্রহের সমাচার, অদৃষ্টের সমাচার তোমার জানিবার সম্ভাবনা কি ?"

"আজ্ঞা প্রভু! তাহা আমার জানা নাই বটে, কিন্তু সমস্ত হিসাবপত্র, সমস্ত খাতাপত্র আমারই হস্তে। সেই নিমিত্তই—"

"হিসাবপত্র, খাতাপত্র, বড়ই হিসাবী লোক, উপযুক্ত কর্ম্মচারী! আচ্ছা বলিয়া যাও। হিসাবী লোকের মুখেই শুনা যাউক।"

মহাপুরুষের মুখে এইরূপ বিদ্রূপবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। সকলেই মনে করিলেন, যখন এরূপ সানন্দভাব, তখন প্রসন্ন হইয়া থাকিবেন। এইবারে বোধ হয় আশালতা সহজেই ফলবতী হইবে।

মাতঙ্গী অতি বিনীতভাবে তরণী মগ্ন, সমুদ্রতস্কর কর্ত্তৃক তরণী লুণ্ঠন, বাণিজ্যাগারের পতন; ধূর্ত্ত অধমর্ণের প্রবঞ্চনা, হেমাভাই, প্রেমাভায়ের গদী হইতে ধনজীর আগমন, দ্বাবিংশতি লক্ষ মুদ্রার হুণ্ডী প্রদর্শন, "মাতঙ্গী" পোতের নিমজ্জন সংবাদ লইয়া সারেং ও নাবিকগণের প্রত্যাগমন, অর্থহীনতা, প্রাপ্য সংগ্রহের অসুবিধা, ধনজীর সময় প্রদান ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক একেএকে নিবেদন করিলেন।

গম্ভীরভাবে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া মহাপুরুষ ঔদাস্যভাবে বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! গুরুতর ব্যাপার! বিধাতার বিড়ম্বনা! ইহাতে আমার হাত কি ? আমি ইহার কি করিব ? আমার দ্বারা কিছুই হইবে না।"

মাড়জী সকাতরে কহিলেন, "প্রভু আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনি সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন,—আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে। আপনি দয়া না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। সংসার একেবারে নষ্ট হয়। কেবল একটী পরিবার বলিয়া নয়, অনেকেরই গ্রাস আচ্ছাদন বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমার ন্যায় শত শত লোক, এই সংসারে প্রতিপালিত হইতেছে, আশ্রয়-তরু বিনষ্ট হইলে লতা পল্লব সমস্তই এক সঙ্গে বিশুষ্ক হইয়া যাইবে। আশ্রিত পরিবারেরা সকলেই অনাহারে মারা পড়িবে। একটীকে রক্ষা করিলে শত শত জীবের প্রাণ রক্ষা করা হয়। আপনি—"

বাধা দিয়া অকাতরে সিদ্ধপুরুষ কহিলেন, "আমি কি করিব? আমার দ্বারা কি হইতে পারে? সমুদ্রে তরণী মগ্ন হইয়াছে, সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা কর,—তস্করে লুণ্ঠন করিয়াছে, বিচারপতির আশ্রয় গ্রহণ কর,— ঋণ আছে, উত্তমর্ণের নিকট গমন কর। আমি ইহার কি করিব? আমা হইতে কি হইবে?"

মহাপুরুষের মুখে এই নির্ঘাতবাক্য শ্রবণ করিয়া শৈলজননী ও শৈল-বালা অধিকতর হতাশে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যেন অভ্রভেদী আশা শৈলের সমুচ্চ শিখরদেশ হইতে এককালে ধরণীগর্ভস্থ অতলস্পর্শ রসাতলে নিপতিত হইলেন। নিতান্ত ব্যাকুলিনী হইয়া অস্ফুটস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধপুরুষ শিষ্যের প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কি হে,—দেখ দেখি এ সকল কি কাণ্ড?"

ক্ষুণ্ণমনে দীনদয়াল শাস্ত্রী উত্তর করিলেন, "এরূপ কাণ্ড আমার অনেক দেখা আছে, আপনিই দর্শন করুন। এরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়, মানব হৃদয় যে বিগলিত হয় না কেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

শিষ্যের এই সুতীক্ষ্ণ তিরস্কারবাক্যে সিদ্ধপুরুষ যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল তোমরা আমাকে কি করিতে বল, কি করিতে হইবে?"

সোৎসুকে শশব্যস্তে অগ্রসর হইয়া মাহুজী করপুটে সবিনয়ে কহিলেন, "ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার বিপদাপন্ন প্রভুর গ্রহ কোপে পরিত্রাণার্থ একটী গ্রহযাগ করিতে আজ্ঞা হয়। যাহাতে তাঁহার প্রাপ্য অর্থগুলি সংগৃহীত হইতে পারে, এবং যাহাতে তরণীমগ্ন প্রণষ্ট বস্তুর পুনরুদ্ধার হয়, গ্রহশান্তির নিমিত্ত সেই উদ্দেশেই একটী গ্রহযাগ। ইহাই আপনার চরণে—"

"গ্রহযাগ? অসম্ভব!—গুরুতর ব্যাপার। বিস্তর পরিশ্রম,—বিস্তর গ্রহের পূজা,—দৈবকর্ম্মে বিস্তর বিঘ্ন,—নানা উপসর্গ—"

গুরুদেবের সমস্ত কথা শ্রবণ না করিয়াই দীনদয়াল শাস্ত্রী কহিলেন, "তাহা সত্য। কিন্তু আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, আপনি সকলই করিতে পারেন। আপনার প্রসন্নতাই এ বিষয়ে একমাত্র ভরসা।"

সন্দিগ্ধভাবে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু সকল কার্য্যেরই সময় অসময় আছে, অসময়ে আহ্বান করিলে দেবতারা পাছে রুষ্ট হন, সেই শঙ্কাতেই আমি সন্দিগ্ধ হইতেছি।"

সোৎসুকে শাস্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "আজ্ঞা, সিদ্ধভক্তের আমন্ত্রণে গ্রহ দেবতাগণের ত কালাকাল নাই, তাঁহারা আপনার আহ্বানে কোপাবিষ্ট হইবেন কেন? ইহা কখনই ত সম্ভবে না।"

"তুমি ত বলিলে সম্ভব নয়। কিন্তু কার্য্যগতিকে মনের ভ্রান্তিতে যদি কোন প্রকার অঙ্গহীন হয়, যদি তাঁহাদের কোপে পড়ি, তাহা হইলে তাহার উপায়? তখন আমার কি দশা হইবে?"

"আজ্ঞা, সে আশঙ্কা নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনার ভ্রান্তি অসম্ভব,—স্থান পাইবে কেন?"

গম্ভীরভাবে বরগিরি কহিলেন, "তুমি ত বলিলে পাইবে কেন? কিন্তু বিবেচনা কর, যদি কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে, তাহা হইলে কি হইবে? সকলেই জানে আমার বাক্য অমোঘ; কখনই তাহা নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু এইটীতে যদি অব্যর্থ না হয়, তাহা হইলে আর লজ্জার পরিসীমা থাকিবে না। লোকে আমাকে প্রতারক বলিয়া জ্ঞান করিবে। আর

যাহাদের জন্য অনুষ্ঠান, গ্রহ কোপ হইলে তাহাদের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, বরং সাংঘাতিক অমঙ্গলই অনিবার্য্য। অতএব তাহার কি হইবে বল দেখি।"

দীনদয়াল শাস্ত্রী ক্ষুণ্ণমনে উত্তর করিলেন, "আপনি গুরু, আমি শিষ্য; যোগবল, বিদ্যাবল উভয়ই আপনার অধিক। তর্ক-শাস্ত্রে কোন্ কালে, কে কোথায়, ভবাদৃশ সিদ্ধপুরুষকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছে?"

উদাসভাবে হাস্য করিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, "হাঁ তর্কমুখে প্রকৃত উত্তর অন্বেষণ করিয়া না পাইলে, লোকে ঐরূপ উত্তর দান করে বটে, নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত তাহারা ঐরূপ করিয়া থাকে বটে।"

অবনত মস্তকে কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে নবীন ব্রহ্মচারী কহিলেন, "গুরুদেব! আপনি মহাপুরুষ, আপনি সিদ্ধপুরুষ, যাহা বলেন তাহাই শোভা পায়! কিন্তু যথার্থই আমি অক্ষম, আপনার প্রশ্নের উত্তর দান করিতে যথার্থই আমি অসমর্থ! আমি—"

সহসা শৈলবালা নিতান্ত কাতরস্বরে সিদ্ধপুরুষকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "আমরা মরিলেই কি তোমার ভাল হয়? আপনি সকলই পারেন।—সকলেই ত বলে আপনি সিদ্ধপুরুষ, তবে পারিবেন না কেন? আপনি ইচ্ছা করিয়া করিতেছেন না। আমি মরি, আমার পিতা মরেন, আর আর সকলেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, এইটাই বুঝি তোমার ইচ্ছা? যদি মরিতেই হয়, তবে তোমার চরণেই প্রাণ বাহির করিব। কিন্তু পিতাকে রক্ষা করিতেই হইবে। যদি মরিতেই হয়, তবে এই চরণেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" শেষ কএকটী কথা বলিতে বলিতে বালিকা যেন ছিন্নমূলিনী লতিকার ন্যায় মহাপুরুষের পদতলে নিপতিত হইয়া যুগলহস্তে তাঁহার চরণদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন।

কুমারীর এই সকল করুণবাক্য শ্রবণে তাঁহার জননী একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন; তিনিও যেন উন্মাদিনীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "শৈল! মা শৈল! ঠিক বলিয়াছ, সার্থক তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। তুমি যথার্থই বলিয়াছ, আমাদের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতেই হইবে, আমিও ঐ চরণে আত্মঘাতিনী হইব।" এই কথা

বলিতে বলিতে তিনিও উভয় বাহুপার্শ্বে মহাপুরুষের চরণদ্বয় পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন।

সচঞ্চল ভাবে রত্নগিরি কহিলেন, "কি উৎপাত! তোমরা কর কি? আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিলে যে?—চরণ ত্যাগ কর,—গাত্রোত্থান কর,—স্থির হও,—চরণ ত্যাগ কর।"

সোৎসুকে শৈলবালা কহিলেন, "অগ্রে স্বীকার করুন আমাদের মঙ্গল করিবেন, তবে ছাড়িব, নতুবা কখনই চরণ ত্যাগ করিব না।"

"কি গ্রহ, ত্যাগই কর না?—স্থির হও, অগ্রে সমস্ত কথা শুনি, পরে বিবেচনা করিতেছি।"

শৈলবালা উত্তর করিলেন, "সমস্তই ত শ্রীচরণে নিবেদিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার শ্রবণ করিবেন কি? স্বীকার করুন তবে ছাড়িব, অগ্রে স্বীকার না করিলে কখনই ছাড়িব না।"

"ভাল, অগত্যা তাহাই!"

"অগত্যা শুনিব না, পূর্ণ স্বীকার করুন, তবে ছাড়িব। অগত্যা শুনিব না।"

"ভাল তাহাই করিলাম! ছাড়িয়া দাও!"

"বলুন সমস্ত বিষয়েরই সুবিধা করিবেন? সকল দিকেই সুমঙ্গল হইবে? স্বীকার করুন, তবেই ছাড়িয়া দিব।"

"ভাল, তাহাই স্বীকার! এখন গাত্রোত্থান কর। কি গ্রহ! একে অবলা, তাহাতে আবার বালিকা; ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। নারায়ণ! নারায়ণ!"

শৈলবালা ও শৈলজননী সিদ্ধপুরুষের চরণতল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়ে নেত্রনীর সম্বরণপূর্ব্বক আগ্রহে, উৎসাহে, আশার আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া যোগীবরের প্রশান্ত বদনমণ্ডল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। গৃহটী কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নিঃশব্দ ভাব ধারণ করিল।

কিঞ্চিৎ পরে মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল কি করিতে হইবে? যখন স্বীকার পাইয়াছি, তখন সমস্তই করিব। তবে কোন্ বিষয়টী অগ্রে করিতে হইবে সেইটী আমাকে বলিয়া দাও!"

শৈলবালা উত্তর করিলেন, "আমরা আবার তাহার কি উত্তর করিব যাহাতে ভাল হয়, তাহাই করিবেন,—যাহাতে সমস্ত বিষয়ের সুমঙ্গল হয় তাহাই করিবেন; আমরা আবার বলিয়া দিব কি?"

মহাপুরুষ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বালক বালিকার স্বভাবই এ স্বতন্ত্র! কোন বিষয়ের একবার মাত্র সূত্র প্রাপ্ত হইলে, সহজে আর তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। ভাল তাহাই হইবে,—সমস্ত বিষয়ের সুবিধা করিব! চিন্তা করিও না, গৃহে গমন কর।"

শৈলজননী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! কতদিনে জানিতে পারিব? কতদিনে আবার চরণ দর্শন করিতে সমর্থ হইব?"

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া যোগীবর কহিলেন, "চারিপক্ষ পরে।"

শৈলমাতা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "চারিপক্ষ? দুইমাস? প্রভু সে দিকে যে দিন নাই? দিন যে অতি সংক্ষেপ?"

"কি করিব!" গিরিঠাকুর কহিলেন, "কি করিব! উত্তরায় সংক্রমণ না হইলে, সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নাই, করিলেও সফল হইবে না। কিন্তু কোন চিন্তা করিও না; সমস্তই মঙ্গল হইবে, কিছুই চিন্তা করিও না।"

বিনীতভাবে শৈলজননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! কোন্ দিবসে আগমন করিব, কখন আসিব?"

"মাঘমাসের ঊনবিংশতি দিবসে, রাত্রি একপ্রহরের পর।"

বালিকা সুলভ স্বভাব চাঞ্চল্যে শৈলবালা পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিবাদ করিবার উপক্রম করিলে, দীনদয়াল নয়ন ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিয়া সে উদ্যম হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। শৈলবালা আর সে প্রয়াস পাইলেন না।

মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া সকলে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন দীনদয়াল তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমনপূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ করাইয়া দিলেন। বিদায়কালে শৈলমাতা শৈলবালা ও মাহুজী, শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অনুমাত্র ত্রুটি করিলেন না।

ক্রমে দিন যাইতেছে। অতি কষ্টেই অতিবাহিত হইতেছে। দক্ষিণা

য়ণের শেষ, অগ্রহায়ণ, পৌষমাস, সূর্য্যদেব ত্বরিতগামী,—এই ক্ষুদ্র দিন শৈলমাতার পক্ষে যেন কতই সুদীর্ঘ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সৌভাগ্য-শালীর চক্ষে যে সূর্য্য দেখিতে দেখিতে অস্তশৈলশিখরের অন্তরালে লুক্কাইত হয়; অনুতাপিনী শৈলজননী ও শৈলবালার চক্ষে সেই দ্রুতগামী সূর্য্য যেন একেবারেই অচল! অরুণদেব যেন অশ্বচালনে শিথিল যত্ন! রথচক্র যেন গমনশীল নহে। রজনীদেবী যেন পক্ষরূপ তিমিরাবরণে ধরণীস্থ জীববৃন্দকে আবরণপূর্ব্বক দীর্ঘকালব্যাপিনী হইয়া অবস্থান করেন। মায়াবশে যেন কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহেন। পক্ষীমাতা যেমন শাবকপুঞ্জকে তাহার বক্ষস্থলে লুক্কায়িত রাখিয়া পক্ষপুটে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ রজনীদেবীও যেন স্নেহ বশতঃ জগৎবাসী প্রাণী-পুঞ্জকে পরিবৃত করিয়া রাখেন, মায়া বশতই যেন, তাঁহার সেই তিমিরাবরণ শীঘ্র উন্মোচন করিতে কোনক্রমেই ইচ্ছা করেন না। বাস্তবিক দিবারাত্রির গতি, প্রত্যহ যষ্টিদণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া একষষ্টি অথবা ঊনষষ্টি দণ্ডে কখনই পরিণত হইতেছে না। কিন্তু অভাগিণীদেব পক্ষে এক একটী অহোরাত্রি যেন এক একটী যুগ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে!

দিন আর যায় না। অতি কষ্টে অভাগিণীরা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি অতি-ক্রম করিল। পৌষমাস বিদায়, মাঘমাসের সহিত উত্তরায়ণ আরম্ভ। প্রভাকর প্রভা বিস্তার করিয়া মকররাশিতে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে নির্দ্ধারিত দিবস ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত!

অদ্য মাঘমাসের ঊনবিংশ দিবস! মহাপুরুষের অনুজ্ঞাত নির্দ্দিষ্ট ঊনবিংশ দিবস! শৈলমাতা ও শৈলবালা যে আশার উপর নির্ভর করিয়া বরদানগরে আগমন করিয়াছেন, যে আশালতা অবলম্বন করিয়া প্রায় চারিমাসকাল আশা প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই সুখময়ী আশা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? মহাপুরুষের গণনা সম্ভব কি অসম্ভব, গ্রহযাগ কিরূপ ফলপ্রসূ, গ্রহদেবতারা রুষ্ট কি তুষ্ট, সে কথাই বা কে বলিতে পারে? মহাপুরুষেব বাক্যই বা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, এ বিষয়ে তাঁহার প্রতি যাঁহাদের অবিচলিত ভক্তি ও আন্তরিক বিশ্বাস, কেবল তাহারাই তাঁহার সেই

কথার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন, তবে ফলাফল যে কিরূপে পরিণত হইবে, তাহা অবশ্যই ভবিষ্যগর্ভে প্রগাঢ়রূপে নিহিত, সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের উপস্থিত আশাপিপাসিণী শৈলজননী ও কুমারী শৈলবালার অটল বিশ্বাস! সেই বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করিয়া ইঁহারা এতদিন ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক একমনে আশা প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সন্ধ্যা হইল, কামিনীরা উৎকণ্ঠিতা। নবীন ব্রহ্মচারীর আগমনের অঙ্গীকার আছে, কিন্তু এখনও তাঁহার সাক্ষাৎ নাই। ক্রমেই উৎকণ্ঠিতাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি। ধরাতল অধিক উত্তপ্ত হইলে শীঘ্রই যেমন জলধর হইতে বারি বর্ষিত হইয়া ধরাবাসীগণের তাপিত শরীর সুশীতল করে, আশা-পিপাসিনীর উৎকণ্ঠা তাপ অধিকতর প্রবল হওয়াতে দীনদয়ালের আগমন-রূপ সুশীতল সলিল বর্ষণে তাঁহাদের সন্তাপতাপিত ব্যাকুলিত হৃদয় সেইরূপ সুস্নিগ্ধ ভাবে শান্তি লাভ করিল।

সকলেই একত্রে মহাপুরুষের আশ্রমে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিভৃত প্রকোষ্ঠে সমুপস্থিত। আশা পূর্ণ হইল; প্রবেশমাত্রেই যোগীবরের দর্শন লাভ করিলেন। মহাপুরুষ তখন ধ্যানে নিমগ্ন। সে দিন কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। তিনি একাকী সমস্ত দিন নির্জ্জনে বাস করিয়া আছেন;—ধ্যানে নিমগ্ন! রাত্রি দুইপ্রহরের সময় ধ্যান ভঙ্গ হইল। দীনদয়াল, মাহজী, শৈলমাতা ও শৈলবালা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

মহাপুরুষ তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিয়া গম্ভীরবদনে শৈলজননীর প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "মা! তোমরা কেন বৃথা কষ্ট করিয়া এতদূর আগমন করিয়াছ? ধ্যানে জানিলাম, তোমাদের কোন গ্রহই অপ্রসন্ন নহেন; যাহাদের গ্রহ বৈগুণ্য হয় তাহাদেরই কেবল গ্রহ শান্তির আবশ্যক! যাহাদের ঘোর বিপদ, তাহাদেরই কেবল গ্রহযাগের প্রয়োজন। দেখিতেছি, তোমাদের কিছুই বিপদ ঘটে নাই, সুতরাং গ্রহযাগ নিষ্প্রয়োজন!"

বিস্মিত হইয়া শৈলমাতা কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, নয়ন ইঙ্গিতে দীনদয়াল নিবারণ করাতে তিনি সে উদ্যম পরিত্যাগ করিলেন।

সিদ্ধপুরুষ আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের ঋণও নাই, তরণীও মগ্ন হয় নাই, তস্করেও লুণ্ঠন করে নাই, তবে আমি কিসের শান্তি করিব?"

মাহুজী সবিস্ময়ে কহিলেন, "প্রভু! কেমন আজ্ঞা করিতেছেন? অনেক ঋণ আছে, কঙ্কণের হেমাভাই প্রেমাভায়ের গদী সমস্ত হুণ্ডীই ক্রয় করিয়াছে। দ্বাবিংশতিলক্ষ মুদ্রার অধিকও তাহাদের প্রাপ্য! প্রভু আজ্ঞা করিতেছেন ঋণ নাই! মার্জ্জনা করিবেন, হিসাবে—"

মহাপুরুষের অধরে ঔদাস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যের উদয় হইল। ক্রোধ-মিশ্রিত ঘৃণাব্যস্বরে কহিলেন, "তুমিও যেমন মুহুরী, তোমার কার্য্যও তদ্রূপ! কর্ত্তব্য-কর্ম্মে তোমার কিছুই মনোযোগ নাই। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইল, অথচ হিসাবে খরচ লিখিতে সময় পাইলে না; তোমার কার্য্যই ঐরূপ!"

মাহুজী পুনরায় সসম্ভ্রমে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু! আমারই যেন ভ্রম হইয়াছিল, আমিই যেন হিসাব লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম,—কিন্তু দয়াময়! আমার প্রভু স্বয়ংই ত ঋণের কথা—"

সিদ্ধপুরুষ সেইভাবে কহিলেন, "বুঝিয়াছি। তুমিও যেমন মুহুরী, তোমার প্রভুও সেইরূপ কার্য্যদক্ষ। কিন্তু আমি অনুমান করি, পরিশোধের সময় তিনি তোমাদিগকে বলিয়া থাকিবেন। তোমরাই তাহা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলে, হয় ত সে কথায় মনই দাও নাই,—হয় ত তাহাতে কর্ণ-পাতই কর নাই,--সেই নিমিত্তই একূপ উত্তর করিতেছ!"

শৈলবালা করুণস্বরে কহিলেন, "ঠাকুর! ইহাঁর উপর ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না, ইহাঁর কোন অপরাধ নাই। আমার পিতা নিজেই ঋণের কথা স্বীকার করিয়াছেন।"

"তাহা হইতে পারে,—স্মরণ নাই, নানা ঝঞ্ঝাটে বিস্মরণ হইয়া থাকিবেন; কিন্তু বিষয়ী লোকের বিস্মরণ হওয়াটা বড় দোষের কথা! ফলতঃ সে ঋণ অনেকদিন পরিশোধ হইয়াছে।"

"তবে যে, সেই গদী হইতে লোক আসিয়াছিল? হুণ্ডী প্রদর্শন করিয়াছিল?"

"সে হুণ্ডী জাল, লোকটাও জাল।"

"তবে পিতা যে সেই সকল হুণ্ডী পরিশোধ করিতে সময় চাহিয়াছিলেন?"

"সেটীও ভ্রম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার স্মরণ নাই। অধিক কথা নিষ্প্রয়োজন, যেস্থানে তিনি দলীলপত্র রাখেন, সেই স্থানটী অন্বেষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে, তাহা হইলেই সমস্ত জানিতে পারিবে।"

মাহুজী তটস্থভাবে কহিলেন, "প্রভু! আর একটী নিবেদন,—"

মহাপুরুষ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "আবার কোন হিসাবের কথা নাকি?"

মাহুজী অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "আজ্ঞা না,—আপনি কহিলেন, তরণী মগ্ন হয় নাই, কিন্তু প্রভু! "মাতঙ্গী"পোতের সারেং ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহারই মুখে শুনিয়াছি, ঝড়ে—"

"না না, মাতঙ্গী মগ্ন হয় নাই। সারেং পোতাধ্যক্ষ ও নাবিকেরা ভয়েই পলায়ন করিয়াছিল,—পোত মগ্ন হইবার পূর্ব্বেই প্রাণের আশঙ্কায় পলায়ন করিয়াছিল। বস্তুতঃ মাতঙ্গী মগ্ন হয় নাই, দ্রব্যাদিও নষ্ট হয় নাই। কেবল সেখানি বলিয়া নহে, অপর তিনখানি পোতের অবস্থাও ঐরূপ।"

"আজ্ঞা তস্করে লুণ্ঠন করিয়া,—"

"কিছুই করে নাই। সমস্তই নিরাপদ।"

"আজ্ঞা,—"

"আবার কি?"

"আজ্ঞা,—মহাসমুদ্রে,—"

"পুনরায় বলিতেছি, কিছুই হয় নাই, সমস্তই নিরাপদ। সমুদ্রে মগ্ন, তস্করে লুণ্ঠন, সমস্তই অলীক। কতবার বলিব? সমস্তই সমভাবে আছে।"

"আজ্ঞা,—তিন বৎসর পূর্ব্বে লুণ্ঠন, এতদিন নিরুদ্দেশ, ইহা—"

"ইহার কারণ আছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় বিশ্বাসী নাবিকেরা অনেক মহাজনী জাহাজ অপর বন্দরে লইয়া নিরাপদে রাখিয়াছিল। সেই কারণেই এই দীর্ঘকাল আসিতে পারে নাই। জলমগ্নও নহে, তস্করে লুণ্ঠনও নহে; এখন সেই চারিখানি তরণীই ববোজ-বন্দরে উপস্থিত হইয়াছে;—গমন করিলেই দেখিতে পাইবে।"

শৈলবালা, শৈলমাতা এবং মাহুজী তিনজনেই আশ্চর্য্যে বিস্ময়ে ও কৌতূহলে চমৎকৃত হইয়া নির্নিমেষলোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। অভাবনীয় অলৌকিক ব্যাপার শ্রবণে তিনজনেই যেন একেবারে স্পন্দহীন।

তাঁহাদের এই ভাব দর্শনে মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করিলেন। সেই হাস্যের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইয়াই হউক, অথবা অন্য কোন গুহ্য কারণেই হউক, দীনদয়াল শাস্ত্রী তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া শৈলজননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বিস্ময়ের কোন কারণ নাই, সমস্তই যথার্থ। গুরুদেবের বাক্য অমোঘ। ইনি যখন যাহা বলেন, তাহার কিছুই অন্যথা হয় না। যদি বেদ মিথ্যা হয়, তথাপি ইহার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। আপাততঃ শুনিলে অসম্ভব বোধ হয় বটে, কিন্তু মহাপুরুষের বাক্যই এই প্রকারঃ বুদ্ধির অগম্য বলিয়াই আমাদের অসম্ভব বোধ হইয়া থাকে, বাস্তবিক কিছুই অসম্ভব নয়, সেজন্য আপনারা তিলমাত্র চিন্তিত হইবেন না। গুরুদেবের আজ্ঞা কখনই অন্যথা হইবার নহে। দলীলপত্র রাখিবার স্থানটী অন্বেষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে, নর্ম্মদা বন্দরটী দর্শন করিলেই সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

এই অবসরে মহাপুরুষের বদনমণ্ডল সহসা বিমর্ষভাব ধারণ করিল। দীনদয়াল সেই ভাব দর্শনে যেন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব। এইমাত্র হাস্য করিয়াই অকস্মাৎ এরূপ বিষণ্ণ হইলেন কেন? হঠাৎ এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি?"

মহাপুরুষ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তুমি ইহাদিগকে যাহা বলিলে, তাহা এক প্রকার যথার্থ বটে, কিন্তু দেখিতেছি, ইহাদের বিপদ,—

সবিস্ময়ে শাস্ত্রীঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "সে কি প্রভু! এই আপনি কহিলেন, কিছুই বিপদ নাই, সমস্তই নিরাপদ, তবে আবার এরূপ কথা—"

"যে জন্য ইহারা আসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিপদ নাই বটে, কিন্তু আর একটী অমঙ্গল দেখিতেছি। দৈহিক বিপদ!—প্রাণের আশঙ্কা!"

দীনদয়াল সেইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার প্রভু?"

শৈলমাতাকে নির্দ্দেশ করিয়া মহাপুরুষ বিমর্ষভাবে কহিলেন, "এই স্ত্রীলোকটীর স্বামীর। তাঁহারই দৈহিক অমঙ্গল দর্শন করিতেছি। প্রাণের হানি!—অপঘাত মৃত্যু!—আত্মহত্যা!"

অকস্মাৎ অনাবৃত প্রান্তরে মস্তকের উপরিভাগে বজ্রনাদ হইলে, প্রান্তর-বাহী পথিক হৃদয়ভেদিনী শঙ্কায় যতদূর আকুলিত না হয়, মহাপুরুষের মুখে এই নির্ঘাতবাক্য শ্রবণে শৈলমাতা ও শৈলবালা তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাকুলিনী হইলেন। তাঁহারা যেন অকস্মাৎ আশা ও উৎসাহশৈলের সমুচ্চ শিখরদেশ হইতে নিপতিত হইয়া ধরণীগর্ভস্থ অতলস্পর্শ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। শৈলজননী সরোদনে সকাতরে কহিলেন, "দয়াময়! যদি তাঁহারই জীবনের অমঙ্গল, যদি আশ্রয় তরই বিচ্ছিন্ন হয়, তবে আর আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি? তরণীর মঙ্গল ও তুণীর মঙ্গল সংবাদেই বা আর ফল কি? ঠাকুর। তাহাকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় হইতে পারে না? কোন প্রকার দৈবযজ্ঞে কি তাঁহার জীবন রক্ষা হয় না?" এই কথা বলিতে বলিতে যোগীবরের পদতলে পতিত হইতেছিলেন, নিবারণ করিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, "স্থির হও, শান্ত হও,—উপায় আছে, কিন্তু যাগযজ্ঞে নয়, সে উপায় তোমাদেরই হস্তে, তোমরা উদ্যোগী হইলেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়।

সবিস্ময়ে সকাতরে শৈলমাতা কহিলেন, "সে কি প্রভু? আমরা উদ্যোগী হইলে কিরূপে প্রাণ রক্ষা হইবে?—আমাদের হাত কি?—আমরা স্ত্রীলোক অসহায়িনী, আমাদের ক্ষমতা কি?'

"স্থির হও, শ্রবণ কর,—তোমরাই পারিবে। আগামী ২৫এ মাঘ বেলা একাদশ ঘটিকার মধ্যে তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই সে ফাঁড়া খণ্ডন হইয়া যাইবে।"

"আমরা সাক্ষাৎ করিলেই মঙ্গল হইবে? সে কিরূপ ঠাকুর?—আমরা সাক্ষাৎ করিলেই মঙ্গল?"

"হাঁ,—তোমরা সাক্ষাৎ করিলেই মঙ্গল হইবে। গণনায় জানিয়াছি, ধ্যানে জানিতে পারিয়াছি, সে ফাঁড়া কেবল নির্দ্দিষ্ট দিবসে তোমাদের

দর্শনেই বিখণ্ডিত হইতে পারে, অপর কিছুতেই নহে। অদ্যই যাত্রা কর।—সময় নাই, এই রাত্রেই যাত্রা কর।"

"অদ্য কিরূপে যাত্রা করি? পূর্ব্বাহ্নে যানবাহন কিছুই স্থির করা হয় নাই; রাত্রেই কিরূপে যাত্রা করি? পথে দস্যু তস্করের ভয়, যদি কোন বিপদ ঘটে, কিরূপে রক্ষা পাইব?"

"প্রশ্নোত্তরের অবসর নাই, শীঘ্রই যাত্রা কর। কারণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক পল বিলম্ব হইলে, বিপদ অনিবার্য্য। তাঁহার প্রাণনাশ নিঃসংশয়। আর বিলম্ব করিও না। আমি বোধ করি, যে লগ্নে তোমরা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছ, সেটী অতি শুভলগ্ন। পথে কোন প্রকার বিপদ অথবা অসুবিধা না ঘটিতে পারে। শীঘ্রই যাত্রা কর। কিন্তু সাবধান! একপল বিলম্ব হইলে, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবে না। বরং একদণ্ড অগ্রে যাওয়া ভাল; তথাপি যেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিলমাত্র অতিক্রম না হয়।"

শৈলমাতা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া সকলেই সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ঊষা আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহারা বরদা হইতে যাত্রা করিলেন। বাসার জিনিসপত্র তত্রত্য লোকদিগকে বিতরণ করা হইল, বলা বাহুল্য।

প্রাতঃকালেই প্রথম পান্থশালায় উপস্থিত। তথায় তিনখানি শিবিকা প্রস্তুত ছিল, তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে দ্বিতীয় পান্থশালায় উপনীত হইলেন। বাহকেরা ভাড়া চাহিল না। মাহজী ভাড়া প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তাহারা কহিল, "আপনাদিগকে জানি, বাটীতে যাইয়া মূল্য লইব।" পান্থশালায় খাদ্যসামগ্রীর মূল্য লাগে না। চাহিবামাত্রই উপস্থিত করে, মূল্য লয় না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেকদূর অতিক্রান্ত হইল। সমস্ত পান্থনিবাসেই শিবিকাবাহক, শকটচালক ও খাদ্যদ্রব্য-বিক্রেতাগণের একই প্রকার বাক্য, একই প্রকার ঔদার্য্য। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা। তাঁহারা এক একটী পান্থশালা হইতে বহির্গত হইলেই পশ্চাতে চারিজন অশ্বারোহী দূরে দূরে আগমন করে। তাঁহারা যখন বিশ্রাম করেন, অশ্বারোহীরা তখন অদৃশ্য

হয়। সমস্ত পথ এইরূপে তাহারা অনুগামী হইয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহাদিগকে দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের ভয় হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সহ্য হইয়া-গেল। শৈলমাতা কন্যাকে বুঝাইয়া দিলেন, “উহারাও আমাদের ন্যায় পথিক যাত্রী। নতুবা কোন দুরভিসন্ধি থাকিলে, অবশ্যই অনিষ্ট করিতে পারিত। কত জনশূন্য প্রান্তর, নির্জ্জন প্রদেশ, বিজন কাননপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, ইহারা যদি দুষ্ট লোক হইত, তাহা হইলে কখনই আমরা পরিত্রাণ পাইতাম না। উহারা অবশ্যই আমাদের ন্যায় পথ প্রবাহী পথিক। উহাদের কার্য্যই ঐপ্রকার।

অদ্য ২৫এ মাঘ।—বেলা দশম ঘটিকা অতীত। পথিকেরা বরদার সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যটনপূর্ব্বক বরোজ নগরে উপনীত হইয়া-ছেন। যে পথ সহজে দশদিনে অতিক্রম করিতে হয়, যানবাহনের অভাব-নীয় সুবিধা ও ত্বরিত গমনে সেই পথ পাঁচদিনে উত্তীর্ণ হইলেন। অথচ কেহই ভাড়া চাহিল না। যাহারা খাদ্য-সামগ্রী প্রদান করিল, তাহারাও মূল্য গ্রহণ করিল না। ইন্দ্রজালের ন্যায় এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে তাঁহারা তিনজনেই পুনঃ পুনঃ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের কথিত শুভলগ্ন স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আরও অধিকতর ভক্তির উদ্রেক হইল, একথা অধিক করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র।

বরোজে উপনীত হইয়া শৈলজননী অগ্রে মাহুজিকে নর্ম্মদাতীরে প্রেরণ করিলেন। জাহাজ বন্দরে আসিয়াছে কি না, সন্ধান লইয়া শিঘ্রই তিনি সংবাদ দিবেন, তাঁহার প্রতি এই ভার সমর্পণপূর্ব্বক শৈলজননী শৈল সমভি-ব্যাহারে সংশয়বিস্ময়াকুলচিত্তে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথে কোনপ্রকার বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হয় নাই, সকল বিষয়েই সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা হইয়াছিল, ইহাতেই পরিতাপিনী[illegible] ব্যাকুল হৃদয়ে মহাপুরুষের ভবীষ্য-বাণীর প্রথম নিদর্শন প্রতিফলিত হওয়াতে, সেই উৎকণ্ঠিত হৃদয় কতক পরি-মাণে আশ্বস্ত হইয়াছিল, তাঁহার অপরাপর ভবিষ্যবাণী অলৌকিক হইলেও তৎসমস্ত বিষয়ে যে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণমনোরথ হইবেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের অন্তরে অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না, তথাপি নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না

পারিলে সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে; যাঁহার জন্য এতদূর কষ্ট, এতদূর পরিশ্রম, এতদূর উদ্বেগ, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবেন না; তিনি ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তরে মহাপ্রস্থান করিবেন, ভয়াকুলা কুলকামিনী সেই আশঙ্কায়, সেই সংশয়ে, আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

বিংশ কাণ্ড।

নৈরাশ্য—ভবিষ্যবাণীর সার্থকতা।

দাতাজী একাকী একটী নির্জ্জন গৃহে উপবিষ্ট। মস্তক অবনত, বদন বিষণ্ণ, ললাটদেশ করতলে বিন্যস্ত। ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত ধনজীভাই ইত্যগ্রে যে সময় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে হতভাগ্য দাতাজীর ভগ্নান্তঃকরণে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। যদিও মাতঙ্গী সমুদ্রমগ্ন হওয়াতে একেবারেই হতাশ হইয়াছিলেন, তথাপি চারিমাস সময় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মনে এরূপ প্রত্যাশা জন্মিয়াছিল যে, ইহার মধ্যে প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহ এবং পূর্ব্বক্রীত মৌখিক চুক্তির বাণিজ্য-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধের সুবিধা হইতে পারিবে। কিন্তু গ্রহ যখন বিগুণ হয়, বিধাতা যখন বিমুখ হন, তখন সকল প্রকারেই হতাশ আসিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকে। সঙ্কল্পিত উভয় বিষয়েই তাঁহাকে শোচনীয়রূপে হতাশ হইতে হইল। অধমর্ণেরা তাঁহার দুরবস্থা দর্শনে বঞ্চনা করিবার সুযোগ বুঝিয়া হস্ত সঙ্কোচ করিল; কেহ কেহ গ্রাহ্যই করিল না, কেহ কেহ উপেক্ষা করিয়া অস্বীকার করিল, কাহারও কাহারও সাক্ষাৎমাত্রও প্রাপ্ত হইলেন না। তবে দুই একটী

নির্ব্বিরোধী খাতকের নিকট হইতে যা যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবশ্যকমত গার্হস্থ্য-ব্যয়, ও অপরাপর সামান্য সামান্য ঋণ পরিশোধের সুবিধা হইল বটে, কিন্তু মূল বিষযেব কিছুই হইল না। যাহাদের নিকট আউতি মালামাল খরিদ করিয়াছিলেন, অবস্থা-বৈগুণ্যে তাহারাও বক্র হইয়া দাঁড়াইল। চুক্তিমত দ্রব্যাদি প্রার্থনা করিলে, তাহারা সকলেই নগদ মূল্য ব্যতীত অনুমাত্র দ্রব্যও প্রদান কবিতে পারি না বলিয়া তাচ্ছিল্যভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। সুতরাং এই উভয় আশাতেই তিনি বঞ্চিত হইয়া একেবারে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তৃতীয় আশা—সমুদ্রমগ্ন "মাতঙ্গীর" "অভ্যন্তব হইতে প্রণষ্ট বস্তব পুনরুদ্ধাব! কিন্ত তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পাবিলেন না, লোকের নিকট পূর্ব্ববৎ সম্ভ্রম না থাকাতে অপরাপর জলযান ও তদুপযুক্ত উপকরণ-সামগ্রী নগদমূল্য ব্যতীত ভাড়া প্রাপ্ত হইলেন না। নাবিক, মালিম, ডুবুরি, সকলেই ছয়মাসের অগ্রীম পাবিশ্রমিক প্রার্থনা করিয়া বসে; সুযোগ পাইয়া সকলে নিরূপিত বেতন অপেক্ষা অতিরিক্ত মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া কার্য্য সমাধা কবিতে অস্বীকার করে। লোকদিগের এইরূপ ব্যবহার দর্শনে নিমগ্ন "মাতঙ্গী"পোতের সারঙ্গ ও নাবিকদিগকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু অনুসন্ধান পাইলেন না। কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহই তাহার তথ্য বলিতে পারিল না; সুতরাং সে বিষয়েও নিরাশ হইলেন। মাতঙ্গীতে বহুপরিমিত সুবর্ণ ও অপরাপব বিস্তর বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী পরিপূর্ণ ছিল, জলস্পর্শে সেগুলির শীঘ্র অপচয় হইবাব সম্ভাবনা ছিল না; উদ্ধার করিতে পারিলে ঋণ পরিশোধেব বিশেষ সাহায্য হইতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশে অর্থাভাবে ও লোকাভাবে সেটী কিছুতেই সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল না।

চরম উপায় পাথোজী।—যদিও মাতাজী জানিতেন, তাহার নিকট কিছুই হইবে না, তথাপি মনে করিলেন, সেবাবে অর্থ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতেই সাক্ষাৎ করে নাই, কিন্তু এবারে ত সেরূপ নয়, নগদ টাকা দিতে হইবে না, একটী মুখের কথা বলিলেই যথেষ্ট উপকার হইবে। সে ব্যক্তি এখন ক্রোরপতি,—প্রায় ক্রোরটাকার অধিকারী। সে যদি মহাজনগণকে বলিয়া দেয়,

তাহা হইলে আমি অক্লেশেই পূর্ব্বচুক্তির বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইতে পারি, নাবিক ও ডুবুরিদিগকেও বলিয়াদিলে তাহারা অবাধে সম্মত হইবে; সে সকল ব্যয় আমি ক্রমে ক্রমেই সংকুলান করিতে সমর্থ হইব। তাহার মুখের কথাতেই আমার এতদূর উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে বোধ হয়, সে ব্যক্তি সম্মত হইতে পারে। আমার দ্বারাই তাহার সমস্ত সৌভাগ্যের অভ্যুদয়, আমিই তাহার ঐ অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রধান সোপান, এ অবস্থায় সে ব্যক্তি কি এই যৎসামান্য উপকার করিতে সম্মত হইবে না? কিন্তু তাহার স্বভাব যেরূপ, তাহাতে উপেক্ষা করা বড় একটা বিচিত্র কথা নহে। যাহাই হউক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিলেন বটে, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিতে শীঘ্র তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। যে স্থানে, যাহার নিকট বাসনা পূর্ণ হইবার আশা নাই, লোকে সহজেই সে স্থানে তাহার নিকট গমন করিতে কালবিলম্ব করে। অবশেষে যখন অন্যান্য চেষ্টা বিফল হইয়া যায়, সেই সময়েই তাহারা নিরুপায় হইয়া তাদৃশ স্থানে তাদৃশ লোকের আশ্রয় গ্রহণে শ্লথপদে অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকে। দাতাজীর সম্বন্ধেও সেইরূপ হইল। তিনিও গযংগচ্ছ করিয়া সময় অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন, কোনদিকে কিছুই সুবিধা করিতে পারিলেন না। ক্রমশই দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিল, তখন নিরুপায় হইয়া বিষণ্ণ বদনে মৃদু-পদসঞ্চারে পাথোজীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অসময়ে বন্ধুলোকেও বিমুখ হয়। পাছে কিছু প্রার্থনা করে, এই মনে করিয়া বন্ধুলোকেও অভাগার সহিত সাক্ষাৎ করে না। পাথোজীর ত কথাই নাই।

দাতাজী যে আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইল না, কেবল সন্দেহই ফলবান হইল। পাথোজী প্রথমে সাক্ষাৎ করিতেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে অনেক বাদানুবাদের পর, ক্ষণকালের জন্য একটী-বারমাত্র দর্শন দিলেন। দাতাজী কাতরভাবে সমস্ত কথা বিজ্ঞাপন করিলেন, পাথোজী উদাসীনভাবে তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন "কেন আমাকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করিতে আশা হয়? আমি কি করিব?

আমার দ্বারা কিছুই হইবে না। আমি আপনাকে নিষেধ করিতেছি, এরূপ সংবাদ লইয়া ভবিষ্যতে আপনার আর এখানে আসিবার আবশ্যক করে না।" এইরূপ অপূর্ব্ব শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াই ক্রোরপতি সওদাগর ত্বরিতপদে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। দাতাজী বিস্মিত হইলেন না, পাণোজীর প্রতি কোনপ্রকার দোষারোপও করিলেন না। আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে ক্ষুণ্ণমনে হতাশ হইয়া গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন।

অদ্য ২৫শে মাঘ,—হুণ্ডী-পরিশোধের চরম দিবস।—ধনজী প্রদত্ত চারিমাস অবকাশের শেষ দিন। গতরাত্রে দাতাজীর নিদ্রা হয় নাই, সমস্ত রজনী মধ্যে একটীবারও নেত্রপল্লব মুদ্রিত করিতে সমর্থ হন নাই। অশ্রুপতনে ও জাগরণে উভয় নেত্রই আরক্তবর্ণ ধারণ করিয়া স্ফীত হইয়াছে। শরীর অতিশয় শীর্ণ, নিতান্ত মলিন, প্রগাঢ় চিন্তায় বিশুষ্ক ও পাংশুবর্ণ। পাঠক মহাশয় আশ্বিনমাসের পঞ্চবিংশতি দিবসে ইহার দুরবস্থার প্রথম অবস্থায় যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তখনকার আকৃতির সহিত বর্ত্তমান আকৃতির তুলনা করিলে বোধ হইবে, যেন বিংশতি বৎসর ইহার মস্তকের উপর দিয়া অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। সহসা দেখিলে হয় ত চিনিতেই পারিবেন না। যেন অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের ভাব ধারণ করিয়াছেন।

প্রাতঃকালে তিনি শয়ন-গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার পুত্র সুন্দরজী একখানি পত্রহস্তে শশব্যস্তে দ্রুতপদে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতার তাদৃশী অবস্থা দর্শনে তাহার আরও সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। ব্যগ্রভাবে কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ, এ কি? এ পত্রখানির তাৎপর্য্য কি?"

পাঠক্ মহাশয়! দাতাজীর পুত্র এই সুন্দরজী এতদিন পঞ্জাবে ছিলেন; পিতার আকস্মিক দুরবস্থার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইত্যগ্রেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পুত্রের কথায় চমকিত হইয়া দাতাজী বিমর্ষভাবে কহিলেন "কোন্ পত্র? কেন? তাহাতে কি লেখা আছে?"

সুন্দরজী পত্রখানি প্রদর্শন করিয়া কহিলেন "এই দেখুন, এই পত্র!

ইহাতে আপনি পরিবারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, বিষ পান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, এসকল কথার ভাব কি?"

দাতাজী সেইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও পত্রখানি তুমি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে?"

"আজ্ঞা, আপনার শয়ন গৃহের পার্শ্বেই পড়িয়াছিল, প্রাপ্ত হইয়াছি। পিতঃ! আবার জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সাংঘাতিক পত্র লিখিবার কারণ কি? কি কারণে আপনি বিষ পান করিবেন? কি কারণে আপনি জীবন ত্যাগ করিবেন?"

দাতাজী সজল নয়নে উত্তর করিলেন "বৎস! পৃথিবীতে আমার স্থান হইল না। আমি এই কৃতঘ্ন পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইব। তুমি ত সমস্তই শ্রবণ করিয়াছ, তবে আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

সুন্দরজীর রোমহর্ষণ উপস্থিত হইল। তিনি কম্পিত হৃদয়ে, চঞ্চলনেত্রে পিতার বদন নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিতভাবে কহিলেন "জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন? ঋণ হইয়াছে শোধ হইবে, এখন পারিতেছেন না, সময়ে পরিশোধ করিবেন। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য কিছুই চিরস্থায়ী নয়। দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, চিন্তা কি? পুনর্ব্বার সৌভাগ্যের উদয় হইবে। সেজন্য প্রাণত্যাগ করিবেন কেন?"

"কেন? তুমি বালক! মানধন বড় ধন, হতমান হইয়া পৃথিবীতে থাকা অপেক্ষা প্রাণ বিসর্জ্জন করা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।"

"কেন? হতমান হইয়া থাকিতে হইবে কেন? আপাততঃ কার্য্যের অসুবিধা ঘটিয়াছে, সময়ে তাহার সুবিধা হইবে। পুনর্ব্বার অর্থলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে আর হতমান কি?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাতাজী কহিলেন, 'বৎস! তোমার কি স্মরণ নাই? অদ্য যে সেই সাংঘাতিক ২৫শে মাঘ! অদ্য যে সেই হেমাভাই প্রেমাভায়ের তৃতীয় শেষ দিবস। অদ্য কিরূপে মানসম্ভ্রম রক্ষা হইবে?"

"কেন? রক্ষা না হইবে কেন? পুনর্ব্বার সময় প্রার্থনা করুন। ইতি-মধ্যে আপনার প্রাপ্য মুদ্রা সংগৃহীত হইতে পারিবে, তদ্দ্বারাই তখন ঋণ

পরিশোধ করিবেন। তৎপরে অন্যপ্রকার বাণিজ্য প্রবৃত্ত হইলেই ত সংসার-ধর্ম্ম চলিতে পারিবে; তবে আপনি এরূপ হতাশ্বাস হইতেছেন কেন? হতমান হইবে বলিয়া চিন্তা করিতেছেন কেন?"

"তুমি বালক! এ সকল বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র পারদর্শিতা নাই। জগতে বিশ্বাস ও সম্ভ্রম একবার নষ্ট হইলে, তাহার আর পুনঃ সংস্কারের উপায় নাই। লোকে আর আমাকে বিশ্বাস করিবে কেন? বাণিজ্য কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলে লোকের নিকট আর সে সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইবে কেন? তাহারা আমাকে শূন্যহস্তে বাণিজ্য দ্রব্যাদি অর্পণ করিবে কেন?"

"যদি তাহাই হয়, তবে প্রাণবিসর্জ্জনে ফল কি? বিশ্বাস ও সম্ভ্রম যদি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া নাই যায়, তবে আত্মহত্যার প্রয়োজন কি?"

"বৎস! সে কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হতমান হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর; অপমানিত হইয়া এ পৃথিবীতে জীবন যাপন করা অপেক্ষা, মৃত্যুই তাহার পক্ষে অতীব সুখকর। আমার উপস্থিত অবস্থাও তাই। আমি—"

"আচ্ছা হাঁ, ইহাতে আপনি অপমান হইতে পরিত্রাণ পাইবেন বটে, কিন্তু আপনার পরিবারের কলঙ্ক ত কিছুতেই মোচন হইবে না। চিরকালের নিমিত্তই ত বংশের নামে এই নিদারুণ কলঙ্কটী রহিয়াগেল? পাষাণে খোদিত অক্ষরের ন্যায় সেই কলঙ্কটী ত চিরদিনের নিমিত্ত অঙ্কিত হইয়া রহিল?"

"সে চিন্তা নাই। তাহা থাকিবে না। আমি প্রাণত্যাগ করিলে, বরং তুমি সকল প্রকারে লোকের কৃপাপাত্র হইতে পারিবে! যে সকল লোক আমাকে—

"কৃপাপাত্র?" উত্তেজিতস্বরে সুন্দরজী কহিলেন, "কৃপাপাত্র! কি মূল্যে সেই কৃপাটী ক্রয় করা হইল? পিতৃ-শোণিতে? ধিক্ আমাকে, ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ সেই কৃপালাভ!—না পিতা, পিতৃ-শোণিত-বিনিময়ে যে কৃপা অর্জ্জিত হয়, আমি সে ঘৃণিত কৃপার অধিকারী হইতে ইচ্ছা করি না। আমি ততদূর নরাধম নহি,—যদি মরিতেই হয়, তাহা হইলে আমিও প্রাণত্যাগ করিব,—নিশ্চয় বলিতেছি, আমিও আপনার অনুগামী হইব।"

অজস্র নেত্রনীর বিসর্জ্জন করিতে করিতে দাতাজী কহিলেন, "না বৎস! ও কথা মুখেও আনিও না। নিরুপায় হইয়াই আমাকে—"

"যদি কোন উপায়ই নাই, তবে আমারও জীবন ধারণে ফল কি?"

"ফল বিস্তর," দাতাজী কহিলেন, "ফল বিস্তর; বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি জীবিত থাকিলে কাহারও নিকট তুমি মুখ তুলিয়া বাক্যালাপ করিতে পারিবে না। আমার এরূপে মৃত্যু হইলে, গুর্জ্জরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে পারে। যাহারা অদ্য আমাকে সাহায্য দান করিতে বিরত হইল, তোমার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলে তাহারাই আবার তোমাকে সাহায্য দান করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। ঋণীরা তাহাদিগের দেয় মুদ্রা প্রদান করিতে তৎপর হইবে। আমি "মাতঙ্গী" পোতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিতে অক্ষম হইলাম, তুমি প্রাপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তদুদ্ধারে সক্ষম হইতে পারিবে। সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃঋণ অল্পকালের মধ্যেই পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে। বৎস! বিবেচনা কর, সে দিন তোমার পক্ষে কতদূর গৌরবের দিন, যে দিন তুমি উন্নতমস্তকে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারিবে যে, 'আমার পিতা যে কার্য্যটী সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, আমি তাঁহার পুত্র হইয়া সে কার্য্যটী অদ্য সমাধা করিয়া তুলিলাম।' ভাবিয়া দেখ, ইহা তোমার পক্ষে কতদূর আনন্দের বিষয়, কতদূর গৌরবের দিন! পিতাকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিলে, অথচ দশজনের প্রীতিভাজন হইয়া, দশের নিকট প্রতিপন্ন হইয়া, জীবনের অবশিষ্টকাল পরমসুখে যাপন করিতে সক্ষম হইলে। অতএব বৎস! প্রাণত্যাগ করিও না, সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। বিশেষতঃ তোমার জননী ও ভগিনী রহিল। তুমি প্রাণত্যাগ করিলে তাহাদিগের আর রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে? আমি হতজীবন হইলে তোমাকে অবলম্বন করিয়া তাহারা সংসারে প্রবোধ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তুমি প্রাণত্যাগ করিলে তাহারাও আর জীবিত থাকিবে না, একের জন্য আরও দুইটী মহাপ্রাণী বিনষ্ট হইবে। বৎস! ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক আশা-প্রতীক্ষা কর, আশীর্ব্বাদ করি,—দীর্ঘজীবী হও। সাহস, আগ্রহ, যত্ন, শ্রম, ও মিতব্যয়িতার আশ্রয়

গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ কর, সময়ে সমস্তই মঙ্গল হইবে। আমি—”

সুন্দরজীর উভয়নেত্র বাষ্পপূর্ণ হইল। তিনি গদগদ স্বরে কহিলেন, “পিতা—পিতা—পিতা—”

দাতাজী নেত্রমার্জ্জন করিয়া কহিলেন, “বৎস। শান্ত হও, স্থির হও। যাহা বলিতেছি স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি জীবিত থাকিলে সকল আশাতেই হতাশ হইতে হইবে। গোত্রহীন প্রতারক বলিয়া সকলেই আমাকে ঘৃণা করিবে। তুমিও লোকের নিকট সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইবে না, বরং প্রতারকের পুত্র বলিয়া সকলেই তোমাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে। আমি প্রাণত্যাগ করিলে সে কলঙ্কের আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, সকল দিকেই তোমার সুবিধা হইবে। যে সুখনিকেতন অদ্য ধ্বংশ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তুমি জীবিত থাকিলে, ভগবানের ইচ্ছায় সময়ে একদিন তাহা সমান গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।”

সুন্দরজী আর কথা কহিতে পারিলেন না। স্পন্দহীন পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

কিঞ্চিৎপরে দাতাজী কহিলেন “বৎস। তুমি বিদায় হও, আমার শেষ ইচ্ছাপত্র ঐ সিন্দুক মধ্যে আছে, তাহার অভিপ্রায়মত কার্য্য করিও, এক্ষণে তুমি বিদায় হও।”

“পিতা। মাতা ও ভগিনীর আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন না? তাঁহাদের কি একবার দর্শন করিবেন না?”

মস্তক-সঞ্চালনপূর্ব্বক দাতাজী কহিলেন, “না—আর না,—এজন্মে আর না।—তুমি বিদায় হও।”

কম্পিতকণ্ঠে সুন্দরজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিতা। আমার প্রতি কি আপনার অপর কোন অনুমতি নাই

“হাঁ বৎস। একটী চরম অনুমতি। হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের গদীতে আমার সে দ্বাবিংশতি-লক্ষমুদ্রা ঋণ আছে, তাঁহাদিগের প্রতিনিধি তাহা পরিশোধের নিমিত্ত সদয়ভাবে, অথবা স্বার্থানুরোধে সার্দ্ধ তিনমাস অবসর দিয়াছিলেন। অদ্য তাহা পূর্ণ হইল। সেই প্রতিনিধি অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যেই এস্থানে

উপস্থিত হইবেন। বৎস! সুবিধা হইলে অগ্রে তাঁহাদিগের প্রাপ্য মুদ্রা পরিশোধ করিও। এবং সেই প্রতিনিধিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করিও না। বৎস! বৎস! আর না! বিদায়—" বলিতে বলিতে দুর্ভাগা দাতাজীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর বলিতে পারিলেন না। বসনপ্রান্তে বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বহুকষ্টে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া নেত্র মার্জ্জনপূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে পুনরায় কহিলেন, "বৎস! আর না! তুমি বিদায় হও! তুমি এস্থানে উপস্থিত থাকিলে, আমি সঙ্কল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না, ক্রমশই মায়াবৃদ্ধি হইবে, মায়াবশে সঙ্কল্প-সিদ্ধিপক্ষে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিবে, মান রক্ষার চরম উপায় সাধন করিতে অপারগ হইব। তুমি বিদায় হও।"

সুন্দরজীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, পিতার চরণরেণু গ্রহণপূর্ব্বক অবনত বদনে ক্ষুণ্ণমনে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

কিঞ্চিৎপরে দাতাজী কাছারী-গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রেমচাদকে কহিলেন, "হেমাভাই প্রেমাভায়ের প্রতিনিধি আগমন করিলে, আমার নিকট তাঁহাকে লইয়া আসিও।" এই আদেশ প্রদান করিয়াই বিষণ্ণ বদনে দ্বিতলস্থ একটী নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুই তিন মুহূর্ত্ত অতীত! দাতাজী সেই নির্জ্জন গৃহে একটী পানপাত্র হস্তে একাকী উপবিষ্ট। পানপাত্রে প্রাণনাশক হলাহল তরলভাবে তাঁহার হৃদয়ের ন্যায় প্রকম্পিত হইতেছে। তাঁহার হৃদয়ে চিন্তাতরঙ্গ নৈরাশ্য তরঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া এককালে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। সংসার সুখের নিকেতন!—সেই সুখনিকেতনে সুখের উপকরণ যাহা যাহা আবশ্যক, দাতাজীর তৎসমস্তই বিদ্যমান! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, কুটম্ব, সমস্তই পরিপূর্ণ বিদ্যমান। সংসার অমৃতময়। এক মুহূর্ত্ত পরে এই সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জন্মের মত পৃথিবী হইতে বিদায় হইবে, এই ভাবনায় তাঁহার অন্তঃকরণ যেরূপ ভয়ানকবেগে বিকম্পিত হইতেছে, সামান্য নির্জীব লেখনী দূরে থাকুক, জ্ঞানপ্রবীণ মহাপুরুষেরাও তাহা সম্যক্‌রূপে পরিব্যক্ত করিতে অসমর্থ।

সময় ক্রমশই অগ্রসর।—একাদশ ঘটিকার সময় আর বিলম্ব নাই। তিনি বিষপাত্রের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সহসা তাঁহার রসনায় অস্পষ্টভাবে কন্যার নাম উচ্চারিত হইল। "শৈল। শৈল। শৈল।"

চিত্ত আরও সচঞ্চল।—তিনি বিষপাত্রটী পার্শ্বে রাখিয়া লেখনী ধারণ পূর্ব্বক একখণ্ড কাগজে কয়েকটী পংক্তি লিপিবদ্ধ করিলেন। পুনরায় ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি চঞ্চলনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আর বিলম্ব নাই, মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তে লহমা,- লহমার পরিবর্ত্তে নিমেষ, নিমেষে নিমেষে হৃদয়ধমনীর শোণিত-সঞ্চালন-ধ্বনিও তাঁহার শ্রবণপুটে প্রতিঘাত হইতে লাগিল। কালমুহূর্ত্ত করাল কৃতান্তবেশে সমাগত।

পুনরায় বিষপাত্র গ্রহণ করিলেন। হৃদয় পুনরায় কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎকালে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দ্বিতল সোপানে দুই তিনজনের বিদ্রুত পদধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ভ্রূক্ষেপ নাই,—কোন দিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন না। ধনজীকে সঙ্গে লইয়া দাওয়ানজী আগমন করিতেছে, এইটাই তখন তাঁহার মনোমধ্যে নিশ্চিতরূপে প্রতীত হইল। আর সময় নাই, মুহূর্ত্ত মধ্যে অপমানিত হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া তাহার জীবাত্মা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিতহস্তে হলাহলপাত্র ওষ্ঠের নিকট ধারণ করিলেন।

সহসা ঝন্‌ঝনা শব্দে পশ্চাদ্দার উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে একটী অস্ফুট চীৎকারধ্বনি দাতাজীর শ্রবণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল। কুমারী শৈলবালা শশব্যস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন। বিষপাত্র দাতাজীর হস্তভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শৈলবালা গদগদস্বরে কহিলেন, "পিতা—পিতা—রক্ষা—চিন্তা—এ কি?"

শৈলের কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার জননীও দ্রুতপদে গৃহমধ্যে আসিয়া সমুপস্থিত।

দাতাজী সভয়ে শশব্যস্তে কন্যার হস্তধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সে স্থান হইতে কিঞ্চিদ্দূরে অপর এক পার্শ্বে লইয়া গেলেন। শৈল ও

শৈলজননী চমৎকৃতভাবে একদৃষ্টে তাঁহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন।

এই ভাব-দর্শনে দাতাজী ত্রস্তভাবে কম্পিতবচনে কহিলেন, "ওদিকে অগ্রসর হইও না। বিষ!—সাংঘাতিক হলাহল!—আঘ্রাণেই প্রাণনাশ! সাক্ষাৎ কৃতান্ত!"

শৈলজননী কম্পিতহৃদয়ে কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বিষ?—প্রাণনাশক বিষ?—কেন?—বিষ এখানে কি নিমিত্ত?"

"প্রয়োজন ছিল।—বিশেষ প্রয়োজনেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

শৈলবালা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষে আবার কি বিশেষ প্রয়োজন? আত্মবিনাশের উদ্দেশেই কি?—পান করিবার জন্যই কি এই কালকূটসংগ্রহ?—আত্মহত্যা?"

দাতাজী উত্তর করিলেন না। কিন্তু তাঁহার বিমর্ষ বদনই সেই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করিল। বদনই যেন পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিল "হাঁ,—পানার্থই বটে, আত্মবিনাশই ইহার উদ্দেশ্য।"

শৈল ও শৈলজননীর হৃৎকম্প হইল। আতঙ্কে তাঁহাদের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সভয়ে শৈলবালা বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। ভাগ্যক্রমেই আমরা উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইয়াছি। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই মহাপুরুষের ভবিষ্যবাণী সফল হইত. ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। মহাপুরুষ—"

শৈলবালার শেষবাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে জননীও সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "মহাপুরুষ সাক্ষাৎ দেবতা। যথার্থই ভাগ্যক্রমে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। যথার্থই ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।"

উভয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণে দাতাজী অবাক হইয়া রহিলেন; মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ উভয়ের নেত্র মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিদ্ধপুরুষ?—ভবিষ্যবাণী কিসের?"

"পতির কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার আশায় শৈলজননী কহিলেন, "তোমার আত্মবিনাশের। তুমি যে আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াছি, সিদ্ধপুরুষ সমস্তই বলিয়া দিয়াছেন। অদ্য একাদশ ঘটিকার মধ্যে আমরা এখানে উপস্থিত না হইতে পারিলে, তোমার যে, অপঘাত মৃত্যু হইবে, ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছি। তিনি—"

জননীকে বাধা দিয়া শৈলবালা কহিলেন, "কেবল ইহাই নহে, সমস্তই তিনি বলিয়া দিয়াছেন। পিতা! চিন্তা করিবেন না—আপনার কিছুমাত্র ঋণ নাই, সমস্তই পরিশোধ হইয়াছে। হিসাবে ভুল হইয়াছিল, দলীল রাখিবার স্থানটী অন্বেষণ করুন, তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন। তরণীও জলমগ্ন হয় নাই, তস্করেও লুণ্ঠন করে নাই সমস্তই—"

মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক দাতাজী একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। হতাশবচনে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হা অদৃষ্ট! মৃত্যুও আমার প্রতি বাম হইল? অভাগাকে স্পর্শ করিতে তাহারও ঘৃণা জন্মিল? বিদ্রূপ করিবার নিমিত্তই যেন কৃতান্ত আমাকে আপাতত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না!—কন্যাকে উন্মাদিনী দেখিতে হইবে, আরও কত অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই সে আমাকে আপাততঃ স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইল না। হায়! অদৃষ্টে যে বিধাতা কত কষ্ট লিখিয়াছেন, কত দীর্ঘকাল যে আমাকে দারুণ দুঃখানলে বিদগ্ধ হইতে হইবে, তাহা কেবল তিনিই অবগত আছেন। তিনি ভিন্ন অপর কেহই সে বিষয়ের উত্তর করিতে সমর্থ নহেন। হায়! একমাত্র অবিবাহিতা দুহিতাটীও আমার অদৃষ্টক্রমে উন্মাদিনী হইল। হায়!"

"না পিতা আমি উন্মাদিনী নহি, মহাপুরুষের বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নহে, হিসাবেই ভুল হইয়াছিল।—বাস্তবিক কিছুমাত্রও ঋণ নাই।—মাতঙ্গীও মগ্ন হয় নাই—'

"না, মাতঙ্গী মগ্ন হয় নাই, চারিখানি বাণিজ্য তরীই বন্দরে আসিয়াছে।" পশ্চাদ্দিক হইতে সহসা এরূপ প্রতিধ্বনি সমুত্থিত হইল।

পুলক-প্রফুল্লবদনে মাহুজী দ্রুতপদে গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই আনন্দে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় কহিলেন, "মাতঙ্গী—মাতঙ্গী—মাতঙ্গী।"

দাতাজী সবিস্ময়ে কহিলেন, "মাতঙ্গী?—মাতঙ্গী আবার কি? মাতঙ্গী ত জলমগ্ন হইয়াছে।—মাহু। তোমার এ কথার অর্থ কি?"

মাহু আনন্দে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "না মহাশয়, জলমগ্ন হয় নাই, "মাতঙ্গী" বন্দরে উপস্থিত। অপর তিনখানি তরণীও বন্দরে আসিয়াছে। সমস্ত দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ। কিছুই নষ্ট হয় নাই।"

"হায় হায়। অদৃষ্টক্রমে তুমিও পাগল হইলে? এ পৃথিবী কি আমার ভাগ্যে মূর্ত্তিমান নরক-স্বরূপ হইল? হায় হায়। কন্যা উন্মাদিনী,—স্ত্রী উন্মাদিনী,—আবার তুমিও উন্মত্ত? ভগবন্। শীঘ্রই আমার জীবনান্ত কর। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।" এই কথা বলিয়া হতভাগ্য দাতাজী পুনঃ পুনঃ ললাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

মাহুজী সোৎসুকে কহিলেন, "মহাশয়। উত্তেজিত হইবেন না, চিন্তা করিবেন না, স্থির হউন,—আমি উন্মাদ নহি। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি চারিখানি তরণীই বন্দরে আসিয়াছে। নাবিকদিগের সহিত কথা কহিয়াছি ইহার কিছুই অসত্য নহে। আপনার কোন চিন্তা নাই।"

"সে কি? মহাসাগরে তরণীমগ্ন,—অপর দুইখানি তস্করে লুণ্ঠন,—মাতঙ্গী সেই শোচনীয় অবস্থা।—এ কিরূপ বিদ্রূপ?—এ আবার কি উন্মত্ত প্রলাপ!"

"আজ্ঞা না, বিদ্রূপও নয়, উন্মত্ত প্রলাপও নয়। স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছি।—চারিখানি তরণীই বন্দরে আসিয়াছে। প্রলাপ মনে করিবেন না,—স্বয়ংই দেখিয়া আসিয়াছি।"

দাতাজী নিরুত্তর।—বিস্ময়ে—সংশয়ে একেবারে স্তম্ভিত।

শৈলজননীকে সম্বোধন করিয়া মাহুজী কহিলেন, "মা। আপনি দলিলপত্রের কথা বলেন নাই? সে স্থান কি অন্বেষণ করা হয় নাই?"

"বলা হইয়াছে, শৈল বলিয়াছে, বিশ্বাস করেন না,—প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দেন।"

সহসা যেন দাতাজীব চৈতন্যোদয় হইল।—সুদীর্ঘকালেব মহানিদ্রা
হইতে যেন সহসা তিনি জাগবিত হইলেন।—দলীলপত্রেব কথা শ্রবণ কবিয়া
চঞ্চলভাবে কহিলেন, "দলীলপত্র?—সে স্থান অন্বেষণ?— এ আবার কি
কথা?—সেখানে কি আছে?"
ব্যগ্রভাবে মাহুজী কহিলেন, "একবাব অন্বেষণ করুন,—সমস্তই জানিতে
পারিবেন। বাণিজ্যপোতেব ভবিষ্যবাণী যথন সত্য হইল, তথন সে
বিষয়ও অবশ্য অবশ্য সত্য। ব্যগ্রতা কবি, একবাব অন্বেষণ করুন।"
অন্যমনস্কভাবে দাতাজী কহিলেন, "কোন স্থান অন্বেষণ কবিব?—কি
অন্বেষণ কবিব? তোমাদের কথা আমি বুঝিতে পাবিতেছি না।—কিসেব
ভবিষ্যবাণী?"
সোৎসুকে শৈলবালা কহিলেন, "মহাপুরুষেব বাক্য,—তাঁহারই
ভবিষ্যবাণী।—তিনি বলিযা দিযাছেন, অন্বেষণ করুন।"
দাতাজী উত্তব কবিলেন না। শৈলবালা শশব্যস্ত হইযা চাবী চাহিলেন।
দাতাজী উদাসভাবে কহিলেন, "কোথাকাব চাবী?—কিসেব চাবী?"
শৈলবালা কহিলেন, "যে সিন্দুকে দলীলপত্র থাকে, তাহাবই চাবী
চাহিতেছি। প্রদান করুন।"
হতজ্ঞান হইযা দাতাজী একটী চাবীগুচ্ছ প্রদান কবিলেন। শৈলের
হস্ত হইতে সেই চাবী গ্রহণ কবিযা মাহুজী সিন্দুক খুলিতে অগ্রসব হইলেন।
শৈলজননী ইত্যবসবে পতিকে প্রবোধবাক্যে কহিলেন, "তুমি এরূপ
হতাশ হইতেছ কেন?—মহাপুরুষেব বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না।
তোমার জীবনবক্ষা হইযাছে, জাহাজ বন্দবে আসিয়াছে, ঋণ পবিশোধেব—"
"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।—মহাপুরুষকে ধন্যবাদ।—সমস্তই সত্য,—তিনি
যাহা বলিযাছেন, তাহাই প্রাপ্ত হইলাম।" মাহুজী এইরূপ আনন্দধ্বনি
করিতে কবিতে সিন্দুক হইতে একটী কিংখাপমণ্ডিত পুলিন্দা বহির্গত
করিয়া দাতাজীব হস্তে অর্পণ কবিলেন।
দাতাজী সবিস্ময়ে কহিলেন, "এ কি?—আমি ত ইহা সিন্দুকে বাখি
নাই।—কিরূপে ইহা এখানে আসিল?"

শৈলবালা সহর্ষে কহিলেন, "অবশ্যই রাখিয়াছিলেন। এখন মনে নাই,—আপনি না রাখিলে আর কে রাখিবে? মহাপুরুষ বলিয়াছেন, আপনার স্মরণ নাই। আপনিই উহা রাখিয়াছিলেন। দেখুন,—উন্মোচন করুন,—সমস্তই স্মরণ হইবে।"

দাতাজী কহিলেন, "ইহা এত গুরুভার কেন? হুণ্ডী ত এত ভারী হয় না। বোধ হয়, ইহার মধ্যে অন্য কোন কঠিন দ্রব্য আছে।"

শৈলবালা পুনর্ব্বার কহিলেন, "উন্মোচন করুন।—দেখিলেই জানিতে পারিবেন।"

সন্দিগ্ধমনে কিংখাপ পুলিন্দা উন্মোচন করিয়া দাতাজী মহানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, 'সমস্ত হুণ্ডীর টাকা বুঝিয়া পাইলাম', বলিয়া প্রাপ্তি-স্বাক্ষরিত আছে। অধিক আনন্দে হস্ত কম্পিত হওয়াতে কাগজগুলি বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তৎসঙ্গে সেই কিংখাপের আবারটিও হস্তভ্রষ্ট হওয়াতে যেন কোন গুরুভার ধাতু দ্রব্যের ভূমে পতনশব্দ তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

শৈলবালা শশব্যস্তে কিংখাপখানি ভূতল হইতে তুলিয়া লইয়া তন্মধ্য হইতে একখানি সুদৃশ্য স্বর্ণফলক নির্গত করিলেন। অর্দ্ধ অঙ্গুলী পরিমিত স্থূল একখানি স্বর্ণপদক। তদুপরি সমুজ্জ্বল হীরকমালা শ্রেণীবদ্ধরূপে সুসজ্জিত। যেন জড়াওকাজ করা পরম সুন্দর অলঙ্কার। বাস্তবিক তাহা অলঙ্কার নহে! উজ্জ্বল হীরকমণ্ডিত বর্ণমালা। সেই বর্ণাবলীতে প্রতিভাত হইতেছে,—

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

কুসীদ প্রদত্ত

মূলধন অপরিশোধ্য।

এই হীরকসঙ্কুলমণ্ডিত কৃতজ্ঞতার নিদর্শনাঙ্কিত স্বর্ণপদক দর্শনে দাতাজী অপরিসীম আনন্দে ক্ষণকাল যেন স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। কণ্ঠে আনন্দ-বেগ সম্বরণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "শৈল—"

শৈলবালা সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "পিতা! এখন ত বিশ্বাস হইল? ঋণ পরিশোধ হইয়াছে, মাতঙ্গী আসিয়াছে, অন্য তরণীও পৌছিয়াছে, সিদ্ধপুরুষের কথায় এখন ত বিশ্বাস হইল?"

পুনরায় সবিস্ময়ে দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সিদ্ধপুরুষ?—তিনি কি বলিয়াছেন?"

শৈলজননী উত্তর করিলেন, "কেন? স্মরণ নাই? বরদা নগরে রত্নগিরি নামে যে মহাপুরুষ আসিয়াছেন, আমরা তাঁহারই নিকট গ্রহশান্তি করাইতে গিয়াছিলাম—"

"হাঁ,—স্মরণ হইয়াছে। তাহার পর?"

শৈলজননী বলিতে লাগিলেন, "তাহার পর তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়াছে, হিসাবে ভুল হইয়াছিল। মহাজনের লোক জাল,—হুণ্ডী জাল, জাহাজ জলমগ্ন হয় নাই, সমস্তই নিরাপদ, মহাপুরুষের বাক্য সমস্তই সত্য।"

অনেকক্ষণ চিন্তার পর দাতাজী কহিলেন, "হইতে পারে,—আমার ভ্রমই বটে,—তিনি গণনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু মাতঙ্গী জলমগ্ন হইয়াছে, ইহা কিরূপে অসম্ভব হইবে? সারেং আসিয়াছিল, সে নিজেই বলিয়াছে, স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, সে কথা কিরূপে অসম্ভব হইবে?"

দাতাজীর তর্কবিতর্কে আমাদিগকে পরাস্ত হইতে হয়। সমস্তই অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু হুণ্ডীতে প্রাপ্তিস্বীকার এবং হীরকমণ্ডিত স্বর্ণপদক, এ দুইটী কিরূপে অসম্ভব হইবে? প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্মুখে তর্কমূল সন্দেহ কিরূপে বলবৎ হইবে? এই দুইটী অবশ্যই সম্ভব!

সকলের বদনমণ্ডল মহানন্দে পরিপূর্ণ। দাতাজী নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে সুন্দরজী ত্বরিতপদে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যস্তভাবে কহিলেন, "পিতা! চিন্তা নাই! প্রাণনাশ করিতে হইবে না! সমস্তই নিরাপদ!—একি?—শৈল! তুমি কখন আসিলে?—জননি! সমস্তই মঙ্গল। "মাতঙ্গী" বন্দরে আসিয়াছে। সারেংয়ের মুখে এইমাত্র শুনিলাম, তরিখানিই প্রত্যাগমন করিয়াছে।"

"আমরা পূর্ব্বেই তাহা অবগত হইয়াছি, কিন্তু ইনি বিশ্বাস করিতেছেন না।" শৈলজননী এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বামীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "এখনও কি বিশ্বাস হইতেছে না? সাহেব স্বয়ং আসিয়া সংবাদ দিল ইহাতেও কি অবিশ্বাস?"

সুন্দরজী কহিলেন, "পিতা! অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। মাতঙ্গ মগ্ন হয় নাই, পূর্ব্বসংবাদ সমস্তই অলীক। অপরাপর তরণীর অবস্থাও তদ্রূপ। সমস্তই নিরাপদ।—চিন্তা করিবেন না। তরণীস্থ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া সহজেই ঋণ পরিশোধ হইতে পারিবে।"

জননী সহৃষবদনে কহিলেন, "আর ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না,—ঋণ আর নাই,—হিসাবে ভুল হইয়াছিল,—সমস্তই পরিশোধ হইয়াছে, ইহাঁর স্মরণ ছিল না। সেই নিমিত্তই এই গণ্ডগোল, সেই নিমিত্তই এই দুর্ভাবনা, আর সেই নিমিত্তই এই ঘোর বিপদ।"

সুন্দরজী সবিস্ময়ে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে যে আপনি বলিয়াছিলেন, 'অদ্য ২৫শে মাঘ হুণ্ডী পরিশোধের শেষ দিবস, চাবি মাস পূর্ব্বে চাহিতে আসিয়াছিল, সময় দিয়া গিয়াছে, অদ্য পুনর্ব্বার আসিবে অদ্যই টাকা দিতে হইবে,' এ সকল কি কথা?"

"হাঁ,—আসিয়াছিল বটে, চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু লোকটা জাল, হুণ্ডীও জাল। যথার্থ হুণ্ডী সিন্দুকেই ছিল। সমস্তই পরিশোধ হইয়াছে।" পুত্রকে এই কথা বলিয়া শৈলজননী বিস্ফারিতনেত্রে মাহজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মাহজী শশব্যস্তে সমস্ত পরিশোধী হুণ্ডী ও তৎসঙ্গে সেই সুবর্ণপদকখানি সুন্দরজীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। স্থিরনেত্রে তৎসমস্ত দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা! এ সকল ত পরিশোধী হুণ্ডী,—কিন্তু এখানি কি? এ স্বর্ণপদকখানি কোথা হইতে আসিল? হীরকমণ্ডিত বর্ণাবলীর অর্থ ই বা কি?"

"কিছুই বলিতে পারি না,—সিন্দুক মধ্যে কিরূপে আসিল, কিছুই বলিতে পারি না,—বর্ণাবলীর অর্থও অবগত নহি।"

মাইজীকে সম্বোধন করিয়া সুন্দরজী কিঞ্চিৎ রুষ্টস্বরে কহিলেন, "এ কিরূপ কার্য্য ?—ঋণ পরিশোধ হইল, অথচ হিসাবে লেখা হইল না,—এ কিরূপ কার্য্য ? তোমার অমনোযোগেই—"

কোমল স্বরে দাতাজী কহিলেন "না বৎস!—উহাকে তিরস্কার করিও না, উহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই,—আমারই স্মরণ ছিল না,—এখনও স্মরণ হইতেছে না, আমিই হিসাব লিখাইতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, উহার কিছুই অপরাধ নাই।"

পিতার এই উক্তি শ্রবণে সুন্দরজী সবিস্ময়ে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "পিতা! ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আপনি বিষয়ী লোক,—বিষয়ী লোকের এতদূর আত্মবিস্মৃতি মহা অনিষ্টের নিদান। দ্বাবিংশতি লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিলেন, অথচ হিসাবে উঠিল না।—মাৰ্জ্জনা করিবেন—এ কার্য্যটী—"

"হাঁ,—এ কথা তুমি অবশ্যই বলিতে পার।" অপ্রস্তুতভাবে দাতাজী কহিলেন, "হাঁ, এ কথা তুমি অবশ্যই বলিতে পার, কিন্তু কি করিব আমার কিছুই স্মরণ ছিল না, এখনও স্মরণ করিতে পারিতেছি না, তবে যখন সিন্দুক মধ্যে অঙ্গীকৃত হুণ্ডীগুলি প্রাপ্ত হইলাম, আবার তাহাতে যখন প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্তও লিখিত আছে, তখন অবশ্যই ঐ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কবে, কিরূপে, কাহার হস্তে প্রদান করিয়াছি, তাহার বিন্দুবিসর্গও স্মরণ হইতেছে না। আশ্চর্য্য!—স্বর্ণপদক আরও আশ্চর্য্য!—অদ্ভুত ব্যাপার!"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে প্রেমচাঁদ সেই গৃহ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠক মহাশয়! ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না। হিন্দু অন্তঃপুরে স্ত্রী কন্যা পরিবৃত প্রভুসমীপে প্রেমচাঁদের আগমনে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। বহুদিনের প্রাচীন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী গণের হিন্দু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকার আছে। আমাদের এই পক্ককেশ ভগ্নদন্ত বৃদ্ধ দেওয়ানজী মহাশয় বহুদিনের কর্ম্মচারী। ইনি বহুদিন এই সংসারে কর্ম্ম করিতেছেন। দাতাজীর যখন শৈশবাবস্থা, বৃদ্ধ প্রেমচাঁদ তখন হইতেই এই সংসারে নিযুক্ত, সুতরাং ইহাঁর অন্তঃপুর প্রবেশের বাধা নাই।

প্রেমচাঁদের প্রফুল্লবদন দর্শনে সোৎসুকে দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ প্রেমচাঁদ ? এ সময় এখানে আসিবার কারণ ?"

উৎফুল্ললোচনে আনন্দগদগদস্বরে বৃদ্ধ দাওয়ানজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, "মাতঙ্গী" সমুদ্রমগ্ন হয় নাই, নিরাপদেই বরোজ বন্দরে উপস্থিত হইয়াছে, তরণীরও সেই সংবাদ।—সারঙ্গ ও নাবিকেরা সকলেই এখানে আগমন করিয়াছে, শ্রীচরণ দর্শনে প্রার্থী।"

"সাক্ষাৎ ?—ভাল, এখানে আসিবার আবশ্যক নাই, আমিই তথায় গমন করিতেছি। চল,—সকলেই একসঙ্গে বন্দরে গমন করি। ভগবান্ করুন, যেন এ সংবাদ মিথ্যা না হয়।"

কার্য্যালয় হইতে নাবিক ও সারঙ্গবর্গকে সঙ্গে লইয়া দাতাজী, সুন্দরজী, মাহুজী ও দেওয়ানজী একত্রে নর্ম্মদাতীরে গমন করিলেন। দেখিলেন, বন্দর মহা জনতায় পরিপূর্ণ। চারিখানি তরণী অভিনব কেতনে শোভিত হইয়া স্রোতস্বতী নর্ম্মদার নীরে নঙ্গর করা রহিয়াছে, সমস্তই পূর্ব্ববৎ! পোতাধ্যক্ষ, সারঙ্গ, নাবিক, সমস্তই পুরাতন, বিশেষের মধ্যে কেবল তরণীগুলি নূতন।

দাতাজীকে দর্শন করিয়া সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে জয়োচ্চারণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিতে লাগিল। তিনিও প্রসন্নবদনে প্রশান্তবিনম্রভাবে সকলকেই প্রত্যভিবাদন করিলেন।

পর্য্যায়ক্রমে চারিখানি বাণিজ্যতরী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা হইল। দাতাজী দেখিলেন, সমস্ত তরণীই বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। যে যে তরণীতে যে যে দ্রব্য আনয়ন করিবার কথা ছিল, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই তরণী সম্পূর্ণরূপে পরিপূরিত। রওয়ানাপত্র দর্শনে দাতাজীর অন্তরে অধিকতর বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। কারণ, যে তরণীতে যে পরিমাণে যে দ্রব্য আসিবার কথা, সেই তরণীতে সেই সকল দ্রব্য দ্বিগুণ, ত্রিগুণ,—দ্রব্যবিশেষে চতুর্গুণ পরিমাণে পরিপূরিত।

দাতাজীর আনন্দের সীমা নাই। যাহা আর প্রাপ্ত হইবেন না বলিয়া এককালে জীবনে হতাশ হইয়াছিলেন, পুনরায় নর্ম্মদা বন্দরে আশাধিক

খাদ্যদ্রব্য ও বহুমূল্য রত্নকাঞ্চনে পরিপূর্ণ সেই সকল চিরযত্নলালিত রত্নগর্ভা তরণী দর্শন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কোন ভাষার কোন শব্দে তাঁহার হৃদয়ের তদানীন্তন আনন্দোচ্ছ্বাস পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করা গ্রন্থকারের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।

দাতাজী স্বদল সমভিব্যাহারে উল্লাসিত অন্তরে জাহাজ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার পতনশীল সৌভাগ্যের পুনরুদ্ধার হইল সেই অজ্ঞাত অপরিচিত দেবতুল্য বান্ধব যেন স্বর্গরাজ্যেই বিরাজমান, মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া গমনকালে তিনি গগনমার্গে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে লাগিলেন।

দাতাজীর আনন্দতরঙ্গোচ্ছ্বাসিত প্রফুল্লবদন দর্শন করিয়া অপরাপর লোকের অন্তরে যতদূর আনন্দের সঞ্চার না হইয়াছিল, সেই মহাজনতা মধ্যে সুদীর্ঘ কৃষ্ণশুভ্রশ্মশ্রুবিশিষ্ট একটী অজ্ঞাত লোকের হৃদয়ানন্দ তৎসর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই লোক দাতাজীকে গৃহাভিমুখী দর্শন করিয়া তাঁহার উদ্দেশে মৃদুস্বরে কহিলেন, "মহানুভব। সুখে থাকুন।—আপনার মঙ্গল হউক! সংসারে আপনি যত লোকের উপকার করিয়াছেন, যত কিছু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু করিবেন, জগৎপিতা আপনাকে তাহার পুরস্কারস্বরূপ অনন্ত অক্ষয় মঙ্গলাভরণে বিভূষিত করুন। আপনি সপরিবারে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখসাচ্ছন্দ্যে কালযাপন করিতে থাকুন! আপনার অনুগ্রহপাদপের সুশীতল ছায়াতলে আমারও কৃতজ্ঞতা চিরাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক জীবনকালপর্য্যন্ত সুশীতল হইয়া অক্ষুণ্ণভাবে বিশ্রাম লাভ করুক।"

স্তুতিবাদক এইরূপ স্তুতিগান করিতে করিতে ধীরে ধীরে জনতা ভেদ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে একখানি শকটে আরোহণ করিলেন। শকট হইতে পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বদ্ধমুষ্টিতে জলদগম্ভীরনিনাদে কহিতে লাগিলেন, "দয়া। দাক্ষিণ্য, সততা। মমতা, কৃতজ্ঞতা। তোমরা সকলে ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার হৃদয় হইতে বিদায় গ্রহণ কর। মানব-

হৃদয়দ্রবকারী সরল সদাশয় মনোবৃত্তিকুল! তোমরাও ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার হৃদয় হইতে বহির্গত হও। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা, কাঠিন্য, জিগীষা, জিঘাংসা প্রভৃতি ঘৃণিত রিপুকুল। তোমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি এক্ষণে নারকীদেবের উপদেশে প্রতিহিংসাব্রতে সুদীক্ষিত। সেই কালান্তর দেবতা আমাকে সেই ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক নিদারুণ ঘৃণিত ক্ষেত্রে লইয়া চলিল। আমি এখন ভীষণ রণবেশ ধারণপূর্ব্বক অরি-নিপাতনার্থ প্রতিহিংসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চলিলাম।" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর অজ্ঞাত পুরুষ উচ্চৈস্বরে "পরমলজী, শীঘ্র শকট চালন কর।" বলিয়া আদেশ প্রদান করিলেন। শকটখানি যেন এতক্ষণ প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল, আদেশ প্রাপ্তিমাত্রই নক্ষত্রবেগে বরদাভিমুখে প্রধাবিত হইল।

একবিংশ কাণ্ড।

ডাক্তার লেরি।—অপূর্ব্ব লজ্জাশীলা!

গুর্জ্জরের উত্তর জনপদে একখানি সুপ্রশস্ত অট্টালিকা,—বাটীখানি যেমন বৃহৎ তেমনি সুদৃশ্য।—সম্মুখে উচ্চ উচ্চ স্তম্ভ,—স্তম্ভক্রোড়ে সুবিচিত্র অলিন্দ।—চতুর্দ্দিকে উদ্যান, মধ্যস্থলে বাটী।—অতি মনোহারিণী শোভা।—কাশ্মীরের প্রাচীন রাজমন্ত্রিবংশীয় রাজা বীরবিক্রম ঠাকুর প্রায় মাসাবধি এই বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। বাটীখানি তাঁহার নিজের নহে, একজন গুর্জ্জরাটী সম্ভ্রান্ত ভূম্যাধিকারী এই বাটীর অধিকারী। তিনি বীরবিক্রমের নিকট ভাড়া গ্রহণ করেন না, মিত্রভাবে পরমসমাদরে তাঁহার অবস্থানার্থ

ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন। বীরবিক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে একবার গুর্জ্জরে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়েই এই গৃহপতির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

বীরবিক্রম ঠাকুর তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এবং আনুসঙ্গিক আর কতকগুলি বিষয়কার্য্যের অনুরোধে তিন বৎসরকাল স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষের নানা তীর্থে ও নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। ভ্রমণ সমভিব্যাহারী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়শেখর, কন্যা বিরাজকুমারী, পত্নী চন্দ্রাবতী, পাঁচজন পারিষদ, দ্বাদশজন ভৃত্য, চারিজন পরিচারিকা এবং বিংশতিজন অস্ত্রধারী শরীররক্ষক।—স্বদেশে রাজমর্য্যাদা গৌরবে দুই তিন পুরুষ পরম্পরায় বীরবিক্রম সকলের নিকট রাজা বলিয়া পরিচিত। অতএব আমরাও তাঁহাকে রাজার ন্যায় সম্মান দান করিতে বাধ্য।

রাণী চন্দ্রাবতী প্রায় বৎসরাবধি পীড়িতা।—অনেক স্থলে অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল কিছুতেই কিছু উপশম হয় নাই, গুর্জ্জরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া সেই জন্যই তথায় আগমন করা হইয়াছে। এখানে আসিয়াও কোন প্রকারে চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল,—বরং ক্রমশই দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি। গুর্জ্জরের চিকিৎসকেরা যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বৃথা হইয়া গিয়াছে, অলৌকিক ঔষধও ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে, ক্রমশই পীড়ার বৃদ্ধি, ক্রমশই রোগী শীর্ণ,—দুর্ব্বল, ক্রমশই অবস্থা মন্দ।—ইহাতে চিকিৎসাকারিগণেরও বিশেষ অপরাধ নাই। তাঁহারা কেহই রোগীকে দর্শন করিতে পান না। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিক সম্ভ্রান্ত, তাঁহাদের অন্তঃপুরে বিদেশী অপর পুরুষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ।—রোগীর অবস্থা দর্শন না করিয়া কোন্ ব্যক্তি রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়? রোগ নির্ণয় না হইলে ঔষধ, পথ্য সমস্তই বিফল হইয়া যায়।—লোকের মুখে শুনিয়া আনুমানিক ঔষধ প্রদানে কোন ব্যক্তি কোন্ ব্যাধির উপশম করিতে পারে? কাজেকাজেই সমস্ত চিকিৎসা নিষ্ফল হইয়া গেল।

রাজা বীরবিক্রম অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার পারিষদেরা বু

অনুসারে যুক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার মন বুঝিল না। গুর্জ্জরী প্রতিবাসীরা প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন একদিন কথায় কথায় রাণীর পীড়াবৃদ্ধি শ্রবণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, "মহাশয়। একটী উপায় আছে, বরদানগরে একজন ফরাসী ডাক্তার আসিয়াছেন, তিনি অতি বিচক্ষণ লোক। সকলপ্রকার ব্যাধি তিনি আরাম করিতে পারেন। অতি অমায়িক, অতি ভদ্র, অতি পণ্ডিত।— যে ডাকে, তাহারই বাড়ীতে যান, অথচ কাহারও নিকট একটী পয়সাও গ্রহণ করেন না।—দর্শনী বলিয়াও নয়,—ঔষধের মূল্য বলিয়াও নয়,—আমার ইচ্ছা আপনি একবার তাঁহাকে আনাইয়া পরীক্ষা করান,—যদি মত হয় তাঁহারই ব্যবস্থাপত্র অনুসারে চিকিৎসা করুন।" উপদেশদাতার নাম, সওচাঁদ।

রাজা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সাহেব?—সাহেব কিরূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে?—আপনি ত জানেন, আমাদের অন্তঃপুরে অপর পুরুষের প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই।"

"জানি,—কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে সে নিয়ম থাকিতে দেওয়া ভাল হয় না। প্রাণের অপেক্ষা নিয়মরক্ষা বড় নহে।—যেখানে প্রাণ লইয়া কথা, সেখানে নিয়মটা কিছু খর্ব্ব করিতে হয়।"

"তাহা বটে, কিন্তু নিয়মটা নাকি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেই সংকোচ হয়।"

"ইহাতে ত নিয়মের অন্যথা হইতেছে না। অপরের সম্বন্ধে তাহাই স্থির থাকিল। তাহা ভঙ্গ করিতে কে বলিতেছে?—গুরু, পুরোহিত ও চিকিৎসকেরা এতাদৃশ বিষয়ে সকল নিয়মেরই বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত।"

"তাহা বটে, কিন্তু সাহেব,—ফরাসী—ম্লেচ্ছ,—তাহাকে—"

একজন পারিষদ মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্যস্তভাবে প্রবৃত্তিদাতাকে কহিলেন, "আপনি বলিতেছেন, সেই ডাক্তার অতি বিচক্ষণ, অতি পণ্ডিত,—তিনি কি রোগীর অবস্থা শ্রবণ করিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন না?"

সওচাঁদ উত্তর করিলেন, "শুনিয়া চিকিৎসা হয় না। রোগবিশেষে হয় বটে, কিন্তু সকল রোগের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না।"

পারিষদ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তবে ত দেখিতেছি বড়ই বিচক্ষণ! রোগী পরীক্ষা না করিয়া যখন ব্যবস্থা করিতে পারেন না, তখন ত তিনি বিলক্ষণই পণ্ডিত।"

কিঞ্চিৎ বিরক্তিস্বরে সওচাঁদজী কহিলেন, "মহাশয় পরিহাস করিবেন না। ইংরাজী চিকিৎসার নিয়মই ঐ। রোগী না দেখিয়া ঔষধপত্র ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হন না।"

পারিষদের ওষ্ঠপ্রান্তে উদাস হাস্যরেখা সমঙ্কিত হইল। ঔদাস্যের সঙ্গে ঘৃণাভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু আর উত্তর করিলেন না।

সওচাঁদজী, রাজাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি বলেন? ডাক্তার সাহেবকে আনয়ন করিবার পক্ষে আপনার অভিমত কি?"

সচিন্তিতভাবে রাজা বীরবিক্রম কহিলেন, "তাই ত। কি করা যায়? রোগ যখন ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন একজন ভাল লোককে না দেখাইয়াও ত নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু কি করা যায়।" অন্যমনস্কভাবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া মন্ত্রিবর কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর পুনরায় কহিলেন, "তাই ত, আপনি বলিতেছেন, সে ব্যক্তি সৌখিন লোক, ব্যবসায়ী নয়, দর্শনী লয় না; তবে কিরূপে তাহাকে আনয়ন করা হয়, আমার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় নাই, এরূপস্থলে কিরূপে যোগাযোগ হইয়া উঠে?"

"তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে, অনুমতি করেন ত আমিই তাঁহাকে আনয়ন করিতে পারি।"

মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া মহারাজ বীরবিক্রম কহিলেন, "তবে তাহাকেই আনয়ন করা স্থির?"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া পারিষদ্‌বর্গের প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, তোমাদের মত কি?—তোমরা এ বিষয়ে কি বল?"

একজন পারিষদ উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, আপনার মতেই আমাদের মত। আপনি প্রভু, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিবেন। কিন্তু ইহাতে ত নিন্দা হইবে না?—সাহেব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে কেহ ত নিন্দা করিবে না?"

দ্বিতীয় পারিষদ কহিলেন, "না, ইহাতে আর নিন্দা কি?—চিকিৎসার জন্য এ কার্য্য করিলে কে নিন্দা করিবে? সওচাঁদজী ত যথার্থই বলিয়াছেন; গুরু, পুরোহিত ও চিকিৎসকেরা এতাদৃশ বিষয়ে বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত এ কথা অবশ্যই অলঙ্ঘনীয়।"

অবশেষে তাহাই স্থির হইল। সওচাঁদ সেই দিন সন্ধ্যাকালেই ডাক্তার লেরী সাহেবকে লইয়া আসিবেন স্বীকার করিয়া রাজার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় হইলেন। তিনি বিদায় হইবার পর পারিষদেরা সাহেবের কথা লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিলেন। যাহাতে তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া না হয়, সে বিষয়ে দুইজনের বিস্তর বাদানুবাদ হইল। এই অবসরে রাজভ্রাতা বিজয়শেখর তথায় আগমন করিলেন।—তিনি প্রাতঃকালের সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভ্রাতাকে কহিলেন, "মহাশয়। এ কার্য্যটী ভাল হইল না। কখনই আমাদের অন্তঃপুরে এরূপ লোক প্রবেশ করে নাই।"

রাজা কহিলেন, "সত্য, কিন্তু বিদেশে এমন ঘটনাও বোধ হয়, কখনও হয় নাই। জীবন রক্ষার জন্য পাঁচজনের উপদেশেই অগত্যা আমি ইহাতে সম্মত হইয়াছি।"

কুমার বিজয়শেখর শৈশবাবধি অগ্রজের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত; অতএব অধিক বিতণ্ডা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া বিষণ্ণ বদনে আপন উপবেশন-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমে দিবাবসান।—ভগবান দিবাপতি দিবসের রাজকার্য্য সমাধা করিয়া শ্রমকাতর-আরক্ত নয়নে অস্তশৈলের সুশীতল শিখরান্তরালে বিশ্রাম লাভ করিতে চলিলেন। দিবাশ্রান্ত বিহগকুল আকুলকণ্ঠে কলধ্বনি করিতে করিতে কুলায়াভিমুখে উড্ডীন হইতে লাগিল। গুজরাটের কমলদহের গুজরাটী কমলিনীরা প্রিয়বিরহে ম্লানমুখে নেত্র নিমীলন করিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইলেন। সন্ধ্যাবধূ তিমিরবসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া ধীরে ধীরে ধরাধামে পদার্পণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তই যেন আকাশ-কামিনীরা আকাশপটে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিল। সলিলে সলিলে

নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়া পড়িয়া বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত সলিলের সহিত চঞ্চলভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন সলিলাঙ্গণারা বীচিবেগে বদনমণ্ডল উত্তোলন করিয়া স্তিমিত অথচ চঞ্চলদৃষ্টিতে সন্ধ্যাবধূর মধমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।—রাত্রি দুই দণ্ড। গগনপ্রাঙ্গণে কাঞ্চনবর্ণ চন্দ্রকলা সমুদিত। ডাক্তার লেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সওদাগরজী প্রতিজ্ঞানুসারে রাজা বীরবিক্রমের উপবেশন গৃহে সমুপস্থিত। রাজাবাহাদুর তৎকালে সে গৃহ মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না। কুমার বিজয়শেখর অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ডাক্তারসম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে ছিলেন। সওদাগরজীর সহিত ডাক্তার সাহেবকে সমাগত দর্শনে সসম্ভ্রমে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের উপবেশনার্থ সম্মুখস্থ দুইখানি আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে পর সওদাগরজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক রাজভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনিই কি সেই ডাক্তার সাহেব? আপনি কি ইহাঁরই কথা বলিয়াছিলেন?"

"আজ্ঞা হাঁ, ইনিই বটেন।—ইহারই নাম ডাক্তার লেবী।"

"ইনি হিন্দিভাষা বুঝিতে পারেন ত?"

"আজ্ঞা না।"

"গুর্জ্জরী?"

"আজ্ঞা না।"

"তামিল?"

"না তাও না।"

একজন পারিষদ অযাচিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিছুই না!—তবে ত দেখিতেছি ইনি বড়ই ডাক্তার!"

"কেন মহাশয়, এরূপ বলিতেছেন কেন?"

"তা বৈ কি। যে দেশে চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন, সে দেশের ভাষা অবগত নহেন, তবে সে দেশে ইনি কিরূপে চিকিৎসা পত্র করিবেন?"

"কেন ভাষা না জানিলে কি চিকিৎসা পত্র হয় না?"

উচ্চহাস্য করিয়া অপর একজন পারিষদ বলিয়া উঠিলেন, "হো হো তবেই হইয়াছে, ইনি বলিয়াছিলেন, অতিশয় পণ্ডিত,—অতিশয় অমায়িক, অতিশয় বিচক্ষণ!—তাহার ত প্রমাণ এই।—এক প্রশ্নেই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। হো হো।"

সওচাঁদজী ক্ষুণ্ণ হইয়া বিরক্তভাবে কহিলেন, "কেন, হাস্য করিলেন কেন? এক প্রশ্নে কি প্রমাণ পাইলেন?"

"এমন কিছুই নয়, কেবল পাণ্ডিত্যের পরিচয় মাত্র।"

"কেন, পাণ্ডিত্যের অপরাধ?"

"নয় কেন? যিনি আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন না, বলিতে পারিবেন না, তাঁহার আর পাণ্ডিত্যের অপ্রতুল কি? যথেষ্টই পাণ্ডিত্য।"

বজলাতা হাস্য করিয়া কহিলেন, "সত্যই ত, ভাষা না বুঝিলে চিকিৎসা কিরূপে হইবে? কিরূপে ইহার সহিত কথোপকথন চলিবে? কিরূপেই বা বুঝিবেন, আর কি রূপেই বা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন?"

যোড়হস্তে অপর একজন পারিষদ কহিলেন, "হাঁ হজুর। সেই কথাই ত বলা হইতেছে। ভাষাজ্ঞান-ব্যতিরেকে কিরূপে কার্য্য চলিতে পারে? ভাষায় অভিজ্ঞতা ভিন্ন কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করা কোনমতেই সম্ভবপর নহে।"

কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে সওচাঁদজী কহিলেন, "কেন, সম্ভবপর নয় কেন? এদেশের ভাষা অবগত নহেন বলিয়া কি ইনি চিকিৎসা করিতে অক্ষম হইবেন? এ কথার অর্থ কি?"

পারিষদ উত্তর করিলেন, "হাঁ, একটী ভাষা জানা না থাকিলে, ও কথা চলিতে পারিত বটে, কিন্তু ইনি যখন এদেশের কোন ভাষাই অবগত নহেন তখন কিরূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন? না হিন্দি না গুজরাটী না তামিল, না কিছু।—কোন ভাষাই ত ইহাঁর জানা নাই, তবে ইনি কিরূপে চিকিৎসাপত্র করিতে সাহসী হইবেন?"

"কেন, কোন ভাষা জানা থাকিবে না কেন? ইনি একজন সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত,—মাতৃভাষায় ইহাঁর সবিশেষ ব্যুৎপত্তি।—ইংরাজীও—"

"তবেই হইয়াছে।" উদাসভাবে হাস্য করিয়া পারিষদ কহিলেন, "তবেই হইয়াছে। ফরাসীভাষা এখানে কে বুঝিবে? কে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বলিবে?"

সওদাগরজী কহিলেন, "শুদ্ধ ফরাসী কেন, ইংরাজী ভাষাও ইহাঁর বিলক্ষণ জানা আছে। সেই ভাষাতেই ইহাঁর সহিত কথোপকথন হইতে পারিবে।"

দম্ভের সহিত পারিষদ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "এই দেখুন, আপনার নিজের কথাতেই আমার কথার পোষকতা হইতেছে। আপনি নিজেই তাহার প্রমাণ করিয়া দিতেছেন।"

"কেন, ইহাতে আর আপনার কথার পোষকতাটা কি হইল?"

"হইল না? অবশ্যই হইল। ইংরাজী ভাষায় কিরূপে মনোভাব প্রকাশ হইবে? রোগের নাম, ঔষধের নাম, পথ্যের ব্যবস্থা, এ সকল কিরূপে স্থির করিবেন?"

কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে সওদাগরজী কহিলেন, "কেন, ইংরাজেরা কি মনোভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ? তাহাদের কি কার্য্য চলিতেছে না? তাহারা কি বিশ্বসংসারের সমস্ত পদার্থের নাম নির্দ্দেশ করিতে অপারগ?"

সে কথা সতন্ত্র! মাতৃভাষায় সকলেই মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ইনি—"

"ইহা যদি জানেন, তবে এরূপ অসঙ্গত কথার উত্থাপনে প্রয়োজন?"

"সেই কথাই ত বলিতেছি, ইংরাজী ত আপনার এ সাহেবটীর মাতৃভাষা নহে, তবে ইনি কিরূপে তাহাতে মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন?"

"বাঃ! বিলক্ষণ যুক্তি! একভাষা না জানিলে জগতের আর কোন ভাষাতেই মনোভাব ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। বিলক্ষণ যুক্তি বটে, অকাট্য প্রমাণ!" ঘৃণারস্বরে এই কটী কথা কহিয়া সওদাগর মৌনাবলম্বন করিলেন।

কুমার বিজয়শেখর এতক্ষণ স্থির হইয়া কৌতুকবশে উভয়পক্ষের তর্ক-বিতর্ক শ্রবণ করিতেছিলেন, সওদাগরকে রোষভরে নিরুত্তর দেখিয়া গম্ভীরভাবে

কহিলেন, "ভাল আমার একটী কথা! সেখানে কি হইবে? এখানে যেন আপনি দোভাষীকের কার্য্য করিয়া উভয়পক্ষকে একপ্রকার বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু সেখানে কি হইবে? অন্তঃপুরের কথোপকথন কে বুঝাইয়া দিবে? সে বিষয়ের কি বিবেচনা করিলেন?"

"হাঁ। এ প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত বটে তাই ত উপায় কি? গুরুতর ব্যাপার! বিষম সমস্যা।" চমকিতভাবে এইকটী কথা বলিয়া সওচাঁদজী মস্তকে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক চিন্তামগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "উত্তম উপায় হইয়াছে। রুক্মাবাইকে আনয়ন করুন, তাহা হইলে আর কোন গোলই থাকিবে না।"

"রুক্মাবাই?—নর্ত্তকী?—তাহাকে আনিয়া কি হইবে?—রোগীর নিকট নর্ত্তকীর প্রয়োজন কি?"

সওচাঁদজী হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "না না, সে না।—তাহাকে কেন?—আমি তাহার কথা বলিতেছি না। ল্যালালী বিবির ধাত্রী রুক্মা বাই, আমি তাহাকেই আনিতে বলিতেছি।"

"স্ত্রীলোকে ফরাসী জানে?—এদেশী স্ত্রীলোক ফরাসী ভাষা কহিতে পারে?"

"না ফরাসী ভাষা জানে না বটে, কিন্তু ইংরাজীতে বিলক্ষণ পারদর্শিনী। আপনি তাহাকেই আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করুন।"

"নিবাস কোথায়?—কোথায় লোক প্রেরণ করিব?"

"এই ল্যালালী বিবির বাড়িতেই।—সে সেইখানেই অবস্থান করে।—সেইখানেই তাহার সাক্ষাৎ পাইবে।"

"তাহা ত বুঝিলাম।—কিন্তু ল্যালালী বিবির বাটী কোথায়?"

"অতি নিকটেই। সকলেই তাহার ঠিকনা অবগত আছে। লোক পাঠাইলেই আনয়ন করিতে পারিবে।"

কুমার বিজয়শেখর একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া সওচাঁদজীর উপদেশ মত আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে গৃহ হইতে নির্গত হইল।

ডাক্তার লেরী এতক্ষণ মৌনভাবে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, এই দীর্ঘকালমধ্যে একটীমাত্র বাক্যও তাঁহার বদন হইতে বিনির্গত হয় নাই; একজন লোক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গৃহান্তরে গমন করিল দেখিয়া, ইংরাজী ভাষায় সওচাঁদজীকে কহিলেন, "অন্তঃপুরে সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্তই বুঝি ঐ লোকটীকে প্রেরণ করা হইল? কিরূপে আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, অন্তঃপুরের কি কি নিয়ম আমাকে পালন করিতে হইবে, এতক্ষণ বুঝি আপনাদের সেই বিষয়েরই কথোপকথন হইতেছিল?"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে সওচাঁদজী উত্তর করিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে;—সেই নিমিত্তই এই বিলম্ব হইতে ছিল।"

একজন পারিষদ কৌতূহলী হইয়া সওচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব কি বলে?—কি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে?"

সওচাঁদজী অপ্রস্তুতভাবে প্রশ্নোত্তরের স্থূল মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। সমবেত হাস্য কোলাহলে গৃহটী এককালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একজন পারিষদ হাস্য করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! কি চমৎকার পণ্ডিত? যুবরাজ! দেখিলেন ত? সাহেব বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই।—এই লোকের দ্বারা চিকিৎসা।—ভাবিয়া দেখুন, কিরূপে চিকিৎসাপত্র হইবে।"

রাজভ্রাতা অলক্ষিতে হাস্য করিলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না।

ডাক্তার সাহেব পুনর্ব্বার সওচাঁদজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাঁরা বুঝি আমার অন্তঃপুর-প্রবেশের নিয়ম পালনে সম্মতি জানিতে পারিয়া পরস্পর আনন্দধ্বনি করিতেছেন? সেই নিমিত্তই বুঝি ইহাঁদের অতুল আনন্দ?—তা যখন আমার এখানে আসা হইয়াছে, তখন হিন্দু-অন্তঃপুরের যে নিয়ম যে, পালন করিতে হইবে, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতে জানিয়াই আসিয়াছি। সে বিষয়ে ইহাঁদের এতক্ষণ তর্কবিতর্ক করার পক্ষে কোনই প্রয়োজন ছিল না।—আমি জানিয়াই আসিয়াছি।"

সওচাঁদজী বদন অবনত করিলেন, এই অত্যদ্ভুত বাক্যাবলির কিছুমাত্র উত্তর দান করিলেন না।

একজন পারিষদ ব্যগ্রভাবে সওচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মূর্ত্তি আবার কি বলে? আবার কি কৌতুকাবহ সমস্যা?"

সওচাঁদজী প্রথমে উত্তর করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সকলের মুখে বারম্বার সেই প্রশ্ন পুনরুচ্চারিত হওয়াতে অগত্যাই তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হইল। হাস্যকৌতুকে মহান কোলাহল সমুত্থিত। হাস্যধ্বনিতে গৃহভূমি ভীম-নিনাদে প্রতিশব্দিত হইয়া, দ্বার, গবাক্ষ, গৃহসজ্জা, ভিত্তি ও ছাদকাষ্ঠ পর্য্যন্ত যেন হাস্যরসে বিকম্পিত হইতে লাগিল।—সহসা যেন গৃহমধ্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া সভাজনসহ আলোড়িত করিয়া তুলিল।

ডাক্তার সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উৎসাহদর্শনে ইহাঁদের আনন্দ বুঝি পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইতেছে?"

সওচাঁদ উত্তর করিলেন না। এই অবসরে রাজা বীরবিক্রম সভাস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ডাক্তার লেরী পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অভিবাদনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা বাহাদুর উপবিষ্ট হইলে, সকলেই স্ব স্ব স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক আজ্ঞা প্রতীক্ষায় তাঁহার গম্ভীরবদনে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সওচাঁদ কহিলেন, "মহারাজ! ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ আসিয়াছেন, অনেকক্ষণ আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

"হাঁ শুনা হইয়াছে।" রাজা বাহাদুর কহিলেন, "হাঁ শুনা হইয়াছে। কার্য্যান্তরে আমি কিঞ্চিৎ ব্যস্ত ছিলাম, তা ইহাঁকে এতক্ষণ অনর্থক কষ্ট দিবার কি প্রয়োজন ছিল? বিজয়শেখরই ত রোগীর নিকট লইয়া যাইতে পারিতেন, অনর্থক কষ্ট দিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

"আজ্ঞা, নিতান্ত অনর্থকও নয়।—ইনি এ দেশের ভাষা অবগত নহেন, সুতরাং একজন দ্বোভাষী না হইলে—"

"তবেই ত বিষম বিভ্রাট।" বাধা দিয়া রাজা বাহাদুর কহিলেন, "তবেই ত বিষম বিভ্রাট!—দ্বোভাষী কোথায় পাওয়া যাইবে? সে বিষয়ে কি উপায় স্থির করিলেন?

সওচাঁদ উত্তর করিলেন, "বিভ্রাট ছিল বটে, কিন্তু এখন সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। একজন দোভাষী আনয়ন করিবার নিমিত্ত লোক—"

"লোক?" চমকিতভাবে রাজা বাহাদুর কহিলেন, "লোক?—তবে আপনি কি অপরাধ করিলেন? অপর লোককেই যদি অন্দর মধ্যে লইয়া যাইতে হইল, তবে আপনি কি অপরাধ করিলেন?—আপনার দ্বারাই ত সে কার্য্য চলিতে পারিত? কিন্তু—"

"আজ্ঞা না, সেরূপ লোক নয়। স্ত্রীলোক,—গুজরাটী রমণী।—সে—"

গুজরাটী রমণীতে পাশ্চাত্যভাষা অবগত আছে, ইত্যগ্রে এই সংবাদে রাজভ্রাতা বিজয়শেখরের যেরূপ বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল, সওচাঁদের অর্দ্ধোক্তির অবসরে রাজা বীরবিক্রমের মনেও সেইরূপ বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল, তিনিও সেইরূপ সন্দেহসূচক সবিস্ময় প্রশ্ন করিলেন। সওচাঁদজীও পূর্ব্বোক্তরূপে সে সংশয়, সে বিস্ময় বিভঞ্জন করিয়া দিলেন।

এই অবসরে পূর্ব্বপ্রেরিত ভৃত্য প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিল, "রক্মা বাই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, অনুমতি হইলে হজুরের সহিত সাক্ষাৎ করে।"

"এখানে আসিবার প্রয়োজন করে না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে বলিয়া দাও।" ভৃত্যকে এই কথা বলিয়াই, রাজা বাহাদুর আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, ডাক্তার সাহেবের প্রতি নেত্র-সঙ্কেত করিলেন। ডাক্তার সাহেব সেই সঙ্কেতানুসারে অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রবর্ত্তী মহারাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। রক্মা বাই ইতিপূর্ব্বেই রাজান্তঃপুরে ব্যাধিশয্যা সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এ কথার উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

রাজসমভিব্যাহারী ডাক্তার লেবী, পরক্ষণেই সেই নির্দ্দিষ্ট কক্ষমধ্যে সমুপস্থিত হইলেন। ধাতু পরীক্ষা করিয়া অপরাপর অবস্থাদর্শনে ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনের পর প্রফুল্লবদনে কহিলেন, "পীড়া অতি যৎসামান্য। শুনিয়াছি, আপনারা বহুদিন নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, নানা স্থানের বায়ু বারি পরিবর্ত্তনে ইহাঁর শরীর একরূপ অসুস্থ হইয়াছে, অপর কোন গুরুতর পীড়া আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। সামান্য ঔষধেই অবিলম্বে আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কোন চিন্তা নাই।"

কঙ্কা বাই ব্যাখ্যা করিয়া দিল। রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,
"ঔষধ—পথ্যের কিরূপ নিয়ম হইবে?"

কঙ্কার মুখে মর্ম্ম অবগত হইয়া ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন, "ঔষধ আমি কল্যই প্রস্তুত করিয়া পাঠাইব। তবে পথ্যসম্বন্ধে আমার কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে। আহারাদি যে নিয়মে চলিতেছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইবে না; বিশেষ পথ্য বিশ্রাম লাভ!—একস্থানে নিশ্চিন্ত হইয়া কিছুদিন বিশ্রাম লাভ। পর্য্যটনেই যখন ব্যাধির উৎপত্তির কারণ, পর্য্যটনের বিরামই তখন ইহার একমাত্র মহৌষধি।"

কঙ্কার মুখে রাজা বাহাদুর ইহার অর্থ শ্রবণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটী পুষ্পাধারহস্তে একজন পরিচারিকা মন্থরপদে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। নবাগত ডাক্তারকে দেখিয়াই হউক, অথবা অপর কোন কারণে মনের চঞ্চলতা-বশতই হউক, প্রবেশমাত্রই তাহার হস্তপদ বিকম্পিত হইল; হস্ত হইতে পুষ্পাধার পরিভ্রষ্ট হওয়াতে পুষ্পরাশি ভূতলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। পরিচারিকা হতবুদ্ধি হইয়া পাষাণ প্রতিমার ন্যায়, নিশ্চেষ্ট স্তম্ভিতভাবে শূন্য দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান। এককালে হতবুদ্ধি, নিশ্চেষ্ট, অস্পন্দ ও স্তম্ভিত!

এই কম্পিতা, স্তম্ভিতা, স্পন্দহীনা পরিচারিকা পরম সুন্দরী। অবয়বের গঠন, বর্ণ, চক্ষু, মুখ, সমস্তই অতি সুন্দর। নয়নের দৃষ্টি অতি কোমল; শরীর কিঞ্চিৎ কৃশ, বয়স অনুমান ২৮।২৯ বৎসর। কিন্তু যৌবন-সুলভ মাধুরী ও লাবণ্য ইহার শরীর হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হয় নাই।

পরিচারিকার সেই ভাবদর্শনে রাজা বাহাদুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "কিরে চামেলি, তুই এমন হইলি কেন?—ইনি ডাক্তার, ইহাঁকে দেখিয়া তোর ভয় হইল নাকি?"

ডাক্তার সাহেব চমকিতভাবে চামেলির সেই বাকশূন্য স্তম্ভিতবদনে নির্নিমেষ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তাঁহার বদনে এককালে হর্ষ, বিস্ময়, আশ্চর্য্য, কৌতুহল যেন সমুজ্জ্বলভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল;—চক্ষে পলক নাই। সেই আশ্চর্য্যভাব সহজে পরিব্যক্ত করা বোধ হয় কল্পনাদেবীর পক্ষেও সাধ্যাতীত!

রাজা বাহাদুর ডাক্তার সাহেবের এই অপূর্ব্বভাব দর্শনে মনে করিলেন, পরিচারিকার সহসা এইরূপ বৈলক্ষণ্য দর্শন করিয়াই হয় ত তাঁহার বিস্ময় বোধ হইয়াছে,—সেই নিমিত্তই ইনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অচঞ্চল দৃষ্টিতে ইহার বদনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আছেন। অতএব তাঁহার কৌতূহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত, রুক্মাকে উপলক্ষ করিয়া কহিলেন, "আপনি ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না। চামেলি অতিশয় লজ্জাশীলা, অত্যন্ত ভীরু, কোন সাহেব লোককে চক্ষেও দেখে নাই। হঠাৎ আপনাকে দর্শন করিয়া ভয়ে ও লজ্জায় এককালে জড়ীভূত হইয়াছে। ইহার স্বভাবই এইরূপ। আমি ইহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করি, তথাপি আমাকে দেখিয়াও অসম্ভব লজ্জা করে। কখন আমার সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা কহে না।"

চামেলির দৃষ্টি সমভাবে ধরাতলে বিন্যস্ত, অলক্ষিতে এক একবার বিদ্যুতের ন্যায় কটাক্ষ।

ডাক্তার লেরী রাজা বাহাদুরের মন্তব্যের মর্ম্ম শ্রবণ করিলেন। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সে দিকে মনোযোগী ছিল না। তিনিও যেন তৎকালে চৈতন্য-শূন্য—স্তম্ভিত। রুক্মা বাই নিস্তব্ধ হইলে তিনি অনেকক্ষণ পরে অস্পষ্টবাক্যে চকিতভাবে কহিলেন, "ফুল—বড় অসাবধান।"

স্বর তড়িতবেগে চামেলির কর্ণপথে প্রবেশ করিল। চামেলি সহসা যেন মকিত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণের মোহনিদ্রার পর চৈতন্যলাভ হইলে, লোকে যেমন চমকিত হইয়া উঠে; অপরিচিত ডাক্তারের মুখে অস্পষ্ট "অসাবধান" শব্দটী শ্রবণ করিয়া চামেলির চিত্ত সেইরূপ চঞ্চলভাব ধারণ করিল। পুনরায় তাহার আপাদ মস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া, বিকীর্ণ পুষ্পগুলি কম্পিতহস্তে আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দৃষ্টি ধরাতলে।—ধরাতলে কি রসাতলে, কে বলিবে? বাস্তবিক দৃষ্টি কোন্ দিকে; মন কোন্ দিকে, শ্রবণ কোন্ দিকে, চামেলি তখন নিজেও সেটী জানে কি না, তাহাতে আমাদেরও সম্পূর্ণ সন্দেহ। চামেলি পুষ্পের উদ্দেশে বিমনস্কভাবে শূন্যভূমিতে বারম্বার করপ্রসারণ করিতে লাগিল।

রুক্মাবাই রাজাকে বুঝাইয়া দিল, ডাক্তার সাহেব চামেলিকে "অসাবধান" বলিতেছেন। রাজা তচ্ছ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, "জল্প এরূপ হইয়াছে, দৈবাৎ হইয়াছে, অসাবধানে নয়। গৃহকার্য্যে ইহার সবিশেষ যত্ন। সমস্ত কার্য্যেই ইহার সবিশেষ নৈপুণ্য আছে, আর অতিশয় সুশীলা, অতিশয় সচ্চরিত্রা, ব্যাধিশয্যায় সেবা শুশ্রূষা করিতে চামেলি যেরূপ অপরিশ্রান্ত যত্নবতী, সচরাচর এরূপ দর্শন করা অতীব দুর্ঘট। রাণী প্রায় বর্ষাবধি ব্যাধি যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, প্রায় দুইমাস শয্যাগত; এই অবস্থায় চামেলি যেরূপ যত্নে, যেরূপ নির্ব্বিকারচিত্তে ইহার সেবাভক্তি করিতেছে, গর্ভজাতা কন্যারাও বোধ হয় গর্ভধারিণীর এরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হয় না।"

মর্ম্ম অবগত হইয়া ডাক্তার সাহেব অন্যমনস্কভাবে কৌতূহল-মিশ্রিত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার সহিত আপনাদের কি কোন নিকট সম্বন্ধ আছে? যখন এতদূর সেবাভক্তি পরায়ণা, তখন বোধ হয় ইনি আপনাদের কোন কুটুম্ব কন্যা হইবেন।"

রাজা ঈষৎহাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "সম্পর্কও নাই, কুটুম্ব কন্যাও নহে,—অনাথিনী।—সম্পর্ক দূরে থাকুক কাহার কন্যা, কোন্ দেশে নিবাস, কি বৃত্তান্ত, কিছুই আমি অবগত নহি। সৌরাষ্ট্রদেশের এক দেবালয়ে অনাথিনীবেশে আমি ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করে, আমিও ইহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ মমতা করি। অতি সুশীলা, অতি সচ্চরিত্রা,—আমার প্রতি অতিশয় ভক্তিমতী।"

ডাক্তার সাহেব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিয়াছি, হিন্দুরা অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিদিগকে আশ্রয়দান করেন না। আপনি সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন কেন?"

"সে কথা সত্য। জাতিকুল না জানিয়া আশ্রয় দেওয়া আমাদিগের রীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু অনেকবার আমি ইহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে কেবল 'অভাগিনী,—অনূঢ়া—মহারাষ্ট্র কুমারী' এই দুই তিনটী কথামাত্র বলিয়া অনবরত অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে।—সেই সম্বন্ধে

আপনার কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, কিছুমাত্র উত্তর করে না।—বরং সেই অশ্রুধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া শতগুণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।”

“অনূঢ়া—হিন্দুকুমারী—এত অধিক বয়স পর্য্যন্তও অনূঢ়া? আপনি তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন নাই কেন?”

“করিয়াছিলাম,—অনেকবার বলিয়াছিলাম, সম্মত হয় নাই, বলে, আমার বিবাহে কাজ নাই। পীড়াপীড়ি করিলে, পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অবনত-বদনে নিঃশব্দে রোদন করিতে থাকে।”

ডাক্তার সাহেব আর কিছু বলিলেন না। রাত্রি প্রায় এক প্রহর,—বিদায়ের অবসর উপস্থিত। রত্নাবাই বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে আপন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করাতে, তাহাকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করা হইল। রাজা বাহাদুর ডাক্তার সাহেবকে কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞানস্বরূপ বহুমূল্যের একটী হীরকাঙ্গুরী প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। নিঃস্বার্থ ডাক্তার তাহা গ্রহণ করিলেন না, ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

রাজা বাহাদুর ডাক্তার সাহেবের পথ প্রদর্শনার্থ চামেলির প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। চামেলি মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া একটী জ্বলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে সসম্ভ্রমে প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইল। রত্নাবাই অপর কিঙ্করীর সহিত অন্তঃপুর দ্বার দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ডাক্তার লেনী রাজা বাহাদুরকে অভিবাদনপূর্ব্বক, চামেলির সহিত প্রকাশ্য-দ্বারাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অগ্রে চামেলি, পশ্চাতে ডাক্তার। নিম্নতলে একটী ক্ষুদ্র কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া অলিন্দে উপস্থিত হইতে হয়। সেই গৃহমধ্যে ডাক্তার সাহেব ও চামেলি সস্মিতবদনে দণ্ডায়মান। উভয়ের উৎফুল্ল নয়ন, উভয়ের প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে সংস্থূত্রভাবে বিনিক্ষিপ্ত। রাজা বাহাদুর কএক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে, অতি সচ্চরিত্রা,—অতি লজ্জাশীলা,—অতি ভীরু বলিয়া যাহার সুশীলতার গৌরব করিয়াছিলেন, যে সুশীলা কামিনী কখনও পাশ্চাত্য পরিচ্ছদধারী সাহেবদিগকে চক্ষেও দর্শন করে নাই, রাজার অনুমান সিদ্ধ বাক্যে সহসা সাহেব দর্শনে যাহার হস্ত হইতে পুষ্পদাম পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সুশীলা লজ্জাশীলা চামেলি এখন লেনী

সাহেবের পার্শ্ব-সহচরী,—স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, একপ্রকার তাঁহার অঙ্কবাসিনী!

কএক মুহূর্ত্ত পরে, দ্বিতীয়া কিঙ্করী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে একটী প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা-হস্তে সেই গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। পরিচারিকার নাম রেবতী। ইহাকে দেখিবামাত্রেই চামেলি সশঙ্কচিত্তে হতবুদ্ধি হইয়া দুইতিন পদ পশ্চাৎগামিনী হইল। হস্ত বিকম্পিত হওয়াতে হস্তস্থিত বর্ত্তি কাটী ভূমিতলে নিপতিত হইয়া বসনাবর্ত্তনে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচারিকা ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "এ কিরে? তুই আজ হলি কি? তখন ফুল ফেলিয়া দিলি, আবার এখন বাতি পড়িয়া গেল, তুই আজ হলি কি?"

চামেলি কথা কহিল না। ভয়ে, লজ্জায়, সংশয়ে, উদ্বেগে, এককালে বিমিশ্রভাবে জড়ীভূত। মুখ হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

রেবতী পুনরায় সেইভাবে বলিতে লাগিল, "তাইত, তুই আজ হলি কি? সাহেবকে এখনও বাহির বাটীতে রাখিয়া আসিতে পারিস্ নাই? আমি কন্যাকে লইয়া এতদূর যাইলাম, এতখানি পথ চলিয়া আসিলাম, আর তুই এখনও অন্দরের বাহির হইতে পারিস্ নাই? তোর আজ কি হইয়াছে? তুই আজ এরূপ করিতেছিস কেন?"

চামেলি ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল "না দিদি, এই পায়ে বড় বেদনা,—ফুল পড়িয়া গিয়াছিল, আঘাত লাগিয়া ছিল,—সেই জন্যেই—"

উচ্চহাস্য করিয়া রেবতী কহিল, "ও কপাল! ফুলের ঘায়ে বেদনা! মূর্চ্ছা যাওনাই যে এই বক্ষা! সাহেব চল গো, আমিই তোমাকে রাখিয়া আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া বর্ত্তিকাহস্তে রেবতী অগ্রগামিনী হইল। সঙ্কেত বুঝিয়া ডাক্তার সাহেব দ্রুতপদে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্ত-পরে রেবতী প্রত্যাগত হইয়া সেই গৃহের সেই স্থানেই চামেলিকে অবলোকন করিল। চামেলি তথনও তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করে নাই। সেইভাবে সেই অবস্থাতেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বদনমণ্ডল অঞ্চলে সমাচ্ছাদিত।

রেবতী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল "একি লো, তুই রোদন করিতেছিস্ কেন? তোর কি হইয়াছে?"

বদনাবরণ উন্মোচন করিয়া চামেলি কহিল, "কৈ—না,—রোদন—কির—কেন?"

"তবে এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলি? উপরে যাস নাই কেন?"

"না—এই অন্ধকার—সেই জন্যেই—"

রেবতী হাস্য করিতে করিতে কহিল, "ভাল ভাল, খুব মেয়ে যা হোক্। মনে বেদনা, অন্ধকার,—ধন্যি লোকের বাছা তুমি! ভাল, তুই তখন ডাক্তারের সঙ্গে ফুসফুস্ করিয়া কি কথা বলাবলি করিতেছিলি?"

"কথা?" সচকিতে চামেলি কহিল, "কথা? ডাক্তারের সঙ্গে আমার আবার কিসের কথা? সে হলো বিদেশী,—সাহেব,—ফরাসী,—আমাদের কথা বুঝিতে পারে না, তার সঙ্গে আবার কিসের কথা?"

"তাও বটে।—কিন্তু আমার কর্ণে যেন "বঙ্গগিরি,—বরদা,—মিলন, এই প্রকার কএকটী শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল।"

"এও কি একটা কথা? দেখিলি, দ্বৈভাষীর দ্বারা কথোপকথন হইল,—আমাদের কথা বুঝিতে পারে না, কহিতে পারে না, সেই জন্যই আবার—"

"তাও ত বটে। তবে ওটা আমারই শুনিবার ভুল।—কিন্তু ভাই আর একটী কথা।"

"আবার কি?"

"রাগ করিবি না বল্।"

"রাগ আবার কিসের? বলই না শুনি।"

"আগে বল্, রাগ করিবি না।"

"না।"

"মাথা খাস।"

"বঙ্গ দেখ! কথাটাই কি বল্না।"

কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া রেবতী কহিল, "আমি যেন দেখিলাম, তুই ডাক্তার সাহেবের হাত হইতে হাতটী সরাইয়া লইলি। সে যেন—"

চমকিত হইয়া চামেলি উত্তর করিল, "সে—কিলো? ও আবার কি কথা? হাত হইতে হাত সরানো, সে আবার কি?"

"এই ভাই, ডাক্তার সাহেব যেন তোর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তুই যেন লোকের পদশব্দ পাইয়া ভয়ে—"

"ওমা, এ কি কথা, ছিছি কি লজ্জা, কি ঘৃণা, ইহাতে যে জাতিপাত হইতে হয়। লোকে শুনিলে বলিবে কি? রাণীমাই বা কি? ভাবিবেন? রাজা বাহাদুরই বা কি মনে করিবেন! সাহেব,—ম্লেচ্ছ—স্পর্শ করিলে যে পতিত হইতে হয়। ছি! ছি! কি ঘৃণা!" এই কথা বলিয়া চামেলি উভয় নেত্রে বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ক্ষুণ্ণমনে রোদন করিতে লাগিল।

রেবতী অপ্রস্তুত। মুহূর্ত্তেক নীরবে থাকিয়া কুণ্ঠিতভাবে কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "চুপ্ কর ভাই চুপ্ কর। হয় ত এটাও আমার ভুল। বাতির ছায়াতেই ওরূপ ভ্রম হইয়া থাকিবে। তুই ভাই কিছু মনে করিস্ না। রাণীমা শুনিলে আমাকে আর রক্ষা রাখিবেন না। দেখিস্ ভাই, একথা যেন প্রকাশ না হয়, রাণীমা যেন জানিতে না পাবেন। আমার ভাই শুধু চক্ষের দোষ।"

"না ভাই, তোর আর চক্ষের দোষ কি? বরং আমারই অদৃষ্টের দোষ।"

কাতরে রেবতী কহিল, "আবার কেন ভাই ক্ষুণ্ণ হইতেছ? স্বীকার করিয়াছি, দেখিবার ভুল হইয়াছে, তবে আবার ক্ষুণ্ণ হইতেছ কেন ভাই? অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছ কেন?" এই কথা বলিয়া চামেলির নেত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল।

"না, আমি ক্ষুণ্ণ হই নাই, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিব কেন? অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ নহে। তাহার প্রমাণও এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম!" নেত্র মার্জ্জন

পূর্ব্বক ব্যঙ্গচ্ছলে এইকটী কথা বলিতে বলিতে চামেলির বিমর্ষ বদনে শুক্ল দ্বিতীয়ার তরল-জলদাচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ন্যায় ঈষৎহাস্য রেখা সমঙ্কিত হইল। সেই হাস্যে অমর্ষপূর্ণ আনন্দ চিহ্ন প্রচ্ছন্নভাবে দৃষ্ট হইতে লাগিল। উভয়েই নীরব, গৃহ নিস্তব্ধ।

দ্বিতল হইতে শব্দ আসিল "রেবতী"। রেবতী ত্বরান্বিত হইয়া সে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল। চামেলি, অন্যমনস্কভাবে মৃদুমন্দগমনে তাহার অনুসরণ করিয়া রুগ্নশয্যাশায়িনী গৃহিনীর চরণতলে ধীরে ধীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

সুহৃদ-সমাগমে।

পাঠক মহাশয়কে আর একবার বরোজনগরে আগমন করিতে হইতেছে। তথায় আপনার একজন পূর্ব্ব পরিচিত মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। প্রথম প্রথম যে দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই। অদ্য বরোজনগরে পাগোজীর বিলাস উদ্যানে আপনার সেই পূর্ব্ব কথিত মিত্র বলদেবজী উপস্থিত। পাগোজীর সহিত তাঁহার অতি কৌতুকাবহ কথোপকথন হইতেছে, এই অবসরে তথায় উপস্থিত হইলে, আমাদের আর বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না, সে কথোপকথন শ্রবণ করিলেই আপনি অনেক তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।

নবীন-মহাজন পাগোজী বরদানগরে সর্ব্বদা অবস্থান করেন না,—বরোজ নগরে এক উদ্যান বাটীতেই তাঁহার বৎসরের মধ্যে আট নয় মাস

বিশ্রামার্থ অবস্থিতি হয়। সেই উদ্যানের একটী নির্জ্জন গৃহে পাথোজী আর বলদেব উপবেশন করিয়া পরস্পর নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন।—কথার অবসরে বলদেবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দুবালার বিবাহের কি হইল?"

"কিছুই হইল না—জানইত—কত সন্ধান করিয়া একটী পাত্র পাওয়া গেল, ভাগ্যদোষে সেটী রক্ষা হইল না।—বিবাহের পূর্ব্ব রজনীতে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হইল।"

"হাঁ,—তাহা শুনিয়াছি বটে, বড় দুঃখের বিষয়!—কিন্তু রোগটা কি নির্ণয় হইল না?"

"কৈ আর হইল?—কেহ বলিল মৃগী, কেহ বলিল পক্ষাঘাত, কেহ কহিল সর্পাঘাত, কেহ বলিল ধনুষ্টঙ্কার, বস্তুতঃ কিছুই স্থির হইল না। ফরাসী ডাক্তার পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলাম, যদিও তিনি সজীব দেখিতে পান নাই, কিন্তু রোগের কথা তিনিও কিছু বলিলেন না। কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছিল, গুপ্ত হত্যা।—কিন্তু তাহাও বোধ হইল না। ফরাসী ডাক্তার সে বিষয়ে কিছুই সংশয় রাখেন নাই। অনেকক্ষণ ছিলেন, অনেক কথাবার্ত্তা হইল, রোগীর দেহ পরীক্ষা করিলেন, রাজা বিষণচাঁদের সভ্যতা ও অমায়িকতার উল্লেখ করিয়া কত প্রশংসা করিলেন, কিন্তু রোগটা যে কি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না।"

"তাইত,—বড় আশ্চর্য্য! যাহা হউক, আর কোথাও কি সম্বন্ধ স্থির করিতে পার নাই?"

বিমর্ষভাবে পাথোজী কহিলেন "না,—অনেক স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছি, নিজেও সন্ধান লইয়াছি, কোথাও মনোনীত হইয়া উঠিতেছে না।"

"তোমাকে আর জয়করণের পান্থশালায় দেখিতে পাই না কেন? সেখানে কি তোমার গতিবিধি বন্ধ হইয়াছে?"

"না,—বন্ধ হয় নাই,—তবে কি না বিবাহটায় ঐরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া মনটাও কিছু অস্থির হইল, সর্ব্বদা ঘরদারে থাকাও হয় না, সেই কারণে—

বাধা দিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বলদেবজী কহিলেন, "সেই কারণেও বটে, আর বিদেশে সামরিক বিভাগের ভাণ্ডার-লুণ্ঠনে ব্যস্ততা-প্রযুক্তও বটে। কেমন মহাজন মহাশয়! যথার্থ অনুমান করিয়াছি কি-না?"

সহাস্যবদনে পাথোজী উত্তর করিলেন, "তুমিই কোন্ সামান্য পাত্র?—আমি ত বরং জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া সমুদ্রপথে নানা ক্লেশে বহু-আয়াসে সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু তুমি গৃহে বসিয়া অনায়াসেই সুকৌশলে মধুমতীর সম্পত্তিগুলি ভুলাইয়া লইয়াছ। আর অপরাপর শিকার অন্বেষণেও বিমুখ হইতেছ না। হঠাৎ সৌভাগ্যশালী হইবার পক্ষে ইহা একটী বিলক্ষণ সুন্দর সদুপায়।"

হাস্যোৎফুল্ল-নয়নে বলদেবজী কহিলেন, "তা বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় সফল হইল কৈ? মধুমতীকে হস্তগত করিতে পারিলাম কৈ?"

"বিষয় ত হস্তগত হইয়াছে,—তাহা লইয়াই কথা। আর কিছু সফল না-ই হউক, তাহাতে আর তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি?"

"ক্ষতি সম্পূর্ণ।—তোমার ওটী সম্পূর্ণ ভুল! বিষয় লইয়া কথা নয়, মধুমতীকে লইয়াই কথা। মধুমতী লাভের নিমিত্তই,—"

"হাঁ হাঁ,—ভাল কথা!—মধুমতীর কি হইল?—আমি সেসময় দেশে ছিলাম না, তাহার তত্ত্বও জানিতে পারি নাই, তাহার কি হইল?"

"কি হইল, কোথায় গেল, কিছুই সন্ধান জানি না।"

হাস্য করিতে করিতে পাথোজী কহিলেন, "আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না,—মধুমতীকে তুমি ততদূর ভাল বাসিতে, তাহাকে প্রতারণা করিতে তোমার কি কিছুমাত্র দয়া হইল না?—কোন্ প্রাণে তাহাকে বঞ্চনা করিতে —"

"প্রণয়ের চক্ষু নাই!—প্রণয়ে মুগ্ধ হইলে হিতাহিত বিবেচনা তিরোহিত হইয়া যায়,—প্রণয়কুহকে পড়িয়াই আমি সে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি; বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে নহে।"

"কুহক আবার কি?—সে আবার কিরূপ?"

বলদেব কহিলেন, "আশার কুহক।—আশা করিয়াছিলাম, বৃদ্ধ শুকলাল

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, মধুমতী আমারই হইবে। সে আশা বিফল হইল। মধুমতী আমার হইল না। দ্বিতীয় উপায়,—বিষয়বিহীন করিয়া নিরাশ্রয় করা।—বিষয়গুলি হস্তগত করিলে মধুমতী অনাথা হইয়া আমাকেই ভজনা করিবে, এই অভিপ্রায়েই নানাপ্রকার প্রবোচনাবাক্যে আমার নামে আম্‌মোক্তারনামা লিখাইয়া লইলাম। অপর কতকগুলি কাগজে স্বাক্ষর করাইয়া রাখিলাম। একে অবলা,—তাহাতে রঞ্জনের শোকে নিতান্ত অভীভূতা, অভিভাবক কেহই নাই,—আমার উপরেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস।—আমি যাহা করিলাম, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না, আমি ক্রমে সেই আম্‌মোক্তারনামার বলে সমস্ত বিষয়বিভব বেনামী করিয়া হস্তগত করিলাম। বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা ছিল না, আশার কুহকে প্রণয় কুহকে কার্য্যগতিকেই তাহা ঘটিয়া দাঁড়াইল। তথাপি মধুমতী আমার হইল না।—বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম, কিছুতেই সম্মত হইল না। বারম্বার উত্তেজনা করাতে অবশেষে দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।—চতুর্দ্দশ বৎসর নিরুদ্দেশ! কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না, কোথায় গিয়াছে আছে কি নাই, তাহাও বলিতে পারি না।"

"অদৃষ্টই মূল।—তোমার অদৃষ্টে মধুমতী লাভ নাই; সেই জন্যই ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু যাহার নিমিত্ত এতদূর কাণ্ড, এতদূর ষড়যন্ত্র তাহার অদৃষ্টে কি হইয়াছে, সে বিষয়ের কিছু সংবাদ পাইয়াছ?"

"কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?—কাহার জন্য এত সব কাণ্ড?"

"কেন সেই রঞ্জন?"

"কোন্ রঞ্জন?—আত্মঘাতী রঞ্জন?"

"না না,—আত্মঘাতী কেন?—তোমার সেই মধুমতীর পরম প্রেমাস্পদ হৃদয়রঞ্জন, সেই ভীমগড়ের—"

"হাঁ হাঁ,—আমি ত তাহারই কথা বলিতেছি।"

"তবে আত্মঘাতী বলিতেছ কেন?"

ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে বলদেব কহিলেন, "আরে,—সর্পাঘাত আর আত্মঘাত ও একই কথা! সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা আমি

বিলক্ষণরূপ অবগত আছি। তা সে কথা এখন জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য কি ?"

"আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি তাহার অদৃষ্টের ফলাফল শ্রবণ কর নাই। বোধ হয়, সে তত্ত্ব তুমি অবগত নহ। সেই জন্যই—"

"আমি আবার শ্রবণ করি নাই ?—আমি আবার তাহার তত্ত্ব অবগত নহি ? যে দিন হইতে আমার সৌভাগ্যের প্রথম সঞ্চার, সেই দিন হইতেই আমি ভীমগড়-দুর্গে চর নিযুক্ত করিয়াছিলাম। সেই দিন—"

"চর ?—সে আবার কিরূপ ?"

"কেন ?—সেই কারাগারেরই বরদার আমারপক্ষের চর ছিল। সেই ভজনলালের দ্বারাই আমি সমস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। মৃত্যুর পর বঞ্জনের পাপদেহ যে, গিরিগহ্বর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাও আমি যথাসময়ে যথাযথ পরিজ্ঞাত।"

ঈষৎ বিমর্ষভাবে পাথোজী কহিলেন, 'আহা! এইটী বড় শোচনীয় বিষয়! অভাগার মৃতদেহের যে সদ্গতি হইল না, সেইটাই বড় আক্ষেপের বিষয়।"

"ইহাতে আর আক্ষেপটা কি ?—কারাগারে মৃত্যু হইলেই ত ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে আবার অপঘাত মৃত্যু! এ অবস্থায় এই দশা হইবে না ত আর কি হইবে ? ইহাতে আর আক্ষেপের বিষয় কি ?"

পাথোজী কহিলেন, "না না,—আমি সে কথা বলিতেছি না। অভাগার মুমূর্ষুকালীন প্রার্থনাটী পূর্ণ করা হয় নাই। দেহটী শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইল, আত্মীয় বন্ধুর নিকট প্রেরিত হইল না, সেই নিমিত্তই যাহা কিছু আক্ষেপ! আমি সেই কথাই বলিতেছিলাম।"

"প্রার্থনা পূরণের উপায় কি ছিল ?—তাহার আত্মীয়ই বা কে ? তাহার বন্ধুই বা কে ?—ভবে এক পিতা। তা সে ব্যক্তিও ত তখন পরলোকগত। সুতরাং সেস্থলে গিরিগুহায় নিক্ষেপ ভিন্ন আর কি ব্যবস্থা হইতে পারে ?"

"তত্রাচ শৃগাল কুক্কুর—"

"শৃগালও নয়, কুক্কুরও নয়, সর্পও নয়।"—বাধা দিয়া উত্তেজিতভাবে ঘৃণামিশ্রিত কর্কশস্বরে বলদেব কহিলেন, "শৃগালও নয়, কুক্কুরও নয়, সর্পও নয়; আমার জ্বলন্ত ঈর্ষ্যানল।—সেই প্রজ্জ্বলিত ঈর্ষ্যায় ঐ তিন মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রণয় বৈরীর পাপশরীর সেইরূপে বিধ্বংসিত করিয়া আমার প্রতিহিংসাসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিপ্রদান করিয়াছে।"

"ঈর্ষ্যাই বল, আর যাহাই বল, মূল কথা ত আমাদিগের অপরিজ্ঞাত নাই। বাস্তবিক বেচারা বিনা দোষে—"

"বিনা দোষে?"—ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলদেব কহিলেন, "বিনা দোষে? তুমি বল কি? আমাকে বঞ্চনা করিয়া মধুমতী লাভের আশা করিল, তোমাকেও কর্ম্মচ্যুত করিবার হেতু হইল, তথাপি বলিতেছ বিনা দোষে?—উত্তম হইয়াছে! তা যাহা হউক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ সংবাদটী তুমি কিরূপে প্রাপ্ত হইলে? এ সংবাদ তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?"

"কোন্ সংবাদ?"

"সেই নরাধম দাম্ভিকের আসন্নকালের সেই চরম প্রার্থনা।—সে সংবাদ তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?"

"আমিও চর রাখিয়াছিলাম।—" হাস্য করিয়া পাথোজী কহিলেন, "আমিও চর রাখিয়াছিলাম। ভীমগড়ক্ষেত্রে তিনজন চর অহরহ সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিত। তিনটী—"

"তিন জন?" আশ্চর্য্য হইয়া বলদেবজী বলিয়া উঠিলেন, "তিনজন? তিনজন আবার কোথা হইতে আসিল? আমার আর তোমার, এই ত দুই, তৃতীয় আবার কোথা হইতে আসিল?"

"কেন।—বিষণচাঁদের?—মহারাজ বিষণচাঁদও যে একজন নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"

"বিষণচাঁদের চর?—একথা তোমাকে কে বলিল? একথা তুমি কাহার মুখে শ্রবণ করিলে?"

"তিনি স্বয়ংই আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই মুখে শ্রবণ করিয়াছি।"

সকৌতূহলে বলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষণচাঁদের চর রাখিবার প্রয়োজন? তাঁহার এ বিষয়ে অভিপ্রায় কি?"

"তাহা আমি বলিতে পারি না। তাঁহার মনের অভিপ্রায় তিনিই বলিতে পারেন। সে যাহা হউক, ও প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর। জিজ্ঞাসা করি, বহুদিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই, কারণ কি?"

"দুর্ভাগ্য আমার!—তুমি বরদা নগর ত্যাগ করিয়া বরোজবাসী হইয়াছ, সুতরাং—"

"তাহাতে আর সাক্ষাতের বাধা কি?—তুমি কি কখন বরোজনগরে আগমন কর নাই?"

"না না,—সেকথা নয়।—কএকদিন একটা কার্য্যের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম, সেই জন্যই আসিতে পারি নাই। একখানা দলীলে কাজীর মঞ্জুরী লিখাইবার নিমিত্ত প্রায় মাসাবধি হাটাহাঁটি করিতে হইয়াছে। কাজী সাহেবদের দর্শন লাভ, নবাব সাহেবদের অপেক্ষাও দুর্লভ! সেই দলীল—"

"দলীল?"—ঈষৎ হাস্য করিয়া পাথোজী কহিলেন, "দলিল? আবার কাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ?"

হাস্য করিয়া বলদেব উত্তর করিলেন, "না না, সে প্রকার নহে। একটা বহু মূল্যের বস্তু একপ্রকার বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।"

"তবেই হইল।—যাহার নাম কৃতান্ত, তাহারই নাম ধর্ম্মরাজ। একই কথা। বুঝিলে কি না?"—হাস্য করিতে করিতে এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া পাথোজী পুনর্বায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সম্পত্তি কাহার?"

"দাতাজীর।—তাঁহাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত একজন মহাজন তাঁহার একটী মূল্যবান ভূসম্পত্তি আমার নামে বেনাম করিয়া রাখিয়াছিল। সেই দলীলখানি মঞ্জুর করাইবার জন্যই—"

"বেনাম বস্তুর মঞ্জুরীর প্রয়োজন?"

"বেনাম তখন ছিল, এখন স্বনাম।"

"তবে যে বলিতেছিলে, প্রতারণা নয় ?"

"ইহার আর প্রতারণা কি ?—দাতাজী ত প্রতারিত হইযাই ছিলেন প্রতারকে লইতে ছিল, না হয় আমিই লইলাম। প্রতারককে প্রতারণা করিতে পাপ কি ?"

"না, কখনই না। বিশেষতঃ তোমার পক্ষে ত কোন ক্রমেই পাপ নাই কেন না, ঐরূপ সুযোগ অন্বেষণ করাই তোমার কার্য্য। এ সকল কার্যে তুমি বিলক্ষণই পটু।"

ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলদেবজী কহিলেন, "ছি! ব্যাকরণ ভুল করিও না বহুবচন প্রয়োগ কর। এরূপ মীমাংসায়—এরূপ সিদ্ধান্তে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হয, এতাদৃশ মহৎকার্য্যে আমরা উভয়েই বিলক্ষণ পটু।"

প্রশ্নোত্তরে উভয়েই মুক্তকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিলেন। হাস্য কোলাহল নিবৃত্ত হইলে পাথোজী কহিলেন, "তুমি একা বলিয়া নয়, দাতাজীকে অনেকেই বঞ্চনা করিয়াছে। কিন্তু দেখ দেখি, বিধাতার কেমন ক্রীড়া-কৌশল। অকস্মাৎ দাতাজীর অদৃষ্ট কেমন সুপ্রসন্ন হইল। অকস্মাৎ অবসন্ন দশা হইতে কেমন আশ্চর্য্যরূপে তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন। বিধাতা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া সহস্র হস্তে তাঁহাকে অতুল ধন বিতরণ করিলেন। অতি অলৌকিক ব্যাপার।"

"অভাবনীয় অলৌকিক!—অদৃষ্টই মূল। সকলের অদৃষ্টে এমন ঘটনা প্রায়ই হয় না।"

"অদৃষ্টই মূল সন্দেহ কি, কিন্তু ভাবিতে গেলে একটী বিষয়ে আমার মন এক এক সময় অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে।"

"কি নিমিত্ত ?—কি ভাবিয়া চঞ্চল হয় ?"

গম্ভীরবদনে পাথোজী কহিলেন, "অপর কিছুই নহে, তবে কি-না, দুঃসময়ে দাতাজী আমার নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে বিমুখ হইযাছিলাম। রীতিমত অভ্যর্থনাও করা হয় নাই। কার্য্যটা অতি অন্যায় হইয়াছে!"

ঔদাস্যভাবে বলদেব কহিলেন, "ইহাতে আর অন্যায কি হইল ?—

ইহার নিমিত্ত চাঞ্চল্যই বা কেন? লোকের বিপদে উপেক্ষা করাই ত আমাদের অভ্যাস। এই—আমাদের বলিয়াই বলিতেছি, জগতের বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই ত এইরূপ নির্লিপ্তভাবে নির্ব্বিরোধী বলিয়া যশস্বী হইয়া থাকেন। সংসারের রীতিই এই, তাহাতে তোমার ক্ষতিটাই বা কি হইয়াছে?—চক্ষুলজ্জা। আমি তাহা গ্রাহ্য করি না।”

“না না,—চক্ষুলজ্জা নয়,—আমি সে কথা বলিতেছি না। অসময়ে লোকটার কিছু উপকার করিতে পারিলে, সুসময়ে তাহার দ্বারা আমার অনেক উপকার হইতে পারিত। লোকটা সম্ভ্রান্ত। আজকাল আবার সেই সম্ভ্রম তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। লোকটা হস্তগত থাকিলে নানা প্রকারে উপকার লাভের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। সে সময় উপেক্ষা করাটা আমার পক্ষে অতিশয় অন্যায় হইয়াছে।”

তাচ্ছল্যভাবে বলদেব কহিলেন, “সে জন্য চিন্তা নাই। দাতাজী যেরূপ স্বভাবের লোক, তাহার প্রকৃতি যেরূপ সরল, তাহাতে তুমি কিঞ্চিৎ অনুনয় বিনয় করিলেই সমস্তই ভুলিয়া যাইবে। সে বিষয়ে চিন্তা নাই।”

“তাহা বটে, সরল অথচ নির্ব্বোধ, কিন্তু কায়াটা নাকি নিতান্ত—”

“হাঁ হাঁ, ভাল কথা। নির্ব্বোধের কথায় আমার একটা কথা স্মরণ হইল।—আমারও একজন ঐ প্রকার নির্ব্বোধ লোক আবশ্যক হইয়াছে।—বিশ্বাসী, অথচ নির্ব্বোধ। এরূপ একটী ভৃত্য—”

“ভৃত্য?”—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাথোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভৃত্য?—ভৃত্য ত চতুর হইলেই ভাল হয়। নির্ব্বোধ ভৃত্য লইয়া কি করিবে?”

“সেরূপ ভৃত্য নহে; কারবারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খাতাপত্র প্রণালীমত শৃঙ্খলা করিয়া রাখিতে পারে, প্রয়োজন মাত্রে বাহির করিয়া দিতে সমর্থ হয়, এইরূপ একটী লোক আমি অন্বেষণ করিতেছি।”

“হাঁ হাঁ,—ও সকল কার্য্যে ঐরূপ লোকই আমাদের প্রয়োজন বটে। যাহারা কূটবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেইরূপ লোক না হইলে, আমাদিগের কার্য্য চলা অতিশয় সুকঠিন।”

বলদেবের মৃদুমন্দ হাস্যই পাথোজীর নাতিদীর্ঘ বাক্যের সুস্পষ্টরূপে অনুমোদন

করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! ইহার উপায় কি! এরূপ লোক কি তোমার সন্ধানে আছে?"

"কোথায় পাইব?—আমি কি ক্রীতদাসের ব্যবসা করিয়া থাকি? ব্যবসা থাকিলেও ওরূপ প্রকৃতির লোক সহসা সংগ্রহ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কোথায় পাইব?"

বলদেব উত্তর করিবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যাবসরে অকস্মাৎ উত্তরদিকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে জয়করণ লাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

পাঠক মহাশয়কে ইহাঁর বিশেষ পরিচয় প্রদান করিবার আবশ্যক হইবে না, ইনি অপর কেহই নহেন, আপনার পূর্ব্বপরিচিত প্রিয় মিত্র বরদা রাজ্যের পান্থনিকেতনের অধিনায়ক সেই নিরীহ-চরিত্র জয়করণ লাল!

জয়করণের এই ভাব দর্শনে পাথোজী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি! তুমি এমন করিতেছ কেন? তোমার মুখ বিবর্ণ কেন? কি হইয়াছে?"

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"—কম্পিত কণ্ঠে নৈরাশব্যঞ্জকস্বরে জয়করণ কহিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে।—একেবারে মারা যাই। রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!"

বলদেব ও পাথোজী উভয়ে একত্রে চকিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কেন, কেন, কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

"পুলিসের লোক। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। নিস্তার নাই। রক্ষা করুন!"

পাথোজী সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, "স্থির হও, ঠাণ্ডা হও, উপবেশন কর, বিশ্রাম কর। প্রকৃতিস্থ হইলে শুনা যাইবে, স্থির হও, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।"

জয়করণ উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর পাথোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বল দেখি, ব্যাপার কি?—কি নিমিত্ত এত উদ্বিগ্ন, কি নিমিত্ত এত ভয়?"

"ভয়?—সমস্তই প্রকাশ হইয়াছে। পুলিসের লোকেরা সমস্তই জানিতে পারিয়াছে।"

কি জানিতে পারিয়াছে?—কোন্ বিষয়ের কথা বলিতেছ?"

এই আমার পান্থশালার কথা। তাহারা সমস্তই জানিতে পারিয়াছে।"

অ্যাঁ?—বল কি? সমস্তই?"

"আজ্ঞা হাঁ, সমস্তই।"

"তবু। তবু?"

হতাশস্বরে জয়করণ কহিল, "তবু আর কি? সমস্তই।—পান্থশালার সমস্ত রহস্যই প্রকাশ হইয়াছে। গ্রাহকেরা যে নিমিত্ত আগমন করে। রাত্রিকালে যে যে কাণ্ড হয়, ঢুণ্টীগণেশের উদর ভেদ করিয়া আপনারা যেরূপে উদ্যান বাটীর রহস্য নিকেতনে প্রবেশ করেন, সমস্তই!"

"তাহাতে আর ভয় কি? তোমার পরিবারের কাণ্ড ত কেহ আর জানিতে পারে নাই? তবে আর চিন্তার বিষয় কি?"

কম্পিতকণ্ঠে জয়করণ কহিল, "আজ্ঞে তাহাও আর অপ্রকাশ নাই। গৃহস্থ কুলবালারা তাহার অন্তঃপুর দ্বার দিয়া গতিবিধি করে, রাত্রিকালে রহস্য-নিকেতনে সমবেত হয়, দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় বিনিময়, কেবল ভাণ মাত্র, এ সমস্তই তাহারা জানিতে পারিয়াছে।"

"অ্যাঁ?—বল কি?—এতদূর পর্য্যন্ত?"

"আজ্ঞা হাঁ, এখন উপায় কি?"

বঙ্গদেব এতক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া উভয়ের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিতেছিলেন, এই শেষ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সাহসেরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ইহাতে আর চিন্তার বিষয় কি?—সর্ব্বনাশই বা কি?—পুলিস?—তাহাতেই বা ভয় কি?"

বক্তার এই কথায় যোগ দি[য়া] পাথোজী কহিলেন, "বটেই ত!—তাহাতেই বা ভয় কি? বিষণচাঁদ ত আমাদেরই লোক, পুলিস ত তাঁহারই হাত। বিশেষতঃ তোমার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ; জ্ঞাপন করিলেই—"

কথা শেষ হইবার অগ্রেই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আশ্রম-স্বামী বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞা, এ বিষয়ে তাঁহার হাত নাই।—নবাব সাহেবের খাস দরবার হইতে শান্তিরক্ষক প্রেরিত হইয়াছিল। সেই নিমিত্তই—"

"ওঃ!—এতদূর হইয়াছে?—খাস দরবারে উঠিয়াছে?—সেখানে এ সংবাদ কে প্রদান করিল?"

পাথোজীর এই প্রশ্নে জয়করণ সভয়ে উত্তর করিল, "কে প্রদান করিল বলিতে পারি না। কিন্তু শীঘ্রই ইহার একটা সদুপায় অবধারণ করুন। বিলম্ব হইলে বিপদের আর সীমা-পরিসীমা থাকিবে না! ব্যাপার বড় গুরুতর!"

"হাঁ, তাহা ত দেখিতেছি। খাস দরবার হইতে যখন অনুসন্ধান লওয়া হইতেছে, তখন ব্যাপার অবশ্যই গুরুতর! বিষয়টা যখন বিষণচাঁদের এলাকা বহির্ভূত, তখন ইহার সদুপায় কি?" আপনাপনি এই প্রশ্ন করিয়া রহস্য-নিবাসের প্রবীন প্রতিপোষক পাথোজী মহাশয় বিষণ্ণবদনে বিমর্ষভাবে বলদেবের চিন্তা-বিষণ্ণ-বদনের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আভাস বুঝিয়া বলদেব গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "হা, আপাততঃ এলাকা বহির্ভূত বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলে,—তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে পারিলে, বোধ হয়, অনেক দূর সুবিধা হইতে পারে। তিনি—"

চিন্তাযুক্তভাবে মৃদুস্বরে পাথোজী কহিলেন, "তাহার সময় কৈ? অতি কম,—অন্ততঃ দশ বার দিনের ন্যূনে—"

উত্তেজিতস্বরে জয়করণ বলিয়া উঠিল, "দশ বার দিন!—সে দিকে যে শিরে সংক্রান্তি!—সে দিকে যে সময় নাই!—এক পক্ষের অধিক যে তাহারা আর প্রদান করে নাই।"

"তাহারা?" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাথোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা?—তাহারা আবার কে?—কাহাদের কথা বলিতেছ!"

"আজ্ঞা, খাস দরবারের শান্তিরক্ষকেরা।—তাহারাই আমাকে দুই সপ্তাহ—"

"সে আবার কিরূপ? এই বলিতেছ অনুসন্ধান লইতে আসিয়াছিল, আবার বলিতেছ সময় প্রদান করিয়াছে, এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি?"

জয়করণ কহিল, "আজ্ঞা অনুসন্ধান লইতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু

বিস্তর অনুনয় বিনয়,—বিস্তর উৎকোচ উপহার প্রদান করাতে, রাজদূতেরা অবশেষে দুই সপ্তাহমাত্র অপেক্ষা করিতে স্বীকার পাইয়া গিয়াছে। প্রতিশ্রুত সঙ্ককাল পূর্ণ হইবারও আর অধিক বিলম্ব নাই,—পাঁচ দিন মাত্র অবশিষ্ট।"

চিন্তিতভাবে পাথোজী কহিলেন, "তাই ত,—কি করা যায়?—এই অল্প সময় মধ্যে কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি?—বরদায় না যাইলে ত—"

"আজ্ঞা, বরদায় প্রয়োজন?—সেখানে যাইতে হইবে কেন?"

"সাক্ষাৎ,—বিষণচাঁদের সহিত পরামর্শ।"

"ব্যগ্রভাবে ভগবকরণ কহিল, "তা বরদায় যাইবেন কেন? মহারাজ এই খানেই।—যদি ইচ্ছা করেন, এইখানেই—"

"এইখানেই?—বরোজে?—" চমৎকৃতভাবে এই প্রশ্ন করিয়া পাথোজী পুনরায় কহিলেন, "যদি এইখানেই আছেন, তবে তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই কেন? এ বিষয় তাঁহাকে বিজ্ঞাপন কর নাই কেন?"

"কেন?—তাহার বিশেষ কারণ আছে।—খাস দরবারের মামলা, স্থানে স্থানে গুপ্তচরের গতিবিধি বড় বিচিত্র নয়!—বিশেষতঃ স্থানীয় শান্তিরক্ষকে অতিক্রম করিয়া যখন সরাসর খাস দরবার হইতে তদন্ত লওয়া হইতেছে, তখন গুপ্তচরের অবস্থান বিষয়ে সম্পূর্ণই সম্ভাবনা। এ অবস্থায় উপেক্ষিত শান্তিরক্ষকের সহিত মূল আসামীর সাক্ষাৎ সন্দর্শন নানা বিপদের কারণ। মনে করুন, মহারাজ বিষণচাঁদ আমাকে যথেষ্টই স্নেহানুগ্রহ করেন, তিনি যদি কোন প্রকারে উপরোধ অনুরোধ করিয়া আমার অনুকূলে কোনরূপ সুবিধা করিবার চেষ্টা পান, আমি সাক্ষাৎ করিতে গেলে, হয় ত তাহাতে বিপরীত ফল হইবার বিলক্ষণই সম্ভাবনা। নবাব সাহেব তাহা ঘুণাগ্রে জানিতে পারিলে আর নিস্তার থাকিবে না। সকল দিক নষ্ট হইয়া যাইবে।"

গম্ভীরভাবে পাথোজী কহিলেন, "হাঁ, সে কথা বটে। তবে তোমার যাইবার আবশ্যক নাই, আমরাই যাইতেছি, তুমি বরদায় ফিরিয়া যাও, সাক্ষাতের ফলাফল অতি শীঘ্রই তোমার নিকট প্রেরিত হইবে।"

সচকিতভাবে শশব্যস্তে জয়করণ কহিল, "কেন, প্রেরিত হইবে কেন? কিয়ৎক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিলেই ত সমাচার অবগত হইতে পারিব!"

"না, অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হবে না। অবিলম্বেই তুমি বর্দ্ধমান প্রস্থান কর। কি জানি ইতিমধ্যেই যদি পুনরায় নবাব দরবারের লোক তদন্ত করিতে আইসে তাহা হইলে কে তাহাদের সম্মুখে মাথা দিয়া দাড়াইবে? সেরূপ স্থলে কে তোমার হইয়া সে দায় হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবে? এক তোমার স্ত্রী; তিনিও পুরবাসিনী, তিনি সে টাল সামলাইতে পারিবেন কেন? তাই বলিতেছি তুমি শীঘ্রই চলিয়া যাও। আমাদের সাক্ষাতের ফলাফল ত্বরাই তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জয়করণ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। পাথোজী ও বলদেব সঙ্গে সঙ্গে বহির্গত হইয়া মহারাজ বিষণচাঁদের আবাস উদ্দেশে প্রধাবিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ কাণ্ড।

উপদেশ পত্র।

মহারাজ বিষণচাঁদ এক্ষণে বরোজ নগরে যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, পাথোজীর আবাস ভবন হইতে সে স্থান প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূর। তথায় একটী রমণীয় উদ্যান,—উদ্যানটী নানাবিধ বিচিত্র পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত। মধ্যস্থলে একখানি অট্টালিকা। অট্টালিকার সম্মুখে সুপ্রশস্ত স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ একটী সুদীর্ঘ মনোহর সরোবর। মহারাজ বাহাদুর মধ্যে মধ্যে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে, অথবা বিনা উপলক্ষে এই উদ্যান বাটীতে আসিয়া অবস্থান করেন। উদ্যানের শোভা পারিপাট্যে, ইহাকে একটী নিভৃত প্রমোদ কানন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অট্টালিকার একটী নিভৃত কক্ষে একখানি কৌচের উপর অর্দ্ধ-শয়ান হইয়া মহারাজ অনন্যমনে একখানি পত্র পাঠ করিতেছেন। পত্রখানি সুদৃশ্য, সুবর্ণাক্ষরে সুরঞ্জিত। আয়তনেও সম্ভবমত সুদীর্ঘ। বোধ হয় কোন রমণীয় কাঞ্চনবর্ণ করপল্লব বিনিঃসৃত গৌরবান্বিতা হেমপত্রিকা। মহারাজ বাহাদুর এত অন্যমনস্ক যে, গৃহে মানব সঞ্চার হইল, কিছুই জানিতে পারিলেন না। পাথোজী ও বলদেব সহসা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সখ্যভাবে অভিবাদন করিলেন। অপর কেহ মনে করিবা রাজাবাহাদুর উদাস-বিমনস্কভাবে উদ্ধেদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন। ব্যস্তসমস্তে পত্রখানি অঙ্গবস্ত্রমধ্যে সংগোপনপূর্ব্বক উদাস সহাস্যবদনে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সুমধুর সম্ভাষণে মিত্রদ্বয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনেকেই মনে করিতে পারেন, মহারাজ বিষণচাঁদ যখন এদেশে একজন মহামান্য, মহাসম্ভ্রান্ত মহামনাঃ সহকারী বিচারপতি, ইনি যখন এদেশের একটী প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের সর্ব্বময় কর্ত্তা,—ইঁহার হস্তে যখন বিস্তর গুরুভার, বিস্তর গুরু কার্য্য সমর্পিত, তখন অবশ্যই ঐ হৈম পত্রিকাখানি কোন বিশেষ গোপনীয় রাজকীয়তত্ত্বের সমাধার, হয়ত স্বয়ং নবাব সাহেবের নিকট হইতেই এই বিশেষ বিশ্বাস পত্রখানি সংগোপনে সমাগত। কেন না নবাবী হস্তেরাই সুবর্ণরঞ্জনে চির অভ্যস্ত। নবাবী লেখনীরাই কাঞ্চনরসে অভিষিক্ত হইতে চিরদিন সুদীক্ষিত। বস্তুতঃ যিনি যাহাই অনুমান করুন, ফলকথা তাহা নহে। মহারাজ যে পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন, তাহা কোন বিশেষ গোপনীয় রাজকীয় তত্ত্বেরও সমাধার নহে, নবাব সাহেবের সুবর্ণরঞ্জিত হস্ত, অথবা স্বর্ণরসাস্বাদনে সুদীক্ষিত সুচারু নবাবী লেখনী প্রসূতও নহে, অপর কিছুই নহে, সেখানি একখানি কাঞ্চনকণাভিষিক্ত হেমময়ী প্রেম-পত্রিকা,—স্বর্ণময়ী স্বর্ণলতার করপত্র প্রসূত উচ্ছ্বসিত—প্রেমপূর্ণ হেমময়ী প্রেমপত্রিকা!! যদি তাহাই, তবে দর্শকদ্বয়কে দর্শন করিয়া সুপ্রেমিক রাজা-বাহাদুর চমকিতভাব ধারণ করিলেন কেন? পত্রখানি গোপন করিবারই বা উদ্দেশ্য কি? কেন যে কি তাহা আর আমাদের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া

দিতে হইবে না, যথা অবসরে, হয় ত একটু পরেই প্রকৃত রোগীর মুখেই প্রকৃতভাবের পরিব্যাক্তি হইবে, রোগী আপনিই এই রহস্য রঙ্গভূমে নির্জ্জনে, নির্জ্জন আত্মগত উচ্ছ্বাসবাক্যে, সুন্দর সুশৃঙ্খল অথচ সমাবৃত রহস্য-বিধানে সেই নিগূঢ় রহস্য তত্ত্বের সামুরাগ স্বেচ্ছামত প্রেমাভিনয় করিবেন।

আমরা অনেক দর আসিয়া পড়িয়াছি, গৃহরঙ্গের অভিনেতা মিত্রত্রয় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছেন, আসুন তাঁহাদের সহিত এইবার সংমিলিত হওয়া যাউক।

শীলতা বিনিময়ের অবসানে পরস্পর সকলে আসন গ্রহণ করিলে পর রাজা বাহাদুর পুনরায় হাস্য করিয়া পাথোজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে,—এখানে আগমন কি অভিপ্রায়ে?—আবার দুজনে? আপনারা এখানে কবে আসিলেন?"

পাথোজী উত্তর করিলেন, "আমি অনেক দিন আসিয়াছি, বলদেবজী অদ্য আসিয়াছেন।—বিশেষ প্রয়োজন, আপনার নিকটেই সেই বিশেষ প্রয়োজন।—শুনিলাম, আপনি এখানে অবস্থান করিতেছেন, সেই জন্যই সাক্ষাৎ করিতে আসা হইয়াছে।"

"শুনিলেন?—কেন, আমি এখানে রহিয়াছি তাহা কি এতদিন অবগত ছিলেন না?"

বিষণজীর এই সবিস্ময় প্রশ্নে পাথোজী কৌতূহলে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, কিছুমাত্র না। অদ্য এইমাত্র সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। আপনি এখানে কবে আসিয়াছেন? কি অভিপ্রায়েই বা আপনার আগমন? সরকারী কার্য্যে, না বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য?"

পূর্ব্ববৎ উদাসহাস্য করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ বাহাদুর কহিলেন, "পরিবর্ত্তন একপ্রকার বটে, তবে কার্য্য বা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নহে। সে যাহা হউক, এখন আপনাদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি? কি প্রয়োজনে আশা?"

"প্রয়োজন বড় গুরুতর।" পাথোজী গম্ভীরভাবে কহিলেন "প্রয়োজন বড় গুরুতর কেবল বলদেবজীর নয়, আমাদেরও!—

আপনিও বড় অপ্রয়োজনের অন্তর্গত নহেন। আপনিও সে বিষয়ে সংমিলিষ্ট।"

মহারাজ বাহাদুর সবিস্ময়ে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কিরূপ? আমিও তাহাতে সংলিপ্ত, সে আবার কিরূপ?"

"নির্লিপ্ত কেহই নহেন।—আমাদের সকলেরই মান সম্ভ্রম পদমর্য্যাদা আমোদ-প্রমোদ সমস্তই সঙ্কটাপন্ন।—জয়করণের পান্থনিবাস লইয়া হুলস্থূল ব্যাপার।"

বিষণচাঁদ বিমর্ষভাবে বলিলেন "হাঁ হাঁ, তাহা আমি সমস্তই অবগত আছি। আমার এখানে আগমন করিবার প্রধান হেতুও তাহাই।—যদি কোনরূপ ছদ্মাংশে নাম সংস্রব প্রকাশ হইয়া পড়ে, যদি কোনরূপে কোন প্রকার সংস্রব থাকা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে বড়ই লজ্জা, বড়ই ঘৃণা, বড়ই উৎপাত, অপরিহরণীয় অপমান।—সেই 'জন্যই' বরদা পরিত্যাগ করিয়া আমার এই নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান,—আমার এই অভিনব অজ্ঞাতবাসের অভিনব পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণও তাহাই।"

প্রদীপ্ত আগ্রহে পাথোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এক্ষণে ইহার উপায় কি?"

বিষণ্ণবদনে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "আমার হাত নাই,—কিছুই উপায় নাই।"

শান্তিরক্ষকের বদনে এই নিরাশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পাথোজী ও বলদেব একেবারেই নির্ব্বাক। তাঁহাদের হৃদয়ে সবলে হতাশ বায়ু ঘন ঘন প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা যেন জগৎসংসার অন্ধকারময় দর্শন করিতে লাগিলেন। স্তম্ভিতভাবে নীরব হইয়া প্রস্তর পুত্তলিকাবৎ বিষণজীর বিমর্ষ-বদনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।"

ক্ষণকাল চিন্তার পর এক বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মহারাজ বাহাদুর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "এক উপায়, পান্থশালা উঠাইয়া দেওয়া। তিনটী বাটীর পরস্পরের সংযোগ পথ রুদ্ধ করা, আর অন্ততঃ একবৎসরের জন্য জয়করণকে এস্থান হইতে স্থানান্তরে রাখা।"

হতাশস্বরে কাতরবচনে পাথোজীও বলিয়া উঠিলেন, "হো হো! তবেই হইয়াছে। রহস্য-নিকেতন রুদ্ধ করা? তাহা হইলে ত সমস্তই ফুরাইল। আমোদ প্রমোদ ক্রিয়া কৌতুক সমস্তই ত এককালে তিরোহিত হইল, সমস্তই জলসই"

বিরাট দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মহারাজ বিষণচাঁদ ভগ্নান্তঃকরণে হতাশবচনে, অন্যমনস্কভাবে, ছাড়াছাড়া কথায় যেন আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "ফুরাইল?—হুঁ—আপনাদের কি?—এক যাইবে আর এক হইবে।—আপনাদের কি? আমারই সর্ব্বনাশ!—অকূলসাগরে ভাসিলাম!—আমার যাহা হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানিতে পারিতেছে, আপনাদের কি?"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাথোজী কহিলেন, "সেকি মহারাজ,—আপনি বলেন কি?—আমাদের কি কিছুই নয়?—সকলই আপনার?"

সহসা স্বপ্নভঙ্গে সংজ্ঞা লাভ হইলে লোকে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, অবিকল সেইভাবে চমকিত হইয়া মহারাজ বিষণচাঁদ মহাকষ্টে মনোভাব সংগোপনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিলেন, "সে কথা থাক্,—সে কথা থাক!—কিন্তু ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই!—এ বিবাহের এই মন্ত্র,—এ ব্রতের এই অঙ্গ,—এরোগের এই ঔষধি,—ইহা ভিন্ন আর উপায়ান্তর দেখি না।"

"সুতরাং তাহাই করিতে হইবে" ভগ্নচিত্তে পাথোজী কহিলেন, "সুতরাং তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু যেরূপ ঘটনা উপস্থিত, তাহাতে সকল দিক—"

এই অর্দ্ধোক্তির অবসরে কএকখানি কাগজ হস্তে ওস্মানআলি গৃহদ্বারে উপস্থিত।—তাঁহাকে দেখিয়াই পাথোজীর বাক্যে বাধা পড়িল। ওস্মানআলিও গৃহ প্রবেশে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। দুইপদ অগ্রসর হইয়াছিলেন, চারিপদ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

মহারাজ বিষণচাঁদ অসঙ্কুচিতভাবে পাথোজীকে কহিলেন, "বলিয়া যান,—ইহাকে দেখিয়া সঙ্কোচ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই, সেদিন

আমি আপনাকে ইহা'ই কথা বলিয়া ছিলাম। ইনিই আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।—পরম বিশ্বাসী, সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ, পরম প্রিয়তম সহকারী। ইহারই নাম ওস্‌মানআলি। জয়করণের সমস্ত বিষয়ই ইহার জানা আছে। ইহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই।—কি বলিতে ছিলেন, বলুন।" পাথোজী'কে এই কটী কথা বলিয়া সুস্নিগ্ধভাবে ওস্‌মানের প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক কোমলস্বরে পুনরায় কহিলেন, "ওস্‌মান? তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ কেন?—গৃহমধ্যে প্রবেশ কর কি নিমিত্ত আসিয়াছ বল।"

ওসমানআলি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যথারীতি তিনজনকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিনম্রবচনে প্রভুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই একখানি কাগজে স্বাক্ষর করাইবার নিমিত্ত।"

বিষণচাঁদ কহিলেন, "সাক্ষর? ভাল, উপবেশন কর।—স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি। পাথোজী তাহার পর?—কি বলিতেছিলেন?"

"আর কি বলিতেছিলাম" ললাটে করাঘাত করিয়া পাথোজী কহিলেন, "আর কি বলিতেছিলাম। যাহা বলিবার সমস্তই ত বলিয়াছি। ঘটনা যেরূপ গুরুতর, তাহাতে পান্থশালা বন্ধ করিলে সকল দিক রক্ষা হইবে ত?—বন্ধ করিয়া দিলেই কি সমস্ত আশঙ্কা দূর হইবে?'

'হইতে পারে।" গম্ভীরবদনে বিষণচাঁদ কহিলেন, হইতে পারে? পান্থশালা বন্ধ করিলে আমি অন্য প্রকারে এই দুর্ঘটনার অনবর কথা স্থরিত করিতে পারিব। প্রধান শান্তিরক্ষককে অন্য প্রকারে বুঝাইয়া যাহাতে নবাব সাহেব এ বিষয়ে আর কোন নূতন সংশয় না রাখেন, কোনরূপ নূতন তদন্তের আদেশ প্রদান না করেন, তাহার উপায় করিতে আমি অসমর্থ হইব না। পদমর্য্যাদা'র গৌরবে আমার যতদূর ক্ষমতা চলে, আমার নিজের ও বন্ধুবান্ধবগণের নিরাপদের নিমিত্ত অবশ্যই তাহা আমি সম্পাদন করিতে যত্নবান হইব, কোন অংশেই সে যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না।'

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পাথোজী সতৃষ্ণনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল তাহাই যেন হইল।—কিন্তু তাহার পত্নীর কি হইবে?"

"পত্নীর নিমিত্ত চিন্তা নাই, আমরা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব

"তবে কি কেবল পান্থশালা বন্ধ করিয়া জয়করণকে দেশত্যাগী করিলেই সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়া যাইবে?"

গম্ভীরবদনে বিষণচাঁদ কহিলেন, "না কেবল তাহা করিলেই চলিবে না। চণ্ডী গণেশের প্রতিমূর্ত্তি বিনাশ, সুড়ঙ্গ পথ অবরোধ পরস্পর তিন বাটীর সংযোগ পথ বন্ধ, এইকটী কার্য্যও সেইসঙ্গে করা চাই। তাহা না করিয়া কেবল জয়করণকে নির্ব্বাসিত করিলে কি হইবে? কার্য্যক্ষেত্রের গুপ্ত রন্ধ্র বজায় রাখিলে মূল আসামীর অনুসন্ধান কখনই স্থগিত থাকিবে না।"

আত্মগত বাক্যের ন্যায় মৃদুমন্দস্বরে পাথোজী কহিলেন "তবে একথায় বলুন না কেন, বিরাম নিকেতনটী একেবারেই সমভূম করিয়া ফেলা?"

"হাঁ, এক প্রকার তাহাই বটে তাহা ভিন্ন নিরাপদের আর অন্য উপায় কিছুমাত্রই দেখিতে পাই না।"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে পাথোজী কহিলেন, "ভাল তাহাই যেন হইল, কিন্তু এদিকের অবস্থা কি?—তাহার বিষয় বিভবের গতি কি হইবে?"

"বিষয় বিভব?—বিষয় বিভবের একটী স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। তাই ত কি করা যায়?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করণান্তর বিষণচাঁদ পুনর্ব্বার কহিলেন, "হাঁ, এক উপায়, একজন অছী'—সেই অছীকে আমমোক্তারনামা প্রদান করিয়া বিষয়গুলি তাহারই হস্তে সমর্পণ করা। মোক্তার নামার ক্ষমতায় সেই ব্যক্তি স্থাবর অস্থাবর সমস্ত ধনসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, তাহার পত্নীর ভরণপোষণ এবং আবশ্যক মত অপরাপর বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রয়োজন হইলে, বিষয় আশয়ের কোন অংশ, অথবা তৎসমস্তই হস্তান্তর।—"

বাধা দিয়া সবিস্ময়ে পাথোজী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?—হস্তান্তরের প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন?—প্রয়োজনের অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না? শ্রাদ্ধ যদি

অধিক দূর গড়াইয়া যায়,—মূল আসামীকে না পাইয়া বিষয় আশয়ের প্রতিই যদি কোঁফ পড়ে, আমার সলা পরামর্শ যোগাড় যন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি তন্ত্র মন্ত্র সমস্তই যদি বিফল হইয়া যায়, সরকার হইতে মালামাল বিষয় আশয় ক্রোক জব্দ হইবার যদি হুকুমই আইসে, স্বামীর উত্তরাধিকারিণীসূত্রে ময়না বিবিকে লইয়াই যদি টানাটানি পড়ে, তাহা হইলে তখন উপায় কি? বিষয় রক্ষা তখন কিরূপে হইবে? সেই জন্যই বলিতেছি, মোক্তারনামায় বিষয় আশয় হস্তান্তরের ক্ষমতা লিখিয়া রাখাই সৎপরামর্শ! সেই ভাবী বিপদ উপস্থিত হইলে ঐ মোক্তারনামাই তৎকালে বিপদের কাণ্ডারী স্বরূপ হইয়া সমস্ত দায় দড়া হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে। সেই জন্যই এই হস্তান্তরের ক্ষমতা।”

মহারাজ বিষণচাঁদের এই সুদীর্ঘ হেতুবাদ শ্রবণ করিয়া পাথোজী ও বলদেব উভয়েই চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। ওসমান আলির বদনপ্রান্তে সকলের অদৃশ্য ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যের চঞ্চল দীপ্তি বিকসিত হইল। পাথোজী বিষণচাঁদের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিস্তর প্রশংসা করিয়া পরিশেষে কহিলেন, “হাঁ, এ পরামর্শ উত্তম বটে, অতি সৎপরামর্শ।—কিন্তু এরূপ উপযুক্ত বিশ্বাসী আমমোক্তার কোথায় পাওয়া যাইবে?—কেই বা অনর্থক, এতদূর কষ্ট স্বীকার করিতে অগ্রসর হইবে?”

বিষণচাঁদ হাস্য করিয়া কহিলেন, “কেন? আপনি ত আজকাল দেশের মধ্যে একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক। আজকাল সর্ব্বত্রেই ত আপনার সবিশেষ মান-সম্ভ্রম।—অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। বিস্তর লোকও আপনার অনুগত, পদানত, চিরবাধ্য। সালিস্‌গিরি, মহাজনী, আদালতী, সকল বিষয়েই ত আপনি সুদক্ষ! আপনিই আমমোক্তারি গ্রহণ করুন না কেন?”

পাথোজী সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন, “আপনি তামাসা করিতেছেন না কি? আমাকে অছী,—আমাকে মোক্তারনামা? রহস্য করিতেছেন?”

“না, রহস্য করিব কেন?—যথার্থই বলিতেছি! আপনি একজন বড় লোক! আপনি হইলেই ভাল হয়।”

আমি? না, তাহা হইতে পারে না।” মহারাজের বাক্যে অসম্মতিসূচক

মস্তক সঞ্চালন করিয়া পাথোজী কহিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না। আমি মহাজনী করি, সেই কর্ম্মই আমার জানা আছে, তাহাতেই আমি পারদর্শী, এসকল ঝঞ্ঝট আমারে ভাল লাগে না। বিশেষতঃ আমার সময় কৈ? আপনার কাজেই আপনি বিব্রত,—অষ্ট প্রহর—"

পাথোজীর কথা শেষ হইতে না হইতেই বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "তবে বলদেবজী গ্রহণ করুন না কেন?' উনিও ত বিষয়ী লোক, উনিই গ্রহণ করুন না কেন?' এই পর্য্যন্ত বলিয়া বলদেবের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক আত্মীয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আপনি কি বলেন? আপনার এবিষয়ে অভিপ্রায় কি?"

নির্ব্বাচিত আমমোক্তার মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার মনোগত ভাব মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। মনের আলোচনা মনেই বিলীন হইতে দেওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া, আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট তাহার সার মর্ম্ম পরিব্যক্ত করিলাম। বলদেব ভাবিতেছেন, "আমি ত এইরূপ সুবিধাই চাই! আপনা হইতেই যদি এমন শিকার হস্তগত হয়, তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে?" আলোচনায় এইরূপ স্থির হইল বটে, কিন্তু মুখে কিছু উত্তর করিলেন না, গম্ভীরভাবে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ অনুভব করিলেন, ইনিও হয় ত পাথোজীর ন্যায় প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মত। সেই নিমিত্তই হয় ত মৌনভাবে উপবিষ্ট আছেন। এইরূপ অনুমান করিয়া উৎসাহ প্রদানার্থ সহাস্যবদনে কহিলেন, "কেন? আপনি এরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? যে কারণে পাথোজী সম্মত হইতে পারিতেছেন না, আপনার পক্ষে ত সেরূপ কোন কারণ উপস্থিত নাই।—আপনি ত আর মহাজন নহেন?—মহাজনী কার্য্যে আপনার ত আর সময় যাপন হয় না? তবে আপনি সন্দেহ করিতেছেন কেন? বিশেষতঃ আপনার ত কার্য্যই এই। ভূমি সম্পত্তি বন্ধক রাখা, একের সম্পত্তি হস্তান্তর করণের মধ্যবর্ত্তী হওয়া, অধমর্ণ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইলে তাহার সম্পত্তি অধিকার করিয়া লওয়া, এই সকল কার্য্যই ত আপনি করিয়া থাকেন, ইহাই ত আপনার জীবিকা অর্জ্জনের প্রধান

ব্যবসা। তবে আপনি কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? একজন গৃহস্থ বজায় থাকে, নিজের বিষয় হইতে তাহার নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয়, অপর কোন দুষ্টলোকে তাহারে প্রবঞ্চনা করিতে না পারে, সে বিষয়ে সকল ভদ্র-লোকেরই যথাসাধ্য যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য! বিশেষতঃ সে ব্যক্তি আমাদিগের অতিশয় আত্মীয়, বিশেষ অনুগত লোক!—অধিকন্তু আমাদিগের নিমিত্তই সে ব্যক্তি এই নিদারুণ বিপদজালে জড়ীভূত, একে-বারে সংঘটিত সমাক্রান্ত। এরূপ অবস্থায় তাহাকে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া আমাদিগের পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না।" পাথোজীও এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহার-বাক্যে প্রতিধ্বনি করিলেন।

বলদেবের হৃদয়ে আনন্দলহরী ক্রীড়া করিতেছিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, "কার্য্যটা কি ভাল হয়?—বিবেচনা করুন, আমি ইহার মধ্যে লিপ্ত আছি, এ কথা প্রকাশ পাইলে লোকে আমাকে কি বলিবে? বড়ই লজ্জার কথা! কার্য্যটা কি ভাল হয়?"

উত্তেজনা করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "কেন ভাল হয় না? ইহাতে আর লজ্জাটাই বা কি? এ কাজ ত আপনি করিয়াই থাকেন?—প্রকাশ হইলেই বা কি? প্রকাশ হইলেই বা ভয় কি? বিষয় আশয় বন্ধক রাখিয়া ঋণ প্রদান করাই ত আপনার ব্যবসা!—মনে করুন, এক্ষেত্রে যেন তাহাই ঘটিয়াছে। আপনি যেন বিষয় বন্ধক রাখিয়া তাহাকে ঋণ দান করিয়াছিলেন। পরিশোধে অক্ষম হইয়া ঋণী যেন আপনার নামেই আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিয়াছে। এ কথা প্রকাশ হইলেই বা হানি কি? লোকে ত আমাদিগের গোপন ব্যবস্থা আর কিছুই জানিতে পারিবে না? তাহারা জানিবে, আপনি বন্ধকদাতার বিষয় রক্ষার অছী, বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহের আমমোক্তার! ইহাতে আপনি শঙ্কিত হইতেছেন কেন? স্বীকার করুন?"

বলদেব যেন নিতান্তই অনিচ্ছুক, এই ভাব প্রকাশ করিয়া উদাসভাবে কহিলেন, "আপনারা যখন উভয়েই এত অনুরোধ করিতেছেন, তখন কি করি, অগত্যাই স্বীকার। কিন্তু এ বন্দোবস্তে জয়করণ স্বীকৃত হইবে কেন?"

"সে ভার আমার।—আমি তাহার নামে অনুরোধপত্র লিখিয়া এই দণ্ডেই বরদায় লোক প্রেরণ করিতেছি। আপনি অবিলম্বে বরদায় যাত্রা করুন। একার্য্যে যতই বিলম্ব হইবে, ততই অমঙ্গলের আশঙ্কা।" বলদেবকে এই সকল কথা বলিয়া বিষণচাদ, ওসমান আলির প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "ওসমান! তুমি ত সমস্তই শ্রবণ করিলে, সমস্ত বিষয়ই তু তোমার বিশেষরূপ জানা হইল, তুমি সেই মর্ম্মে জয়করণকে একখানি পত্র লিখিয়া দাও, আমি স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি, এখনই তাহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।"

ওসমান আলি পত্র লিখিবার উপক্রম করিতেছেন, ব্যগ্রভাবে নিবারণ করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "রও। তোমার লিখিবার প্রয়োজন নাই, তুমি লিখিলে কার্য্যকর হইবে না। গুরুতর বিষয়!—এ সকল বিষয়ে কেবল স্বাক্ষরের দ্বারায়ই কার্য্য হয় না—স্বাক্ষরকারীর স্বহস্তেই সমগ্র পত্রখানি বর্ণবদ্ধ করা আবশ্যক! আমি স্বয়ংই লিখিয়া দিতেছি, তুমি পাঠাপাঠ বলিয়া দাও।"

ওসমান আলি বলিতে লাগিলেন, মহারাজ বিষণচাদ অনন্যমনে শ্রুত লিখন স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পত্রখানি এইরূপ:—

"মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত জয়করণ লাল মহাপাত্র

পরমমঙ্গলাস্পদেষু—"

"যথাবিহিত বিজ্ঞাপন মিদং।"

"আমি তোমার সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। ইত্যগ্রেই আমি ইহার সমস্ত আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কি করি, আমাকেও অতিক্রম করিয়া সরাসর খাসদরবারে এ বিষয়ের এত্তেলা হইয়াছে। যদিও এবিষয়ে আমার কোন হাত নাই, কিন্তু পাথোজী ও বলদেবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমি তোমার অব্যাহতির একটী সুন্দর উপায় অবধারণ করিয়াছি। পত্র পাঠ মাত্র তুমি পান্থশালা বন্ধ কর। তথাকার উদ্যান

নিকেতনের এবং ময়না বিবির গৃহের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী স্থানান্তরিত কর। চুণ্টী গণেশের প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দাও। তিনটী বাটীতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পাতালপুরে যে সুড়ঙ্গ পথ আছে, তাহা বিলুপ্ত করিয়া ফেল। আর তুমি স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ সম্বল লইয়া অন্ততঃ এক বৎসরের নিমিত্ত তীর্থযাত্রাচ্ছলে অনুদ্দিষ্ট হও। পত্নীর নিমিত্ত চিন্তা করিও না। কারণ তাহার নামে কোন অভিযোগ নাই। যাহাতে তাহার কোনরূপ কায়িক কষ্ট না হয়, তাহার বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে। তুমি গা-ঢাকা হইলে নবাব সরকারে আমি অন্য প্রকার অলঙ্কারে সাজাইয়া মকদ্দমাটীকে ইন্দ্রজালমুখে উড়াইয়া দিতে পারিব। ভদ্রকুলবালাগণকে প্রলোভনে ভুলাইয়া তোমার সহধর্ম্মিণী যে রহস্যনিকেতনে অপর সুড়ঙ্গ পথে প্রবিষ্ট করিয়া দেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ পাইবে না। আমি তাহা অন্য আবরণে আচ্ছাদন করিয়া লইব।"

কার্য্যগতিকে যদি সঙ্কল্পিত বিষয়ে একান্তই সিদ্ধমনোরথ হইতে না পারি। অভিযোগ সপ্রমাণ হইয়া যদি একান্তই তোমাকে রাজদণ্ডে দণ্ডার্হ হইতে হয়, তাহা হইলেও তোমার কোন হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না তুমি নিরুদ্দেশ! অপরাধীকে না পাইলে কাহাকে দণ্ড প্রদান করিবে? তবে এক, তোমার বিষয় আশয় রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত! তা তাহাও রক্ষা করিবার এক সদুপায় স্থির করিয়াছি, আমাদের পরম সুহৃদ্ বলদেবজীকে তোমার নিকট পাঠাইতেছি, ইহার নামে আমমোক্তার-নামা প্রদান করিয়া স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই ইহাঁর হস্তে সমর্পণ কর। এক কথায় সমস্ত বিষয়ই বেনাম করা। তাহা হইলে রাজপুরুষেরা কিছুই করিতে পারিবে না, উত্তরাধিকারিণী বলিয়া তোমার স্ত্রীর নিকট হইতেও লইতে সমর্থ হইবে না। গোয়েন্দারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবে, রাজপুরুষ-দিগেরও হতাশ হইয়া নিরস্ত হইতে হইবে, অথচ তোমার বিষয় তোমারই রহিল, কেহই তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে সাহস পাইবে না।"

"ভবিষ্যতে তোমার দণ্ডের বিষয় (যদি একান্তই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হয়) প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহগণকে উপরোধ অনুরোধ করিয়া তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করাইয়া দিব, সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয়,—কিছুতেই তাহার

অন্যথা ভাবিও না। ঝড় থামিয়া গেলে, তুমি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া স্বচ্ছন্দে, নিরাপদে আপন বিষয় সহজেই উপভোগ করিতে পারিবে।”

আমমোক্তারনামা যেরূপে প্রস্তুত করা উচিত তাহা বলদেবজীকে বলিয়া দিলাম। তৎসম্বন্ধে যে যে কার্য্যের আবশ্যক, তাহাও বলদেবজী পরিজ্ঞাত; তাঁহার পরামর্শ মতে কার্য্য করিও। তিনিও আমার উপদেশ মত সমস্ত কার্য্য করিবেন। আর আর সমস্ত ভার আমাদের উপর।”

“তোমার শুভানুধ্যায়ী”

“শ্রী বিষণচাঁদ।”

লিখন সমাপ্ত হইলে, লেখনীকে বিশ্রাম দানে মহারাজ বাহাদুর উভয় মিত্রের প্রতি নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, “দেখিলেন, কেমন সুদক্ষ সহকারী ?· ইঙ্গিতেই সমস্ত তত্ত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। কেমন সংক্ষেপে পরিষ্কারভাবে পত্রখানির ভাব ব্যক্ত করা হইল, দেখিলেন ত? এই নিমিত্তই ইহাকে আমি এত ভালবাসি।” এইরূপ সাধুবাদ প্রদান করিয়া ওসমানের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিলেন, শীঘ্র এইখানি মোড়ক করিয়া লইয়া আইস। ত্বরায়ই লোক পাঠাইতে হইবে।”

পত্র লইয়া ওসমান আলি বিদায় হইলেন। অনন্তর যে যে সর্ত্তে মোক্তার নামা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার ক্ষমতানুসারে যে যে কার্য্য সমাধা করিবার আবশ্যক, যেরূপে জয়করণকে প্রচ্ছন্নভাবে দেশান্তরে প্রেরণ করিতে হইবে, একে একে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদ্বিষয়ের সদুপদেশ মহারাজ বিষণচাঁদ পরিব্যক্ত করিয়া বলদেবজীর হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন।

সমস্ত উপদেশের মর্ম্ম অবগত হইয়া কিঞ্চিৎপরে বলদেবজী কহিলেন, “তবে আর অপর লোক পাঠাইবার প্রয়োজন কি? আমাকেই যখন বরদায় যাইতে হইতেছে, তখন আমিই না হয় পত্রখানি লইয়া যাইব, অপর লোকের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এতাদৃশ বিশ্বস্তপত্র অপরের হস্তে সমর্পণ করাও যুক্তিসিদ্ধ নহে।”

“তাও বটে”, সচকিতভাবে বিষণচাঁদ কহিলেন “তাও বটে, যুক্তি

বিরুদ্ধ কর্ম ;—অপরের হস্তে দেওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ কর্ম। আপনিই লইয়া যাইবেন উত্তম কল্প!"

এই প্রসঙ্গে অপরাপর কথোপকথন চলিতেছে হঠাৎ যেন কোন কথা স্মরণ হইল এই ভাবে বিষণচাঁদকে সম্বোধন করিয়া বলদেবজী কহিলেন, "মহারাজ একটা চাকরের যোগাড় আছে?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই একটা হাস্যের তরঙ্গ সমুত্থিত হইল। তাহা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে মহারাজ বাহাদুর সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, চাকর কি হইবে? ভৃত্যের প্রয়োজন কি? এই মাত্র আপনি বলিলেন, পত্রখানি স্বয়ংই লইয়া যাইবেন, তবে আবার ভৃত্যের প্রয়োজন কি?"

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলদেবজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, সে জন্য বলিতেছি না। পত্র ত আমি স্বয়ংই লইয়া যাইব, তাহার জন্য বলিতেছি না। আমার নিজের প্রয়োজন। পাণ্ডোজীকে বলিয়াছিলাম, ইনিও পারিলেন না আপনি হাকিম, আপনিও—

উচ্চহাস্য করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ কহিলেন, "হাঁ হাঁ হাকিমের এই কার্য্যই বটে?—তাহারা চাকরের ব্যবসাই করে বটে? ভাল, আপনার জন্য না হয় একটা কার্য্যই করা যাইবে। এবার একটা মকদ্দমার একটা আসামীকে এমনি দণ্ড প্রদান করিব যে, সে ব্যক্তি চিরজীবনের জন্য বলদেবজীর গোলাম হইয়া থাকিবে।"

পুনরায় ভীষণ হাস্যধ্বনিতে গৃহটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে একখানি মসীলিপ্ত কাগজ হস্তে ওসমান আলি পুনর্ব্বার সেই গৃহ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহারাজ বিষণচাঁদ বহু কষ্টে হাস্য-সম্বরণ করিয়া সচকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ওসমান?—সংবাদ কি? এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে যে? মোড়কের কি হইল?"

কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণভাবে অবনতমস্তকে ওসমান আলি অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "হুজুর! বড় একটী গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হইবে। মোড়ক করিবার সময় দৈবাৎ কালী পড়িয়া এই পত্রখানি নষ্ট হইয়াগিয়াছে। যদি অনুমতি হয়, আমি আর একখানি লিখিয়া

দিতেছি, মহারাজ স্বাক্ষর করিয়া দিউন।” এই কথা বলিয়া সেই মসীসিক্ত পত্রখানি মহারাজ বাহাদুরের হস্তে প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন।

পত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াই রাজা বাহাদুর বিকৃতমুখে বলিয়া উঠিলেন, “ঈঃ। এ যে একেবারেই নষ্ট হইয়াগিয়াছে। ইহাতে যে কিছু লেখা ছিল, তাহা ত আর এখন কিছুই অনুভব হয় না। তুমি এমন অসাবধান? আবার আমাকে কষ্ট দিলে?”

বিনীতভাবে অধোবদনে ওসমান আলি কহিলেন, “আজ্ঞা না আপনাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না, আমিই লিখিয়া দিতেছি, আপনি স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।”

ঈষদ্ধাস্য করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ কহিলেন, “স্বাক্ষর করিলে চলিবে কেন?—মসী পড়িয়াছে বলিয়া একেবারেই তোমার চৈতন্য লোপ?—একেবারেই হত বুদ্ধি?—এইমাত্র বলিয়াছি, এ সকল গুরুতর বিষয়ে কেবল স্বাক্ষর করিলেই চলে না? সমগ্র পত্রখানি স্বহস্তেই লিখিতে হয়; তাহা কি তুমি ভুলিয়াগিয়াছ? উপবেশন কর, বলিতে আরম্ভ কর, পুনরায় আমি লিখিয়া দিতেছি। ওখানা ছিন্ন করিয়া ফেল।”

“আজ্ঞা, ইহা দেখিয়াই বলিতেছি, লিখন সমাপ্ত হইলে, পরে ছিন্ন করিয়া ফেলিব।”

ওসমানের এই বাক্যে উদাসহাস্য করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ পুনর্ব্বার কহিলেন, “উহা দেখিয়া আর কি বলিবে? উহাতে আর আছে কি?—দেখিয়া বলা দূরে থাকুক, অক্ষরের চিহ্নমাত্রও উহাতে দৃষ্টিগোচর হয় না। ছিঁড়িয়া ফেল, স্বকপোলকল্পিত বলিতে থাক, আমি শীঘ্রই লিখিয়া ফেলিতেছি।”

ওসমান আলি পত্রখানি ছিন্ন করিলেন,—খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু অংশে,—শত সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এরূপ ছিন্ন করিলেন যে, সেই ক্ষুদ্রাংশগুলি যে কি পদার্থ, তাহা আর সহজে অনুভূত হইবার উপায় রহিল না। কেবল কতকগুলি শ্বেত কৃষ্ণ কীটাণুর ন্যায় গৃহ মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া ধ্বংশ পদার্থের অস্তিত্ব পরিম্লানভাবে সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

ওসমান আলি বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ বাহাদুরের স্বর্ণলেখনী দ্রুতগামিনী বাষ্পতরণীর ন্যায় ত্বরিত গতিতে বর্ণসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া নির্দ্দিষ্ট বেলাভূমিতে ক্ষণকাল মধ্যে বিরাম প্রাপ্ত হইল।

ওসমান আলি পত্র লইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ কাণ্ড।

মনোভিলাষ-সুসিদ্ধি!

উপরোক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই মহারাজকে সম্বোধন করিয়া পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "হাঁ, যথার্থই বিশ্বাসী বটে—যথার্থই বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। তাহার বিশেষ প্রমাণও এইক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইলাম।"

"কিসে?" বলদেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে? কিসে আপনি তাহার বিশ্বাসের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন?"

"এই পত্র ছিন্নই তাহার প্রমাণ। বিশ্বস্ত পত্র বিশ্বাসী লোকের হস্তে কিরূপ সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণের অগ্রে কোন গতিকে তাহা অকর্ম্মণ্য হইলে, কি প্রকারে তাহার সংক্রিয়া সাধন করিতে হয়। এই ওসমান আলিই তাহার সন্তোষকর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গেল।"

পাথোজীর এই কথায় অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলদেবজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অকর্ম্মণ্য পত্র ছিন্ন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ছিন্ন করিয়াছে। ইহাতে আর বিশ্বাসের বিশেষ পরিচয়ের প্রমাণটা কি?"

"আরে দেখিতে পাইলে না?" পাথোজী কিঞ্চিৎ তীব্রস্বরে উত্তর

করিলেন, "আরে, দেখিতে পাইলে না? কিরূপ শত সহস্রখণ্ডে, খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল? অগ্নি ভিন্ন তাহার অন্য চিহ্ন কিছুই রাখিল না। জানই ত, সে পত্রে আমাদের সমস্ত গুপ্তকথাই লিখিত হইয়াছিল, কিছুই আর লিপিবদ্ধ করিতে বাকী ছিল না। সেই সকল গুপ্তকথা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, ছিন্ন পত্রের কোন খণ্ড পাছে কোনক্রমে অপর কাহারও হস্তগত হয়, এই ভয়ে বেচারা বালুকাকণার ন্যায় ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিল। এটা কি তুমি সামান্য বিশ্বাসের কার্য্য বিবেচনা কর?"

"ওঃ! তাও বটে।" বলদেব গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "ওঃ তাও বটে। এই এতক্ষণে বুঝিলাম। রাজা বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন, যথার্থই বিশ্বাসী সহকারী।"

রাজা বাহাদুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "বেচারা কিন্তু ভারি অপ্রস্তুত হইয়াছে। একখণ্ড কাগজে একবিন্দু কালী ফেলিয়া বেচারা কিন্তু ভারি অপ্রস্তুত হইয়াছে। মুখে আর কথা সরে না,—লজ্জায় একেবারেই ম্রিয়মান। আমি তাহাকে—"

ওসমান আলি পুনঃ প্রবেশ করিলেন,—রাজা বাহাদুরের অর্দ্ধ সমাপ্ত বাক্যের অবসানে ওসমান আলি সেই গৃহকোণে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। মোমজামে মোড়ক করা শিলমোহরাঙ্কিত একটী অপ্রশস্ত পুলিন্দা রাজা বাহাদুরের সম্মুখভাগে সংরক্ষিত হইল। মহারাজ বাহাদুর সেই পুলিন্দাটী বলদেবজীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ওসমান আলি বিনীতভাবে কহিলেন, "সওয়ার উপস্থিত আছে, অনুমতি হইলে পত্রখানি এখনই যথাস্থানে রওয়ানা করা হয়।"

"না, লোক প্রেরণের আবশ্যক নাই।—বলদেবজী স্বয়ংই লইয়া যাইতেছেন, সওয়ারের আর আবশ্যক হইবে না।"

প্রভুবাক্য শ্রবণ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক ওসমান আলি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন, এমন সময় বলদেবজী তাহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "ওহে! তোমার সন্ধানে চাকর আছে? একটী নিরাট বিশ্বাসী—"

পাঁড়েজী ও বিষ্ণচাঁদ হো হো রবে হাস্য করিয়া উঠিলেন। গতিক

দেখিয়া ওসমান আলি একেবারেই হতবুদ্ধি। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় মৌনভাবে দণ্ডায়মান। তাঁহার নেত্রদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে সেই রঙ্গ-ভূমির অভিনেতৃত্রয়ের নয়নে বদনে চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

বলদেবজী অপ্রস্তুত হইলেন না, হাস্য তরঙ্গের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, ওসমানকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি আছে? নিরীহ বিশ্বাসী অথচ কর্ম্মক্ষম, এমন একটী লোক তোমার সন্ধানে আছে?"

ওসমান আলির ইতস্ততঃ দেখিয়া বলদেবজী তৃতীয়বার কহিলেন, "উঁহারা হাস্য করেন, করুন। ও দিকে তুমি কর্ণপাত করিও না। বাস্তবিক আমার একটী ভৃত্যের প্রয়োজন।—বিদ্রূপ করিতেছি না, নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে।—বলি আছে?"

আগ্রহ দর্শনে ওসমান আলির বিস্ময়ভাব অন্তর্হিত হইল। মনে মনে কিয়ৎক্ষণ আন্দোলন করিয়া মৃদুমন্দস্বরে কহিলেন, "আছে দিতে পারি,—নিরীহও বটে, বিশ্বাসীও বটে, কার্য্যক্ষমও বটে কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কেন?" বলদেবজী কহিলেন, "কিন্তু আবার কেন? কার্য্যদক্ষ, নিরীহ, বিশ্বাসী, এমন যদি আছে, তবে আবার ওখানে কিন্তু টাও কেন?"

"আজ্ঞা, সে লোকটী মোগল। বয়সও কিঞ্চিৎ অধিক, প্রায় সপ্তবিংশ—"

"মোগল?—বুড়া?—মুসলমান?—মুসলমানে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না,—বৃদ্ধ মুসলমানে আমার প্রয়োজন নাই। যে কার্য্যের নিমিত্ত আবশ্যক, যদিও সকল জাতি দ্বারায় সে কার্য্যটী সমাধা হইতে পারে; তথাপি হিন্দুর অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে এমন একটী লোকের প্রয়োজন।—একটী হিন্দু বালক—"

স্বর পাথোজীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ব্যঙ্গভাবে হাস্য করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন, "ইস্! এ যে বিষম সর্ত্ত দেখিতেছি।—মোগল নয়, পাঠান নয়, ফিরিঙ্গি নয়, হিন্দু!—বুড়া নয়,—যুবা নয়, প্রোঢ়া নয়,—বালক!—ঈঃ! এ যে দেখিতেছি বিষম পণ!"

কথায় মনোযোগ না দিয়া, বলদেবজী ওসমান আলিকে পুনর্ব্বার

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছে?—হিন্দু বালক, এরূপ পাওয়া যাইবে কি?"

"হিন্দু?" চিন্তিতভাবে আন্দোলিত স্বরে ওসমান আলি কহিলেন, "হিন্দু?—বালক?" ধীরে ধীরে এইরূপ মৃদুক্তি করিয়া পরক্ষণেই সহসা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হা, আছে আছে।—একটী বালক আছে বটে। কিন্তু সেটীও বোধ করি আপনার মনোনীত হইবে না।"

"কেন, মনোনীত হইবে না কেন?"

"আজ্ঞা সেটী বড়ই অপরিষ্কার, অতি কদর্য্য।"

"অপরিষ্কার? কদর্য্য?—আচার অপরিষ্কার?—ব্যবহার কদর্য্য?"

"আজ্ঞা না তাহা নহে। সেদিকে অতি পরিষ্কার। আচার ব্যবহার অতিশয় নির্ম্মল। কেবল দেখিতে অতি কদর্য্য। অতিশয় বিশ্রী। কিন্তু রীত চরিত্র অতি উত্তম নিতান্ত নিরীহ। তবে ঐ দোষ,—দেখিতে কিম্ভূত কিমাকার। ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ।"

"আরে তাহাতে কি হইল?" ঈষৎ হাস্য করিয়া বলদেবজী কহিলেন, "আরে তাহাতে কি হইল? আমি ত আর তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে যাইতেছি না,—সে ত আর আমার জামাতা হইতে আসিতেছে না। তাহাতে কি হইল?' এই পর্য্যন্ত বলিয়া পাণ্ডোজীর প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিলেন। পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে সমবেত হাস্য ধ্বনি প্রতি-ধ্বনিত হইল।

ওসমান আলিও অবনত মুখে হাস্য করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞা আর একটী দোষ আছে, আর একটী ব্যাঘাত—

"আবার কি?"

"আজ্ঞা, তাহার বাক্‌শক্তি নাই,—হাবা।"

"আরে তাহাতেই বা আমার প্রতিবন্ধক কি?—ঐরূপ লোকেই ত আমি অন্বেষণ করিতেছি,—উহাই ত আমার প্রয়োজন!"

"আজ্ঞা—"

সহসা ওসমান আলিকে নিস্তব্ধ হইতে দেখিয়া বলদেব সকৌতুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?—বলিতে বলিতে চুপ করিলে কেন?"

"আজ্ঞা,—কালা।" বলদেবের প্রশ্নে ওসমান আলির এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"আরে তাহা ত জানাই আছে। হাবা হইলেই কালা হয়, ইহা ত পড়িয়াই আছে। আমি ত তাহাই চাই।" চমৎকারস্বরে এই কটী কথা বলিয়া তৎপরে বলদেব মাধুর্য্যস্বরে আবার কহিলেন, "তুমি তাহাকে কবে পাঠাইবা দিবে? কল্যই কি পাঠাইতে পার না?"

অবনমিতে হাস্ত করিয়া মস্তক কণ্ডূয়ণ করিতে করিতে ওসমান আলি কহিলেন, "আজ্ঞা, কল্য হইতে পারে না। সে লোক এখানে নাই, সংবাদ দিয়া আনাইতে হইবে, আমি—"

বাধা দিয়া বলদেব উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কবে পাইব? চারিদিনের মধ্যে? কেমন?"

"আজ্ঞা না, তাহাও হইবে না। তাহার বাটী বহুদূর।—আনাইতে বিলম্ব হইবে, আসিলেই মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিব।—কিন্তু কোথায় পাঠাইতে হইবে? আপনি কোথায় থাকিবেন?"

"কেন, আমার বাটীতে?—আমি ত অদ্যই বরদায় যাইতেছি, আমার বাটীতেই পাঠাইয়া দিও।"

অপর প্রশ্ন শ্রবণের প্রতীক্ষা না করিয়াই অভিবাদনপূর্ব্বক ওসমান আলি ত্রস্তপদে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ওসমান আলির প্রস্থানের পর, মহারাজ বিষণচাঁদ ঈষৎহাস্য করিয়া বলদেবকে কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব কি? এ দিকের সমস্তই ত স্থির হইয়াছে, বাকী ছিল এক চাকর।—তাহারও ত সংস্থান হইল। তবে আর এখন বিলম্ব কেন? ত্বরা করুন। বিলম্বে কার্য্য হানি, এ ক্ষেত্রে বরং তদপেক্ষা বেশী, বিপদ আশঙ্কা। আপনার আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হয় না, সত্বর হইয়াই যাত্রা করুন।"

বলদেব যেন কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে পাথোজীর প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিলেন। পাথোজীও সেইরূপ সমুৎসুকচিত্তে কিয়ৎক্ষণ

ইতস্ততঃ করিয়া মহারাজ বাহাদুরের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। উভয়ের এইভাব দর্শনে মহারাজের মনে কিঞ্চিৎ সংশয়ের সঞ্চার হইল, তিনি সোৎসুকে পাথোজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কি হইয়াছে? ব্যাপার কি? ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন?"

"আজ্ঞা না, ইতস্ততঃ নয়। বলদেবজীর নিজের একটী বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেই নিমিত্তও ইহার আসা। আমি জয়করণের অনুকূলে আসিয়াছি বটে, কিন্তু বলদেব শুদ্ধ সেই প্রয়োজনে আসেন নাই, ইহার দুইটী প্রয়োজন, প্রথমটী আপনার অনুগ্রহে সুসিদ্ধ হইল, এখন দ্বিতীয়টী অবশিষ্ট।"

"কি বলুন?" মহারাজ বিষণচাঁদ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কি প্রয়োজন বলুন।—ওদিকে সময় নাই,—শীঘ্রই যাত্রা করিতে হইবে।"

পাথোজী বলদেবের দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া মহারাজকে কহিলেন, "ইহার একখানি দলীল আছে, সেইখানি মঞ্জুর করাইবার—"

"দলীল?" কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বিষণচাঁদ কহিলেন, "দলীল? ভাল সময় দলীলের কথা উত্থাপন করিলেন যা হউক। তা যদি দলীল মঞ্জুর করাইবারই প্রয়োজন, তবে কাজীর নিকট গমন করিলেই ত হইত?—আমার নিকটে কেন?"

উত্তরদানোদ্যত পাথোজীকে অবসর না দিয়াই বলদেবজী অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেন, "আজ্ঞা পাঁচ সাতবার তাঁহার নিকট যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কিছুই মনোযোগ করেন নাই।"

"কেন?—অমনোযোগের কারণ?"

"কারণ তিনিই বলিতে পারেন। বৃথা বৃথা প্রত্যহই একটা না একটা আপত্তি উত্থাপন করিয়া আমাকে—"

"কেন, তাঁহার আপত্তিটা কি?"

"আমি তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমার দলীলে কিছুমাত্র গোল-যোগ নাই। এই দেখুন, সমস্ত আমার সঙ্গেই আছে।" এই কথা বলিয়া বলদেবজী আপনার গাত্রবস্ত্রমধ্য হইতে একটী সুপ্রশস্ত পুলিন্দা বাহির করিয়া হাকিম বাহাদুরের দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সচঞ্চলভাবে এক একখানি দর্শন করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ কহিলেন, "ইহা ত দেখিতেছি লাল্লুজীর দলীল। দাতাজী লাল্লুজীর নিকট প্রায় দুইলক্ষ টাকার বিষয় বন্ধক রাখিয়া দশসহস্র মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই ত ইহাতে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। তা ইহার সহিত আপনার সম্পর্ক কি?"

"আজ্ঞা নাম লাল্লুজীর বটে, কিন্তু আমারই টাকা, আমারই বেনাম। এই দেখুন লাল্লুজীর বিক্রয় কোবালা দেখুন।' এই কথা বলিয়া বলদেবজী স্তবকমধ্য হইতে আর একখানি দলীল গ্রহণ করিয়া মহারাজকে দর্শন করাইলেন।

দর্শন করিয়া বিষণচাঁদ কহিলেন, "ইহা ত যথার্থ বটে।—লাল্লুজী তাহার নিজের সত্ত্ব আপনাকে বিক্রয় করিতেছেন, ইহা ত দেখিতেছি প্রকৃত বটে।—কিন্তু দাতাজীর বিক্রয় কোবালা কৈ?—ওখানি ত বন্ধকী কোবালা,—বিক্রয় কোবালা কৈ?—যদ্দ্বারা সত্ত্ব ত্যাগ হয়, এমন নিদর্শন পত্রই বা কৈ? বিশেষতঃ এতাদৃশ বহুমূল্য ভূসম্পত্তি এত অল্প পণে কিরূপেই বা সিদ্ধ হইতে পারে? এত অল্প টাকায় দাতাজী যে বিক্রয় করিয়াছেন, তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?"

"আজ্ঞা ঐ কথাই ত কথা।—কাজীও ত ঐরূপ আপত্তিই উত্থাপন করেন।'

"করিতেই ত পারেন। ন্যায্য কথাই ত এই।—তিনি ত যথার্থই বলিয়াছেন,—যথার্থই ত—"

বাধা দিয়া বলদেবজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, বড় যথার্থ নয়,—অগ্রে সমস্ত দর্শন করুন,—সমস্ত নিগূঢ় কথা শ্রবণ করুন,—তাহার পর সত্যাসত্যের বিচার। এই দেখুন প্রথম বন্ধকী কোবালা। দশ সহস্র মুদ্রা লইয়া দাতাজী যে বন্ধক রাখেন সে কোবালা এই।—তৎপরে এই পত্র দেখুন, চারিমাস পরে অতিরিক্ত পঞ্চাশ সহস্র প্রার্থনা করিয়া লাল্লুজীকে তিনি এই পত্র লিখেন। তৎ—"

"হাঁ তাহা ত দেখিতেছি।" বাধা দিয়া বিষণচাঁদ কহিলেন, হাঁ তাহা ত

দেখিতেছি। কিন্তু এই টাকা তিনি প্রাপ্ত হইলেন কি না, তাহার প্রকৃত প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ? এই দেখুন দ্বিতীয় পত্র। আর ছয়মাস পরে এই পত্র আগত হয়। ইহাতে আরও অতিরিক্ত একলক্ষ টাকা প্রার্থনা করিতেছেন। বিবেচনা করুন মহারাজ। যদি ঐ প্রথম পত্রের পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে, "আর একলক্ষ" কখনই লিখিতেন না। এই এক "আর" এতেই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশ হাজারের প্রাপ্তি স্বীকার হইতেছে। আর যদি স্বত্বের কথা উত্থাপন করেন, তবে এই পত্রের শেষভাগটী মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করুন, তাহা হইলেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যাইবে। ইহাতেই লিখিত আছে, 'আর একলক্ষ টাকা প্রদান করিলেই আমার সেই বন্দকী কোবালা বিক্রয় কোবালার স্বরূপ গণ্য হইবে। তাহাতে আমার আর কোন দাবী দাওয়া থাকিবেক না।' তবেই দেখুন মহারাজ। মূল দলীলখানি বন্দকী হইয়াও ঐ দ্বিতীয় পত্রের বলে সাফ কোবালার স্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে।"

বলদেবের এই অকাট্য প্রমাণ শ্রবণ করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ সকৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ তাহা ত হইতেছেই বটে, কিন্তু কাজী সাহেব ইহা দেখিয়া কি বলেন?—এতদূর অকাট্য প্রমাণের সম্মুখেও কাজী সাহেবের ইহাতে আপত্তি কি? তিনি এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াও মঞ্জুর করিতেছেন না কেন?"

"আজ্ঞা, তিনি বলেন দাতাজীকে চাহি।—ঐ পঞ্চাশ হাজার, ঐ এক লক্ষ, তিনি প্রাপ্ত হইলেন কি না, তাহার বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। আর এ কথাও বলেন যে, দ্বিতীয় পত্রের বলে বন্দকী কোবালা যদি বিক্রয় কোবালা বলিয়া স্বীকার্য্যই হইল, তবে রীতিমত বিক্রয় কোবালা লেখাপড়া হইল না কেন?—এতদিন সময় অতিবাহিত করিতে দেওয়া হইল কেন?"

"কথাই ত বটে।" বিষণচাঁদ কহিলেন, "কথাই ত বটে। এত দীর্ঘকাল মূল দলীল অশুদ্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখিলেন কেন? এতদিন উহা সুসিদ্ধ করিয়া লইলেন না কেন?"

"আজ্ঞা নানা ঝঞ্ঝটে ব্যতিব্যস্ত। আপনি জানেন, বহুদিন আমি দেশেও ছিলাম না। কাজেই,—গতিকেই শৈথিল্য হইয়াছে। ইহাও এক কারণ বটে, তদ্ভিন্ন আমি জানিতাম, ঐ পত্রের দ্বারাই খরিদা স্বত্ব সুসিদ্ধ হইবে, সেই নিমিত্তই তদ্বিষয়ে ততদূর মনোযোগও করি নাই।"

"সেটী আপনার ভুল।" বলদেবের বাক্যে বিষণচাঁদ কহিলেন, "সেটী আপনার ভুল। শাদা পত্রে কি কখন বিষয়াধিকারীর অধিকারীত্ব স্বত্ব হস্তান্তর হইতে পারে?"

বলদেব আগ্রহে বলিলেন, "ভাল মহাশয, আমারই যেন বিলম্ব হইয়াছে।—সে কেন এতদিন উদ্ধার করিয়া লইল না? সে কেন গয়ংগচ্ছ করিয়া এতদিন কালহরণ করিল? তাহার যদি স্বত্ব থাকিত, তাহা হইলে কখনই সে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিত না। বন্দকী কোবালা অবশ্যই খালাস করিয়া লইত। দেখুন—"

"তা আমি জানি" সকৌতূহলে বাধা দিয়া বিষণচাঁদ কহিলেন, "তা আমি জানি। আপনি যে ও বিষয়ের নিশ্চিত স্বত্বাধিকারী, তাহা আমার বিলক্ষণ ধারণা হইয়াছে। কিন্তু বিক্রয় কোবালা এতদিন. না লেখাইয়া রওয়াটা কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। তা যাহা হউক, এখন কাজী সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাই করুন না কেন?—দাতাজীকে একখানি পত্র লিখুন না কেন? তাহাকে কাজীর কাছে আসিতে বলুন না কেন?"

"ও হরি পত্র লেখা।" উভয়হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া বলদেবজী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ও হরি পত্র লেখা!—কাজীর কাছে তাহাকে আসিতে বলা!—তবেই হইয়াছে!—যাহার নিকট দফা দফা লোক পাঠাইয়া হারি মানিয়াছি, তদুত্তরে একটী অক্ষরও প্রাপ্ত হই নাই।—যাহার নিকট স্বয়ং গমন করিয়াও সাক্ষাৎলাভ করিতে সমর্থ হই নাই,—তাহাকে আবার পত্র লিখিয়া আসিতে বলা!—কিছুই হইবে না।—আসিবে কেন? দাতাজী যে কিরূপ স্বভাবের লোক, তাহা কি মহাশয় অবগত নহেন? বিশেষতঃ সে এখন ক্রোরপতি। হয় ত তমাদীর বাহানা করিয়া উড়াইয়াই দিবে। হয় ত বলিবে, সে টাকা আমি পাই-ই নাই,—আদৌ ঋণই গ্রহণ করি নাই!

হয় ত সমস্তই অস্বীকার যাইবে। লোকটা ভারি ধূর্ত্ত, ভারি প্রবঞ্চক,—অতিশয় ধড়ীবাজ।—সেই জন্যই—”

“হাঁ হাঁ তাও বটে, তাও বটে। লোকটা বড়ই দাম্ভিক,—ভারি চক্রান্তকারী। টাকা হইয়া তাহার অহঙ্কার আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে!—তা সে কথা যাউক, এখন কি করিতে হইবে,—আমার নিকট আপনার প্রার্থনা কি?—কি হইলে আপনার সুবিধা হয়?”

“একখানি অনুরোধ-পত্র।” রাজা বাহাদুরের প্রশ্নে বলদেব উত্তর করিলেন, “কাজী সাহেবের নামে একখানি অনুরোধ পত্র। আমার দলীলগুলি যে অকৃত্রিম, আপনি যে ইহার সন্তোষকর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখা, তাহা হইলে তিনি আর কোন প্রকার ওজর আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না, সুতরাং সহজেই আমার কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে।”

অনুরোধে সম্মত হইয়া মহারাজ বিষণচাঁদ তৎক্ষণাৎ ওসমান আলিকে আহ্বান করিলেন।—ওসমান উপস্থিত হইলে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “দেখ, সদার কাজী সাহেবের নামে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া দাও যে, দাতাজী, লাল্লুজী ও বলদেবজী সংক্রান্ত দলীলে কিছুমাত্র গোলযোগ নাই; আমি এই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঋণ আদান প্রদান সম্বন্ধেও আমি স্বয়ং অনেকদূর তত্ত্ব অবগত আছি। কাজী সাহেব যেন কোনরূপ সন্দেহ না রাখিয়া বলদেবজীর অনুকূলে হস্তান্তর দলীলখানি মঞ্জুর করিয়া দেন।

ওসমান আলি পত্র লিখিলেন, মহারাজ স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। পত্রখানি বলদেবের হস্তে সমর্পিত হইল। আনুষঙ্গিক দুই একটী বাক্যালাপের পরেই পাথোজী ও বলদেব, মহারাজ বিষণচাঁদকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় হইয়া গেলেন।

গৃহদ্বার অবরুদ্ধ হইবামাত্রই পাথোজী মৃদুমন্দহাস্য করিতে করিতে কহিলেন, “বাঃ! ভাল বুঝাইয়া দিয়াছ যা হউক! ‘দাতাজী বড়ই ধড়ীবাজ’! কিন্তু ও দুখানা পত্রের ব্যাপারটা কি? জাল করিয়াছ নাকি?”

"চুপ! চুপ। এখানে ওসব কথা নয়।" এই কথা বলিয়া পাদচারণ করিতে করিতে উভয়ে ওসমান আলির গৃহ-গবাক্ষ সমীপে সমুপস্থিত হই-লেন। রাত্রি তখন দ্বাদশ দণ্ড অতীত। অন্ধকারে তথায় অপর শ্রোতার অভাব সিদ্ধান্ত করিয়া বলদেবজী বিকৃতহাস্যে পাথোজীকে কহিলেন, "আরে জাল নয়। যথার্থই দাতাজীর হস্তাক্ষর। কিন্তু টাকা দেওয়াটা মিথ্যা কথা। দুরবস্থার সময়ে দাতাজী সেই বন্দকী কোবালার উপর লাল্লুজীর নিকট আরও ঋণ গ্রহণের অভিলাষে দুইবার ঐ দুইখানি পত্র লেখেন। প্রথম পত্রের ত উত্তরই দেওয়া হয় নাই,—টাকা দেওয়া ত অনেক দূরের কথা! দুরবস্থায়—"

বাধা দিয়া পাথোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে দ্বিতীয় পত্রে "আর একলক্ষ" এরূপ লিখিলেন কেন?"

"বিপদের সময় লোকে যে কি করে, কি বলে, কি লেখে, তাহার উপর "কেন" নাই। সে সময় লোকে যেন পাগল হয়। দাতাজীরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। টাকা টাকা করিয়া তখন তিনি জগৎসংসার শূন্যময় দেখিতেছিলেন। প্রথমে যে পত্রখানি লিখিয়া পাঠান, হয় ত সেখানির কথা, তিনি ভুলিয়াগিয়াই থাকিবেন। সেই জন্যই ঐ দ্বিতীয় পত্রে আর এক লক্ষের কথা উল্লেখিত হইয়াছিল। তাহাতে ঐ যে একটী "আর,"—যে "আর" অদ্য আমার মাতব্বর সাক্ষী হইয়া বিষণচাঁদের হজুরে মিত্রভাবে পেস্ হইল, তাহার অর্থ, মূল দলীলের দশসহস্রের অতিরিক্ত।—আমার ত এইরূপই অনুমান হয়,—তবে তাঁহার মনে কিরূপ অভিপ্রায় ছিল, কে বলিবে?—তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার দুর্ভাগ্যনিশা সুপ্রভাত, সৌভাগ্যসূর্য্যের সমুদয়। সুতরাং সে সকল কথা তাঁহার আর স্মরণই রহিল না,—হয় ত গ্রাহ্যই করিলেন না। কাজেই পত্র দুখানি আমার নিকটেই রহিয়া গেল। সেই অযত্নরক্ষিত পত্র, অদ্য সুযত্নলালিত পুত্রের ন্যায় আমার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া দিল। কথাও ত বেশী দিনের নয়, এই সবে—"

"তবে তমাদীর ভাণ করিবে এ কথা বলিতেছিলে কেন?"

"বলিতে হয়, বলিয়াছি। একটা কিছু না বলিয়া দিলে বিশ্বাস

জন্মাইবে কিসে?—যাক্, ও সব কথা যাইতে দাও, আমাদের ত কার্য্য হাঁসিল্ হইয়াছে, তাহাই আমাদেব পবম মঙ্গল!”

“হাঁ, আব একটী কথা!”—হাস্য কবিয়া পাথোজী কহিলেন, “আর একটী কথা!—জয়কবণেব মোক্তাবনামা গ্রহণে তুমি তখন ইতস্ততঃ করিতেছিলে কেন?”

“ইতস্ততঃ?—তোমার এমনি বিদ্যাই বটে। আহ্লাদে তখন আমি বধির হইয়াছিলাম,—আত্মাপুরুষ তখন আমাব নৃত্য কবিতেছিল! অজগরের গ্রাসে একটা বৃহৎ শিকাব স্বইচ্ছায প্রবেশ কবিলে নাগরাজ কি তাহাকে গ্রাস কবিবার সময স্থিব হইযা থাকে না?’

“তাই ত বলি, আমাদেব অজগব তবে নিঃশব্দেই মুখেব গ্রাসটী জীর্ণ করিযাছে!”

হাস্য করিতে কবিতে উভয় বন্ধু ক্রমশঃ অন্ধকারেব সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনে কবিয়া গেলেন, তাঁহাদের ধূর্ত্ততা,—দুরভিসন্ধি কেহই জানিতে পাবিল না,—কবুল জবাব কেহই শুনিতে পাইল না; কিন্তু ধর্ম্মের কর্ম্ম, ওস্মান আলি গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, মুখ টিপিয় টিপিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাস্য কবিতে লাগিলেন।

পাথোজী ও বলদেব উদ্যান অতিক্রম কবিযা সদর বাস্তায় উপস্থিত। আর তাঁহাদিগেব সঙ্গে যাইবাব আমাদের আবশ্যক নাই। মহাবাজ বিষণচাঁদ একাকী নির্জ্জন কক্ষে কি কবিতেছেন, পাঠক মহাশয আসুন, অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আমরা তাহা দেখিয়া আসি।

মহাবাজ বিষণচাঁদ চিন্তামগ্ন, সেই সুদীর্ঘ হেমপত্রিকা হস্তে সেই সুমোহন সুন্দর কৌচের উপব সেইরূপ অর্দ্ধ-শায়িতভাবে গম্ভীরবদনে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। এক একবাব সেই কুটিল বদনে বিদ্যুৎরেখাব ন্যায় ঈষৎ ঈষৎ হাস্যের উদয় হইতেছে, এক একবাব গম্ভীবভাব ধাবণ করিয়া পরিম্লান হইয়া যাইতেছে। চিন্তার পাব নাই। আপনাআপনি গুন্ গুন্ স্বরে যেন গান গাইয়া বলিতেছেন, “সকলি ত গেল! এখন ইহার কি করি? যে সুন্দব হস্তের এই সুকোমল সুবর্ণ লিপিখানি, তাহার উপায়

কি করি? তাহার সহিত ভবিষ্যতে কিরূপে সাক্ষাৎ হইতে পারে? আহা! কি মনোহর কবিতা! কি ছন্দ মাধুরী! কি সুন্দর অক্ষরমালা! যেন স্বর্ণ মুক্তা সাজাইয়া দিয়াছে! এক একটী করিয়া যেন বিনা সুতায় মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছে! আহা! কি সুন্দর কবিতাবলি! বলিতে গেলে যেন প্রাণের সঙ্গে কথা কয়:—

'যদবধি ও মাধুরী হেরেছি নয়নে।
কত ভাল বাসিয়াছি কহিব কেমনে॥
শয়নে স্বপনে তোমা হেরি গুণমণি।
তুমি রে আমার প্রাণ হৃদয়ের মণি॥
ভুলায়ে করেছ তুমি মম মন চুরী।
বেড়ীরূপে পাঠায়েছি হীরক অঙ্গুরী॥
বড় সাধে করায়েছি মাণিকে নির্ম্মাণ।
পেয়েছ কি সে অঙ্গুরী পেরেছ কি প্রাণ?'

"আহা! কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। রসনা আমার অমৃতময়ী হইয়া গেল।" এই কটী কথা বলিয়া পত্রখানি একবার হৃদয়ে ধারণ করিলেন;—তথা হইতে ওষ্ঠের নিকট উত্তোলন করিয়া একবার পরিচুম্বন করিলেন। আবার ধীরে ধীরে সযত্নে নামাইয়া প্রেমানন্দে পাঠ করিতে লাগিলেন:—

'আনিয়া অমূল্যনিধি, মিলায়ে দিয়াছে বিধি,
গন্ধর্ব্ব বিধান মতে মনোদান করেছি।
গন্ধর্ব্ব বিধানে প্রাণ, সপিয়া এ মন প্রাণ,
বিবাহ করিয়া আমি ভূমে চাঁদ ধরেছি॥
ভালবাস ভালবাসি, সদা প্রেম-নীরে ভাসি,
আদরের প্রেমদাসী, বাঁধা তব চরণে।
কবে সেই বিধুমুখ, হেরিব হে বিধুমুখ,
হেরিয়া হইব সুখী, প্রেমমধু কাননে॥'

"চরণের দাসীর" এই চারিচরণ কবিতা পাঠ করিয়া প্রেমদাস মহারাজের অশ্রুনয়নের প্রেমাশ্রু আকর্ষণে সাধ্যমত যত্নে বহুতর চেষ্টা করিল, কিন্তু

তাহারা সফল-মনোরথ হইতে পারিল না। হতভাগ্য নয়নেরা বোধ হয় জানিত না যে, বলপূর্ব্বক অশ্রু আকর্ষণ করা কোনমতেই সম্ভাবিত নহে। পাষাণ হৃদয়ের অশ্রু বিগলিত করা যে কতদূর দুঃসাধ্য, তাহা তাহারা আদৌ অবগত ছিল না, চক্ষে জল আসিল না,—তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই এককালে বিফল হইয়া গেল। লজ্জায় যেন ম্রিয়মাণ হইয়া তাহারা সেই পাষাণের বিশাল নাসিকার উভয় পার্শ্বে নিমিলিত হইয়া পড়িল। কেবল ইন্দ্রিয় বিলাসের নিমিত্ত যে প্রণয়াশক্তি, তাহাকে যে প্রকৃত পবিত্র প্রেম-পদে বাচ্য করা, প্রেমময়ী প্রকৃতির প্রেমপূর্ণ উপদেশ নহে,—সেই ক্ষণভঙ্গুর কপট প্রেম যে নয়নাম্বু আকর্ষণে চিরদিনের মত অসমর্থ, বোধ হয় নয়নেরা নয়ন নিমীলন করিয়া ধ্যানযোগে যেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

সহসা মহারাজ বাহাদুরের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।—চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন। আস্যদেশ আলোহিত রাগে সুরঞ্জিত হইল। সমুৎসাহে কপোল যুগল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সহর্ষে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দ্রুতগতিতে গৃহের ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ললাট প্রান্তে অল্প অল্প স্বেদবিন্দু বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত ব্রণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল, তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক হইয়াছে। সেই কথাই ভাল, সেই বাটীই মনোনীত করা যাউক। সেই বাটীতেই তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ চলিবে। প্রেমময়ী ইন্দুবালা সেই নিকুঞ্জ নিকেতনে স্বর্গীয় নন্দন কাননের ইন্দ্রপ্রিয়ার ন্যায় পরম রমণীয় বেশে, পরম সুখে, প্রেমানন্দে বিহার করিতে পারিবেন। সেই কথাই ভাল! ইহার নিকট জয়করণের রহস্য নিকেতনের তুলনাই হইতে পারে না। যেমন সুপ্রশস্ত, তেমনি রমণীয়, আর তেমনিই মায়াময় ইন্দ্রজালে অপূর্ব্বরূপে সমাচ্ছাদিত! তবে যৎ-কিঞ্চিৎদূর, তা সে অতি তুচ্ছ কথা।"

মহারাজ পুনর্ব্বার কৌচের উপর উপবেশন করিলেন। নয়নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকাশ পাইল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া ওসমান আলিকে আহ্বান করিলেন। ওসমান সমাগত হইলে ব্যগ্রস্বরে কহিলেন, "ওসমান! কল্যই

আমাকে বরদায় যাত্রা করিতে হইতেছে, তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক, প্রত্যূষেই যাত্রা করিব।”

ওসমান বিদায় হইলেন। মহারাজ আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন, “হুঁ। পাথোজী বলিয়াছিল, ‘জয়করণের রহস্যনিবাস উঠিয়া গেল, আমাদের সর্ব্বনাশ হইল।’ হুঁঃ। তাহাদের আবার সর্ব্বনাশ কি। একটা যাইবে আর একটা প্রাপ্ত হইবে। আমারই যথার্থ সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছিল। ইন্দুবালা হারাইলে আর আমার কি রক্ষা থাকিত? সে চন্দ্রাননীর সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন না হইলে হয় ত সেই বিচ্ছেদ আমার জীবন লইয়াই টানাটানি পড়িত। ভাগ্যে আমি শান্তিরক্ষক হইয়াছিলাম, তাহাতেই ত দেশের কেন্দ্র রন্ধ্র সমস্তই আমার জানা আছে, সেই নিমিত্তই ত অভিনব রহস্য নিকেতন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলাম। সার্থক শান্তিরক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি

পঞ্চবিংশ কাণ্ড।

পরমহংসের হিংসা প্রবৃত্তি।

পাঠক মহাশয়। বহুদিন হইল, বজ্রগিরি ব্রহ্মচারীকে কেবল একটী শিষ্য সমভিব্যাহারে এক বিজন আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছি। বিদেশী উদাসীনেরা এখন কেমন আছেন, কি করিতেছেন, আসুন, আমরা একবার তাহার তত্ত্ব লইয়া আসি।

আশ্রম কুটিরে আমাদিগের সেই তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারী একখানি মৃগচর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। অদূরে স্বতন্ত্র আসনে প্রিয়শিষ্য দীনদয়াল উপবিষ্ট। রাত্রি চারিদণ্ড। তাঁহাদিগের পরস্পর কিরূপ বাক্যালাপ হইতেছিল, আসুন আমরা অদৃশ্য থাকিয়া সেই সমস্ত বাক্যালাপগুলি স্থির কর্ণে উপবর্ণন করি।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বৎস! তোমার এদিকের বিলম্ব কত?"

শিষ্য উত্তর করিলেন, "প্রভু! তাহার বড় অধিক বিলম্ব নাই। শ্রীচরণপ্রসাদে সমস্ত যোগাযোগ, সমস্ত সংমিলন, এক প্রকার অবধারিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকেই কৌশলজাল বিস্তার করা হইয়াছে,—আপনার উপদেশমত সমস্ত কার্য্যই সংসাধন করিতেছি। যাহা যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, বোধ করি তাহা অদ্যই সমাধা হইতে পারিবে।"

"আর সেই সুশীলা?"

গুরুদেবের এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে, নবীন ব্রহ্মচারীর প্রশান্ত বদনমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন, "আপনার প্রসাদাৎ তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই, নিরাপদে আছে।"

"তবে তাহাকে দাসীত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতেছ না কেন?"

"আজ্ঞা আরও কিছুদিন তাহাকে ঐরূপ উঞ্ছবৃত্তির সেবা করিতে হইবে। আরও কিছুদিন—"

"কেন?" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? বৃথা বৃথা সেই নিরপরাধিনী সুশীলা অবলাকে ওরূপ অবস্থায় আবদ্ধ রাখিবার প্রয়োজন? যাহার অধীনে সে এখন অবস্থান করিতেছে, তাহার উপরে তোমার কোন প্রকার বৈর সাধনের স্পৃহা আছে নাকি?"

"জগদীশ ক্ষমা করুন! তাঁহার উপর? তাঁহার প্রতি বৈর নির্য্যাতন? তিনি অতিশয় সাধুলোক, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়; দয়া ধর্ম্মের আধার, তাঁহার প্রতি বৈরনির্য্যাতন? নারায়ণ! নারায়ণ!—অভাগিনী যখন অনাথিনী হইয়া পথে পথে পরিভ্রমণ করে, কুচক্রীর কুচক্রকৌশলে সে যখন সমস্ত আশা ভরশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহার চিরপ্রিয়তমা জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হয়, তাহাকে "আমার" বলিয়া আশ্রয় দিবার জগতে যখন কেহই ছিল না, সেই মহাত্মাই তখন সদয়ভাবে স্বর্গীয় করুণায় বিগলিত হইয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন, অসহায় অবস্থায় মান, প্রাণ, ধর্ম্ম, সমস্ত সুরক্ষিত হইবার একমাত্র হেতুই সেই সদাত্মা, পরম স্নেহাস্পদ জন্মদাতা পিতার ন্যায় অদ্যাবধিও তিনি সেই অনাথিনীরে সস্নেহযত্নে প্রতিপালন

করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রতি আমার অন্তরে অণুমাত্রও বিরুদ্ধভাব নাই। বরং হৃদয়ের ভক্তি প্রবাহ আপনা হইতেই তাঁহার উদ্দেশে উচ্ছলিত হইয়া থাকে। যাহাতে তাঁহার ইষ্ট সাধন হয়, সাধ্যানুসারে কায়মনোবাক্যে যত্নবান হওয়া আমার পক্ষে সর্বতোভাবে অবশ্য অবশ্যই কর্ত্তব্য। প্রয়োজন হইলে তন্নিমিত্ত প্রভুর চরণে স্মরণ গ্রহণ করিতেও ত্রুটি করিব না।"

তবে?" প্রভু প্রফুল্লবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে? তবে আর তাহারে পরাধীন করিয়া বৃথা বৃথা কষ্ট দিবার সঙ্কল্প কেন?"

"আজ্ঞা পূর্ব্বেই ত নিবেদন করিয়াছি আরও কিছু দিন তাহাকে পরাধীনাবস্থায় দিন যাপন করিতে হইবে। তবে বর্ত্তমান প্রভুর নিকটে নহে, অপরের।"

বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি কৌতুক! অপরের অধীনে কর্ম্ম করা, এ আবার কি?"

বিনীতভাবে দীনদয়াল উত্তর করিলেন, "প্রভুর কি স্মরণ নাই, যে পাপাত্মা সেই সরলা বালিকাকে অকারণে সর্ব্বত্যাগিনী করিয়া পথের ভিখারিনী করিয়াছে,—যাহার কুচক্রে একটী নিরীহ পরিবার এককালে স্থান মান পরিভ্রষ্ট,—যাহার নিমিত্ত কাহারও অনাহারে মৃত্যু, কাহাকেও বা নিদারুণ বিপদে নিপতিত হইয়া মৃত্যু অপেক্ষা সহস্রগুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হইয়াছে, সেই পাষণ্ড নরাধম অদ্যাপিও বিনা দণ্ডে, সুখ স্বচ্ছন্দে, এই অবিমুক্ত সংসার ক্ষেত্রে নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিতেছে, তাহার কি হইল? তাহার দণ্ড হইল কৈ? তাহার সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কোথায়?"

"প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই আছে! তুমিই ত মহাসমারোহে সেই মহাপাপিষ্ঠের মহাপাপব্রতের চরম উদ্‌যাপনকার্য্যে সুসমর্থ হইতে পার? তোমারও ত একার্য্যে হেতুত্ব দায়ীত্ব উভয়ই পরিবিদ্যমান। স্বয়ং তুমিই এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের হোতা হও না কেন? সুশীলাকে এ সঙ্কটে অভিলিপ্ত করিবার প্রয়োজন? তাহাকে এ ব্রতে ব্রতচারিণী করিতে অভিলাষ করিতেছ কেন?"

"আজ্ঞা, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। এ ব্রতে সুশীলাকে অভিষিক্ত

করিবার অতি নিগূঢ় কারণ পরিবিদ্যমান। আমার সম্বন্ধে সে দুরাত্মা কেবল একটা হেতুভূত হইয়াছিল মাত্র। সুশীলা সম্বন্ধে তাহার সেই নিদারুণ দুর্ব্যবহারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সেই জন্যই বলিয়াছি, যাহার সম্বন্ধে যত দূর নিকট সংঘটন, তাহার দ্বারাই তাহার প্রতিশোধ, প্রতিনির্যাতন, অতীব সুখকর,—অতীব আনন্দজনক! যাহার সঙ্কল্পিত ব্রত, তাহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠা করান উচিত। বোধ হয় প্রভুও ইহাতে সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিবেন।"

ঈষৎহাস্য করিয়া বজ্রগিরি কহিলেন, "ভাল তবে তাহাই হউক! কিন্তু সে বিষয়ে কিরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ?"

"গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে,—প্রভুর চরণ কৃপায়,—সে উপায় পূর্ব্বাহ্নেই উদ্ভাবিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল তাহার আগমনের আশা প্রতীক্ষা।

"আগমন? কোথায়? কাহার?" বিস্মিতনয়নে সচকিতভাবে গুরুদেবের রসনা উপর্য্যুপরি এই তিনটী প্রশ্ন পরিবর্ষণ করিল।

দীনদয়াল ব্যগ্রভাবে তদুত্তর প্রদানে সমুদ্যত, ইত্যবসরে একজন প্রধান পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল, "একটী স্ত্রীলোক বহির্দ্বারে উপস্থিত, চরণ দর্শনে অভিলাষিনী।"

বিকৃতবদনে ওষ্ঠদ্বয় বিকম্পিত করিয়া বিরক্তভাবে বিকর্কশস্বরে ব্রহ্মচারী বলিয়া উঠিলেন, "স্ত্রীলোক!—স্ত্রীলোক এখানে কি জন্য?—আশ্রমে স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতে নিষেধ, ইহা কি তাহারা অবগত নহে? তুই-ই বা কোন্ সাহসে আমাকে এ বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতে আসিলি?—যা বিদায় করিয়া দিগে যা!—শীঘ্র যা!—দূর করিয়া দে।"

পরিচারক হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিল;—দ্বিরুক্তি করিতে সাহস পাইল না; চলিয়া যাইতেও পা উঠিল না। অসাময়িক কোপ দর্শনে দীনদয়াল স্বামী বিনম্রবদনে, সুনম্রস্বরে মহর্ষিকে কহিলেন, "গুরুদেব! ক্ষমা করিবেন। আসিয়াছে,—বিপদে পড়িয়া প্রতীকারের আশাতেই আসিয়াছে। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে, সেইটী কি ভাল হয়? শান্তিরসাস্পদ তপোবনে ভীষণ শার্দ্দূলের করাল বদনবিবরে ভয়াকুলা কুরঙ্গিণী স্বইচ্ছায় প্রবেশ করিতে যায় না।—যদি নিরুপায় হইয়াই যায়, শান্তিনিকেতন তপোধনেরা

তাহাকে অবশ্য অবশ্যই রক্ষা করেন। বিপদে শান্ত প্রদান করাই ভবাদৃশ মহাপুরুষগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রধান ধর্ম্ম।—এ স্ত্রীলোকও অবশ্য কোন বিপদগ্রস্ত হইয়া চরণে শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছে। তাহাকে এরূপে প্রত্যাখ্যান করাটা কি ভাল কর্ম্ম হয়? এমন ত মধ্যে মধ্যে আসিয়াও থাকে;—নারীগণ ত সংবাদ প্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে গুরুদেবের চরণ দর্শনে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াও থাকে?—তবে প্রভু ইহাকে নিরাশ করিবেন কেন? নৈরাশ করিলে এ ব্যক্তি মনে মনে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে!"

শিষ্যের বচনে উত্তরদান না করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্নিগ্রনয়নে পরিচারকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বিকৃতস্বরে রত্নগিরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে স্ত্রীলোক? কোথা হইতে আসিয়াছে? কি নিমিত্ত আসিয়াছে? ইহা কি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল?"

পরিচারক সভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞা, সে বলে, সে একজন রাজান্তঃপুরের পরিচারিকা।—গৃহস্বামিনীর গ্রহ শান্তির নিমিত্ত প্রভুর চরণ দর্শন বাসনা করে, সে বলে, আমি অনেকদূর হইতে আসিয়াছি। চক্ষে জল আছে, বোধ হয় একটু পূর্ব্বে রোদন করিয়াছিল।"

"রোদন করিয়াছিল?—তাই ত কি করা যায়!—রাত্রিকাল, স্ত্রীলোক! কিরূপেই বা আশ্রমে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করি? তা সে রাত্রিকালে আসিল কেন!—দিনমানে আসিতে বলিও।"

অবসর প্রাপ্ত হইয়া দীনদয়াল কহিলেন, "আজ্ঞা দিনমানেই হয় ত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, অনেক দূর, বোধ হয় পদব্রজেই আসিয়া থাকিবে; তাহাতেই—"

বাধা দিয়া তীব্রস্বরে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমার ঐ এক কেমন কথা! শুনিতেছ রাজান্তঃপুরের পরিচারিকা,—গ্রহশান্তির নিমিত্ত আসিয়াছে,—তাহাদেরই গ্রহশান্তি!—তাহাদের কি যানবাহন নাই? পদব্রজেই পাঠাইয়া দিয়াছে?—কিরূপ কথা কও?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেইরূপ তীব্রস্বরে পরিচারককে কহিলেন, "যা যা, বল্‌গে যা, সাক্ষাৎ হইবে না।"

নয়ন ইঙ্গিতে পরিচারককে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বিনীত বচনে নবীন

যোগীবর বৃদ্ধ যোগীবরকে কহিলেন, "প্রভু! এতদূর আসিয়াছে, রাত্রি হইয়াছে, স্ত্রীলোক,— হয় ত মহা বিপদগ্রস্ত। প্রত্যাখ্যান করাটা—"

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্রস্বরে বাধা দিয়া রত্নগিরি কহিলেন, "তোমার কর্ম্মই ঐরূপ। বোধাবোধ কিছুই নাই, সহসা একটা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তোমার কার্য্যই ঐরূপ। ভগবান তোমাকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দেন নাই।—কোথায় কি, কাহার কি, কেবল সেই চেষ্টাতেই, সেই চিন্তাতেই অহর্নিশি ব্যতিব্যস্ত! এই সে দিন অনর্থক কি কাণ্ডই না বাধাইয়া ছিলে! অকস্মাৎ দুইটা স্ত্রীলোককে আশ্রমে উপস্থিত করিয়া বৃথা বৃথা আমাকে কি কষ্টটাই না দিয়াছ! মাসাবধি কেবল তাহাদের কার্য্য লইয়াই বিব্রত! তোমার কার্য্যই ঐরূপ। আজ আবার কি ঘটনা হয় দেখ!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরিচারকের প্রতি নেত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক আদেশ কবিলেন, "তবে যা— আসিতে বল্; সঙ্গে করিয়া লইয়া আয়। আঃ! বিষম উৎপাত!"

আজ্ঞা প্রাপ্তে পরিচারক একটী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীকে সঙ্গে লইয়া কুটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দীনদয়াল শাস্ত্রী ভৃত্যকে প্রস্থান করিবার ইঙ্গিত করিলেন, ভৃত্য বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে অন্যত্রে চলিয়া গেল।

অবগুণ্ঠনবতী বদনাবরণ উন্মোচন করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে রত্নগিরির চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। "স্বস্তি কল্যাণ মস্তু! সাবিত্রী স্বরূপিণী হইয়া পতির সহিত অক্ষয় সুখ-সম্ভোগে অধিকারিণী হও!" এইরূপ মঙ্গলবাক্যে গুরুদেব সেই প্রণত যুবতীকে দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া দীনদয়াল স্বামী কিঞ্চিৎ মৃদুমন্দস্বরে, গদগদবচনে কহিলেন, "ঠাকুর! যাঁহারে আশীর্ব্বাদ করা হইল, তাঁহার অদ্যাপিও বিবাহ—"

অর্দ্ধোক্তিতে বাধা দিয়া গুরুদেব ব্যস্তভাবে কহিলেন, "যথেষ্ট। যথেষ্ট আর বলিতে হইবে না,—সমস্তই আমার ধারণা হইয়াছে!" সহর্ষগম্ভীর বদনে শিষ্যকে এই কটী কথা বলিয়া রমণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, "মা! ইহাঁর সহিত তুমি গৃহান্তরে প্রবেশ কর, তোমার যাহা

কিছু বলিবার আছে, ইহাকে বলিলেই যথেষ্ট হইবে ;—আশীর্ব্বাদ করি, মনস্কামনা সুসিদ্ধ হউক। আমি এখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত, ইহাঁর দ্বারাই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে!"

সানন্দে পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক দীনদয়াল স্বামী সেই যুবতীকে সঙ্গে লইয়া গুহান্তরে লইয়া গেলেন। তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই উভয়ে উভয়কে সপ্রেমভাবে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। দর দর ধারে চারিচক্ষে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা প্রেম-প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ওষ্ঠেরা যেন পিপাসু হইয়া অল্পকালমধ্যেই সেই নয়নাম্বুরাশি আগ্রহ সহকারে বিশুষ্ক করিয়া লইল।

* * * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * * *

এক ঘণ্টা অতীত।—অভিনব যোগীবর অভিনবাগত যুবতীর সুকোমল করপল্লবদল স্বকীয় করকমলদলে সংস্থাপন করিয়া প্রফুল্ল আননে,—প্রফুল্ল অথচ সতেজ প্রশান্ত গম্ভীরবদনে, অটল নিষ্কম্পকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "দেখিও, সাবধান। যাহা যাহা বলিলাম, সমস্তই যেন স্মরণ থাকে।—বিশ্বাসে অটল হও,—হৃদয় দৃঢ় কর!—মূলাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বিপদ, সমস্ত ঘটনা, সমস্ত কুচক্রজাল, সুস্থিরচিত্তে একেএকে স্মরণ-পটে অঙ্কিত কর। কদাচ অন্যমত করিও না।—গুরুদেবেরও ইহাতে অনুমোদন আছে।"

"একান্তই কি তবে আমাকে সেই কার্য্য করিতে হইবে? অপরের দ্বারা কি ইহা সাধিত হইতে পারিবে না। স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হয়, অপরের দ্বারা কি এ কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে না?" বিকম্পিতকণ্ঠে গুহবর্ত্তিনী কামিনী আগ্রহের সহিত স্তম্ভিতভাবে এই কএকটী প্রশ্ন উচ্চারণ করিলেন। পরিশেষে আবার কহিলেন, "অপরের দ্বারা সাধিত হইবার কি কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই?"

"সাধিত সকলেরই দ্বারা হইতে পারে।" কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে দীন-

দয়াল স্বামী কহিলেন, "সাধিত অপরের দ্বারাও হইতে পারে। কিন্তু যাহার কার্য্য, তাহার দ্বারাই সেই বিষয়টী সম্পাদিত হইলেই ভাল হয়। যে যাহার দ্বারা উৎপীড়িত, সে নিজেই সেই উৎপীড়কের শাস্তি বিধান করিলে যতদূর গৌরবের বিষয় হয়, তত আর কিছুতেই—কিছুতেই হইতে পারে না।—যখন জানিতে পারিবে, তখন তাহার হৃদয়ে যে কতদূর পর্য্যন্ত আঘাত লাগিবে, তাহা সেই ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহই অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না। তখন তাহার বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, চপেটাঘাত করিলেই পদাঘাত অনিবার্য্য। ভবিষ্যতে এক দিনের জন্য তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবেই থাকিবে। অপরের দ্বারা সাধিত হইলে সে পাপিষ্ঠের অন্তরাত্মা কখনই ততদূর মর্ম্মান্তিক ভীমাঘাতে বিমর্দ্দিত হইয়া যাইবে না। সেই জন্যই বলিতেছি হৃদয় দৃঢ় কর, মন অটল কর, আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ কর।"

ঝটিকাবর্ত্তের ন্যায় দীনদয়াল স্বামীর এই সতেজ সদর্প বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া গৃহস্থিত শঙ্কা বিকম্পিতা মুহ্যমতি কামিনী কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "স্মরণ সমস্তই আছে, যাহা তুমি বলিলে সমস্তই বুঝিলাম, করাও উচিত, এ কথাও স্বীকার করি, কিন্তু—"

ত্রস্তভাবে বাধা দিয়া দীনদয়াল ব্রহ্মচারী কহিলেন, "কিন্তু আবার কিসের? এখনও কিন্তু রাখিতেছ কেন?—এখনও ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? মন দৃঢ় কর।"

"মন আমার দৃঢ় আছে।" কামিনী উত্তর করিলেন, "মন আমার দৃঢ় আছে। সে নিমিত্ত চিন্তা করিতেছি না। কিন্তু কেবল লোক লজ্জাকেই ভয়, যদি কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, ঘুণাগ্রেও যদি কেহ এ কথা জানিতে পারে, দুরাত্মার নিকট যদি কেহ প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তখন আমার কিরূপ শোচনীয় দশা সংঘটিত হইবে, তাহা তুমিই অনুমান করিয়া দেখ! প্রাণের মায়া করি না, কিন্তু রমণীজনের যে এক সুদুর্ল্লভ মহারত্ন,—রমণীহৃদয়ের,—সুপবিত্র রমণীহৃদয়ের একমাত্র সমুজ্জ্বল মহামূল্য যে অলঙ্কার; সেই পাপাত্মার হস্তে সেই অমূল্য মহারত্নটী তখন আর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নিরাপদ থাকিবে না। উঃ! মনে করিতেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে!

আমার ত এই পরিণাম। আর তোমার?—তোমাকেও চিরজীবনের জন্ম কলঙ্কিত হইয়া দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাভাবে অণুদিনই নিপীড়িত হইতে হইবে,—পরিতাপের আর সীমা পরিসীমা থাকিবে না। স্থির চিত্তে বিবেচনা—”

জলদ গম্ভীরস্বরে দীনদয়াল স্বামী উত্তর করিলেন, “কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই। সে আশঙ্কা থাকিলে কি তোমা হেন অমূল্যনিধিকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হই?—সে আশঙ্কা থাকিলে কি তোমা হেন সুকোমল মৃগশাবকটীকে সেই দুর্দ্ধর্ষ করাল ব্যাঘ্রকবলে নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হই?—সে আশঙ্কা থাকিলে কি তোমা হেন সুপবিত্র স্বর্ণ প্রতিমাখানিকে সেই নিদারুণ পিশাচপুরীতে প্রেরণ করিতে অগ্রসর হই? বিশেষ জানি, ধন গেলে ধন হয়, বিষয় গেলে বিষয় হয়, মান যাইলে সে মান কিছুতেই পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। দস্যুহস্তে তোমার সেই অমূল্যরত্ন অপহৃত হইলে, তোমার পবিত্রহৃদয়ে যেরূপ নিদারুণ বেদনার সমুদ্ভব হইবে তদপেক্ষা সহস্রগুণে আমার হৃদয়ে শোকশল্য সংবিদ্ধ হইয়া চিরজীবনের জন্য,—” এই পর্য্যন্ত বলিয়া সতেজ সদর্পে সগর্ব্বে, আপন বক্ষস্থলে করাঘাতপূর্ব্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “সেই নিদারুণ বেদনা চিরজীবনের জন্য প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আমার এই হৃদয়কে অহরহ বিদগ্ধ করিতে থাকিবে। চারুশীলে। যাহার মস্তকের একগাছী কেশ মাত্র ছিন্ন হইলে আমার নিজের মস্তক ছিন্ন হইল, এরূপ তীব্রতর বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে,—কেবল একটী মাত্র মস্তক নহে, শত সহস্র মস্তক থাকিলেও যাহার জন্য আমি সচ্ছন্দে অনায়াসে, অক্লেশে, সে সমস্ত সমর্পণ করিতে পারি, কোনরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা থাকিলে কি সেই সুকোমল স্বর্ণলতাকে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে বিদগ্ধ করিবার নিমিত্ত, অগ্নিময় মরুভূমিতে সংরোপন করিতে অভিলাষী হই?—কখনই না—কিছুই চিন্তা করিও না,—আশঙ্কার লেশমাত্রও নাই। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ, আমাদিগের এ সঙ্কল্প অবশ্য অবশ্য সুচারুরূপে সুসিদ্ধ হইবেই হইবে। সাহসের উপর নির্ভর কর, কর্ম্মনাশা ভীরুতাকে হৃদয় হইতে এককালে দূর করিয়া দাও।”

বক্তৃতাবসানে দীনদয়ালের নাসারন্ধ্র ঘন ঘন সুবিশাল শ্বাস প্রশ্বাস

বর্ষণাকর্ষণ করিতে লাগিল, তাঁহার সে সগর্ব্ব প্রেমানুরাগপূর্ণ প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া মুগ্ধমতি সতী প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে পুনরায় তাঁহারে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। সাশ্রুনয়নে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আর আমার কথা নাই। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য। যাহা আজ্ঞা করিবে, অকুণ্ঠিতে অসঙ্কোচে অধিনী তাহা পালন করিতে প্রাণপণে যত্নবতী হইবে। তুমিই আমার গতিমুক্তি তুমিই আমার ইষ্টদেব, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। যাহা আজ্ঞা করিবে তাহাই আমি প্রাণপণে সম্পাদন করিতে অবশ্য অবশ্যই যত্নবতী হইব।"

সাদরে সস্নেহে দীনদয়াল স্বামীর অধরোষ্ঠ তাঁহার সেই হৃদয়ানন্দদায়িনীর সুকোমল নয়নযুগল ও ললাটদেশ শতসহস্র চুম্বনাঙ্কে সমঙ্কিত করিয়া দিল। সবিস্ময় বিশুদ্ধ প্রেমিক সেই পবিত্রহৃদয়া পতিব্রতা কামিনীকে মাধুর্য্য প্রদানপূর্ব্বক সহাস্যবদনে মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "হা! এই, ইহারই নাম যথার্থ বীরাঙ্গনা। ইতিপূর্ব্বে আমার গুরুদেব তোমাকে সাবিত্রীস্বরূপিণী হও বলিয়া যে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়াছেন, আমিও সেই আশীর্ব্বচনের প্রতিধ্বনি করিয়া তোমারে এই নূতন আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, সাবিত্রী যেমন মৃত পতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অতুলরূপে যশস্বিনী হইয়াছিলেন তুমিও সেইরূপ পুনর্জীবিত সত্যবানকে পতিত্বসূত্রে আবদ্ধ করিয়া প্রকৃত বীরাঙ্গনারূপে রমণীকুলের মুখমণ্ডল স্বর্গীয়ালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া দাও।"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া লজ্জাবনতা মানিনী বীণাপাণির ন্যায় সুমধুর সুশান্ত স্বরে উত্তর করিলেন, 'তাহাই হউক!—গুরুজনের আশীর্ব্বাদে কি না হয়! ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এতদূর গূঢ়রহস্য তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে? পাপাত্মাদিগের পাপাচার তোমার নিকট কিরূপে প্রকাশ পাইল? এতদূর নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান তুমি কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে?"

গম্ভীরভাবে উদাস আস্যে হাস্য করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন, 'পূর্ব্বেই আমি এ সমস্ত তত্ত্বের সার মর্ম্ম আনুপূর্ব্বিকই অবগত হইয়া

ছিলাম, তৎপরে গভীরতর গবেষণা দ্বারা সে সমস্তের অকাট্য চাক্ষুস প্রমাণ আমি একেএকে সম্পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়াই, দুরাত্মাদিগের দণ্ডবিধানে আমার এতদূর অ'কিঞ্চন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে এই প্রতিহিংসা সাধনে আমারে কখনই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে না,—তোমাকেও না।—প্রতিফল প্রদান না করিলে বরং জগদীশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। যাক্, এখন সে কথা যাক্।—বলি, এতক্ষণ তোমার সহিত এত কথা হইল, এতক্ষণ ধরিয়া তোমার সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিলাম, কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে তুমি যে শারীরিক কেমন আছ, সে কথাটী জিজ্ঞাসা করিতে আদৌ আমি অবসর পাই নাই,—একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। ভাল এখনও সময় যায় নাই, এখনও সময় আছে, এখনও জিজ্ঞাসা করিতে পারি। বলি, কমলিনী কেমন আছেন?” হাস্যের সহিত এই ক্ষুদ্র প্রশ্নের উপসংহার হইল।

হাস্যের সহিত উত্তর হইল, “রজনী আগমন করিলে, দিনমণি অদর্শন হইলে, যেমন থাকিতে হয়, সেইরূপই কমলিনী ভাল আছে। বলি, আমিও জিজ্ঞাসা করি, সূর্য্যদেব কেমন আছেন?”

“দিবসে কমলিনী প্রস্ফুটিত হইলে সূর্য্যদেব প্রেমানন্দে পরম পুলকে সময় অতিবাহন করিয়া থাকেন, আবার রজনী সমাগত হইলে, তাঁহার সেই মহানন্দ দারুণ বিরহ-বিষাদে পরিণত হইয়া, তাহার মনকে একেবারে আকুলিত করিয়া তুলে। কিন্তু এস্থলে একটী আশ্চর্য্যের বিষয় তুমি আপন চক্ষেই পরিদর্শন কর, রজনী ক্রোড়ে সুকোমল কমলিনী অণুমাত্রও প্রমুদিত হয়েন নাই।—প্রফুল্লিত মনে ঢলঢল ভাবে তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই বিকসিত! অতএব সূর্য্যদেবের আহ্লাদের আর সীমা পরিসীমা নাই, তিনি এক্ষণে পরম ভাগ্যবান।”

“এরূপ স্থলে কমলিনীর চিরঅভিলাষ, এইরূপ সুখদায়িনী রাত্রি প্রত্যহই যেন দিবসান্তে সমাগত হইয়া, প্রিয়পতি সূর্য্যদেবকে প্রতি মুহূর্ত্তই প্রফুল্লিত করিতে থাকে।”

"সূর্য্যের বাসনা তাহাই বটে।—কিন্তু অলঙ্ঘ্য বিধি-নিয়মের অনুসরণ ভিন্ন তাহার কোন্ পথ সমতলরূপে সুপরিষ্কার আছে?—অদৃষ্টদেবের সুপ্রসন্ন কটাক্ষপাতে তাহার ভাগ্যে বিধাতা একদিবস যেন অনুকূল নয়নে দৃষ্টিপাতই করিয়াছেন, কিন্তু চিরকাল তাহার কিরূপে সেইরূপ সমভাবেই অতিবাহিত হইতে পারে? অবশ্যই তাহাকে চিরপ্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের অধিগত হইতে, বাধ্য হইতে হইবেই হইবে! তবে কথা এই, কঠোর তপস্যাবলে গ্রহদেবতাকে সুপ্রসন্ন করিতে পারিলে সেইরূপ অলৌকিক কার্য্য সংঘটিত হইবার বিচিত্রই বা কি আছে?"

কমলিনীর সেই সংক্ষিপ্ত বাক্যে এইরূপ রূপকব্যঞ্জক উত্তর প্রদান করিয়া, দীনদয়াল স্বামী হাস্য করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন, "গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত আসিয়াছ? কেন, সাহেবের ঔষধে কি কিছুই উপকার হইল না?—রাণীমাতা কেমন আছেন?—আজিও কি আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিতে পারেন নাই?"

"আরোগ্য হইয়াছেন, ভাল আছেন। গ্রহশান্তি কেবল ভাণ মাত্র।—ছল না পাইলে কিরূপে সেখান হইতে বাহির হইতে পারি? সেই নিমিত্তই এই ছল।"

ছলের প্রশংসা করিয়া নবীন যোগীবর আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে আসিয়াছ, রাত্রিও অধিক হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপে কোথায় যাইবে?—তোমাকে এ রাত্রে অসহায় অবস্থায় একাকিনী বিদায় করিতে কোনক্রমেই আমার মন সরিতেছে না, তাহার কি উপায় হইবে? আশ্রমেই অবস্থান করিবে কি?"

"না আশ্রমে থাকিতে হইবে না। তাহার উপায় করিয়া আসিয়াছি। অতি নিকটেই রাণীমাতাঠাকুরাণীর মাসীমাতার নিবাস নিকেতন, সেই খানেই রাত্রি যাপন করিব। অদ্য প্রত্যূষেই রাণীমাতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিয়াছি। তোমার উপদেশমত সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করিয়া আসিতে হইয়াছে, নতুবা দিনমানেই এখানে আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। আসিবামাত্রেই ব্রহ্মচারী ঠাকুরের দর্শন পাইব কি না,

প্রথম সাক্ষাতেই তিনি গ্রহশান্তি করিতে স্বীকার না পাইতে পারেন, কার্য্যগতিকে কিছুদিন বিলম্ব হইলেও হইতে পারে, রাণীমাতাকে এই সকল কথা বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছি। যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এখানেই দু তিন সপ্তাহ অতিবাহিত—"

বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে কমলিনীর কমনীয় চিবুক ধারণপূর্ব্বক দীনদয়াল স্বামী সঙ্গীতস্বরে কহিলেন, "এত বুদ্ধি তোমার? এতদূর বুদ্ধিমতী তুমি? এতদূর তোমার বুদ্ধির কৌশল? তুমি আবার একটা সামান্য কার্য্যে ভয় পাইতেছিলে? এতদূর বুদ্ধিকৌশল যাহার, তাহার কি কোন প্রকার রহস্যক্রিয়া, কোন প্রকার কার্য্যকলাপ জনসমাজে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা থাকে? ভাল, সে কথা যাক, এখন যত শীঘ্র সঙ্কল্পিতব্রতে অভিষিক্ত হইতে পার, ত্বরান্বিত হইয়া তদ্বিষয়ে আশু যত্নবতী হও।"

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া যুবতী মৃদুস্বরে কহিলেন, "তোমার আদেশে যত্নবতী আমি সকল বিষয়েই হইতে পারি। কিন্তু যাঁহারা এতদিন অকৃত্রিম বাৎসল্য স্নেহে, জনক জননীর তুল্য অকৃত্রিম যত্নে আমারে আশ্রয় দানপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া আসিলেন, অদ্য কি বলিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিব? এইটাই আমার—"

"কথা বটে।" বাধা দিয়া দীনদয়াল কহিলেন, "কথা বটে, এতদিনের আশ্রয়দাতাকে সহসা পরিত্যাগ করিয়া আসিলে অতিশয় নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা হয় বটে। কিন্তু কি করা যায়? এ ক্ষেত্রে তাহা ভিন্ন আর অন্য উপায় কিছুমাত্রই দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ এ বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী,—অতি অল্পদিনের জন্যই বিচ্ছিন্ন হওয়া,—কার্য্য সমাধা হইলে পুনরায় সাক্ষাৎ-সন্দর্শন,—এখন যে ভাবে আছ, সে অবস্থায় নাই হউক, আবার রূপান্তরে, অবস্থান্তরে পুনরায় সাক্ষাৎ সন্দর্শন, কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, কখনই দুর্লভ হইবে না।"

"তাহা ত হইবে না, তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু আপাততঃ কি বলিয়া বিদায় হই? হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, তাঁহারাই বা কি মনে করিবেন? কি ছলে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব?"

"বিদায় ?" বিমুগ্ধমতির এই সন্দিগ্ধবাক্যে দীনদয়াল প্রতিধ্বনি করিলেন, "বিদায় ? কেন, তীর্থযাত্রা ?—না না—অর একটা সুন্দর উপায় আছে। আমি তাহা ঠিক করিয়া লইব, সে জন্য তোমাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না।"

"তবু শুনি।" কৌতুকবতী যুবতী সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই সুন্দর উপায়টী কি, তবু শুনি ?"

"শুনিয়া কি লাভ ?" উত্তরদানবিরত দীনদয়াল প্রশ্নকর্ত্রীর প্রশ্নে সহাস্য-আস্যে প্রশ্ন করিলেন, "শুনিয়া কি লাভ ? কার্য্যেই পরিচয় প্রাপ্ত হইবে, শুনিয়া কি লাভ ?"

"তবু তব, বলই না শুনি।" কোন কৌতুকাবহ বিষয়ের ভূমিকামাত্র শ্রবণে লোকের হৃদয় যেমন জ্বলন্ত কৌতুকে নৃত্য করিতে থাকে, আগ্রহবতীর হৃদয়ও সেইরূপ সোৎসুক বিকম্পিত হইতে লাগিল, ব্যগ্রভাবে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "তবু তবু ?"

"এই দেখ ! স্ত্রীজাতির ধর্ম্মই এইরূপ ! যে বায়নাটী একবার ধরিয়া বসে, সেটী আর সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহে না।" দীনদয়াল সহাস্য মুখে এইকটী কথা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আত্মীয় সাক্ষাৎ অতি নিকট আত্মীয় !—জননীর ভগিনী,—সহোদরা নয়,—কিঞ্চিৎদূর সম্পর্ক। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে তোমার সেই নিশাযাপন স্থানে গমন করিবে। তাহার রূপলাবণ্য তোমার মত নহে; বিধাতা তাহার নাসা চক্ষু কিছু ক্ষুদ্র করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ পৃষ্ঠদেশে একটী কুব্জভাব অর্পণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া তুমি হাস্য করিও না; সে তোমার মাসীর বাটী হইতে আগমন করিয়াছে, তোমার মাসী তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তুমি—"

"এতও তোমাকে আইসে ?" চারুহাসিনী মৃদুহাস্য করিয়া বিমুগ্ধস্বরে কহিলেন, "এতও তোমাকে আইসে ? বুদ্ধির সাগর। এত বুদ্ধিও ধর তুমি ? ব্রহ্মচারীদের বুদ্ধি কৌশলে শত শত নমস্কার। ব্রহ্ম—"

হাস্যবতীর রসনাধারে যেন অমৃতবর্ষণ হইল।—কিন্তু অবাধে সেই

অমিয়ধারা প্রবাহিত হইতে পাইল না,—নিষ্ঠুর ব্রহ্মচারী তাহাতে বাধা দিলেন, ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "শুন না বলি,—তুমি সেই কুঞ্জভাবমন্থরা বিদেশিনীর সহিত মহারাজ বীরবিক্রমের আবাসনিকেতনে গমন করিও। তোমারে আর কিছুই করিতে হইবে না, সেই মন্থরাই রাজরাণীর নিকটে তোমার মাসীমার আগ্রহাতিশয় প্রকাশপূর্ব্বক তোমারে খালাস করিয়া লইবে। তুমি কেবল রাজা ও রাজমহিষীকে একটী একটী প্রণাম করিবে মাত্র।"

"ভাল তা যেন হইল।—কিন্তু রাণীমা যদি জিজ্ঞাসা করেন, এতদিন এ মাসী কোথায় ছিল? এতদিন তত্ত্ব লয় নাই কেন? মন্থরা তখন কি উত্তর দান করিবে? সে প্রশ্নের মীমাংসা কি?"

"সে মীমাংসাই তুমি।" সংশয়বতীর সংশয়াত্মক প্রশ্নে নবীন ব্রহ্মচারী বিস্ফারিতলোচনে উত্তর করিলেন, "সে মীমাংসাই তুমি।—হঠাৎ নিরুদ্দেশ,—বিষয় আশয়বিহীন,—বন্ধুবান্ধব পরিত্যক্ত,—কেহই যাহার কিছুমাত্র সন্ধান প্রাপ্ত হয় নাই,—কোন্ দেশে কোথায়, জীবীত কি মৃত,—এখন পর্য্যন্ত কেহই যাহার অণুমাত্র অনুসন্ধান জানে না,—দুঃখিনী মাসীমা কিরূপে তাহার তত্ত্ব লইবেন? সম্প্রতি অনেক অন্বেষণের পর, মন্থরা হঠাৎ এই আশ্রমে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছে।—সেই জন্যই বলিতেছি, রাণীমাতার সন্দিগ্ধ প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসাই তুমি। আর তুমি নিজে তাহাতে স্বীকার পাইলে অপরের সন্দেহ থাকিবার হেতুই বা কি থাকিবে?"

"ভাল এটীও যেন হইল, এটীও যেন বুঝিলাম। কিন্তু রাণীমা যদি এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, 'জননীর সহোদরা নহে, সুদূর সম্পর্ক,—এ মাসী এতদূর অন্বেষণ করিলই বা কেন আর মন্থরাই বা এতকালের পর আশ্রমে একটীবার মাত্র দেখিয়াই কিরূপে তোমাকে চিনিয়া লইল?' এ কথার উত্তর কি? ইহার সদ্যুক্তি কি?"

"ইহার সদ্যুক্তিও তুমি!" দীনদয়াল উত্তর করিলেন, "ইহার সদ্যুক্তিও তুমি! জননীর সহোদরা নহেন বটে, কিন্তু শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইলে, তিনিই প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ঐ মন্থরাই তখন তোমার

ধাত্রী ছিল; সেই নিমিত্ত দেখিবামাত্রই তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে।”

কামিনীর প্রফুল্ল মুখপঙ্কজের ওষ্ঠকলিকা ঈষৎ বিকম্পিত হইল। কৌতূহলে ব্রহ্মচারীকে নমস্কার করিয়া মধুরবচনে কহিলেন, “সত্য সত্যই যোগীগণের অনন্ত শক্তি।”

সাধুবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, দীনদয়াল শাস্ত্রী প্রশান্তভাবে কহিলেন, “যাহা হউক, রাত্রি অধিকদূর অগ্রগামিনী হইযাছে, আর তোমার এখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করা উচিত হয় না! চল, আমি নিজেই তোমাকে তোমার নির্দ্দিষ্ট আবাসভবনে রাখিয়া আসি।”

এই কথা বলিয়া যুবতীর করধারণপূর্ব্বক আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া উভয়ে উভয়ের প্রণয় নিদর্শন বিনিময় করিলেন। কামিনী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দীনদয়াল শাস্ত্রী মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে গুরুদেবের আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

যড়বিংশ কাণ্ড।

অবস্থা পরিকীর্ত্তন,—প্রথম স্তর।

সপ্তাহ অতীত।—বরদা নগরে ওস্‌মান আলি তাঁহার আবাসভবনের একটী নির্জ্জন কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, গৃহদ্বার অবরুদ্ধ। কক্ষমধ্যে অপর কেহ ছিল কি না, তাহা কে বলিতে পারে? সহসা বহির্দ্দিক হইতে রুদ্ধদ্বারে করাঘাত হইল। উপর্য্যুপরি তিন চারিবার আঘাত। কএক মুহূর্ত্ত পরে ওস্‌মান আলি ধীরে ধীরে গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন,—পরমল্‌জী তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

পাঠক মহাশয়! পরমল্‌জীকে কি আপনি চিনিতে পারিলেন?

ইনি ওসমান আলির বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। পূর্ব্বে তিনবার ইহাঁর অবয়ব ও নামের সহিত আপনার পরিচয় হইয়াছে। যে দিন মুফ্তী বিষণচাঁদের সহিত আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন তাঁহার যে দারোগাকে আপনি সেই স্থানে দর্শন করিয়াছিলেন, যে দারোগার মুখে হতভাগ্য বঞ্জনের অনুকূলে কএকটী সহানুভবাক্য বিনিসৃত হইয়াছিল,—ওসমান আলির সহিত প্রথম দর্শন দিবসে যাঁহাকে আপনি দ্বিতীয়বার সন্দর্শন করেন, মাতাজীর পুনঃ সৌভাগ্যের অভ্যুদয় দিবসে নর্ম্মদাতীরে শকটারোহণকালে একটীবারমাত্র যাহাঁর নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই পরমলজী। ওসমান আলির বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী,—মহারাজ বিষণচাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বস্ত দারোগা, আপনার বারত্রয় পরিজ্ঞাত ও পরিচিত সেই পরমলজী।

গৃহ প্রবেশ করিয়া প্রভুকে অভিবাদনপূর্ব্বক পরমলজী কহিলেন, "আমি অনেকক্ষণ আসিয়াছি, তিন চারিবার আঘাত করিয়াছি, প্রভু—"

"হইতে পারে," সমস্ত কথা শ্রবণ না করিয়াই ওসমান আলি কহিলেন, "তা হইতে পারে, আমি গৃহান্তরে, কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলাম, আহ্বান শুনিতে পাই নাই, এখন সংবাদ কি বল ?"

"সংবাদ সমস্তই মঙ্গল। যথাসাধ্য যত্নে প্রভুর সমস্ত নির্দেশ পালন করিয়া আসিয়াছি, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনার ন্যায় মহৎ সাধুব্যক্তি তাদৃশ ঘৃণাকর কার্য্যে কি নিমিত্ত হস্তক্ষেপ করিলেন ?"

"প্রভুর আদেশ।" পরমলজীর প্রশ্নে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দান করিয়া ওসমান আলি পুনর্ব্বার কহিলেন, "এইরূপেই প্রভুর আদেশ পালন করিতে হয়।"

সচিন্তিতভাবে সবিস্ময়ে পরমলজী কহিলেন, "প্রভু ?—কাহাকে আপনি প্রভু বলেন ?—তাদৃশ পামর কি আপনার প্রভু হইবার যোগ্য ? আপনি যে কেন সেই অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকের অধীনতাপাশে আবদ্ধ রহিয়াছেন, আমি ইহার কিছুই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন গূঢ়তম কারণ পরিবিদ্যমান থাকিতে পারে।"

উদাসভাবে হাসা করিয়া ওসমান আলি কহিলেন, "প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধে গূঢ়তম কারণ বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? তা যাক্, এখন তুমি সে বিষয়বর কি করিয়া আসিলে, তাহাই বিজ্ঞাপন কর।'

"আজ্ঞা, জয়করণ নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, নিকেতনের গণদেব গুপ্ত সুড়ঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই বিলুপ্ত, পান্থনিবাসের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীই স্থানান্তরিত, বিষয় আশয় সমস্তই বেনাম, বলদেবজী অচী ও আমমোক্তার; আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, আপনার উপদেশ মত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করাতে, মূল অভিযোগ বিখণ্ডিত হইয়াগিয়াছে। কোন সংশ্রব নাই বলিয়া মমনাবিবি অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। কেবল জয়করণের ন্যায় আনুসঙ্গিক যা যৎকিঞ্চিৎ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়া রহিল, ঋণ ব্রণ ও কলঙ্কের ন্যায় তাহাও সময়ে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

'উত্তম।' বলদেবজীকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক প্রফুল্লমুখে ওসমান আলি কহিলেন "উত্তম। মহারাজ এই সংবাদ শ্রবণে অবশ্য অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সংবাদটী শীঘ্রই তাহার নিকট প্রেরণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে, তাহার উপায় কি? তুমিই লইয়া যাও না কেন?'

'আমি?" সবিস্ময়ে শঙ্কিতভাবে বলদেবজী কহিলেন, "আমি?—ক্ষমা করিবেন,—বিশ্বচাঁদের ত্রিসীমায় আমি পাদস্পর্শ করিব না।—গুজরাটে আছি,—নগরের কথা দূরে থাকুক গুজরাট দেশের মধ্যে আমি অবস্থান করিতেছি ঘুণাগ্রে এ কথা জানিতে পারিলে সেই রাক্ষস আমার সর্ব্বনাশ করিবেই করিবে। দেহের একখানি অস্থিমাত্রও ধরাতলে অবিকৃত রাখিবে না, একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে। জানিয়া শুনিয়া প্রভু এরূপ আদেশ করিতেছেন কেন? যাহার নাম শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে নিদারুণ ঘৃণার উদয় হয় সর্ব্বশরীরে জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষণ করিতে থাকে, ঘোরতর মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই মহাপাতকীর—"

বাধা দিয়া ওসমান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এত মর্ম্মান্তিক কিসের? নাম শুনিলে ঘৃণা জন্মে,—গুজরাটে অবস্থান করিতেছ, এ কথা জানিতে পারিলে সে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে, এত মর্ম্মান্তিক কিসের?'

কেন, প্রভু কি অবগত নহেন ? সেই দুরাচার পিশাচ আমার প্রতি কতদূর অত্যাচার করিয়াছিল, প্রভুর কি তাহা সুবিদিত নাই ?”

“আছে” গম্ভীরভাবে ওসমান আলি কহিলেন, “আছে, কতক কতক অবগত আছি।—দীনদয়াল ব্রহ্মচারীর নিকট কতক কতক শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণ—”

আগ্রহে বাধা দিয়া পরমলজী কহিলেন, “অবসর পাই কৈ ?—শোনেন কৈ ? আমি ত অনেকবার আপনার নিকট আমার সেই মনঃক্ষোভ আনুপূর্ব্বিক পরিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভুর তাহাতে মনঃসংযোগ হয় কৈ ? আপনার কর্ণ—”

সমস্ত কথা শ্রবণ করিবার অগ্রেই ঈষৎ হাস্য করিয়া ওসমান আলি কহিলেন, “ভাল, আজ আমার বিলক্ষণ কৌতূহল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, উপযুক্ত অবসরও উপস্থিত বটে, মূলাবধি নিগূঢ় রহস্য শ্রবণের আবশ্যকও হইয়াছে, সেই লোক প্রথমাবধি তোমার প্রতি যে সকল অত্যাহিত সাধন করিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিঃশঙ্কচিত্তে পরিস্ফুটরূপে একে একে পরিব্যক্ত কর, আমি অভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছি।”

প্রভুর ইঙ্গিতে পরমলজী আসন পরিগ্রহ করিলেন। হর্ষে উৎসাহে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, “কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ করিব ?”

“প্রথম হইতে” ওসমান আলি ধীর গম্ভীরভাবে আদেশ করিলেন, “প্রথম হইতে আরম্ভ কর।”

“আজ্ঞা প্রথমের সহিত আমার মূল ইতিহাসের সংশ্রব অতি অল্প, পাছে প্রভুর বিরক্তি—”

“বিরক্তি ?—কেন ?—বিরক্তির আশঙ্কা কি ?—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি মূল ইতিহাসের সহিত প্রথম কাহিনীর সংশ্রবই অতি অল্প, তবে সে অংশ ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন ?” বক্তার অর্দ্ধোক্তির আভাসক্রমেই ওসমান আলি ঔৎসুক্য সহকারে এইরূপ সন্দেহ ব্যঞ্জক প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র নীরবে থাকিয়া দ্বিতীয়বার কহিলেন “যদি সংশ্রবই অল্প, তবে উত্থাপন করিবার প্রয়োজন ?”

"আজ্ঞা, প্রয়োজন আছে।" মৃদুস্বরে পরমলজী কহিলেন, "প্রয়োজন আছে।—আপততঃ সাক্ষাৎ সংশ্রব নাই বটে কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমি তাহার কতদূর উপকার, কতদূর আনুগত্য করিয়াছি, আর সেই পামণ্ড তাহার বিনিময়ে আমাকে কতদূর প্রত্যুপকার প্রদান করিয়াছে। বস্তুত সে অংশটী পরিত্যাগ করিলে কাহিনীটী অসম্পূর্ণতা পরিশূন্য হইবে না।"

ওসমান আলি অধিকতর আগ্রহে কহিলেন, "তবে সেই স্থান হইতেই আরম্ভ কর। যে মেঘে যে জল সেই মেঘের প্রথম সঞ্চার অবধিই পরিজ্ঞাত হওয়া সর্ব্বতোভাবে পরিকর্ত্তব্য।"

স্মৃতিশক্তিকে নব জীবন দান করিয়া পরমলজী আত্ম কাহিনী আরম্ভ করিলেন। "পূর্ব্বে আমি জম্মুসবনগরে বিষণচাঁদের অধীনে একজন দারোগা ছিলাম। বলিলে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায় বিশ্বাস ও শ্রম যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, নরপিশাচ বিষণচাঁদের কার্য্যে আমি তাহার চরমসীমা পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতেছি, রঞ্জনলাল নামে একজন সম্পূর্ণ নিরপরাধ নিরীহ লোক কুচক্র কুহকে একটা মিথ্যা অভিযোগে ধৃত হইয়া তাহার নিকট বিচারার্থ সমানীত হয়। বিষণচাঁদ তাহাকে মুক্তি লাভের আশ্বাস প্রদান করিয়াও স্বীয় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত অথবা অপর কোন নিগূঢ় অভিসন্ধিতে এককালে জন্মশোধ তাহার উৎসাদনে কৃত সঙ্কল্প হয়। কিন্তু রঞ্জন যাহাতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মুক্তিলাভে স্থির নিশ্চয় হইয়া থাকে, এরূপ উত্তেজনা প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্ত গোপনে আমাকে উপদেশ দিয়াছিল, আমিও তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সেইরূপেই স্বকীয় বিশ্বাস ও ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিয়াছিলাম। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সে অভাগা কারা প্রবেশের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তিলাভের আশা প্রতীক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে হতভাগার ভাগ্যে যে কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা একমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই বলিতে পারেন। হায়! পরম্পরা সম্বন্ধে আমিই তাহার সেই নিদারুণ অকাল ধ্বংসের হেতুভূত হইয়াছি। আহা! কারাগারে প্রেরণ করিবার অগ্রে আমি যখন তাহাকে

কিছু আহার করিতে অনুরোধ করি, অভাগা তখন মুক্তি লালসায় উৎসাহিত হইয়া কহিয়াছিল অল্পক্ষণ মধ্যেই ত গৃহে গমন করিতে পারিব, গৃহেই আহার হইবে, এ নিদারুণ নরককুণ্ডে আর আহারের প্রয়োজন কি? আহা। তাহার সেই বিশ্বাস প্রবোধিত মর্ম্মভেদী শেষ বাক্যটী যখনই আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তখনই আমার অন্তরাত্মা যেন প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে বিদগ্ধ—"

ভগ্নস্বরে বিকৃত ভঙ্গিতে বাধা দিয়া ওসমান আলি কহিলেন, "সে সকল বৃত কথার উত্থাপনে আর প্রয়োজন কি? এ কাহিনীর সহিত সে কাহিনীর সাক্ষাৎ সংশ্রব কি আছে? তোমার নিজের সম্বন্ধে যে সকল অত্যাচার হইয়াছে, তাহাই বলিয়া যাও, সে কথার উত্থাপনে আর প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন আর কিছুই নহে, তবে বিষণচাঁদের জন্য কতদূর হৃদয়শূন্য হইয়া আমি আত্মবিবেককে একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছি হিতাহিতবিবেক শক্তিকে যৎসামান্য লোষ্ট্র প্রস্তরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া কতদূরে বিনিক্ষেপ করিয়াছি, সেইটীই আপনারে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত আমার এতদূর উপক্রমণিকা, এতদূর প্রয়াস, ও এতদূর আবিঞ্চন। আহা। অভাগার সেই শেষ বাক্যটীই অহরহ আমার হৃদয়পটে জাগরূক রহিয়াছে,—হৃদয় যেন—"

পুনর্ব্বার বাধা দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ওসমান আলি কহিলেন, "তাহা ত হইতেই পারে,—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, অকারণে একজন নিরীহ লোককে জন্মশোধ উৎসন্ন দিবার সহায়তা করিলে হৃদয়ে ত অবশ্যই বেদনা অনুভূত হইতে পারে,—কিন্তু সেই দুষ্ক্রিয়াটী নিজমুখে স্বীকার করিয়া হৃদয় গত অনুতাপ পরিব্যক্ত করাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত—"

ত্রস্তভাবে উত্তেজিত হইয়া পঞ্চলজী কহিলেন, "যথেষ্ট।—যথেষ্ট। হৃদয়গত অনুতাপই যদি অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা হইলে প্রজ্জ্বলিত অনুতাপানলে তৎসমস্তই আমি আহুতি প্রদান করিয়াছি, যাহা কিছু দগ্ধাবশিষ্ট ছিল, নিয়োগকর্ত্তার নৃশংস হস্তে তাহার বিলক্ষণ ফল উপভোগ হইয়াছে।"

গতস্য শোচনা নাস্তি।" করুণার্দ্র হইয়া ওসমান আলি কহিলেন,

"গতস্য শোচনা নাস্তি। গত বিষয়ের অনুশোচনা বৃথা। এখন তোমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহাই পরিব্যক্ত কর।'

পরমলজী আরম্ভ করিলেন। "পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, বিষণচাঁদের অধীনে আমি দারোগাগিরি কর্ম্ম করিতাম। তাহার ধর্ম্মাধিকরণের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আমার বাসস্থান ছিল। পরিবারের মধ্যে আমি, আমার সহধর্ম্মিনী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ এবং একটী অবিবাহিতা ভ্রাতৃকন্যা।—কন্যাটীর নাম সরোজিনী। একদা গৃহ সংস্কারের আবশ্যক হওয়াতে পরিবারগুলি স্থানান্তর করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু নিকটে উপযুক্ত আবাসগৃহ অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইলাম না। বহুদূরে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কাছারীতে উপস্থিত হইবার সুবিধা হয় না, বিষম বিভ্রাট। স্থির করিলাম, অন্তঃপুরচারিণীগণকে পল্লীগ্রামের ভদ্রাসনে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং যে কোনরূপে হউক, একস্থানে অবস্থান করিব। বিদায় গ্রহণের নিমিত্ত বিষণচাঁদের নিকট প্রার্থনা করাতে সে আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি যথাযথ প্রকৃত কারণ তাহাকে পরিজ্ঞাত করিলাম। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বিষণচাঁদ সহসা বলিয়া উঠিল, "কেন, পল্লীগ্রামে পাঠাইবার প্রয়োজন কি? আমার এই সুবিস্তৃত নিকেতনের প্রায় অর্দ্ধাংশই পড়িয়া রহিয়াছে, এই স্থানে স্ত্রীলোকদিগকে রাখিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে তুমি স্বচ্ছন্দেই অবস্থান করিতে পারিবে। তোমার গৃহসংস্কার শেষ হইলে, পুনর্ব্বার যথাস্থানে লইয়া যাইও, পল্লীগ্রামে প্রেরণের প্রয়োজন কি?'

"আমার কুমতি হইল,—বিনা দ্বিরুক্তিতেই তাহার অনুরোধে আমি সম্মতি প্রদান করিলাম। সে লোক যে এতাদৃশ নৃশংস নারকী ইহা যদি অগ্রে জানা থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাহার সেরূপ আতিথ্য বাক্যে সম্মতি দান করিতাম না। বিধাতাই সর্ব্বত্র বলবান। পরদিন প্রাতঃকালেই পরিজনবর্গকে তাহার আলয়ে উপস্থিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপিত করিয়া রাখিলাম। বিষধর ভুজঙ্গবিবরে নিরীহ দর্দ্দুরী আশ্রয় গ্রহণ করিল, নিরাশ্রয়া কুরঙ্গিণী যেন দুরাচার নৃশংস কিরাতের আবাসগৃহে স্বইচ্ছায় নির্ভয়ে প্রবিষ্ট হইল। কুক্ষণে পদার্পণ করা হইয়াছিল,—কুক্ষণে

করাল কৃতান্তের ভীষণ কবলে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম, এবং কুক্ষণেই সেই বিষকুম্ভ পয়োমুখ পিশাচ আমাদিগকে আশ্রয়দানে অঙ্গীকার করিয়াছিল। সেই স্থান হইতেই,—সেই পাপভূমি স্পর্শসূত্র হইতেই আমার অদৃষ্ট চক্রের অসম্ভাবী প্রতিকূল আবর্ত্তনের প্রথম সূত্রপাত।—ভাষা কথায়, সেইদিন হইতেই আমার সংসারিক সর্ব্বনাশের প্রকৃত আরম্ভ।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরমলজী একটী বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন। “একপক্ষ অতীত। বিষণচাঁদের আবাস গৃহে আমাদের একপক্ষ অতীত। প্রভুর স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বেই আমি নিবেদন করিয়াছি, আমার একটী অবিবাহিতা ভ্রাতৃপুত্রী ছিল। বালিকাটী দেখিতে অতিশয় সুশ্রী,—নধর অঙ্গযষ্টি,—হস্তপদ যেন নবনী নির্ম্মিত, বয়স পঞ্চদশের সীমা অতিক্রম করে নাই। সেই সরলা বালিকা দৈবাৎ একদিন পাষণ্ড বিষণচাঁদের কলুষিত লোভ দৃষ্টিতে নিপাতিত হইল। পাপিষ্ঠ তাহাকে কুপথগামিনী করিবার অভিলাষে, পাপাচারিণী দূতী প্রেরণ করিয়া আমার পত্নী ও ভ্রাতৃস্পত্নীকে বিস্তর প্রলোভন প্রদর্শন করে। আমার সহধর্ম্মিনী তৎসমস্ত বৃত্তান্ত আমার কর্ণগোচর করা উচিত কি না, এ বিষয়ের পরামর্শ ভ্রাতৃপত্নীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাহাকে স্তোকবাক্যে নিবারণ করিয়া কহেন যে ‘এ বিষয় জানাজানি হইলে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়া উঠিবে, হাকিমের সহিত বাদবিসম্বাদ উপস্থিত হইলে আমাদেরই বিপদ হইবার সম্ভাবনা, হয়ত বৃথা বৃথা একটা অপকলঙ্ক রটনা হইয়া যাইবে, এ অবস্থায় মৌনাবলম্বন করা সর্ব্ব প্রকারেই শ্রেয়স্কর। বিশেষতঃ দূতীটাকে যেরূপ লাঞ্ছনা করা হইয়াছে, তাহাতে পাপীয়সী অবশ্যই সে কথা বিষণচাঁদের নিকট পরিব্যক্ত করিবে সন্দেহ নাই।—সুতরাং বিষণচাঁদ লজ্জাভয়ে ওবিষয় আর পুনর্ব্বার চেষ্টা করিতে সাহস পাইবে না। অতএব একথা তুমি পরমলের নিকট কোনক্রমেই প্রকাশ করিও না,—দেখিও সে যেন ইহার বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে না পারে,—সাবধান, সাবধান, ঘৃণাগ্রেও যেন এ কথা তাহার কর্ণগোচর না হয়।,”

“ভ্রাতৃবধূ যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা সৎপরামর্শ বটে, কিন্তু ফলে

তাহার বিপরীত ঘটিয়া উঠিল। হায়! তখন যদি তাহারা আমার নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া দিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার একটা না একটা সদুপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতাম।—আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, তাহাদের কখনই তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইতে পারিত না। যাহা হউক, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে; এখন আর তাহার আলোচনায় ফল কি?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরমল্‌জী নিস্তব্ধ হইলেন, চক্ষু মার্জ্জনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। "একপক্ষ অতীত।—হঠাৎ একটী সরকারী কার্য্য উপস্থিত হয়; সেই উপলক্ষে বিষণচাঁদ আমাকে ঘটনাক্ষেত্র তদন্ত করিবার নিমিত্ত বরদার পার্শ্ববর্ত্তী এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে প্রেরণ করে। তথায় আমার অষ্টাহ বিলম্ব হয়। প্রত্যাগত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম, দেখি, গৃহ শূন্যময়, কেহ কোথাও নাই। পুরবাসীগণকে পরিচারিকাগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই কিছু উত্তর করিল না। কেবল বিষণ্ণবদনে পরস্পর পরস্পরের নয়নে বদনে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, একইভাব,—সমভাবেই নিস্তব্ধ, কেহই উত্তর করিল না। অনেকক্ষণ পরে একজন কহিল, 'ভয়ানক কাণ্ড! হাকিমের মুখেই সমস্ত শুনিতে পাইবেন, তিনিই সমস্ত অবগত আছেন, ভয়ানক কাণ্ড!,"

"শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইল। সন্দিগ্ধচিত্তে উদ্ধশ্বাসে বিষণচাঁদের কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্রই বিষণচাঁদ চমকিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই বিমর্ষ! অন্তঃপুরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করাতে দীর্ঘনিশ্বাস বিনিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণবদনে ছাড়া ছাড়া কথায় উত্তর করিল, 'ভয়ানক ব্যাপার, বিষম বিভ্রাট! কাণ্ডটা কি সমস্ত শ্রবণ করা হইয়াছে? আমি ইহার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করি না। এ কি দুর্দ্দৈব!—ভয়ানক ব্যাপার, অদ্ভুত কাণ্ড!,"

"এইরূপ বিজটিল ভয়াবহবাক্যে আমি যেন হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ আর বাক্যস্ফুরণ হইল না।—বিষণচাঁদ পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, 'আমার ত কিছুতেই

বিশ্বাস হয় না। তোমার পত্নী যে একার্য্যে সংলিপ্ত, আমার ত ইহা কোন-মতেই বিশ্বাস হয় না। ভ্রাতৃপত্নীর স্বভাবও অতি নির্ম্মল সে যে এবিষয়ে সহকারীতা করিয়াছে, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করি ?,"

"মন আমার ক্রমশই চঞ্চল হইতে লাগিল, কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন মহাশয়, কি হইয়াছে ?—কিসে সংলিপ্ত ?—কিসের সহকারীতা ?"

"বিষণচাঁদ সবিস্ময়ে উত্তর করিল, 'কেন, তুমি কি ইহার কিছুই শ্রবণ কর নাই ? এতদূর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কেহই তোমাকে এ বিষয় বিজ্ঞাপন করে নাই ?,"

"প্রজ্জ্বলিত আগ্রহে আমি উত্তর করিলাম, "আজ্ঞা না কেহই বলে নাই। মিনতি করি প্রকাশ করিয়া বলুন। তাহারা কোথায় ? আমার সরোজিনী কোথায় ? তাহাদের কি হইয়াছে ?

"ললাটে হস্তার্পণ করিয়া বিমর্ষবদনে বিষণচাঁদ কহিল আর কি হইয়াছে।—বিধির লিপি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। ভিন্ন অধিকারের শুরু পরোয়ানা অনুসারে তাহারা ধৃত হইয়াছে সেই সূত্রেই শান্তিরক্ষকের লোকজনেরা তাহাদিগকে ভিন্ন অধিকারে লইয়া গিয়াছে।,

"ভয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায়, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পুনরায় পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরোয়ানা ?—ধৃত ?—শান্তিরক্ষক ? ইহার অর্থ কি ? কি অপরাধে পরোয়ানা ?—কি অপরাধে ধৃত ?

"যেন অতিশয় কাতর, এই ভাব প্রকাশ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে বিষণ চাঁদ কহিল, 'কুলকন্যাকে কুপথগামিনী করা,—প্রলোভন দেখাইয়া বহিষ্কৃত করা,— বিধিসিদ্ধ অভিভাবকের নিকট হইতে বহিষ্কৃত করা।,"

"সর্ব্বশরীরে আমার যেন বিদ্যুতাগ্নি বিক্রীড়িত হইল। মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। ক্ষণে ক্ষণে যেন শ্বাসরোধ হইতে লাগিল। বহুকষ্টে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অস্পষ্টস্বরে কাতরবচনে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর আমার ভ্রাতষ্পুত্রী ?—আমার প্রাণাধিকা সরোজিনী ?—সরোজিনীও কি সেই অভিযোগে সংলিপ্ত ?"

"বিষণচাঁদ ধীরে ধীরে উত্তর করিল, 'না না, সরোজিনী না।—তাহার উপর কোন অভিযোগ নাই।—পত্নী ও ভ্রাতৃপত্নীই ঐ অপরাধে অভিযুক্ত; পত্নী মূল,—ভ্রাতৃপত্নী সহকারিণী।,"

"আমি উন্মত্তভাবে চীৎকার করিয়া কহিলাম, "সর্ব্বৈব মিথ্যা,—সমস্ত অলীক,—অভিযোগে নরক তুল্য ঘৃণাকর।—চক্রান্তকারীর চক্র,—কুচক্রী লোকের জঘন্যবৃত্তি সাধনের কৌশল জাল।—অভিযোগ সমস্তই মিথ্যা,—আদ্যোপান্ত সমস্তই অমূলক।"

"সান্ত্বনাবাক্যে বিষণচাঁদ উত্তর করিল, 'তাহা আমি জানি,—এ অপবাদ যে সম্পূর্ণই অলীক, তাহা আমার বিলক্ষণ ধারণা হইয়াছে। তুমি চিন্তা করিও না,—ধর্ম্মের দ্বারে অর্গল নাই।—সময়ে সমস্তই প্রকাশ পাইবে।—বিচারকের সূক্ষ্মদর্শিতায় সমস্ত সত্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সত্য কখনই বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে না।—শীঘ্রই তাহারা অব্যাহতি পাইবে, কোন চিন্তা নাই।,"

"শান্তিরক্ষকের সান্ত্বনাবাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আমি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে সরোজিনী গেল কোথায়?—সে যদি অপরাধিনী নয়, তবে তাহাকে লইয়া গেল কেন?"

"এই প্রশ্নে বিষণচাঁদের বিমর্ষবদনে মৃদুমন্দ হাস্য প্রতিভাত হইল। ঔদাস্যভাবে কহিল, 'না না, তাহাকে লইয়া যায় নাই,—সে স্বয়ংই স্বইচ্ছায় তাহাদের অনুগামিনী হইয়াছে। আমি তাহাকে বিস্তর প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, সে তাহাতে কর্ণপাতও করিল না, সমস্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া জননী ও পিতৃব্যপত্নীর অনুবর্ত্তিনী হইল।,"

"বিষণচাঁদ আমারে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতেছে, ইত্যবসরে একজন অশ্বারোহী দ্বারদেশে উপনীত হইল। কিঞ্চিৎ পরেই একজন পরিচারক গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক একটী মোহরাঙ্কিত সুপ্রশস্ত পুলিন্দা বিষণচাঁদের প্রসারিতহস্তে সমর্পণ করিল। পুলিন্দা উন্মোচিত হইলে বিষণচাঁদের বদন আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ললাটে করাঘাত করিয়া

রক্তমুখে পত্রখানা দশধা বিচ্ছিন্ন করিয়া সে লিখা দিল। আমি অতিশয় উন্মনা হইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মহাশয়, কিসের পত্র?—সংবাদ কি?—হঠাৎ আপনার একরূপ ভাব হইল কেন?"

"বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বিষণচাঁদ বিকটস্বরে উত্তর করিল, 'আর কেন?—এ পত্র—,"

"অনিষ্টকাতরচিত্তে সর্ব্বদা অনিষ্ট আশঙ্কাই প্রবল হইয়া থাকে। আকুলচিত্তে ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়া আমি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন কেন. কি হইয়াছে?—পত্র কি বলে?"

"আমার অনিষ্টাশঙ্কাই ফলবতী হইল। হতাশস্বরে বিষণচাঁদ উত্তর করিল, 'আর কি বলে।—সর্ব্বনাশ হইয়াছে।—অজ্ঞ বিচারক সেই নিরপরাধিনী অবলা দুটীকে দুই বৎসরের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।—প্রত্যাগমনকালে সরোজিনীকে দস্যুদলে—,"

"আমার মস্তকে যেন শত শত মহাবজ্র নিপতিত হইল। চক্ষের সম্মুখে পৃথিবী যেন কুলালচক্রের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, সরোজিনীকে দস্যুদলের পর বিষণচাঁদ যে আর কি কি বলিয়াছিল, তাহা আর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। বসিয়া থাকিবার আর সামর্থ্য রহিল না সংজ্ঞাশূন্য জড়পদার্থের ন্যায় ধরাতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।'

সপ্তবিংশ কাণ্ড।

অবস্থা পরিকীর্ত্তন,—দ্বিতীয় স্তর।

"সেই অবস্থায় কতক্ষণ যে অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা আর তখন স্মরণ হইল না। যখন চৈতন্যলাভ করিলাম, তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। অপরাহ্ণ তৃতীয় প্রহরের সময় বিষণচাঁদের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তাহার দুই দণ্ড পরেই নির্ঘাত সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, প্রায় দুই প্রহর কাল কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না। সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখি, নিজের শয্যাতেই শয়ন রহিয়াছি। একজন ভৃত্য আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তালবৃন্ত বীজন করিতেছে, সর্ব্বশরীর সুশীতল সলিলে সংসিক্ত। আমার চৈতন্য দর্শনে ভৃত্যের বদন প্রফুল্ল হইল, আমি তাহাকে বিদায় দিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। চিন্তাবেগে নিদ্রা হইল না, শয্যোপরি শয়ন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। মায়াবিনী নিদ্রা কোন কালে আকুলিত হৃদয়কে তাহার সেই সুবিমল করুণাকটাক্ষ দান করিতে দ্রবতী হইয়া থাকেন?—চিন্তাপূর্ণ হৃদয় কোন কালে সেই বিশ্বমোহিনী নিদ্রার সুমধুর প্রসাদ লাভ করিতে সহজে সমর্থ হইয়াছে? এইরূপে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। অবশেষে বিস্তর সাধ্যসাধনার পর, যখন তিনি অনুগত হইয়া আমার উপনেত্রে আবির্ভাব হইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় অন্তঃপবন কর্ণবাগ ভেদ করিয়া যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট চীৎকারধ্বনি আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল। নিদ্রার প্রত্যাশাও সেই সঙ্গে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। আমি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। এই শব্দ কোন দিক হইতে আসিল, এই রাত্রে কে বিপদে পতিত হইয়া চীৎকার করিতেছে, মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিতেছি, ইত্যবসরে সেইরূপ চীৎকারধ্বনি আমার শ্রবণপুটে পুনর্ব্বার প্রতিঘাত হওয়ায় মনকে একেবারে আকুলিত করিয়া তুলিল। আর নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। শরীর যদিও তখন নিতান্ত অপটু, মন যদিও অতিশয় শোকাকুল কিন্তু পুলিসের কর্ম্মচারী দস্যু হস্তে নিপতিত অথবা দুর্জ্জন দ্বারা নিষ্পীড়িত লোকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে কখনই সে স্থিরচিত্তে বসিয়া থাকিতে পারে না।—আমিও পারিলাম না, সুতরাং সাবধানে, অতি সতর্কভাবে, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছি আবার সেইরূপ শব্দ পার্শ্বস্থিত গবাক্ষ পথ হইতে পুনঃ পুনঃ বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।

প্রকারে চীৎকারধ্বনি নহে, অতি ক্ষীণ, মৃদু মৃদু আর্ত্তনাদ। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া সেই গবাক্ষের নিম্নদেশে, স্থির ভাবে, একাগ্র মনে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। প্রায় একদণ্ড অতীত, কিছুই শুনিতে পাইলাম না। অগত্যা গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শয্যোপরি শয়ন করিলাম, চিন্তায় আর নিদ্রা হইল না। নিদ্রাদেবী সে রজনীর মত আমার শয়নকক্ষ হইতে একেবারেই বিদায় গ্রহণ করিলেন।”

“রজনী প্রভাত।—আমি বিষণচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।—সরোজিনীর পরিণাম, এবং পরিজনের মুক্তির উপায় জানিবার নিমিত্ত বিষণচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। আমার গৃহ হইতে বিষণচাঁদের বহির্বাটীতে গমন করিতে হইলে পূর্ব্বকথিত গবাক্ষতল দিয়া গমন করিতে হয়। আমি গবাক্ষের সমীপস্থ হইলাম,—দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে। হঠাৎ একটী নবীনা যুবতীর একখানি সুকোমল হস্ত চকিতবৎ আমার নয়নপথে নিপতিত হইয়া, পরক্ষণেই অদৃশ্যপথে লুক্কায়িত হইল। আমি বারম্বার সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই অলঙ্কারযুক্ত করপদ্মখানি পুনর্ব্বার আর দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না। চিন্তাকুল অন্তরে বিষণচাঁদের উপবেশন গৃহে উপনীত হইলাম। দেখি, বিষণচাঁদের সম্মুখে রাশি রাশি কাগজপত্র এদিক ওদিক বিশৃঙ্খলভাবে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বিষণচাঁদ সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল, ‘একি? তোমার এরূপ আকৃতি কেন?—হাঁ হাঁ, হইবারই ত কথা।—যেরূপ নির্ঘাত সংবাদ তাহাতে ওরূপ হইবার আর বিচিত্র কি?—আমাকে কি করিতে হইবে বল। যাহা বলিবে, তাহাতেই আমি প্রস্তুত আছি।—যাহাতে প্রতিকার হয়, তাহার চেষ্টা করিতে আমি কখনই পরাঙ্মুখ হইব না।—কি করিতে হইবে বল?,”

“আমি বিমর্ষভাবে কহিলাম, “মহাশয়! সরোজিনী দস্যু হস্তে’ এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলাম, আর কিছুই শ্রবণ করি নাই। তৎকালে চৈতন্য হারিণী কুহকিনী মূর্চ্ছা স্বীয় মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক সহসা আমার চৈতন্য হরণ করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অবশিষ্ট অংশ শ্রবণ করিতে সাবকাশ

প্রাপ্ত হই নাই।—এক্ষণে মন দৃঢ় করিয়াছি, পরিণাম শ্রবণ করিলে কাতর হইব না, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলুন।”

“দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণবদনে বিষণচাঁদ উত্তর করিল, ‘আর কি শ্রবণ করিবে!—অভাগিনীর পরিণাম বড়ই শোচনীয়। তোমার পরিজনের বিচার নিষ্পত্তি হইবার পর রক্ষিগণের সহিত অভাগিনী যখন প্রত্যাগমন করিতেছিল, পথিমধ্যে হঠাৎ একদল দস্যু আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে,—অলঙ্কারের লোভেই তাহাদের আক্রমণ করে,—রক্ষিদ্বয় নিরস্ত্র, সুতরাং প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে।—সরোজিনী অবলা, বালিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, দস্যু দর্শনে একেবারেই আকুল পলায়ন করিতে পারিল না, কাজেই দস্যু হস্তে নিপতিত হইল।—দস্যুরা অনুসরণ করিতেছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত একজন রক্ষী পশ্চাৎভাগে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, সরোজিনী দস্যু হস্তে নিপতিত, একজন দস্যু অভাগিনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া তাহার সেই ভীষণ অসি উত্তোলন করিয়াছে। তদ্দৃষ্টে রক্ষীর আরও ভয় হইল। দৃষ্টি অপসারিত করিয়া প্রাণপণে দ্বিগুণতর বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। অবশেষে সরলা বালার অদৃষ্টে যে কি ঘটিল, রক্ষী তাহা—,’

“আর বলিতে হইবে না।” আমি চীৎকারস্বরে উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলাম, “আর বলিতে হইবে না। তৎপরে অভাগিনীর ভাগ্যে যাহা হইয়াছে, সহজেই তাহা অনুমিত হইতেছে।—পঞ্চম বর্ষীয় বালকও তাহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারে। হায়! অভাগিনীর অপঘাত মৃত্যু হইল,—দস্যু হস্তে মৃত্যু, ললাটের লিখন, তাহাই হইয়াছে। যাক্, সে বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম। এখন সহধর্ম্মিনী ও ভ্রাতৃবধূর নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? তাহারই সৎপরামর্শ প্রদান করুন।—আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত, অনুগত ও বাধ্য।”

“ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিষণচাঁদ উত্তর করিল, ‘তাহার জন্য চিন্তা কি? পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা কর,—বিচার নিষ্পত্তির কাগজপত্র আনয়ন করিয়া পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা কর।—আমিও প্রকাশ করিও না,—আমিও স্বয়ং

সেখানকার বিচারপতিকে একখানি অনুরোধপত্র লিখিয়া পাঠাইব। না, তুমি স্বয়ংই সেখানি লইয়া যাইও। পথে যাহাতে তোমার কোনরূপ কষ্ট না হয়, যাহাতে অনায়াসেই যানবাহন প্রাপ্ত হইতে পার, তাহার সদুপায় এখনই আমি করিয়া দিতেছি।—তোমার মন অতিশয় ব্যাকুল, এ অবস্থায় সে সকলের যোগাযোগ তোমা হইতে হইয়া উঠিবে না।—আমিই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি, তুমি সত্বরেই প্রস্তুত হইবার উদ্যোগ কর। পথ পর্য্যটনের উপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক, আমি ইত্যবসরে সুপারিসপত্র লিখিয়া রাখিতেছি, যাইবার সময় লইয়া যাইও।"

"আমি মোহিত হইলাম।—তাহার এই দয়া মমতার স্রোত দর্শন করিয়া একেবারেই মোহিত হইলাম। মনে করিলাম, একরূপ দয়াল ও স্নেহময় প্রভু ভাগ্যক্রমেই প্রাপ্ত হইয়াছি।—অনুগতের প্রতি একরূপ দয়া অতি অল্প প্রভুরই হইয়া থাকে।-পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলেই আমি এতাদৃশ আশ্রিতপালক মহানুভব প্রভুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি। মনে মনে এই সকল চিন্তা করিয়া উচ্চকণ্ঠে বিষণ্ণজীব প্রতি শতসহস্র কোটি কোটি ধন্যবাদ অর্পণ করিতে লাগিলাম। ধন্যবাদ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বিষণ্ণ চাঁদ আমার প্রতি পথপর্য্যটনের আবশ্যক মত দ্রব্যসামগ্রী সত্বরে আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিল। গৃহ হইতে বহির্গমন করিবার জন্য আমি দুই একপদ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় গত রজনীর চীৎকারধ্বনি এবং অদ্য প্রত্যূষের গবাক্ষ সন্নিহিত সালঙ্কার হস্তের কথা মনোমধ্যে উদয় হইল, ফিরিয়া দাড়াইলাম। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সে সমস্ত কথা বিষণ্ণচাঁদকে বিজ্ঞাপন করিলাম।"

"বিষণ্ণচাঁদ চমকিত হইল,—মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে প্রশান্তভাবে উত্তর করিল, তিনি আমার শ্বাশুড়ী।—সম্প্রতি বায়ুরোগে আক্রান্ত।—অদ্য তিনদিবস হইল, তাঁহাকে এখানে আনয়ন করা হইয়াছে।—গত রজনীতে হয় ত তুমি তাঁহারই চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকিবে।—ঔষধি সেবন করাইবার কালে, তিনি ঐরূপ চীৎকার ও ছুটাছুটী করিয়া থাকেন।—অদ্য প্রত্যূষে গবাক্ষপথে হয় ত তুমি তাঁহারই প্রক্ষিপ্ত মণিবন্ধ দর্শন করিয়া থাকিবে।

"আমি সচিন্তিতভাবে কহিলাম, "আজ্ঞা, হস্তখানি ত বৃদ্ধার বলিয়া উপলব্ধি হইল না। নবীনা যুবতীর হস্তের ন্যায়ই দর্শন করিয়াছিলাম; বিশেষতঃ অলঙ্কার বিভূষিত হস্ত। আপনার শ্বাশুড়ী প্রবীনা,—বিধবা!—বিধবার হস্তে অলঙ্কার —'

"দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাধা দিয়া বিষণচাঁদ কহিল, 'পাগলের কথাই এক সতন্ত্র।—অলঙ্কার পরিতে তাঁহার বড়ই সাধ।—কি করি, তাঁহার মনঃতুষ্টির নিমিত্ত কতকগুলি কৃত্রিম জড়াও অলঙ্কার তাহাকে প্রদান করিয়াছি, মাঝে মাঝে তিনি সেইগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন।—তুমি তাঁহারই হস্ত দর্শন করিয়া থাকিবে। অলঙ্কারে বিভূষিতা হইলে, সকলকেই সুন্দরী বলিয়া অনুমিত হয়—সকলেরই রূপলাবণ্য সমুজ্জ্বলরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে।—বিশেষতঃ নানা চিন্তা নানা দুর্ভাবনায় তোমার মন অতিশয় আকুল, সেই আকুলতা বশতঃ তোমার দৃষ্টির ওরূপ ব্যতিক্রম ঘটাও নিতান্ত বিচিত্র নয়, সেই নিমিত্ত যুবতী হস্ত বলিয়াই তোমার মনে ধারণা হইয়া থাকিবে। বাস্তবিক তিনি আমার শ্বাশুড়ী। মাননীয়া পূজনীয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী।,"

"সম্ভাবনাও তাহাই।—দুর্ভাবনায় আমার মন তখন যেরূপ বিচলিত, তাহাতে যে ওরূপ ভ্রম হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? দৃষ্টির ভ্রম হইবে ইহাতে আর বিচিত্রই বা কি আছে? মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া আমি বিষণচাঁদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। আপন কক্ষে আগমনপূর্ব্বক পথপর্য্যটনের আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত রহিয়াছি, এমন সময় চারি পাঁচজন অস্ত্রধারী পুলিস প্রহরী হঠাৎ আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা সকলেই অপরিচিত,—একজনের সহিতও আমার আলাপ পরিচয় নাই।—অপর এলাকার লোক, সুতরাং আলাপ থাকিবার সম্ভাবনাই বা কি? সহসা তাহাদের অনধিকার প্রবেশে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অগ্রেই একজন রক্ষী কর্কশস্বরে ব্যঙ্গভাবে হাস্য করিতে করিতে কহিল, 'সেলাম পৌঁছে দারোগা সাহেব। আর দেখেন কি। পলাইবার পথ নাই। যদি অনুগ্রহ করিয়া

দর্শন দিয়াছেন, তবে কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া একবার শ্রীঘর পর্য্যন্ত আগমন করুন! আর আমাদের কষ্ট দিবেন না, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।—এবাটী ওবাটী অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা—,"

"আমি উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলাম, "কে হে বাপু তোমরা?—এরূপ ইতরের ন্যায় তোমাদের আলাপ ব্যবহার কেন? তোমাদের অনধিকার প্রবেশের কারণই বা কি? কি কারণে তোমরা এখানে আগমন করিয়াছ?"

'ইঃ! ভাবি যে সাধুলোক দেখিতেছি!' একজন প্রহরী তাচ্ছিল্যভাবে রুক্ষস্বরে কহিল, 'ইঃ! ভাবি যে সাধুলোক দেখিতেছি? অনধিকার প্রবেশ?—বেটা কি সাধু গা!—খুনে, বদমাস, পাজী!—বেটার সহিত আবার সাধু ব্যবহার করিতে হইবে! চোর, বদমাস!,"

"আমি সক্রোধ ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে কহিলাম, "পুনরায় কটূক্তি?—পুনরায় অসৎব্যবহার? কি কারণে আগমন, তাহাই প্রকাশ কর না,—কটুকাটব্য প্রয়োগ করিবার আবশ্যক কি?'

"অপর একজন রক্ষী উত্তর করিল, 'কারণ আবার কি? চোরাইমাল খরিদ করিবেন উনি,—দস্যু তস্করকে উৎসাহ দান করিবেন উনি,—তাহাদের সঙ্গে উঁহার সর্ব্বদাই সহবাস'—এখন আবার ন্যাকামো দেখ!—যেন সে লোক নয়!,"

"কথা শেষ হইলে প্রথম বক্তা বলিয়া উঠিল, 'আরে এত কথায় কাজ কি? বেটাকে বাঁধিয়া ফেল না,—সকল গোল চুকিয়া যাউক!—উহার সহিত শিষ্টাচারের আবশ্যক কি?—ও একজন পুলিসের লোক, উহার সহিত মিষ্টালাপের প্রয়োজন কি? দাগী বদমাসের সহিত ভদ্রব্যবহার, বিচার বিতণ্ডা, অথবা তর্ক বিতর্কই বা কিসের? বাঁধ না বেটাকে।"

"আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উগ্রভাবে ক্রোধ বিকম্পিতস্বরে কহিলাম, "সাবধান! ওরূপ অশ্লীলবাক্য উচ্চারণ করিও না;—আমার অঙ্গে অঙ্গুলী স্পর্শ করিও না, বিপদ ঘটিবে!—সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।—কি সাহসে তোমাদের এতদূর বৃদ্ধি?—কাহার প্রশ্রয়ে তোমাদের এতদূর স্পর্দ্ধা?—সাবধান। আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না।"

"আমার এই তর্জ্জন গর্জ্জনে তাহারা ভীত হইল না। ধৃত করিবার নিমিত্ত দুইজন বরুী দুইদিক হইতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"আমি অপমান ভয়ে সবেগে পলায়ন করিলাম।—বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া রক্ষিদ্বয় উভয়পার্শ্বে দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হইল। ধাক্কা মারাতে অপর রক্ষিদিগের অবস্থাও সেইরূপ—পপাত ধরণীপৃষ্ঠে। আমি নিক্ষিপ্ত তীরবৎ বেগে প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিলাম।—রক্ষীরা "ধর ধর" শব্দে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। আমি উন্মত্তের ন্যায় বিমলচাঁদের কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।"

"আমার এই ভাব দর্শনে বিমলচাঁদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'একি ?—তোমার এ ভাব কেন ?—কি হইয়াছে ?—গোল কিসের ?,"

"আমি ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বর্ষণাকর্ষণ করিতে করিতে ছাড়া ছাড়া কথায় উত্তর করিলাম, "জানি না,—পুলিসের লোক,—অপর এলাকার,—বলে, ধর, বাধ, গাঁটের মাল,—চোরের সহচর,—দাগী বদমাস—"

"আমার কথা শেষ হইতে না হইতে রক্ষীরা দ্রুতপদে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিমলচাঁদের ভ্রুকুটী ভঙ্গী দর্শনে একজন রক্ষী যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিল, 'ধর্ম্মাবতার। আমোদ নগরের মুফ্‌তী সাহেবের কাছারী হইতে ইহার নামে গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। এ ব্যক্তি দস্যু তস্করের সংযোগে গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে,—সম্প্রতি একদল দস্যু, সেখানকার পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়,—দলের মধ্যে একজন ইহার নাম উল্লেখ করিয়া বলে যে, আমরা যে সকল গৃহস্থের ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছি, তৎসমুদয় ইহার নিকট সংগোপনে—,"

"কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া বিমলচাঁদ উগ্রস্বরে কহিল, 'সেকি ? এ ব্যক্তি ভদ্রলোক,—বহুকাল হইতে আমার অধীনে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে।—বড়ই বিশ্বাসী,—বহুকালের কর্ম্মচারী।—চোরের কথায় বিশ্বাস কি ? —হয় ত অপর লোককে তাহারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবে,—হয় ত তোমাদের ভুল হইয়াছে,—হয় ত এই নামে অপর কোন ব্যক্তি থাকিতে পারে,—ভ্রান্তিক্রমে তাহাকে না ধরিয়া ইহাকেই ধৃত করিতে সমুদ্যত হইয়াছ।,"

...না হুজুর, ... নাই।—এই সেই ব্যক্তি।—দস্যু স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছে, এ-ই সেই ব্যক্তি।—জম্বুসরের দারোগা,—নাম পরমলজী,—মহাশয়ের অধীনে কর্ম্মকাজ করে।—ভ্রান্তি হয় নাই, এ-ই সেই ব্যক্তি।,"

"ভাল স্বীকার করিলাম।' বন্দীর এই সকল বাক্য শ্রবণে বিষণচাঁদ উত্তর করিল, 'চোরেরা একথা বলিয়াছে স্বীকার করিলাম।—কিন্তু এ ব্যক্তি যে দস্যুতস্করের সহিত সংলিপ্ত, সে বিষয়ের প্রমাণ কি?—চৌরের কথায় বিশ্বাস কি?—দস্যু তস্করের কথায় একজন নিরীহ ভদ্রলোককে বন্দী করা অপমান করা, বড়ই ন্যায়বিরুদ্ধ বস্থ'—সবিশেষ প্রমাণ না লইয়া একজন দস্যুর কথায় সহসা পরোয়ানা বাহির করা, বড়ই যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য।,"

"বন্দী উত্তর করিল, 'আজ্ঞা, এ কথার উত্তর আমরা প্রদান করিতে পারি না।—আমাদের প্রভু,—আমোদ নগরের মুফ্‌তী সাহেব তাহার প্রকৃত উত্তর—,"

"বাধা দিয়া বিষণচাদ কহিল, 'না না, সে কথা বলিতেছি না।—বলি, লোকে হিংসা করিয়াও ত ঈর্ষাবশে ইহার নামে এইরূপ দুর্নাম রটাইতে পারে, আমি সেই কথাই বলিতেছিলাম,—সচরাচর এরূপ ঘটাও ত আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।—ভাল, পরমল্ যে দস্যু তস্করের সহিত সংলিপ্ত, তাহার প্রমাণ কি?—দস্যুরা কি বলিয়াছে?,"

"প্রহরী অবনত মস্তকে উত্তর করিল, 'আজ্ঞা, দস্যু বলিয়াছে, অপহৃত বস্তু ইহারই গৃহে লুক্কায়িত আছে।—কোন একটী নির্দ্দিষ্টগৃহে সে সকল প্রোথিত আছে।,"

"গৃহে প্রোথিত?—অসম্ভব।—এ ব্যক্তির বাসস্থান আমারই গৃহে। বাল্যাবধিই এইখানে ইহার বসবাস।—গৃহতলও প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত।—সেখানে, প্রোথিত কিরূপে হইবে? খনন করাও অতীব দুর্ঘট।—করিলেও গোপন রাখিবার উপায় নাই।—অন্ততঃ শব্দও কাহার না কাহার কর্ণগোচর হইতই হইত। অসম্ভব।, ঘৃণিতভাবে এই সকল কথা বলিয়া বিষণচাঁদ রোষকষায়িতলোচনে বন্দিদিগের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

"প্রধান রক্ষী দুই একপদ অগ্রসর হইয়া নতশিরে অতি বিনম্রভাবে উত্তর করিল, 'ধর্ম্মাবতার! আপনার গৃহে নহে, উহারই আবাসভবনে চোর, সেইখানকার কথাই উল্লেখ করিয়াছে;—এখানকার নামগন্ধ করে নাই।,"

"তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বিষণচাঁদ কহিল, 'উহার ভবনে?—আচ্ছা যাও।—তল্লাসী লও গিয়া।—গবমল্ আমার নিকটে থাকুক।—যদি পলায়ন করে, তাহার দায়ী আমি।,"

"রক্ষীরা অভিবাদনপূর্ব্বক একেএকে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। আমি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিতেছিলাম। আমার উপর বিষণচাঁদের স্নেহ মমতা দর্শনে উত্তরোত্তর তাহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা হইতে লাগিল। রক্ষিগণের নিষ্ক্রামনের পর, আমি মৃদুস্বরে বিষণচাঁদকে কহিলাম, "হজুর, ইহা নিশ্চয়ই কোনরূপ ষড়যন্ত্র।—আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত কোন কুচক্রীলোকে এইরূপ ভয়ানক ষড়জাল বিস্তার করিয়াছে। প্রভু। থানা তল্লাসীটা আমার সাক্ষাতে হইলেই ভাল হয়। কুচক্রীলোকেরা উহাদের যদি উৎকোচ দান করিয়া থাকে, তাহা হইলে অপহৃত অলঙ্কার আমার গৃহ হইতে প্রাপ্ত হইয়াম বলিয়া উহারা মিছামিছি আমার নামে একটা অপকলঙ্ক রটনা করিয়া দিবে, সুতরাং আমি মহা বিপদে—"

'একপ করিতে পারে বটে।' চমকিতভাবে বিষণচাদ বলিয়া উঠিল, 'এরূপ করিতে পারে বটে। উহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। সকলই করিতে পারে।, এই পর্য্যন্ত বলিয়া রক্ষিদিগের আহ্বান করিবার জন্য একজন ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। প্রহরীরা উপস্থিত হইলে তাহাদের সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, 'না, ইহার অসাক্ষাতে তল্লাসী লইতে পাইবে না।—ইহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, সম্মুখেই তদন্ত কর।—কিন্তু সাবধান ইহার অঙ্গ স্পর্শ করিও না, অপমান করিও না। আবার বলি, যদি পলায়ন করে, তাহার দায়ী আমি।,"

"রক্ষিদিগের সহিত আমি বাহিরে আসিলাম। শকটারোহণে যথা সময়ে

আমার পূর্ব্বতন আবাসভবনে আসিয়া উপনীত হইলাম। বাটী প্রবেশপূর্ব্বক রক্ষীরা প্রতি গৃহের ভূমিতল যষ্টিদ্বারা আঘাত করিতে করিতে চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় একদণ্ড অতিবাহিত।—রক্ষীরা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। আমি আর মনোভাব সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়া উঠিলাম, "বাপু হে! তোমাদের কি কিছু ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে? তাহা আমাকে এতক্ষণ বল নাই কেন? কোন্ কালে আমি মিষ্টান্ন আনাইয়া দিতে পারিতাম।—আমার রন্ধনশালায় কি পাইবে? গৃহ সংস্কার হইতেছে, এখানে খাদ্য সামগ্রী থাকিবে কেন? তোমরা—"

"বাধা দিয়া সচকিতে প্রধান রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, 'এইটাই কি তোমার রন্ধন গৃহ'?—পাকশাকাদি কি এইখানেই হইয়া থাকে?,"

"আমি হাস্য করিতে করিতে উত্তর করিলাম, "হাঁ,—কিন্তু তোমাদের পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, গৃহ সংস্কার হইতেছে, পাকপাত্রে অন্নব্যঞ্জন এসময় কিরূপে—"

"আমার কথায় মনোযোগ প্রদান না করিয়া প্রধান রক্ষী সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল, 'এই ঘরই বটে'।—তাই এতক্ষণ তুমি আমাদের এঘর ওঘর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বৃথা বৃথা কষ্ট দিতেছিলে বটে? এখন বুঝিতে—,"

"কথা সমাপ্ত করিবার অবকাশ হইল না। একজন রক্ষী চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিল, 'এই যে, এখানকার ভূমি কিছু সহল দেখিতেছি। যেন একবার খনন হইয়াছিল এরূপ অনুমান হইতেছে।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া কোদালিদ্বারা সেইস্থান খনন করিতে আরম্ভ করিল। পাছে আমি পলায়ন করি, এই ভয়ে অপর রক্ষীরা আমার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিল।,"

"আমার শঙ্কা হইল না। নির্দ্দোষীর আবার শঙ্কা কি?—নিষ্পাপ অন্তরে শঙ্কা স্থান প্রাপ্ত হইবে কেন? সহল ভূমির কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিলাম, গৃহসংস্কারের নিমিত্ত খনন করিবার আবশ্যক হওয়াতে হয় ত রাজমিস্ত্রিরা ঐ স্থান খনন করিয়া থাকিবে,—হয় ত ঊর্দ্ধদেশ হইতে কোন কঠিন দ্রব্য পতিত হওয়াতে ঐ স্থানের অবস্থা ঐরূপ হইয়া থাকিবে

মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছি, এমন সময় খনককারী চীৎকার করিয়া উঠিল। সদর্পে জয়োল্লাসিতলোচনে কঠোর স্বরে আমারে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'তবে রে পাজী!—তবে নাকি তুই চোর নহিস্? এ কি, দেখ্ দেখি?' বলিয়া সেই গহ্বর হইতে একটী মধ্যবিধ গঠনের তাম্রপাত্র উত্তোলনপূর্ব্বক সকলের সম্মুখে সংস্থাপিত করিল। আবরণ উন্মুক্ত হইলে দেখিলাম, বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারে তাম্রপাত্রটী একেবারে পরিপূর্ণ।"

অষ্টাবিংশ কাণ্ড।

অবস্থা পরিকীর্ত্তন,—তৃতীয় স্তর।

"আমি একেবারেই আড়ষ্ট!—মুখে আর বাক্য নাই, জিহ্বা তালু বিশুষ্ক!—স্পন্দহীন প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। সংজ্ঞা শরীর হইতে এককালেই তীরোহিত। প্রধান রক্ষীর ইঙ্গিতে অপরাপর প্রহরীরা আমারে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল। চতুর্দ্দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ।—জম্মুসরের দারোগা অপহৃত দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে, দস্যু তস্করের সহিত তাহার সহবাস, সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে, এই সংবাদ কাননব্যাপ্ত দাবানলের ন্যায় বিদ্যুৎবেগে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল,—লোকে লোকারণ্য। নিদারুণ লজ্জা ও ঘৃণায় আমি একেবারে মৃতবৎ, দরদর ধারে নয়নাশ্রু প্রবাহিত হইয়া আমার গণ্ডদেশ ও বক্ষস্থল এককালে আপ্লাবিত করিল। আমি বসনপ্রান্তে বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক স্খলিতপদে রক্ষিদিগের সহিত শকটে আরোহণ করিলাম। শকটখানি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল।"

"প্রধান রক্ষী ব্যঙ্গভাবে কহিল, 'কি গো দারোগা মহাশয়! বন্ধনশালায় ত কিছুই পাইলাম না!—গৃহ সংস্কার হইতেছে, ওখানে কি কিছু অন্নব্যঞ্জন

থাকিতে পাবে? কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনাইয়া দাও।—বড়ই ক্ষুধার উদ্রেক, তাহা নিবারণের উপায় কি? বলি, কিছু মিষ্টান্ন যোগাড় করিয়া দিতে পার?,"

"আমার চমক ভাঙ্গিল।—এই নিদারুণ মর্ম্মভেদী বিদ্রূপবাক্যে আমার চমক ভাঙ্গিল।—সর্ব্বশরীরে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষণ করিয়া দিল। আমি ভীষণ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলাম। ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলাম অচিরেই ইহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।—তোমাদের ষড়যন্ত্র আমি বুঝিতে পারিয়াছি।—আমিও পুলিসের লোক, এরূপ ব্যাপার বুঝিবার পক্ষে আমার আর অধিক সময় বিলম্ব হয় না। আমি বন্ধুবান্ধব বিহীন নহি,—আমারে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করিও না,—এ বিষয়ের বিশেষরূপই তদন্ত হইবে। আমার প্রভু, মহানুভব বিসণজী সহজে ক্ষান্ত হইবার লোক নহেন, তিনি অবশ্যই ইহার বিশেষরূপ তদন্ত লইবেন,—ইহার প্রকৃত অবস্থা—"

"বাধা দিয়া প্রধান বক্সী কহিল, 'প্রকৃত অবস্থা?—প্রকৃত অবস্থা এক্ষণে আর তাঁহার জানিতে বাকী থাকিবে না।—তোরে সাধু সজ্জন বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা ছিল, সেই নিমিত্ত তোর সাপক্ষে তখন বারবার তত অনুকূল বাক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন এই তাম্রপাত্রটী দর্শন করিলে, নিদারুণ ঘৃণা আসিয়া তাঁহার সেই বিশ্বাসের স্থান অধিকার করিয়া লইবে,—তোর মুখাবলোকনও করিবেন না',"

"আমি ঘৃণামিশ্রিতস্বরে ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলাম, "মুখাবলোকন করিবেন না কি? তিনিই আবার আমার প্রতিভূ হইতে স্বীকার পাইবেন,—এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত লইবেন,—কোনক্রমেই অবহেলা করিবেন না। তাঁহার নিকট কিছুই ছলচাতুরী খাটিবে না, তোদের লণ্ডভণ্ড করিয়া কূটজালে অগ্নি প্রদান করিবেন।—এখন আর স্বেচ্ছাচার যবনরাজের রাজত্ব নাই, ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুরাজ এক্ষণে গুর্জ্জরের সুপবিত্র রাজসিংহাসন সমুজ্জ্বল করিতেছেন,—তাঁহার রাজ্যে—"

ওসমান আলি স্থিরভাবে মনোযোগপূর্ব্বক পরমলজীর এই সুদীর্ঘ কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন, একটীমাত্র কথাও তাঁহার বদন হইতে

বিনিসৃত হয নাই। ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুরাজের রাজত্ব পরমলের রসনায় ইত্যা
তেজস্করবাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "কতদিনের
কথা? হিন্দুরাজের রাজত্ব সে আবার কি? মুসলমানেই ত এরাজ্য শাসন
করিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে হিন্দুরাজের রাজত্ব ইহা আবার তুমি
কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে?"

পরমলজী কহিলেন, "আজ্ঞা, প্রভু, আমি যে সময়ের কথা কহিতেছি
সে সময়ে মহীপতরাও গুজরাটরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বের
শেষ সময়েই এই ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই নিমিত্তই আমি হিন্দু
রাজের নাম গ্রহণ করি।"

ওসমান আলি কহিলেন, "ও। তবে ইহা বহুদিবসের কথা।—তা
বলিয়া যাও।"

পরমলজী আরম্ভ করিলেন। "হিন্দুরাজের নাম শ্রবণে বন্দীরা হো হো
শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। প্রধান বন্দী হাস্য করিতে করিতে কহিল, 'এ
কৌতুক বড় মন্দ নয়। হিন্দুর হে। রাজত্বকালে দস্যু তস্কর বিনাদণ্ডে অব্যাহতি
লাভ করিয়া থাকে, এ কার্য্য বড় মন্দ নয়, বড়ই প্রীতিকর, তোফা।'"

"আমি কথা কহিলাম না। তাহাদের এই বিদ্রূপবাক্যে যদিও আমার
অতিশয় ক্রোধোদয় হইল, কিন্তু নীচ প্রকৃতির ইতর লোকের সহিত উত্তর
প্রত্যুত্তর করা অতিশয় লজ্জাকর বিবেচনায় ক্রোধ সম্বরণ করিলাম। এই
ব্যঙ্গোক্তির উত্তরদানে বিরত হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলাম। কএক
মুহূর্ত্ত অতিবাহিত। প্রধান বন্দী আমার প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা
করিল, 'মুক্তী বিষণজীর সহিত কি তোর সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ আছে?
ইচ্ছা থাকিলে বল্, এই পথে গমন করি,—নতুবা ঐ পথ অবলম্বন করিলে
একেবারে আমোদ নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। কি বলিস্,—কোন্
দিকে যাইব?'"

"আমি আগ্রহে বলিয়া উঠিলাম, "অভিলাষ?—অভিলাষ আমার
সম্পূর্ণই আছে,—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ আমার
সম্পূর্ণই আছে।"

"রক্ষীরা উল্লাসিতলোচনে পরস্পর পরস্পরের বদনমণ্ডলে ঘন ঘন দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মৃদুমন্দস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহাদের দৃষ্টিতে হর্ষ, উল্লাস, আনন্দ, উৎসাহ, এককালে যেন সজীবভাবে বিরাজমান! আমি ভাব বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময় বিস্ফারিতলোচনে তাহাদের মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম। আমার এই ভাব দর্শনে প্রধান রক্ষী লাঞ্ছনাবাক্যে বলিতে লাগিল, 'হাঃ! এটা কি নির্লজ্জ!—কোন্ মুখে আবার দর্শনাভিলাষ করে? বন্দী বলিতেছে, এক্ষণে হিন্দুরাজের রাজত্ব;—ইহার প্রভু বিষণজীও একজন হিন্দুবিচারপতি, তাঁহার নিকট অবশ্যই কোনরূপ অবিচার হইবে না।—ভাল, ইহার ইচ্ছামত সেইখানেই যাওয়া যাউক।—দেখি, তিনি দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত আমোদ নগরের মুফ্‌তীর নিকট পাঠাইয়া দেন, কি তিনি স্বয়ং হিন্দু বলিয়া একজন হিন্দু অপরাধীর দোষ সাব্যস্ত হইলেও তাহাকে অবাধে মুক্তিদান করিতে আদেশ প্রদান করেন! ভাল, দেখা যাউক, কিসে কি হয়!

"আমি ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলাম। রক্ষীর কথার তাৎপর্য্য কি? বিষণচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করাইবার নিমিত্ত ইহারা এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে কেন? বিষণচাঁদ আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমারই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন, আমি তাঁহার একজন বিশ্বস্ত সুদক্ষ কর্ম্মচারী, ইহা জানিয়া শুনিয়া ইহাদের এরূপ আচরণ করিবার অভিপ্রায় কি? মনে করিলাম, যাহা হউক আমার যৎকিঞ্চিৎ মান সম্ভ্রম আছে, বিশেষতঃ বিষণচাঁদের অধীনে আমি কর্ম্মকাজ করিয়া থাকি, বিষণচাঁদ একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন, রাজসরকারে তাঁহার ক্ষমতা অতিশয় অতিরিক্ত।—তাঁহার পিতাও রাজদরবারে অতিবাদ প্রতিপন্ন।—কি জানি, বিনা জিজ্ঞাসায়, বিনা অনুমতিতে তাঁহার অধীনস্থ এরূপ উচ্চপদবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে বন্দীভাবে লইয়া গেলে, পাছে কোনরূপ বিপদ আপদ ঘটিয়া উঠে,—পাছে অরিষ্ট অনিষ্ট হয়, এই ভয়েই ইহারা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতেছে। আবার রক্ষিদিগের পরস্পরের মুখভঙ্গী, তাহাদের সেই মৃদুস্বরে কথোপকথন, সেই জটিলতাপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এই

সকল ব্যাপার মনোমধ্যে উদিত হইয়া সংশয়পূর্ণ চিন্তা, আমার হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার ভাবিলাম যে, প্রভুর নিকট যাইতেছি,—তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহমমতা করিয়া থাকেন, এই বিপদ,—এই নিদারুণ বিপদ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, অবশ্যই তাহার কোন না কোন সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবেন, অন্ততঃ সুপরামর্শ প্রদান করিতে কখনই কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম,—আপনিই আপনার মনে প্রবোধ দিতে লাগিলাম। প্রায় একদণ্ড অতীত।—বিষণজীর বহির্ব্বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে শকটচালক সেই স্থানে যানের গতি বিরহিত করিল।"

"আমি বন্ধনাবস্থায় বিষণচাঁদের সম্মুখে নীত হইলাম। আমার এই অবস্থা দর্শনে বিষণচাঁদ আশ্চর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল, 'একি?—তোমার এ অবস্থা কেন?,"

"আমি উত্তর করিবার অগ্রেই একজন রক্ষী স্বর্ণলঙ্কারে পরিপূরিত তাম্রপাত্রটী বিষণচাঁদের সম্মুখে রক্ষা করিয়া কহিল, 'এই দেখুন ধর্ম্মাবতার আপনার অধীনস্থ লোকের কার্য্য দেখুন!—যাহাকে নিরীহ ও বিশ্বাসী বলিয়া আপনার ধারণা ছিল, তাহার এই বিসদৃশ কর্ম্ম স্বচক্ষে দর্শন করুন! এ সমস্ত অলঙ্কার উহারই গৃহমধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি,—বন্ধনশালার ভূমিতল খনন করাতেই এ সমস্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।,"

"মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক বিষণচাঁদ কহিল, 'না না, অসম্ভব। এ ব্যক্তি চোর নয়।—বিশেষতঃ এগুলি যে অপহৃত দ্রব্য, তাহারই বা প্রমাণ কি? এগুলি উহার নিজের হইলেও ত হইতে পারে, তাহার উত্তর কি?,"

'হুজুর হাকিম যেরূপ বিবেচনা করেন।—কিন্তু উহাকেই জিজ্ঞাসা করুন দেখি, এ অলঙ্কারগুলি কাহার? অপহৃত, কি উহার—,"

"রক্ষীর শেষ কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরক্তলোচনে প্রভুত্ব ব্যঞ্জকস্বরে বিষণচাঁদ কহিল, 'ও আবার কি বলিবে? যদি কিছু বলিবার কথা থাকে, তোমাদের সাক্ষাতে কখনই বলিতে দিব না। যাও, ও ঘরে যাও। উহার বন্ধন খুলিয়া দাও। পলায়ন করে, আমি তাহার দায়ী।,"

"বন্দীরা শশব্যস্তে আমার বন্ধন উন্মোচনপূর্ব্বক গৃহান্তরে প্রবেশ করিল। নির্জ্জন হইলে বিষণচাঁদ কহিল, 'ব্যাপার কি? এ আবার কি ভয়ানক কাণ্ড?,"

"ধর্ম্মাবতার কিছুই জানি না।" আমি বিমর্ষবদনে সাগ্রহে প্রত্যুত্তর করিলাম, ধর্ম্মাবতার কিছুই জানি না। কোথা হইতে আসিল, কে রাখিল, কিছুই বলিতে পারি না। নিশ্চয়ই কোন কুচক্রীর কুচক্র;—ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"

'তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। বিষণচাঁদ কহিল, 'তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কোন কুচক্রী লোকের ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার, তাহাতে আর সংশয়মাত্রও থাকিতেছে না, কিন্তু চক্রটী বড়ই গুরুতর,—আমার এলাকা বহির্ভূত, অপর অধিকারের মুক্তীর নিকট বিচার, সুতরাং বড়ই গুরুতর ব্যাপার!, এই পর্য্যন্ত বলিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তার পর পুনর্ব্বার কহিল, 'সুপরামর্শ বটে!—তুমি এক কাজ কর।—অলঙ্কারগুলি নিজেরই বলিয়া স্বীকার পাইও।—অপহৃত বস্তু তাহার প্রমাণ কি? নিজের বলিলে কোন গোলই থাকিবে না। তাহাই উত্তম!,"

"ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, "তাহাতে যে প্রভু একটু গোল আছে? আমার অলঙ্কার বলিলে নিষ্কৃতি পাই কৈ? কোথা হইতে ক্রয় করিয়াছিলাম,—কাহার দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলাম,—কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলাম।—এ সকল কথা যদি জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহার উত্তর কি ধর্ম্মাবতার?"

'কেন, তাহার চিন্তা কি?, বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিল, 'কেন সে বিষয়ের চিন্তা কি? তোমার পৈত্রিক ধন? বংশানুক্রমে প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে!,"

"আমি বিনীতভাবে বিনম্রস্বরে উত্তর করিলাম, "তাহাতে যে প্রভু আর একটী বিপদ আছে? আমায় নষ্ট করিবার জন্য যখন শঠতাজাল বিস্তার করিয়াছে, তখন এরূপ প্রতিবাদ দ্বারা আত্মসমর্থন করিলে নিস্তার পাই কোথায়? বরং ইহাতে তাহাদেরই মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে। প্রকৃত অধিকারী উপস্থিত হইয়া তাহারই সম্পত্তি বলিয়া যখন সপ্রমাণ করিবে,

তখন কি হইবে প্রভু? একেবারেই যে মারা যাইব? বিশেষতঃ আমার অবস্থার লোকের এরূপ মূল্যবান অলঙ্কারের উপর স্বামীত্ব লাভ করা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। সে বিষয়ের কি বিবেচনা করিলেন হুজুর?”

“কিছুক্ষণ চিন্তার পর বিষণচাঁদ সহর্ষে বলিয়া উঠিল, ‘আর একটী সুন্দর উপায় আছে। কিন্তু তাহা এক্ষণে তোমার নিকট প্রকাশ করিব না, করিলে হয় ত তুমি তাহাতে অনুমোদনই করিবে না। তুমি নীরব হইয়া থাকিও,—কোন বিষয়ে কথা কহিও না। আমোদ নগরের মুফ্‌তীর নিকট নীত হইলে, ‘সকল বিষয় আমার সাক্ষীরা জানে, আমার প্রভু বিষণচাঁদ সমস্ত বিষয় অবগত আছেন, আমার সচ্চরিত্র ও কার্য্যাকার্য্যের বিষয় সকলই তাঁহার সুবিদিত আছে।, এই কথারই সেখানে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিও। তাহা হইলে, তুমি অনায়াসেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে। কেমন, ইহার উপর আর কথা আছে? তাহাই করিও। এই পর্য্যন্ত বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রক্ষিদিগকে আহ্বান করিল। তাহারা উপস্থিত হইলে পর, প্রধান রক্ষীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুত্বব্যঞ্জকস্বরে কহিল, ‘তোমরা ইহার হস্তপদ বন্ধন করিও না,—অপমান করিও না। সহজেই এব্যক্তি তোমাদের সহিত গমন করিতে প্রস্তুত আছে। সাবধান। সাবধান! ইহার গাত্রের উপর যেন অঙ্গুলী স্পর্শ না হয়। যদি এব্যক্তি পলায়ন করে, তাহার দায়ী আমি।,”

“আমি নানামতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া রক্ষিদিগের সহিত বিদায় হইয়া আসিলাম। পথে সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত হইল। পরদিন অপরাহ্নে আমোদ নগরে উপনীত হইলাম। তখন কাছারী বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং অবশিষ্ট দিবস এবং সমস্ত রজনী হাজত গৃহে অপরাধীর ন্যায় যাপন করিতে আমারে বাধ্য হইতে হইল। পরদিন বেলা দুই প্রহর অতীত হইলে একজন রক্ষী আমারে সেখানকার মুফ্‌তীর কাছারীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেখানে আমার অধীনস্থ এনায়েৎউল্লা নামক জমাদারকে দেখিয়া আমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্ত হইলাম।”

“আমাকে দেখিবামাত্র জমাদার অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, ‘কোন

চিন্তা নাই।—মুফ্‌তী বিষণজী সমস্তই যোগাড় করিয়াছেন।—এখানকার মুফ্‌তীর উপর তিনি সুপারিসপত্র দিয়াছেন, সে পত্র এই।, এই কথা বলিয়া একখানি সিলমোহর করা পত্র আমার হস্তে অর্পণ করিল।"

"শিরোনামায় আমোদ নগরের মুফ্‌তীর নাম লেখা ছিল, হস্তাক্ষর বিষণচাঁদের। আমি পত্রখানি প্রত্যর্পণ করিয়া সমস্বরে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুফ্‌তী মহাশয় কিরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন?—আমাকে কি করিতে হইবে?—তাঁহার অনুমতি কি?"

"জমাদার বলিতে লাগিল। 'তিনি সমস্তই যোগাড় করিয়াছেন, কোন চিন্তা নাই। আপনি শীঘ্রই খালাস হইয়া আসিবেন,—অদ্যই মুক্তিলাভ করিবেন।—ঐ যে দুই তিনজন ভদ্রলোক পাদচারণ করিতেছেন, উঁহারাই আপনার সাক্ষী। প্রতিবাদের কথা আদালত জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি এইমাত্র উত্তর করিবেন, 'আমার অধীনস্থ এনায়েৎউল্লা জমাদার, এই উপস্থিত ঘটনার বিষয় সমস্তই অবগত আছে। এই সকল সাক্ষিদিগের জবানবন্দী লইলে এখনই সে বিষয়ের যথাযথ সমস্তই সপ্রমাণ হইবে। আমার চরিত্রের বিষয় আমার প্রভু বিষণজীকে জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ তথ্য সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। অধিক কি, আমার প্রভু, এই জমাদার, আর এই সকল সাক্ষিগণের উপরেই আমার নির্ভর। অপর আর কিছুই আমার বক্তব্য নাই।' এরূপ বলিলে সকলদিকেই সুবিধা হইবে, আপনি সহজেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।—অথচ পাপেরা দণ্ডমুণ্ডের অধীন হইয়া পড়িবে, অব্যর্থ চোট!' এই পর্য্যন্ত বলিয়া এনায়েৎউল্লা সহসা নিস্তব্ধ হইল। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় কহিল, 'আর না, আমি আর এভাবে অধিকক্ষণ মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে পারিতেছি না। কি জানি, পুলিসের লোকেরা আমার প্রতি সন্দেহ করিতে পারে, তাহা হইলে হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি এখন বিদায় হইলাম।—মহানুভব বিষণজীর উপদেশ মত কার্য্য করিবেন।' বলিয়া দ্রুতপদে দশের সহিত মিলিত হইয়া গেল।"

"আমি আশ্বাসিত হইলাম।—বিষণচাঁদের এই দয়া মমতা দর্শনে

আমার মন একেবারে বিগলিত হইল। মনে করিলাম, এমন প্রভুর নিমিত্ত যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলেও উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা সম্যকরূপে প্রকাশ পায় কি না সন্দেহ। বেলা দ্বিপ্রহর এক ঘটিকার সময় মুফ্‌তী সাহেব বিচারাসন গ্রহণ করিলেন। দুই একটী সামান্য সামান্য মামলার পর, আমার মোকদ্দমার ডাক হইল। আমি আসামী শ্রেণীভুক্ত, সুতরাং বিচারকালে আসামীরা যেস্থানে অবস্থান করে, রক্ষীরা আমাকে সেই স্থানে লইয়া উপস্থিত করিল। সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া মুফ্‌তী সাহেব আমার প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে? তোমার নামে যে সকল গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে তোমার প্রতিবাদ কি?,"

"আমি এনায়েৎউল্লার উপদেশ মত সকল কথা সেই রূপেই প্রকাশ করিলাম। আর এইকটী কথার উপর বিশেষ ভর দিয়া বলিলাম যে, "উহারা যাহা বলিবে তাহাই আমার পক্ষে প্রমাণ গ্রাহ্য।—আমার এই উপস্থিত বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা উহারাই সবিশেষরূপ সুপরিজ্ঞাত আছে।—আমার অপর আর কিছুই বলিবার কথা নাই।"

"সাক্ষীরা যেরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিল, জমাদার আমার চরিত্র ও কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, তাহা শ্রবণে আমি জড়ের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দাড়াইয়া রহিলাম। চেতন নাই, জ্ঞান নাই, কিছুই নাই। এ ভাব হইবার কারণ এই, কোন সাক্ষী সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল, 'আমি পাত্রটী ভূগর্ভে নিহিত করিতে দেখিয়াছি।' কেহ কহিল, 'আমার নিকট রাখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সন্দেহ ক্রমে আমি তাহাতে স্বীকার পাই নাই।, অপর একজন কহিল, 'অলঙ্কারগুলি আমাকে দেখাইয়া ছিল, ক্রয় করিতেও অনুরোধ করে, আমিও সন্দেহ ক্রমে সে কথায় সম্মত হই নাই।, এনায়েৎউল্লা অম্লান বদনে কহিল, 'এ পাত্রটী প্রায় দশবারোদিন আমার কাছে রাখিয়াছিল, কিন্তু বাংঝালে মুখবদ্ধ থাকাতে, পাত্রমধ্যে কি ছিল, তাহা আমি তৎকালে জানিতে পারি নাই। তবে এইটীই যে সেই পাত্র, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। অদ্য এই

আদালতেই এই সকল অলঙ্কার উহার পরিবারের বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করে, এবং উপকারের পুরস্কার স্বরূপ এই অলঙ্কারের অর্দ্ধাংশ আমাকে প্রদান করিতে আগ্রহের সহিতই স্বীকার পাইয়াছিল।, তাহার পোষকতার নিমিত্ত এই আদালতের একজন বন্দী বলিয়া উঠিল, 'হাঁ হাঁ, আমি ইহাদের গোপনভাবে মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে দেখিয়াছিলাম, অংশ ও অলঙ্কারের কথাও আমার শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়াছিল।,"

"এই সকল অভাবনীয় অচিন্তনীয় সাক্ষ্য শ্রবণে ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার বাকরোধ হইয়াছিল, কোন কথারই প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইলাম না।

"বাক্যস্ফূরণ হইলে মনের উত্তেজনায় উন্মত্তের ন্যায় চীৎকারশব্দে বলিয়া উঠিলাম, "সর্ব্বৈব মিথ্যা,—নরক তুল্য ঘৃণাকর,—কুচক্রীর ষড়যন্ত্র-জাল,—আমার চরিত্রের বিষয় প্রভু বিষণজী সমস্তই অবগত আছেন, সেই মর্ম্মে আপনাকে একখানি পত্রও লিখিয়াছেন, সে পত্র ঐ জমাদারেরই নিকট বর্ত্তমান আছে,—অদ্য আমাকে এইখানেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছিল। ছিন্ন করিয়াছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ঐ নারকীর নিকট ছিল, তাহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।—উহার গাত্রবস্ত্র অন্বেষণ করুন, যদি হস্তান্তর বা ধ্বংশ করিয়া না থাকে, তবে এখনই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

"এনায়েৎউল্লা যোড়হস্তে মুফতী সাহেবকে বহিল, 'হজুর। আসামী যে পত্রের কথা উল্লেখ করিতেছে, সে পত্রখানি—,"

"আমি কথা সমাপ্ত করিতে অবসর দিলাম না।—পত্রখানি ছিন্ন হইয়াছে মনে করিয়া অধিক উত্তেজিতস্বরে কহিলাম, "এই দেখুন হজুর। সে পত্র ছিন্ন হইয়াছে।—আমার একমাত্র সহায় ও অবলম্বন মহানুভব বিষণজীর পত্র, যে পত্রে আমার নির্দ্দোষীতার সমস্ত প্রমাণই লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা এই নৃশংস নারকী ধ্বংশ করিয়া ফেলিয়াছে। আর উপায় নাই, আর উপায় নাই।—ধর্ম্মাবতার। বিনা বিচারে আমার প্রতি দণ্ড বিধান

করিবেন না।—প্রভু বিলনজিকে লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলেই আমার নির্দ্দোষীতার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, আর এই নৃশংস সংবাদও সেই সঙ্গে বিদলিত হইয়া যাইবে। প্রভু! আমার আর অন্য কথা নাই।—কেবল বিলনজীর প্রত্যুত্তর পর্য্যন্ত আমার অদৃষ্টের ফলাফল নির্ভর করুক।"

"কথা সমাপ্ত হইলে মুফতী সাহেব গম্ভীরবদনে সুগভীরস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে বিলনজীর উপরেই তোমার সম্পূর্ণ নির্ভর। এস্থলে তিনিই তোমার প্রধান সাক্ষী? তিনি যেরূপ বলিবেন, সেইরূপ কার্য্য করিলে তোমার তাহাতে আর কিছুমাত্র আপত্তি নাই?—কেমন? তোমার এই কথা না?,"

"আমার মন তখন ক্রোধ ঘৃণা ও দুশ্চিন্তায় আন্দোলিত, হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই পরিশূন্য।—কিসে কি হইবে,—কি কথায় কি পরিণাম দাঁড়াইবে, একবারও তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিলাম না। মুফতীর কথায় সাগ্রহে এইমাত্র উত্তর করিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, ঐ কথাই বটে, তিনি যাহা বলিবেন তাহাই, তাঁহার কথার উপর আমার কোনই আপত্তি নাই।"

'উত্তম', এই কথা বলিয়া একখানি সিলমোহর করা পত্র মুফ্তী সাহেব আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি পত্রখানি দর্শন করিয়াই চমকিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে জমাদার এনায়েৎউল্লা যে পত্র আমাকে দর্শন করাইয়া ছিল, এখানি সেই পত্র। উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলাম। পত্রখানি এইরূপে বর্ণবদ্ধ।—

"প্রিয়বর শ্রীযুক্ত ইয়ার মহম্মদ খাঁ বাহাদুর।"

"মুফ্তী সাহেব আমোদ নগর।"

"প্রিয় ইয়ার মহম্মদ।"

"পত্রবাহক আমার অধীনস্থ জমাদার। এব্যক্তি অতি বিশ্বাসী ও সত্যবাদী। যে মামলায় আমার দারোগা পর্‌মল সংলিপ্ত, আমার জমাদার এনায়েৎউল্লা সে বিষয়ের সমস্তই সুবিদিত আছে, পর্‌মল্ যে একজন দুর্দ্দান্ত বদমাস, তাহা আমারও জানিতে বাকী নাই। কিন্তু প্রমাণ অভাবে এব্যক্তি এ পর্য্যন্ত দণ্ডমুণ্ডের অধীন হয় নাই, এবং সেই নিমিত্তই এব্যক্তি এপর্য্যন্ত

দারোগার পদ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি চোরাইমাল খরিদ করা অপরাধে তোমার পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারার্থ তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। গাঁতের মাল খরিদ করাই ইহার অভ্যাসসিদ্ধ ব্যবহার। তবে পূর্ব্বোক্ত কারণেই একালযাবৎ সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করিয়া আসিতেছে।"

"প্রিয় সহযোগী বন্ধু! অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে যত্নবান হইও। আমার অধীনস্থ লোক বলিয়া তুমি তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না। ডাকাইত পরমল্ দণ্ডিত হয়, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা,—আমি ইহাতে সর্ব্বতো-ভাবেই অনুমোদন করিতেছি। বদমাস্ যেন কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ না হয়, তোমার প্রতি ইহাই আমার সবিশেষ অনুরোধ।"

"তোমার শুভানুধ্যায়ী প্রিয়বন্ধু"

"শ্রীবিষণচাঁদ মুকিম।"

"যদি এমুহূর্ত্তে ভীষণ নারকী পিশাচ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার সেই পাপময় ঘৃণিত অধিকারে আমারে লইয়া যাইতে সমুদ্যত হইত, তাহা হইলে আমার অন্তরে অধিকতর ঘৃণা ভয় ও বিস্ময়ের উদয় হইত না। কিন্তু বিষণচাঁদের এই বিষময় পত্রখানা একটীবার মাত্র পাঠ করিয়া আমার মনে তদপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা, ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। আমি চতুর্দ্দিকে যেন যমপুরী দর্শন করিতে লাগিলাম। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে এইমাত্র বলিতে পারিলাম, "আমি উন্মাদ,—আমি উন্মাদ!"

"আমার অন্তরের ভাব বুঝিতে না পারিয়া মুফ্‌তী সাহেব ঘৃণাব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন, 'যথেষ্ট! যথেষ্ট! সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি।—উন্মাদ বলিলে অব্যাহতি পাইবি না।—তুই আপনার মুখেই স্বীকার পাইয়াছিস্,—তোর প্রভুই তোকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন,—কর্ম্মের উপযুক্ত ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবি।,"

"কতক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়া আমি বিনীতভাবে কহিলাম, "ধর্ম্মাবতার! ইহা বিষণচাঁদেরই ষড়যন্ত্রজাল! আমি এখন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি, দিব্যচক্ষেই দর্শন করিতেছি, বিষণচাঁদ—"

"বাধা দিয়া জয়োল্লাসিত লোচনে এনায়েৎউল্লা মুফ্‌তী সাহেবকে

সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হুজুর। দেখুন কি বদমাস্। এইমাত্র অস্মাদ্ বিষণজী ইহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়াছিলেন, আবার পরক্ষণেই কুচক্রকারী বলিয়া তাঁহার অপবাদ রটনা করা হইতেছে। দেখুন ধর্ম্মাবতার কি বদমাস্!,''

"হাস্যমুখে মুফ্‌তী সাহেব কহিলেন, 'তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি এটা যে একটা ভয়ানক দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ, তাহা আমার এক্ষণে বিলক্ষণরূপ ধারণা হইয়াছে।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে আমার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিনিক্ষেপপূর্ব্বক কঠোরস্বরে কহিলেন, 'শোন্ পাজী শোন্!—তুই যে অপরাধে অপরাধী, তাহাতে তোর প্রাণদণ্ড করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য! অন্ততঃ যাবজ্জীবন কারাবাস। কিন্তু দয়াগুণ বিচারপতিদিগের একমাত্র মহার্ঘ্য অলঙ্কার স্বরূপ।—সেই দয়ার অনুরোধে, তোর প্রতি এইমাত্র অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইল যে, তুই "ভীমগড" দুর্গে দশবৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কালহরণ করিতে থাক্। তোর প্রতি যে সুবিমল দয়া প্রকাশ করিলাম, তাহা যেন তোর চিরকালই স্মরণ থাকে।,"

উনত্রিংশ কাণ্ড।

অবস্থা পরিকীর্ত্তন,— চতুর্থ স্তর।

"দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় কাতর হইলাম। দশবৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত আমাকে কারাযন্ত্রণা উপভোগ করিতে হইবে, ইহা শ্রবণে আমার অন্তরাত্মা যতদূর না কাতর হউক, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই একজন নিরীহ নির্দ্দোষী ব্যক্তির কারাবাসের হেতু হইয়াছিলাম বলিয়া আমার জীবাত্মা অধিকতর বেগে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। মনে মনে জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম। আমি ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহার সেই সূক্ষ্ম বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে মনে মনে শত সহস্রবার প্রণিপাত করিতে লাগিলাম।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে যে প্রভুর আদেশে যে রঞ্জনলালকে আমি যে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলাম, বিধাতার অপক্ষপাত বিচারে আমিই আবার সেই প্রভুর নিষ্ঠুর কৌশলজালে বিজড়িত হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট কারাগারে, সেই নির্দ্দোষী ব্যক্তিরই সহিত একত্রে এই সুদীর্ঘকালের নিমিত্ত আমার প্রতি কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইল।—হাতে হাতেই প্রতিফল।—একবৎসর হইতে না হইতেই আমিই সেই মহাচক্রী অভেদ্য চক্রে—"

বাধা দিয়া গম্ভীরবদনে গম্ভীরস্বরে ওসমান আলি কহিলেন, "সে কথা সত্য।—পাপের ভোগাভোগ আছেই আছে।—বেত্রাঘাত করিলে মুদ্গর প্রহার অনিবার্য্য।—দশদিনে হউক, বৎসরান্তে হউক, জীবনের শেষ দশাতেই হউক, সে আঘাত তাহাকে একদিন সহ্য করিতে হইবেই হইবে,—তাহার নিমিত্ত তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকে; ইহা বিধাতার অখণ্ডনীয় নিয়ম! যাহা হউক, এক্ষণে তোমার আত্মকাহিনীর উপসংহার কর। শেষ ঘটনাগুলি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমি অতিশয় অধীর হইয়া পড়িয়াছি, পুনর্ব্বার আরম্ভ কর।"

পরমলজী বলিতে লাগিলেন। "দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে রক্ষীরা আমাকে ধাক্কা মারিতে মারিতে গৃহান্তরে লইয়া গেল।—আমার উভয় হস্ত পশ্চাৎদিকে লইয়া রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। আমি কুচক্রীলোকের কুচক্রজালে বিনা অপরাধে চৌর্য্যাপবাদে বন্দী হইলাম। বিষণচাঁদের ছলচাতুরী এক্ষণে আমি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলাম। কি কারণে আমার প্রতি মৌখিক দয়া প্রকাশ, অলঙ্কারগুলি আমার নিজের, একথা স্বীকার করাই-বার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন, বিনা বন্ধনে আমাকে এখানে লইয়া আসিতে রক্ষিদিগের প্রতি আদেশ প্রদান এসকল কৌশলের মর্ম্ম এক্ষণে আমার গ্রহণ করিতে তিলমাত্রও বাকী রহিল না। আমারে উচ্ছেদ করাই তাহার ঘৃণিত কৌশল চক্রের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা আমি তখন দিব্যচক্ষেই দর্শন করিতে পাইলাম। কিন্তু উচ্ছেদ করিবার তাৎপর্য্য কি?—যাহার আমি নিতান্ত অনুগত, যাহার আজ্ঞা চিরকালই শিরোধার্য্য করিয়া

আসিতেছি, যাহার আদেশে আমি মহামূল্য ধর্ম্মরত্নকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিয়া সুদূরে বিনিক্ষেপ করিয়াছি, যাহার আমি একজন অনুগত আশ্রিত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, সে ব্যক্তি আমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় নৃশংস রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহার করিল কেন? তাহার উদ্দেশ্য কি?—সহধর্ম্মিণী ও ভ্রাতৃপত্নী যে উহারই কলকৌশলে নিষ্ঠুর কারাগারে বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সে বিষয়টীও আমার এক্ষণে দৃঢ়প্রত্যয় হইল। পরিজনের কারাবাস সংবাদে তাহার সেই বিকৃত মুখভঙ্গী, বিচারপতির প্রতি দোষারোপ, আমাকে স্তোকবাক্যে আশ্বাস দান, পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত উপদেশ প্রদান, এসমস্তই এক্ষণে কৃত্রিম বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। পরক্ষণেই অপর ভাবের আবির্ভাব হইল। পরিজনেরা কারাবাসে প্রেরিত হয় নাই, সরোজিনীও দস্যুহস্তে নিপতিত বা নিধন প্রাপ্ত হয় নাই, এ সমস্তই মিথ্যা,—বিষণচাঁদের ছলনাবাক্য মাত্র। অপর কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুরাচার আমারে ওরূপ প্রবঞ্চণাবাক্যে প্রতারিত করিয়া থাকিবে। তবে সেই অভিপ্রায়টা কি, তৎকালে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলাম না। দুষ্টলোকেরা স্বার্থসাধন নিমিত্ত সকল প্রকার অসদ্ উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে, উপায়টী যতদূরই ঘৃণাকর হউক না কেন, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে তাহারা কোনকালে কোনক্রমেই পরাঙ্মুখ হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই পাপীয়ার বিশিষ্ট অভিসন্ধিটা কি?—আমার পরিজনকে স্থানান্তরিত, লুক্কাইত বা কারাগারে বিনিক্ষিপ্ত করিবার প্রয়োজন কি?—ইহাতে তাহার কি অভিষ্ট সাধন হইতে পারে? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।—তবে ইহার মধ্যে কোনরূপ ভয়ানক বিসদৃশ নিগূঢ় রহস্য যে পরিবিদ্যমান আছে, ইহা আমার অন্তরে দৃঢ়রূপেই প্রতীয়মান হইল।”

“রক্ষীরা আমারে লইয়া চলিল। উভয় পার্শ্বে এক একজন অস্ত্রধারী রক্ষী;—পাছে পলায়ন করি, এই ভয়ে তাহারা সতর্কভাবে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে।—সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী পান্থশালায় উপস্থিত হইলাম।—তথায় একখানি গো-শকট সংগৃহীত হইল।—রক্ষিদিগের সহিত আমি তদুপরি আরোহণ করিলাম শকটখানি নর্ম্মদা নদীর অভিমুখে মৃদুমন্দ গতিতে গমন করিতে লাগিল।”

"রাত্রি এক প্রহরের সময় আকাশে অল্প অল্প মেঘ সঞ্চার হইল,—দেখিতে দেখিতে ঘোর অন্ধকার।—আকাশ নিস্তব্ধ,—জগত স্তম্ভিত, দশদিক যেন একেবারেই সমাচ্ছন্ন।—ক্রমে বৃষ্টি,—মুষলধারে বৃষ্টি।—ঝঞ্ঝাবাতে শকটখানি দোলায়মান।—জগৎ কৃষ্ণবর্ণ,—ঘোর অন্ধকারে নিবিড় কৃষ্ণ বর্ণ।—মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী ক্রীড়া করিয়া চতুর্দ্দিক একেবারে আলোকময় করিয়া তুলিতেছে।—ভীমবজ্রের ভীষণ নিনাদে ধরিত্রীদেবী মুহুর্মুহু কম্পমানা হইতেছেন।—পৃথিবী টলটলায়মানা। বিচারালয় হইতে বহির্গত হইবার পর পর্য্যন্ত পলায়নের কল্পনা একটীবারও মনোমধ্যে উদয় হয় নাই, এক্ষণে এই দুর্য্যোগ রজনী দর্শনে সে কল্পনা আমার অন্তরে ক্রমে ক্রমে বলবতী হইল। কিন্তু কিরূপে পলায়ন করি?—আমার উভয় হস্ত পশ্চাৎদিকে আবদ্ধ। বিশেষতঃ দুইদিকে দুইজন বলবন্ত অস্ত্রধারী প্রহরী সতর্কভাবে প্রহরিতা কার্য্যে অভিনিবেসিত। পলায়নের চেষ্টা করিলে এখনই ইহারা আমারে মারিয়া ফেলিবে। বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি কি না একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম।—বল প্রকাশ করাতে বন্ধন রজ্জু ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তৎকালে ছিন্ন করিলাম না। উপযুক্ত স্থান ও অবসরের প্রতীক্ষায় আগ্রহের সহিত সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।"

"সুযোগ উপস্থিত।—দুইদিকে জঙ্গল মধ্যভাগে পথ।—যদি পলায়ন করাই অবধারিত হইল, তবে ইহাই তাহার উপযুক্ত স্থান। অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলে বন্দীরা আমাকে কখনই ধৃত করিতে পারিবে না। আর যদিই তাহাদের করকবলে কবলিতই হই, সুতরাং তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে অবশ্যই আমারে বাধ্য হইতে হইবে। ভীমগড়ে সুদীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে অধিকতর ভয়ানক বলিয়া বোধ হইল না। আমি সবলে বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলিলাম। আমার পলায়নের সুবিধার নিমিত্ত ভগবান যেন সেই সময় দয়া প্রকাশ করিয়া ঘোর নিনাদে একটী ভীষণ বজ্র সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভয়ানক বিকট শব্দে রক্ষীরা সহসা চমকাইয়া উঠিল, মুহূর্ত্ত জন্য তাহারা জড়বৎ স্তম্ভিত: প্রায় একপ্রকার সংজ্ঞা শূন্য। আমি লম্ফ প্রদান করিলাম;—

বন্ধন ছিন্ন করিয়াই লম্ফ প্রদান করিলাম। ত্বরিতবেগে অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণপণে ভয়ঙ্কর বেগে দৌড়াইতে লাগিলাম। রক্ষীরা পর-ক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল।”

“বিদ্যুৎগতিতে দৌড়াইতেছি।—ভোঁ ভোঁ বোঁ বোঁ শব্দে ঝঞ্ঝাবায়ু আমার উভয় কর্ণের পার্শ্বদেশে প্রতিঘাত হইয়া ঘোর প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে প্রায় একদণ্ড অতীত। পশ্চাৎধাবিত রক্ষিদিগের পদশব্দ আর শ্রবণগোচর হইল না। সম্মুখেই নদী,—শ্রান্তক্লান্ত হইয়া আমি তটিনী তটে উপবেশন করিলাম। পরিশ্রম নিবন্ধন ঘনঘন শ্বাস নাসারন্ধ্র হইতে বহির্গত হইতে লাগিল পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু এক-কালীন পরিশুষ্ক। নিদারুণ পরিশ্রমের পর পিপাসু হইলে তৎকালে জল-পান করিতে নাই, এটী আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল, সুতরাং সম্মুখে বারি উপস্থিত থাকিলেও পান করিতে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বিরত হইলাম। কিঞ্চিৎ শ্রান্তিদূর হইলে আমি জলপান করিবার নিমিত্ত নিম্ন ভূমিতে অব-তরণ করিতেছি, এমন সময় অতি ক্ষীণ মৃদুমৃদু কুন্থন শব্দ আমার শ্রবণপুটে প্রতিঘাত করিল। যেন কেহ মৃত্যু যাতনায় অতি ক্ষীণ কাতরস্বরে গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করিতেছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া স্থিরভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলাম। মুহূর্ত্ত পরেই পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ। আমার পুরোভাগে নদীরদিক হইতে শব্দ আসিতেছে অনুমান করিয়া আমি সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগি-লাম। দুই চারিপদ গমন করিলে আমার পদ কোন কোমল পদার্থে সংস্পর্শ হইল। পদার্থটা কি জানিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা অনুভব করিলাম, শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। দেখিলাম, একটী মনুষ্য-দেহ, স্ত্রীলোক,—অস্ত্রা-ঘাতে তাহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত। ক্ষতস্থানে হস্ত স্পর্শ হওয়াতে যাতনা-জনিত শব্দ তাহার ক্ষীণকণ্ঠ হইতে বিনিসৃত হইল। অনন্য উপায় রহিত হইয়া সত্বরে এক অঞ্জলি জল আনয়নপূর্ব্বক তাহার বদনে ধীরে ধীরে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। উষ্ণীষবস্ত্র ছিন্ন করিয়া ক্ষতস্থানগুলি বন্ধন করিতেছি, এমন সময় সৌদামিনী ক্রীড়া করিয়া চতুর্দ্দিক আলোকময় করিল। দৃষ্টি

স্ত্রীলোকটীর বদনের দিকে। তড়িৎবিকাশে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। অমনি কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম।”

পরমলজী এই পর্য্যন্ত বলিয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইভাব দর্শনে ওসমান আলি স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, তুমি ওরূপ কাতর হইলে কেন? সে স্ত্রীলোকটী কে?”

নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমলজী উত্তর করিলেন, “অপর কেহই নয়, আমার সেই নিরাশ্রয়া স্নেহময়ী দুর্জ্জন পীড়িতা অভাগিনী সরোজিনী। বিদ্যুতালোকে তাহারই মৃত্যুকল্প বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলাম।”

সান্ত্বনাবাক্যে ওস্‌মান আলি কহিলেন, “না আর বলিও না।—যদি কষ্ট হয়, যদি নির্ব্বাপিত শোক পুনরুদ্দীপ্ত হয়, তবে আর বলিবার আবশ্যক করে না। আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না।”

পরমলজী বিষণ্নবদনে কহিলেন, “ইহাতে আর কষ্ট কি ধর্ম্মাবতার? বরং মনঃকষ্ট প্রকাশ করিয়া ফেলিলে শোক দুঃখও সেই সঙ্গে অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া যায়। বিশেষতঃ সেই নরপিশাচ, নরব্যাঘ্র বিষণচাঁদের ঘৃণিত ক্রিয়াকলাপ পরিব্যক্ত করিলে আমার অন্তরও সেই সঙ্গে কথঞ্চিৎ সুখলাভ করে, সুতরাং কষ্টের সম্ভাবনা কোথায়?” এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরমলজী নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন। “সরোজিনীর মুমূর্ষু অবস্থা দর্শনে আমার মন যে তখন কিরূপ হইল, তাহা আপনিই অনুভব করিয়া লউন, আমার আর প্রকাশ করিবার আবশ্যক করে না। সে অবস্থায় যতদূর পারি, তাহার সেবা শুশ্রূষায় তৎদণ্ডেই প্রবৃত্ত হইলাম। দুঃখের রজনী শীঘ্র অতিবাহিত হয় না, আমার সাধ্য সাধনায় যেন রজনীদেবী তাঁহার সেই অন্ধকারময় চন্দ্রাতপ অবশেষে ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া লইলেন।”

“ক্রমে প্রভাত।—আকাশমণ্ডল এখন দিব্য পরিষ্কার, দিব্য পরিচ্ছন্ন, মেঘের লেশমাত্রও নাই। অভাগিনীকে লইয়া কোথায় যাই, কি করি, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। জনপদে প্রবেশ করাই বিপদ,—

আমার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেই, পাপী বিষণচাঁদ আমারে অঙ্কে ছাড়িবে না। আমারে ধৃত করিতে পারিলে, দণ্ডাজ্ঞা গ্রাহ্য করি নাই, রক্ষিদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি, এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া আমার প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া ফেলিবে। কি করি, মহাবিভ্রাট! চতুর্দ্দিকে জঙ্গল, নিকটে বসতিমাত্র নাই, এ অবস্থায় আর অধিকক্ষণ থাকিলে,—কোনরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে, অভাগিনী শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু আশ্রয়ই বা পাই কোথায়? বিষম বিভ্রাটে পতিত হইলাম। হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিতে হইল,—আশ্রয় অন্বেষণের নিমিত্ত কিছুক্ষণের জন্য হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। অরণ্য অতিক্রম করিয়াই একখানি পর্ণকুটীর আমার নয়নপথে নিপতিত হইল। আশ্বস্তচিত্তে দ্রুতপদে ক্ষণকালের মধ্যেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কুটীরস্বামী একজন কৃষক। গত রজনীতে দস্যু কর্তৃক আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, ভ্রাতুষ্পুত্রী সাংঘাতিকরূপে আঘাতিত, আশ্রয় না পাইলে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ হইবার সম্ভাবনা। প্রকৃত অবস্থা গোপনপূর্ব্বক, গৃহস্বামীর করুণা উদয়ের নিমিত্ত আমি অতি কাতরস্বরেই এ সকল কথা বিজ্ঞাপন করিলাম। কৃষকের দয়া হইল,—সরোজিনীকে আনিবার নিমিত্ত সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার অনুসরণ করিল। নদী তীরে উপস্থিত হইয়া আমরা বহুকষ্টে, অতি সাবধানে, তাহাকে তথা হইতে কুটীরমধ্যে লইয়া আসিলাম। দয়া মমতা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ। সরোজিনীর সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কৃষকপত্নী অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এক প্রকার পত্র চর্ব্বন করিয়া তাহার ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দিল। হতভাগিনী তখনও অচেতন, স্পন্দমাত্র নাই। শ্বাসবায়ু বহন হইতেছে তাহাতেই জীবিত বলিয়া অনুমান হইতেছিল, নতুবা জীবনের অপর লক্ষণ সমস্তই তৎকালে তিরোহিত। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলাম, ক্রমে ক্রমে চেতন হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ চেতন হইলে আমাকে দেখিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল, 'একি?—কাকা—তুমি?—বিষণচাঁদ—অবরোধ—ধর্ম্মনাশ—গবাক্ষ—পলায়ন—নিরুপায়—ভ্রমণ—অরণ্যে—দস্যু—জীবন—

আর কথা সরিল না,—বলিতে বলিতে মস্তক লুটাইয়া পড়িল, প্রাণবায়ু বহির্গত।"

"আমি সকলই বুঝিয়া লইলাম। ঐ কএকটী ছাড়া ছাড়া কথাতেই বিষণচাঁদের দুষ্ট অভিসন্ধির আদ্যোপান্ত সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। দুরাত্মা আপনার ঘৃণিত রিপু নির্ব্বিবাদে চরিতার্থ করিবার মানসে, আমার অনুপস্থিতিকালে পত্নী ও ভ্রাতৃপত্নীকে স্থানান্তরিত বা কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়াছে। আমিও পাছে সরোজিনীর প্রকৃত অবস্থা কোন সময়ে জানিতে পারি, সেই নিমিত্ত আমারও প্রতি ঐরূপ জটিল ষড়জাল বিস্তার করিয়াছিল। নৃশংস নারকী সকল বিষয়েই সফল মনোরথ; তবে তাহার দুষ্কর্ম্মগুলি অপ্রকাশ রাখিবেন না বলিয়াই ধর্ম্ম আমারে পলায়ন করিবার সুযোগ উপস্থিত করিয়া দেন। হায়! সে রাত্রে দুর্জ্জন-পীড়িতা অনাথিনীরই চীৎকারধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইয়াছিল,—হতভাগিনীরই মণিবন্ধ পরদিবস প্রাতঃকালে বাতায়নপথে দর্শন করিয়াছিলাম।—পাষণ্ডের দুষ্কর্ম্মগুলি শ্রবণ করিতে পাইব বলিয়াই বিধাতা এতক্ষণ সরোজিনীরে জীবিত রাখিয়াছিলেন। হায়! অনাথিনী অবশেষে দস্যু হস্তেই প্রাণত্যাগ করিল। নরককীট বিষণচাঁদ যে কি কুলগ্নে সরোজিনীর দস্যু হস্তে নিধন প্রাপ্ত, এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।—হায়! সেই বাক্যই অবশেষে সত্যে পরিণত হইল,—অপঘাত মৃত্যু।—সতীত্বধর্ম্ম নাশ, অপঘাত মৃত্যু। এই সকল চিন্তা করিয়া আমি হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিলাম। শোক দুঃখ ঘৃণা ও ক্রোধে ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল। কৃষক, কৃষকপত্নী আমারে নানামতে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিল। শোকাকুলচিত্তে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে আমি স্বহস্তেই অভাগিনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপণ করিলাম। আর্ত্তনাদে সমস্ত যামিনীই অতিবাহিত হইল।"

"শোক দুঃখ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ভাবিলাম, এ দিকের ত এই পর্য্যন্ত।—এখন পরিবার ও ভ্রাতৃপত্নীর তত্ত্ব লইবার উপায় কি?—কাহার দ্বারা অনুসন্ধান লই? এক উপায় আমার সেই ভৃত্য। সে ব্যক্তি অতি

বিশ্বাসী ও আমার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।—কিন্তু কিরূপে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে ? সে ব্যক্তি বিষণচাঁদের বাটীতে অবস্থান করিতেছে, তাহার নিকট কিরূপে সংবাদ প্রেরণ করিব ? যদি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে যাই, আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে মহাপাতকী বিষণচাঁদের নয়নপথে নিপতিত হই, তাহা হইলে দুরাত্মা আমারে জীবন্তে পরিত্যাগ করিবে না,—একেবারেই প্রাণনাশ করিয়া ফেলিবে। আর সেই সঙ্গে অনাথ ভৃত্যটীও পাপাত্মার কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।—এ বিপদ নিবারণের উপায় কি ? ভাবিলাম, রাত্রিকালে বিষণচাঁদের কাছারীর নিকট গোপনভাবে অবস্থান করিব, সুযোগ পাইলে ভৃত্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হইব। হয় ত কোন কার্য্যে ভৃত্যও বাটী হইতে বহির্গমন করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা। তাহাই স্থির করিলাম—নিশাযোগেই সেখানে উপস্থিত হওয়া পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম।"

"আমি যেস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম সেস্থান হইতে যদিও জম্বুসর বহু দূর,—প্রকাশ্য পথের গমনাগমন যদিও দশবারো ক্রোশের ন্যূন নহে, কিন্তু জঙ্গলময় পথ অতিক্রম করাতে সেই দূরতা অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে অবস্থান করিতেছি, সেখান হইতে জম্বুসর তিনক্রোশ ব্যবধানমাত্র। আশ্রয়দাতা কৃষকের পর্ণকুটীর হইতে তিনক্রোশ ব্যবধানমাত্র। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কৃষকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিব, এই কথা বলিয়া ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশে জম্বুসরে উপনীত হইলাম, রাত্রি তখন প্রায় চারিদণ্ড। বিষণচাঁদের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানে আমি প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় পাপী বিষণচাঁদ এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে কহিতে সেইদিকে আসিতে লাগিল। তাহার সেই ঘৃণিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই আমার সর্ব্বশরীর কম্পান্বিত হইল,—ক্রোধ ও ঘৃণায় একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম।—ইচ্ছা, তখনই তাহার প্রাণ সংহার করি। কিন্তু সে ব্যক্তি আপাততঃ একাকী নহে, তাহার সহিত অপর একজন লোক

আছে। সহসা আক্রমণ করিলে যদি আমি সিদ্ধ মনোরথ হইতে না ই পারি,—দুইজনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে যদি আমার কার্য্য-সিদ্ধ না-ই হয়, পাছে আমি ধরা পড়ি;—বিশেষতঃ আক্রমণ করিবার অস্ত্র কোথায়? বিনা অস্ত্রে কিরূপে উভয়ের সম্মুখীন হইব? এই সকল চিন্তা করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলাম। অবসর প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলাম।"

"বিষণচাঁদ কহিতেছে, 'ভাল, কিছুই কি অনুসন্ধান পাইলে না? পান্থশালা হইতে কোথায় গেল, কি করিল, কিছুই সন্ধান পাইলে না?,"

সঙ্গী উত্তর করিল, 'আজ্ঞা, হজুরকে ত পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, পান্থশালায় আহারাদির উদযোগ করিতেছে, এমন সময় একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া বালার সহিত দুই একটী কথোপকথনের পর, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।,"

"বিষণচাঁদ অন্যমনস্কভাবে কহিল, 'আহা। স্ত্রীলোকটা কিন্তু বড়ই সুন্দরী। তাহার প্রতি আমার অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিবার নিমিত্ত আমি কি কাণ্ডই না করিয়াছি; কিন্তু সকলই বৃথা হইল, একেবারেই হস্ত বহির্ভূত।,"

"সঙ্গী বিনীতভাবে কহিল, 'প্রভু মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনার একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র,—আপনার কার্য্য প্রণালীর বিষয়ে আমার প্রশ্ন করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কিন্তু প্রভু জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনি তাহার প্রতি এরূপই অনুরক্ত ছিলেন, তবে তাহাকে সতর্কভাবে রক্ষা করেন নাই কেন? ধাত্রীদিগকে প্রহরিতায় নিযুক্ত রাখেন নাই কেন? তাহাকে প্রলোভন দেখান নাই কেন?,"

"বিষণ্ণবদনে বিষণচাঁদ উত্তর করিল, 'তাহার কিছুই ত্রুটি করি নাই। স্ববশে আনিবার নিমিত্ত বস্ত্র অলঙ্কার আর নানাবিধ বিলাস দ্রব্য তাহাকে প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু ব্যবহার করা দূরে থাকুক, কিরূপে আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তাহারই চেষ্টায় সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিত,—পলায়নের অবসর সর্ব্বদাই অন্বেষণ করিত। আমি সাধ্য সাধনা অনুন

বিনয় করিলে কেবলই চীৎকার করিয়া উঠিত। অবশেষে ভাবিলাম, ইচ্ছায়ই হউক, আর অনিচ্ছায়ই হউক, আমার আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলে নিরুপায় হইয়া সে আমার অধীনতা স্বীকার করিবে। আমি তাহাই করিলাম। সেইদিন হইতে তাহার ভাবেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম। অলঙ্কার পরাইয়া দিলে তাহা আর খুলিয়া ফেলে না, তাহার গৃহমধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিলে মৌন হইয়া থাকে, পূর্ব্বের ন্যায় চীৎকারও করে না, পূর্ব্বের ন্যায় পলায়নের চেষ্টায়ও ব্যতিব্যস্ত থাকে না। এই সকল সুলক্ষণ দেখিয়া মনে করিলাম, সে আমার বশতাপন্ন হইয়াছে,—উপস্থিত অবস্থায় পরিতৃপ্ত হইয়া আমার প্রতি তাহার প্রণয়ানুরাগ জন্মিয়াছে। এটী যে তাহার ছল চাতুরী তাহা আমি তৎকালে বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং অষ্টপ্রহর আর পরিচারিকা দ্বারা তত্ত্বাবধান লইতাম না, সাবধান বিষয়ে ক্রমে ক্রমে শিথিল যত্ন হইয়া পড়িল। এই সুযোগে আমার প্রাণময়ী শারিকাটী পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিল,—একদিন রাত্রিকালে রজ্জু অবলম্বনে বাতায়ন পথ দিয়া প্রস্থান করিল। হায়! করায়ত্ত করিয়াও বহুদিবস উপভোগ করিতে পারিলাম না।,"

"প্রভুর দুঃখে যেন নিতান্তই দুঃখিত, এমনি মুখভঙ্গী করিয়া সঙ্গী প্রবোধবাক্যে বলিতে লাগিল, 'হজুর। কাতর হইবেন না, আমি পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিব। যেরূপে পারি, তাহার সন্ধান লইবই লইব। পথ, ঘাট, বন, বিটবী, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিব। আপনি চিন্তিত হইবেন না, শীঘ্রই সে আপনার অন্তঃপুরে প্রেরিত হইবে।,"

"বিমর্ষভাবে বিষণচাঁদ কহিল, 'ভগবান যেন তাহাই করেন। তাহার জন্য আমি অতিশয় উন্মনা হইয়াছি। আর আর যে যে স্ত্রীলোক স্বইচ্ছায় বা আমার কৌশলজালে বিজড়িত হইয়া আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আনীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনও আমার মনহরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ইহাকে যে কি চক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। ইহার নিমিত্ত আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি।,"

"'প্রভু, চিন্তা করিবেন না।—সম্ভবেই—,"

"সঙ্গীর কথায় মনোযোগ না দিয়া বিষণচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাল, সেই প্রাচীনাটা কে? তাহার কি কোন কুটুম্ব?,"

"'আজ্ঞা না, ধর্ম্মাবতার। কুটুম্ব নহে।—পান্থশালা হইতে প্রবীণা যখন বালাকে লইয়া যায়, তৎকালে সুন্দরীর দুইটী চক্ষু ছল ছল করিতেছিল বদনে ভীতভাবও প্রকাশ পাইতেছিল, যেন অগত্যা নিরুপায় হইয়াই গমন করিতেছে। ইহাতে পান্থস্বামী সন্দেহক্রমে যুবতীকে সে বিষয়ের প্রশ্ন করে। কিন্তু যুবতী তাহার কথার উত্তর দান না করিয়া বদনে বসন আচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। প্রবীণা বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, 'দেখিতেছ না পলাইয়া আসিয়াছে। গৃহস্থের বধূ, দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছ না? শ্বশুরালয়ে স্বামীর সহিত কলহ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে।—গৃহস্থের বধূ, কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতে হয়, প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্যভাবে থাকিতে হয় ইহা না জানাতেই এখানে এই ভাবে অবস্থান করিতেছিল দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছ না?—ভাগ্যে আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি—ভাগ্যে আমি ইহার দর্শন পাইয়াছি, তাহাতেই ত রক্ষা? নতুবা ইহার কি দশা হইত বল দেখি? কোন একটা দুর্ঘটনা হইলে ইহার পরিজনের কিরূপ মনোবেদনা হইত বল দেখি? চল গো বাছা চল,—এখন আমার বন্ধুর বাটীতে চল। সেইখানেই থাকিতে পাইবে। পরে এ বিষয়ের যখন একটা গোল মিটিয়া যাইবে তখন তোমার স্বামী আত্মমুখে স্বীয় দোষ স্বীকার করিবে, তখন তোমাকে তোমার বাটীতে পাঠাইয়া দিব নতুবা আমারই ওখানে বাসাদি স্থির করিও। কোন চিন্তা নাই, চল।' এই শেষ কএকটী কথা প্রেমপূর্ণ স্বরে উচ্চারণ করিয়া বালার প্রতি তীব্রনেত্রে দৃষ্টিপাত করিল। যুবতী জড়সড়ভাবে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রবীণার সহিত পান্থশালা হইতে চলিয়া গেল বৃদ্ধার এই সকল কথা পান্থস্বামীর অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না, সুতরাং অন্য কিছু প্রশ্ন করিতে বিরত হইল। আমি পুনর্ব্বার—,"

"সঙ্গীর কথা শেষ হইতে না হইতে বিষণচাঁদ সহসা বলিয়া উঠিল 'ভাল তাহার আবার স্বামী কোথায়? পাছে পুনর্ব্বার আমা

কর-কবলে পতিত হইতে হয়, এই ভয়ে সে প্রাচীনার সহিত গমন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি, প্রবীণা দস্যুদল ভুক্তা, তাহার সহিত দস্যুদিগের যোগাযোগ আছে, অলঙ্কারের লোভেই সে সরোজিনীকে লইয়া গিয়াছে, ইহা আমি দিব্য চক্ষেই দর্শন করিতেছি।,"

"পাপী বিষণচাঁদ যাহার উদ্দেশে কথোপকথন করিতেছিল তাহা আমি যদিও পূর্ব্ব হইতে কতক কতক জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণে যদিও আমার সর্ব্বশরীর ঘৃণা ও ক্রোধে স্ফীত হইতেছিল,—মনে হইতেছিল যে, পাপীকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিয়া ফেলি, তবে পূর্ব্ব কথিত কারণে সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলাম। কিন্তু পাপিষ্ঠের এই শেষ কএকটী কথায় আমার ব্রহ্মতালুকা যেন উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা প্রবিদ্ধ হইল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্ব সতর্কতা সমস্তই বিফল হইয়া গেল। 'নৃশংস নারকী। অবশেষে তাহাই হইয়াছে।—সরোজিনী দস্যু হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে!—তুই তাহার মৃত্যুর কারণ।" এই কথা বলিয়া ভীষণ ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় সহসা আমি তাহাকে সবেগে আক্রমণ করিলাম। বিষণচাঁদ পদতলে বিলুণ্ঠিত হইল।—আমি উভয়হস্তে দুরাত্মার কলুষিত মস্তক দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক বারবার ভূমিতলে আঘাত করিতে লাগিলাম। দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া বিষণচাঁদের সঙ্গী, বাটীর লোকজনকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল। প্রভুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনি স্বয়ং আমার উপর নিপতিত হইল। পদাঘাতে আমি তাহাকে সুদূরে বিনিক্ষেপ করিলাম। সে চীৎকার করিতে করিতে বিষণচাঁদের গৃহাভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিল। বাটীর সকলে সেই দিকে আগমন করিতেছে দেখিয়া আমি বিষণচাঁদকে পরিত্যাগ করিলাম। "নরাধম। অদ্য নিষ্কৃতি পাইলি বটে, অস্ত্র নাই, সেই নিমিত্ত প্রাণ রক্ষা হইল। কিন্তু নিশ্চয় জানিস্, আবার যেদিন তোর সহিত নির্জ্জনে দেখা সাক্ষাৎ হইবে, সেই দিনই তোর শেষ দিন। ইহা যেন তোর মনে বিশেষরূপ স্মরণ থাকে!" ভীম নিনাদে ঝড়গতিতে এইকটী কথা বলিয়া আমি নিক্ষিপ্ত তীরবৎবেগে

সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। রক্ষীরা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছু দূর ধাবমান হইয়াছিল বটে, কিন্তু কিছুতেই আমাকে ধৃত করিতে পারিল না।"

ত্রিংশ কাণ্ড।

অবস্থা পরিকীর্ত্তন,—পঞ্চম স্তর।

"ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ আশায় এবং বিষণচাঁদের প্রাণনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে প্রতি রাত্রেই আমি ঐ পল্লীর নিকটস্থ স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে বিষণচাঁদের অধীনস্থ রক্ষিদিগের নয়নপথে নিপতিতও হইয়াছিলাম, তাহারা আমাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্নও করিয়াছিল, কিন্তু কোনবারেই আমাকে বন্দী করিতে সমর্থ হয় নাই। ঈশ্বর কৃপায় প্রতিবারেই তাহাদের চেষ্টা বিফল হইয়া যাইত। দৈবাৎ একরাত্রে ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম, আমার সহধর্ম্মিণী ও ভ্রাতৃপত্নীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। রাজপুরুষ কর্তৃকও তাহারা ধৃত হয় নাই। আমার অনুপস্থিতিকালে কতকগুলি অশ্বারোহী সহসা আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। গমনকালে অভাগিনীরা বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া বিষণচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে, কিন্তু পাষণ্ড মুফ্‌তী আদৌ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। সরোজিনীর বিষয়ে এইমাত্র বলিল, যখন তাহার জননী ও খুল্লতাতপত্নী ওরূপ ভয়ানক অভিযোগে অভিযুক্ত, তখন তাহাকে কিরূপে অন্তঃপুরে স্থান দান করিতে পারি। করিলে, অবশ্যই একটা কলঙ্ক রটনা হইবে দুষ্ট সংসর্গ লোককে স্থান দান করিলে আমার সপরিবারও দূষিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাহাকে বিদূরিত

করিতে বাধ্য হইলাম।, ভৃত্য ইহাও বলিল যে, 'উপযুক্ত অবসর অভাবে এ সমস্ত নিগূঢ় বৃত্তান্ত আপনাকে নিবেদন করিতে সক্ষম হই নাই। যে সময় আপনার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে সময় আপনি নিতান্তই অপ্রকৃতিস্থ;—চেতন প্রাপ্ত হইলে আপনি আমাকে গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তখন আপনার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, মস্তিস্ক অতিশয় ক্ষীণ সুতরাং তৎকালে সে সমস্ত কথা আর আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম না। ভাবিলাম, রাত্রিকালে সুচারুরূপে নিদ্রা হইলে, আপনার শরীর ও মন অনেক পরিমাণে সুস্থ হইবে, সেই সময়েই এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিব। কিন্তু পরদিন প্রাতেই সেই তুলস্থূল ব্যাপার! পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আপনি আমোদনগরে প্রেরিত হইলেন। সুতরাং বলিবার আর সময় পাইলাম না।,"

"আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এক্ষণে আর বুঝিতে বাকী রহিল না। যাহা হউক, আমি সেইরূপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। রক্ষীরা আমাকে ধৃত করিতে পারে না, প্রতিবারেই তাহাদের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করি। এ সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া বিষণচাঁদ অতিশয় উন্মনা হইয়া উঠিল। জম্মুসরে আর ক্ষণকালের নিমিত্তও তিষ্ঠিতে পারিল না। মুসলমানের সৌভাগ্য-রবি পুনর্ব্বার সমুদিত হওয়াতে পাপিষ্ঠ বিষণচাঁদ বরদানগরে প্রস্থান করিল। নবাব সরকারে প্রতিপন্ন থাকাতে তথাকার সহকারী শান্তিরক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইতে তাহাকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে ওসমান আলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক পরমলজী পুনরায় কহিলেন, "প্রভু! অবশ্যই ইহা অবগত আছেন যে, ক্ষত্রিয়েরা কখনই আপন প্রতিজ্ঞা সহজে ভঙ্গ করে না। আমার প্রতিজ্ঞা তাহার প্রাণনাশ। নির্জ্জনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ফেলিব। পাপিষ্ঠ যতদূরেই অবস্থান করুক না কেন, আমার জীঘাংসা ক্রোধ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইবেই হইবে। যে দিবস বিষণচাঁদ বরদানগরে প্রস্থান করিল, আমিও সেই দিবস আশ্রয়দাতা

যুবকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নরাধমের অনুসরণে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। জঙ্গলে অবাধে সচ্ছন্দে যেরূপ পরিভ্রমণ করিতে পারিতাম, রাজধানীতে সেরূপ করিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। প্রতি রাজপথেই অস্ত্রধারী প্রহরীর গতিবিধি, প্রতি পথেই তাহারা প্রহরিতা কার্য্যে বিনিযুক্ত,—সুতরাং অকুতোভয়ে পাপাত্মার কার্য্যাকার্য্য গতি প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিল। আমি তাহারও উপায় স্থির করিলাম। উপস্থিত বেশভূষা পরিত্যাগপূর্ব্বক ছদ্মবেশের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। জটাজুট ব্রহ্মচারী বেশ। কিন্তু থাকিবার স্থান কোথায়? রাজধানীর ভিতরে অবস্থান করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না। নগরের সন্নিকট, অথচ বিষণচাঁদের বাসস্থানের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হয়, এরূপ একটী নির্জ্জন স্থানের অন্বেষণে বিশেষ যত্নবান হইলাম। ভাগ্যক্রমে সকল মনোরথও হইল। রাজধানীর প্রান্তভাগে একটী দেবালয়, তাহার সন্নিকটেই একজন গৃহস্থের বাটী। আমি জটাজুট ব্রহ্মচারীবেশে তথায় যাইয়া সমুপস্থিত। গৃহস্থ একজন পরম বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী দর্শনে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তৎক্ষণাৎ আমারে দেবালয়ে অবস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আমি দেবালয়েই অবস্থান করিতে লাগিলাম। বিগ্রহ সেবার পাণ্ডা কোন কার্য্যোপলক্ষে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গমন করে, পূজার পক্ষে ব্যাঘাত হওয়াতে গৃহস্বামী সে কার্য্যে ব্রতী হইতে আমারেই অনুরোধ করিলেন। যদিও আমি হীন জাতি নহি, বিগ্রহের পূজা করিতে যদিও আমার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, কিন্তু সে কার্য্যে এখনও আমি দীক্ষিত হই নাই বলিয়া গৃহস্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে প্রথমতঃ আমার কিছু সঙ্কোচ হইতে লাগিল। পরিশেষে ছদ্মবেশ প্রকাশ হইবার ভয়ে সে কার্য্য সম্পাদন করিতে অগত্যাই স্বীকার পাইলাম। গৃহস্থের এখন আমি কুলপুরোহিত,—আমিই এখন সেই দেবালয়ের একমাত্র প্রধান আচার্য্য। দিনমানে প্রচ্ছন্নভাবে আমি দেবালয়ে অবস্থান করিয়া থাকি, আর সুবিধা হইলে দুরাত্মার তথ্য জানিবার নিমিত্ত সন্ধ্যার পর তথা হইতে প্রস্থান করি। অনুসন্ধানে জানিলাম, জয়করণ নামক একব্যক্তির প্রান্তনিবাসে নরাধম বিষণচাঁদ কখন কখন

গমনাগমন করিয়া থাকে। এ সংবাদ প্রাপ্তে, তৎক্ষণাৎই আমি সেই পল্লীতে অভিগমন করিলাম।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুনরায় ওসমান আলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক পরমলক্ষ্মী মহাশয় কহিলেন, “ইতিপূর্ব্বে প্রভুর আদেশে যে জয়করণকে রাজপুরুষদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম এই সেই জয়করণ। অপেক্ষা করিতে করিতে নরপ্রেত বিরণচাঁদকে তাহারই পান্থনিবাসে রাত্রিকালে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইলাম। একমাসমধ্যে নরাধম পাষণ্ড তিন চারিবার আগমন করিয়াছিল। কিন্তু কোন্ পথ দিয়া কিরূপে বহির্গত হইয়া যাইত, তাহার সন্ধান কোনক্রমেই নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। আগমনকালে নৃশংস নারকী বক্ষিদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আসিত, সুতরাং সে অবস্থায় তাহাকে হনন করিতে সাহস পাই নাই। সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব, অথচ আমাকে কেহই ধৃত করিতে পারিবে না, ইহাই আমার আন্তরিক অভিলাষ।— সেই নিমিত্তই সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে তৎকালে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। নতুবা পাষণ্ড আমার প্রতিহিংসা বহ্নিতে কোন্‌কালেই ভস্মীভূত হইয়া যাইত। আমি অবসর অন্বেষণে প্রতি রজনীতেই পান্থশালার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকিলাম। বারবার বাটীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিলে পাছে কেহ আমার প্রতি সন্দেহ করে, সংবাদ পাইয়া পাছে পাপিষ্ঠ সে বাটীতে আদৌ গমনাগমন না করে, এই ভয়ে আমি গোপন স্থান অন্বেষণের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। শুভাদৃষ্টক্রমে তাহারও সুবিধা হইল। জয়করণের পান্থশালার পূর্ব্বেই যে উদ্যানবাটী,—সেই উদ্যানটী নানাবিধ বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ থাকাতে দিনমানে তাহার মধ্যে রবিকিরণ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে পাইত না,—অপরাহ্নে সেই স্থানটী অন্ধকারময় হইয়া পড়িত। সায়ংকাল অতীত হইলে আমি সেইস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে সুযোগ অন্বেষণে তৎপর রহিলাম। কখন কখন উদ্যানের এদিক ওদিক অনুসন্ধান লই, কখন বা উদ্যানের প্রাচীরের উপর গোপনভাবে অবস্থান করি, এইরূপে কএকদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। উদ্যানমধ্যে পরিভ্রমণ করাতে আমার পক্ষে আর একটী সুবিধা হইয়া উঠিল। ‘বাটীতে ভূত

আছে, গোঁ গোঁ রব করিতে করিতে উদ্যানের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়,—তালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ একটা বিকটাকার মূর্ত্তি প্রাচীরের উপর বসিয়া থাকে।' এই সকল অদ্ভুত কথার জল্পনায় লোকে সভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবিক যে সেটা কি, কি কারণে এই অদ্ভুত কথার সমুদ্ভব, বোধ হয় প্রভু তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।"

ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক ওসমান আলি কহিলেন, "সম্পূর্ণই,—রাত্রিকালে উদ্যানমধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া বেড়াইবার ফল।—কিন্তু তোমার কাহিনীর উপসংহারকাল কখন আসিবে? উপসংহারের আর বিলম্ব কি?"

"আজ্ঞা, আর বিলম্ব নাই,—এখনই শেষ হইয়া যাইবে।—উপসংহার শ্রবণ করিলে আপনি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইবেন!—কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক অপেক্ষা করুন, আমি—"

পরমলজীর কথায় বাধা দিয়া ওসমান আলি গম্ভীরবদনে কহিলেন, "ধৈর্য্য ধারণে আমি চির-অভ্যস্ত!—ভাল বলিয়া যাও, শ্রবণ করিতেছি।"

পরমলজী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পার্শ্বস্থিত কলসী হইতে যৎকিঞ্চিৎ জল লইয়া তদ্দ্বারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন করণান্তর আসন পরিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পরমলজী কহিলেন, "উদ্যানবাটী সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে এরূপ জনরব হইয়া উঠিল যে, যথার্থই ও বাটীতে ভূত আছে। রাত্রিকালের কথা দূরে থাকুক, দিনমানেও সে পথে কেহ একাকী গমনাগমন করিতে সাহস পায় না। ইহাতে মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। পূর্ব্ববৎ সতর্কভাবে থাকিবার আর আবশ্যক রহিল না। সচ্ছন্দ মনে, অকুতোভয়ে উদ্যানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ভূতযোনীর আবির্ভাবে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত আমি মাঝে মাঝে পথিকদিগকে বিভীষিকা মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতাম। ভৌতিক কাণ্ড মনে করিয়া তাহারাও সভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িত। এইরূপে কএকমাসকাল অতিবাহিত।—উপযুক্ত সময় প্রতীক্ষায় কএকমাসকাল অতিবাহিত।—একদিবস সন্ধ্যার পর, আমি উদ্যানস্থ প্রাচীরে অবস্থান করিতেছি, এমন সময় জয়করণের পান্থশালা

হইতে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে নিক্ষিপ্ত তীরবৎবেগে চলিয়া গেল। অর্দ্ধঘণ্টা পরেই বিষণচাঁদ দ্রুতপদে পান্থনিবাসে আসিয়া প্রবেশ করিল। অদ্য তাহার সঙ্গে একটীমাত্রও প্রহরী নাই, অদ্য একাকীই আগমন করিয়াছে।"

"বিষণচাঁদ তড়িৎবেগে পান্থনিবাসে প্রবেশ করাতে আমি মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার সময় পাইলাম না। বহুদিবসের পর উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়াও উদ্দেশ্য সাধনে সফল মনোরথ না হওয়াতে মনে মনে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলাম। বিমর্ষভাবে উদ্যানের চারিদিকে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলাম। সহসা উদ্যানবাটীর বাতায়ন ছিদ্র হইতে আলোকরশ্মি বহির্গত হইল,—পরক্ষণেই বিলুপ্ত;—পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় দীপ্তিমান্। যেন কেহ আলোক হস্তে গৃহমধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। এ বাটীতে কেহই বসবাস করে না। ভাড়া লইবার জন্য গ্রাহক উপস্থিত হইলে, জয়করণ তাহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়। বিশেষতঃ ভূত পিশাচের নিবাস-নিকেতন বলিয়া লোকে উহার ত্রিসীমানায়ও গমন করে না। তবে এখানে আলোক কিরূপে আসিল?—চারিদিক অবরুদ্ধ, তবে কোন্ পথে কিরূপেই বা গৃহমধ্যে লোক প্রবেশ করিল? আমি সন্দিগ্ধ মনে সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাটীর নিকটে আসিয়া দেখি, দ্বিতলে উঠিবার সোপানদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে! ইহারই বা অর্থ কি? প্রতি দ্বার গবাক্ষ, এমন কি, বহির্দ্বার পর্য্যন্তও অষ্টপ্রহর অবরুদ্ধ থাকে; তবে অদ্য রজনীতে এ দ্বারটী উন্মুক্ত রহিয়াছে কেন?—ইহার মর্ম্ম কি? ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সোপান অবলম্বনে বাতায়ন সমীপে উপনীত হইয়া আমি গবাক্ষরন্ধ্রে নেত্র সন্নিবেশ করিলাম। গৃহমধ্যে একটী যুবতীর ব্যাকুলতাপূর্ণ বদনমণ্ডল আমার নয়ন পথে নিপতিত হইল। যন্ত্রণা জনিত অস্ফুট ক্রন্দন শব্দও আমার শ্রবণ কুহরে প্রবেশ করিল। পাছে পড়িয়া যায়, এই ভয়েই যেন নবীনা বালা একব্যক্তির স্কন্ধদেশে আপনার যুগল বাহু পরিবেষ্টন করিয়া আছে। কিন্তু ব্যক্তিটা যে কে, তাহা আমি তৎকালে চিনিতে পারিলাম

না। বন্ধ্র সংযোগের দৃষ্টি, সকল স্থানে সমভাবে পতিত হয় না বলিয়া, তাহার অবয়ব আমার সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হইল না। যুবতী সেই ভাবে কিছুক্ষণ গৃহমধ্যে বিচরণ করিয়া একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিল। এবারে তাহার সঙ্গীকে স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইলাম। গবাক্ষ রন্ধ্রের সমস্ত্রভাগে আগমন করাতে তাহার সম্পূর্ণ অবয়বই আমার নয়নগোচর হইয়া পড়িল, দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। যুবতীর সঙ্গী, সেই নরাধম নরপিশাচ পাপিষ্ঠ বিষণচাঁদ। বন্ধযোগে তাহারই ঘৃণিত মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে বিভাসিত হইল।"

"এতদিনের পর সমস্তই সুপ্রকাশ।—বিষণচাঁদ কোন পথে অবলম্বনে পান্থনিবাস হইতে প্রত্যাগমন করে, তাহা এতদিনের পর অদ্য সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রত্যাগমনকালে কি কারণে পাপিষ্ঠের দর্শন পাই নাই, তাহা আমি এক্ষণে বিলক্ষণরূপেই পরিজ্ঞাত হইতে পারিলাম। উভয় বাটীতে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত কোনরূপ গুপ্ত পথ কোনরূপ গুপ্ত সুড়ঙ্গ যে পরিবিদ্যমান আছে, ইহা জানিতে আমার আর অধিকক্ষণ বিলম্ব হইল না।"

"যুবতী কৌচের উপর উপবেশন করিয়া একেএকে গাত্র অলঙ্কারগুলি উন্মোচনপূর্ব্বক বিষণচাঁদের প্রসারিত করপুটে সমর্পণ করিতে লাগিল। বিষণচাঁদ একটী পেটিকামধ্যে সে সমস্ত স্তরে স্তরে নিহিত করিয়া রাখিল। আমি ইহার কিছুই ভাব গ্রহণ করিতে পারিলাম না। একবার মনে করিলাম, হয় ত কোন ধনী লোকের কন্যাকে কুপথগামিনী করিয়া অবশেষে বিষণচাঁদ তাহার অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিতেছে,—হয় ত কৌশলক্রমে ইহাকে এখানে সমানয়নে ভয় মৈত্রতা প্রদর্শনে ইহার অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিয়া লইতেছে। আবার ভাবিলাম, সেরূপ হইলে যুবতী বারবার কাতরস্বরে ক্রন্দন এবং বিষণচাঁদের স্কন্ধদেশ বাহুদ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে কেন? যাহাই হউক, যে কারণেই ইহারা এখানে আসিয়া থাকুক, কিন্তু ইহাদের এই গোপন সন্দ[illegible] বিধিবিরুদ্ধকার্য্য তাহা আমি সম্যকরূপেই [illegible] করিতে সমর্থ [illegible]। মনে মনে এই সকল তোলপাড়া করি-

তেছি, এমন সময় পার্শ্বদেশে, কিঞ্চিৎদূরে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রবণে সেখানে সেইরূপে আর ক্ষণকালের নিমিত্তও অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। উদ্যান মধ্যে আসিয়া বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। কএক মুহূর্ত্ত পরে জয়করণের সহধর্ম্মিনী ময়নাবিবি একটী জ্বলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে নিম্নতলে আসিয়া সতর্কভাবে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কোথাও কেহ নাই দর্শনে পুনর্ব্বার রহস্যনিকেতনে প্রবিষ্ট হইল। সন্দেহের ক্রমশই বৃদ্ধি।—অদ্য রজনীতে যে কোন একটা নিগূঢ় রহস্য দর্শন করিতে পারিব, তাহা আমি তৎকালে বিলক্ষণরূপেই জানিতে পারিলাম। প্রায় একঘণ্টা পরে, বাতায়নের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক নরাধম বিষণচাঁদ, আমি যে স্থানে অবস্থান করিতেছি সেইদিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি মনে মনে অতিশয় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিলাম। যাহাকে একাকী প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আমি এক প্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগে কএকমাসাবধি আগ্রহের সহিতই অতিবাহিত করিতেছি, সেই নরাধম অদ্য রজনীতে আমারই সম্মুখে,—আমারই অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত বিধাতাই যেন নারকীকে আমারই অভিমুখে প্রেরণ করিতেছেন। সকল দিকেই সুবিধা।—আমি তাহাকে আক্রমণ করিবার মানসে কটিবন্ধ হইতে সুশাণিত ছুরীকা উন্মোচনপূর্ব্বক আঘাত করিতে সমুদ্যত হইলাম। সহসা পাপিষ্ঠের হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে আমার উত্তোলিত হস্ত তন্মুহূর্ত্তে এক প্রকার নিস্তেজ হইয়া পড়িল। উদ্যমের পরেই বিরত হইবার কারণ এই যে, বিষণচাঁদের দক্ষিণ হস্তে একটী আবদ্ধ পেটিকা, এবং বামহস্তে একখানি সুবৃহৎ কোদালি অকস্মাৎ আমার নয়নপথে প্রকাশমান হইল। এই গভীর নিশীথ সময়ে পেটিকা ও কোদালি লইয়া দুরাচার কি অভিপ্রায়ে উদ্যান-ভূমিতে আগমন করিতেছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। সুতরাং আমার হননোন্মুখ উত্তোলিত হস্ত ক্ষণকালের নিমিত্ত স্বকার্য্য সাধনে নিশ্চল হইয়া রহিল। যে স্থানে যে ভাবে অবস্থান করিতেছিলাম, সেই স্থানে সেই ভাবে স্থির হইয়া রহিলাম।

"নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া বিষণচাঁদ হস্তস্থিত পেটিকাটী ভূমিতলে সংস্থাপনপূর্ব্বক কোদালি দ্বারা সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিল। খনন কার্য্য সমাপ্ত হইলে, বিষণচাঁদ পেটিকাটী গহ্বরমধ্যে নিহিত করিয়া তদুপরি মৃত্তিকারাশি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমি আর অপেক্ষা করিলাম না, "পাপিষ্ঠ! নরাধম! সরোজিনীর ধর্ম্মনাশের পরিশোধ হইল!" মৃদু অথচ গম্ভীরস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে আমার সুশাণিত ছুরীকা বিষণচাঁদের দক্ষিণপার্শ্বের একাদশ পঞ্জর ভেদ করিয়া তাহার সেই কলুষিত রুধির পরিতৃপ্তরূপে পান করিল। দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ ভূমিশায়ী, একটী অস্ফুট চীৎকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইল। পলাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় পেটিকার কথা স্মরণ হইল। শশব্যস্তে পেটিকাটী গহ্বর হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক আবরণ উন্মোচনের চেষ্টা পাইলাম, অবকাশ হইল না, উল্কা হস্তে দুই তিনজন লোক সেই দিকে আগমন করিতেছে দেখিয়া আমি বিক্রমবেগে সেস্থান হইতে পলায়ন করিলাম। উদ্যান প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার উপক্রম সময়ে পদস্খলন হওয়াতে পেটিকা সুদ্ধ ভূমিতলে নিপতিত হইলাম। আমাতে রজ্জু বন্ধন শিথিল হওয়াতে পেটিকার আবরণ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সদ্যজাত শিশুর অতি ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পেটিকামধ্যে সদ্যজাত শিশু—"

পন্নলজীর এই শেষ কএকটী কথা শ্রবণে ওসমান আলি সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "সদ্যজাত শিশু? বালক?"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পন্নলজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, বালকই বটে, কিন্তু আপনি ইহা কিরূপে জানিতে পারিলেন? বালক, ইহা আপনি কিরূপে স্থির নিশ্চয় করিয়া লইলেন?"

ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক ওসমান আলি কহিলেন, "না, স্থির নিশ্চয় নহে, এবং জানিতেও পারি নাই বটে, তবে প্রশ্ন করিয়াছিলাম মাত্র। বালকের নাম প্রথমেই কণ্ঠে আসাতে তাহাই মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল;—আমি পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারি নাই!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে মৃদুমন্দ

হাস্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তোমার সেই পেটকাটা সংগ্রহ করিবার অর্থ কি? অলঙ্কার প্রাপ্তি আশায়? তাহা ত নিষ্ফল হইয়া গেল, অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে একটী সদ্য-প্রসূত-বালক প্রাপ্ত হইলে। ইহাতে তোমার অন্তরে অবশ্যই ক্ষোভ হইয়া থাকিবে। কেমন নয়?"

"আজ্ঞা না প্রভু, বরং আনন্দই হইয়াছিল। যেমন একটী মহা প্রাণীর প্রাণনাশ করিলাম, তেমনি একটী মহাপ্রাণীর জীবন রক্ষা করিবার হেতুভূত হইলাম ভাবিয়া, অন্তরে অতিশয় আনন্দই জন্মিয়াছিল। আর পেটিকার কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে অক্ষম। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মণি মাণিক্য অথবা অলঙ্কারের লোভে তাহা সংগ্রহ করি নাই। কিন্তু কি কারণে যে সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা কিছুই বলিতে পারি না। তবে—"

পরমলজীর কথায় বাধা দিয়া অসমান আলি গম্ভীরবদনে কহিলেন, "হাঁ ওরূপ কখন কখন ঘটিয়া থাকে বটে। মনুষ্য কখন কখন এরূপ কার্য্য করিয়া বসে যে, তাহার অর্থ নাই, কারণ নাই, কিছুই নাই! বোধ হয় তোমারও তাহাই ঘটিয়া থাকিবে! ভাল বলিয়া যাও।"

পরমলজী আরম্ভ করিলেন। "বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া আমি পেটি কাটা সূত্রে বিনিক্ষেপপূর্ব্বক তড়িৎগতিতে অথচ অতি সাবধানে প্রাচীরের উপর আরোহণ করিলাম। সেই সময় রাজপথে দুই চারিজন লোক গমনাগমন করিতেছে দেখিয়া আমি অতিশয় শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে কএকমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। একদিকে উল্কাধারী, অপরদিকে পথিকব্রজ বিষম বিভ্রাট! শিশুটীকে পরিত্যাগ করিয়া উদ্যানের তরুলতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিরাপদ হই বটে, কিন্তু শিশুর জীবন রক্ষা হইবার উপায় কি? ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া পাপিষ্ঠেরা সহজেই ইহার সন্ধান পাইবে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় জীবিতাবস্থায় এই অপোগণ্ডটীকে পুনর্ব্বার প্রোথিত করিয়া ফেলিবে। উপায় চিন্তা করিবারও সময় নাই। মনুষ্য জীবন হনন করিয়াছি, ধৃত হইলেই প্রাণদণ্ড হইবে, পলায়নেই প্রাণ রক্ষা। ভাবিয়া চিন্তিয়া জনপদের দিকেই লম্ফ প্রদান করিলাম। একজন পথিকের অঙ্গে আমার

অঙ্গের আঘাত লাগাতে সেব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মাতৃভূমি পরিচুম্বন করিল। আমি প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিলাম। শিশুর ক্রন্দন রব শ্রবণে একব্যক্তি সভয়ে বলিয়া উঠিল, 'ঐ দেখ, শুনিলি ত? ওটা ভাই ছেলে ভূত।— কিন্তু কি বেগ—, আর শুনিতে পাইলাম না। দূরতা প্রযুক্ত পথিকের কণ্ঠস্বর বাতাসের সহিত বিলীন হইয়া গেল। ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া কেহই আমার অনুসরণ করিতে সাহস পাইল না। কিছুদূর গমন করিয়া শ্রান্তি নিবারণের জন্য একটী নির্জন স্থানে উপবেশন করিলাম। শিশুটীকে লইয়া কি করি, সেই চিন্তাতেই ব্যাকুলিত হইলাম। একবার ভাবিলাম, ইহাকে জনপদের কোন একটী বিশেষ প্রকাশ্য স্থানে শায়িত করিয়া রাখি, ইহার ক্রন্দনের শব্দ কোন পথিকের কর্ণগোচর হইলে সে ব্যক্তি অবশ্যই সেইদিকে আগমন করিবে, এবং জনক জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেখিয়া দয়া প্রকাশে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না। আবার ভাবিলাম, কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইবার অগ্রেই যদি এই অপোগণ্ডটী শৃগাল কুক্কুরের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে পাপ রাখিবার আমার আর স্থান থাকিবে না ভাবিয়া, সে সঙ্কল্প তৎক্ষণাৎই পরিত্যাগ করিলাম। আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, কিন্তু এ অভাগার প্রাণ রক্ষা না করিলে অবশ্যই আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। দেবালয়ে লইয়া যাইলে ইহার পক্ষে কোন না কোন সুবিধা হইতে পারে, মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া অবশেষে সেইখানে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।"

একত্রিংশ কাণ্ড।

অৰ্হা পরিকীর্ত্তন,—শেষ স্তর;—নির্ব্বাচিত ভৃত্য!

"যথা সময়ে দেবালয়ে আসিয়া সমুপস্থিত। সদ্যজাত শিশু দর্শনে গৃহস্বামী চমৎকৃতভাবে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি, জনক জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেখিয়া ইহাকে লইয়া আসিয়াছি,

এই কথা বলিয়া গৃহস্থের নিকট পরিচয় প্রদান করিলাম। শিশুটী অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল। কে হত্যা করিয়াছে, কি কারণে হত্যা করিল, বিষণ-চাঁদের মৃতদেহ প্রাপ্তে তাহার পরিজনেরা হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতেছে কি না, সহকারী শান্তিরক্ষক এরূপে হত হইয়াছে, ইহাতে রাজপুরুষেরাই বা কিরূপ তদন্ত করিতেছেন। এই সকল তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আমি পর-দিবস সন্ধ্যার সময় রাজধানীতে উপস্থিত হইলাম। বণিকবেশে বিষণচাঁদের বাটীতে উপনীত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলাম। একজন ভৃত্য উত্তর করিল, 'তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই, তিনি গত রজনীতে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত স্থানান্তর গমন করিয়াছেন, দুইমাসের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবেন না।' শুনিয়াই ত আমি অবাক!—বায়ু পরিবর্ত্তন? সে আবার কি কথা? তবে কি তাহাকে সংহার করিতে পারি নাই? অসম্ভব! ছুরীকা আমূল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করিয়াদিয়াছি, তাহাতে ত বাঁচিবার আশা নাই, তবে কিরূপে প্রাণ রক্ষা হইল? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।"

"আশ্রয়-দাতা গৃহস্থের অন্তঃপুরে পরিত্যক্ত শিশুটী পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং আমি স্বয়ং দেবালয়ে দেবসেবায় ছদ্মবেশে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম, এইরূপে একপক্ষ অতীত।—একদিবস পূজার উপকরণাদি আসিতে বিলম্ব হওয়াতে আমি একজন ভৃত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ভৃত্য উত্তর করিল, 'পরিচারিকা স্থানান্তরে গিয়াছে, গৃহিণীও অদ্য বাটীতে উপস্থিত নাই, সেই নিমিত্তই এই বিলম্ব। আমি এখনই সংবাদ পাঠাইতেছি।' এই কথা বলিয়া বাটীর দিকে চলিয়া গেল। কিঞ্চিৎপরে একটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক নৈবেদ্য ও পূজার উপকর-ণাদি লইয়া মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে পরি-চারিকা বলিয়া বোধ হইল না। ভদ্রমহিলার অনুরূপই দর্শন করিতে পারি-লাম। অবগুণ্ঠনবতী মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সে সমস্ত উপকরণ সামগ্রী যথা যথা স্থানে সংস্থাপন করিল। আমি তাঁহার অবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলাম। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ তাঁহার সহিত বাক্যা-

লাপ করিবার চেষ্টা পাইলাম। পাত্রে তুলসিপত্র ও চন্দন না থাকাতে আলাপ করিবার বিলক্ষণই সুবিধা হইল। অপাঙ্গ দর্শনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "মা! তুলসিদাম কোথায়? চন্দনও যে দেখিতে পাইতেছি না।" স্বর শ্রবণে কামিনীর সর্ব্বশরীর যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে আমার বদনের প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'একি?—কাহার স্বর?—পরমল্ না? পরমল্ ব্রহ্মচারী?—আঁ্যা?, এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী দ্রুতগতিতে আপনার অবগুণ্ঠনটী উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। নিগৃহীত ভ্রাতৃপত্নীর শোকসন্তপ্ত মুখমণ্ডল আমার নয়ন দর্পণে তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হইয়া পড়িল। প্রকৃতিস্থ হইলে ভ্রাতৃবধূকে সমস্ত কথাই আমি একেএকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। সরোজিনীর মৃত্যু শ্রবণে তিনি সকাতরে রোদন করিতে লাগিলেন। আমি নানামতে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দান করিয়া তাঁহার এখানে অবস্থানের কারণ, এবং আমার সহধর্ম্মিনীর কুশল সংবাদ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম। ভ্রাতৃপত্নী আমার সহধর্ম্মিনীর তথ্য কিছুই বলিতে পারিলেন না। অতীত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত তাঁহার মুখে এইরূপ অবগত হইলাম।"

"রক্ষীরা তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া সন্ধ্যাকালে একটী পান্থশালায় লইয়া উপস্থিত করে। তিনটী অবলাকে একটী ক্ষুদ্র গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া তাহারা বহির্ভাগে প্রহরিতা কার্য্যে বিনিযুক্ত থাকে। রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় সহসা দুই তিনজন রক্ষী গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সরোজিনীকে ধৃত করিবার উদ্যোগ করে। কারণ জিজ্ঞাসায়, 'চুরী করিয়াছে, সোনা দানা চুরী!, এইমাত্র উত্তর দিয়া দুষ্টেরা সরোজিনীর উভয় বাহু সবেগে আকর্ষণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হয়। নিরাশ্রয়া অবলারা নিরুপায়।—সরোদনে সকাতরে রক্ষিদিগের পদতলে বারম্বার বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পাপিষ্ঠেরা তাহাদের কাতরোক্তিতে কর্ণপাতও করিল না, রোরুদ্যমানা সরোজিনীকে একটী বয়েল গাড়ীতে আরোহণ করাইয়া জম্বুসর নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।"

"পরদিন অপরাহ্নে রক্ষীরা আমার পত্নী ও ভ্রাতৃবধূকে একটী পল্লীগ্রামে আনয়নপূর্ব্বক তথাকার একটী কুটীরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কোথায়

বা বিচার, আর কোথায়ই বা অভিযোগ! দুই তিনদিবস সেই স্থানে অব-স্থান করিবার পর, রক্ষীরা পুনর্ব্বার তাঁহাদের স্থানান্তরে লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করে। এবাটী তাদৃশ নিরাপদ নহে, বন্দীরা সহজেই এখান হইতে পলায়ন করিতে পারে, কোন প্রাচীর বেষ্টিত অপর কোন বাটীতে রুদ্ধ করিয়া রাখি-বার আদেশ আসিয়াছে। রক্ষিদিগের কথোপকথনে এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া অনাথিনীরা অতিশয় আকুলিত হইয়া উঠে। কোন ভীষণ কারাগারে বিনিক্ষিপ্ত হইলে পলায়নের আশা ভরসায় এককালে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া আমার ভ্রাতৃপত্নী পলায়ন করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে তৎপর হয়েন। রক্ষীরা পাছে কোনরূপ সন্দেহ করে, এই ভয়ে আমার পরিবারকে সে কথা বিজ্ঞাপন করিতে সাহস পান নাই। প্রহরীরা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইলে আমার সহধর্ম্মিনীকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি অতি সংগোপনে সে স্থান হইতে পলায়ন করেন। বনে বনে নানা কষ্টে পরি-ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি এই গৃহস্থের আশ্রমে আসিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। আমার সহধর্ম্মিনী পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কি রক্ষীরা তাহাকে কোন কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, সে তত্ত্ব ভ্রাতৃবধূ আদৌ পরিজ্ঞাত নহেন। নরাধম বিমলচাঁদ যে ইহার মূলীভূত কারণ, তাহা আর তাঁহার জানিতে বাকী ছিল না। সরোজিনীকে কুপথগামিনী করি-বার নিমিত্ত দূতী প্রেরণ, তৎপরে পুলিস কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ, পান্থনিবাস হইতে সরোজিনীকে স্থানান্তর করা, রক্ষিদিগের সেই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ, বিচারালয়ে বিচারার্থ লইয়া না যাওয়া ইত্যাদি ঘটনায় তিনি সম্যকরূপেই অবগত হইয়াছিলেন যে, সেই নৃশংস নারকীই ইহার একমাত্র আদি কারণ। পাছে নরাধম পুনর্ব্বার কোনরূপ অহিত অত্যাচার করে, এই ভয়ে অনাথিনী আমার বা তাঁহার কন্যা সরোজিনীর তত্ত্ব লইতে সাহস পান নাই।”

“ভ্রাতৃপত্নীর মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি মনে মনে অতি-শয় শোকাকুল হইলাম। সহধর্ম্মিনী কোথায়, কিরূপে কালযাপন করিতেছে, জানিতে না পারিয়া মনে মনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলাম। বহুকষ্টে ভাব গোপনপূর্ব্বক ভ্রাতৃবধূকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবুক্ত করিয়া অন্তঃপুরে

পাঠাইয়া দিলাম। বিষণচাঁদের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আরও কএকবার তাহার বাটীতে যাতায়াত করিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলে ঐ একই কথা শ্রবণ করিতে পাই। 'আপাততঃ সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই, বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।' সহধর্ম্মিনীর তত্ত্ব লইবার নিমিত্ত নানামতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলাম না। জীবিত কি মৃত সে সংবাদও অবগত হইতে সমর্থ হইলাম না। শোক দুঃখে কএকবৎসর অতিবাহিত হইল। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় অবশেষে আমি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ভয়ানক জ্বর,—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—গাত্র দাহ,—অতিশয় পিপাসা—ভীষণ সান্নিপাত,—যাতনায় অস্থির,—একেবারে চেতন শূন্য।—গৃহস্থেরা আমার নানামতে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সুচিকিৎসার নিমিত্ত উপযুক্ত হকিমও আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোগের ক্রমশই বৃদ্ধি,—প্রাণ সংশয়। পরমায়ু পরম ঔষধী!—আয়ু থাকিলে একটা না একটা উপায় হইয়া উঠে,—যখন সকলেই আমার জীবনের পক্ষে নৈরাশ্য হইয়াছেন, তৎকালে ভগবান যেন আমার প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত দীনদয়াল শাস্ত্রী-নামক একজন পরমহংসকে ধনন্তরী রূপে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। রোগের সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি আপনার ঝুলী হইতে এক প্রকার চূর্ণ বাহির করিয়া তাহার একরতি পরিমাণ আমারে সেবন করাইলেন। একপ্রহরেরমধ্যে আমার চৈতন্যোদয় হইল। অষ্টাহের মধ্যে আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলাম। কিন্তু শরীর অতিশয় ক্ষীণ, শয্যাত্যাগ করিতে শক্তি হয় না। দীনদয়াল স্বামী প্রত্যহই আমাকে দেখিতে আসিতেন, পথ্যের বিষয় প্রত্যহই নূতন নূতন ব্যবস্থা করিয়া আপনি তাহা স্বহস্তেই প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাহার এই দয়া দাক্ষিণ্য দর্শনে আমার মন একেবারে বিগলিত হইল। আমি আর আত্মগোপন করিতে পারিলাম না। আত্ম বিবরণ একেএকে সমস্তই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলাম।"

"বিষণচাঁদকে নিহত করিবার নিমিত্ত আমি যে সকল উপায় চিন্তা করিয়াছিলাম, আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপে তাহার সুযোগ অন্বেষণে

তৎপর হইয়াছিলাম, এ সমস্ত কথা শ্রবণে দীনদয়াল স্বামী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, 'স্বকার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত তুমি যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলে, যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলে, তাহা সমস্তই তোমার বিফল হইয়া গিয়াছে, বিষণচাঁদ হতজীবন হয় নাই,—মর্ম্মস্থানে আঘাত না লাগাতে তাহা সাংঘাতিকরূপে পরিণত হয় নাই। কার্য্য সাধন হয় নাই বলিয়া খেদ করিও না—বরং আহ্লাদিত হও। নরহত্যা জনিত পাপ হইতে ঈশ্বর তোমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন ভাবিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সেই অপার মহিমা, অপার করুণার বিষয় কীর্ত্তনপূর্ব্বক অহোরাত্র আনন্দাশ্রু পরিবর্ষণ করিতে থাক। বিষণচাঁদ মানবলীলা সম্বরণ করে নাই, অদ্যাপিও জীবিতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে।,"

"আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বিষণচাঁদ—নরাধম বিষণচাঁদ অদ্যাপিও এ পৃথিবীতে সুস্থ শরীরে বিচরণ করিতেছে ভাবিয়া, আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পাপীর প্রাণনাশ করিবার জন্য সতত আকিঞ্চন করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনাক্রমে সমস্তই বিফল হইয়া গেল। মনে মনে সে বিষয় আন্দোলন করিয়া আমি অতিশয় বিমর্ষ হইলাম। আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অতি কোমল অথচ গম্ভীরস্বরে দীনদয়াল স্বামী কহিলেন, 'বৎস। আক্ষেপ করিও না। বিষণচাঁদ যে পাপে পাপী, এই ভূমণ্ডলে সে ব্যক্তি যে সকল অহিত অত্যাচার করিয়াছে, কেবল প্রাণনাশ হইলে তাহার সে সমস্ত মহাপাতকের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় না,—গুরুপাপে, গুরুতর প্রায়শ্চিত্তেরই আবশ্যক। হয় ত তাহাকে সেইটী উপভোগ করিতে হইবে বলিয়া জগদীশ্বর তৎকালে তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকিবেন। বৎস। অপেক্ষা কর,—সময়ে তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান হইবেই হইবে। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, আছেই আছে।,"

"তাঁহার এই সমস্ত নীতিকথা আমার মনের সহিত সম্পূর্ণরূপেই ঐক্য হইল। আমি কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া সে বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু পাপিষ্ঠ বিষণচাঁদ অদ্যাপিও জীবিত এ কথা স্মরণ করিয়াই আমার সর্ব্বশরীর মহা আতঙ্কে প্রকম্পিত হইল। ব্রহ্মচারীর পদযুগল উভয় হস্তে

প্রদর্শনপূর্ব্বক সকাতরে কহিলাম, "প্রভু! ইহার উপায় কি? আমি এখানে অবস্থান করিতেছি, এ কথা যদি বিষণচাঁদ ঘুণাগ্রেও জানিতে পারে, তাহা হইলে আমার আর নিস্তার থাকিবে না। দুরাচার এখনই আমাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। সে বিষয়ের সৎপরামর্শ কি? আমার সহধর্ম্মিনীরই বা উদ্দেশ কিরূপে প্রাপ্ত হই, সে বিষয়েরও সদযুক্তি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করুন। আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত, আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। আপনি ভিন্ন আমার আর উপায়ন্তর নাই।"

"আমার এই কাতরোক্তি শ্রবণে স্বামী মহাশয়ের দয়া হইল, তিনি আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, 'চিন্তা করিও না। বিষণচাঁদ যখন এতদিন তোমার সন্ধান প্রাপ্ত হয় নাই, তুমি এখানে অবস্থান করিতেছ এ বিষয় যখন এতদিন জানিতে পারে নাই, তখন তাহাতে আর চিন্তার বিষয় কি আছে? তবে এখানে কালযাপন করিলে তোমার পরিবারের সন্ধান হইবে না বটে। ভাল, তাহার উপায় করিয়া দিতেছি। ওসমান আলি নামে বিষণচাঁদের একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী আছেন, তুমি তাহারই নিকট গমন কর। তিনিই তোমার পরিবারের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন। বিষণচাঁদ কোথায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কৌশলক্রমে সে সমস্ত অবগত হইয়া তিনিই তাহার সন্ধান বলিয়া দিবেন। কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে তাঁহারই নিকট গমন করিও।'"

"ব্রহ্মচারীর এই সমস্ত কথা শ্রবণে আমি বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক স্বামী ঠাকুর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 'চিন্তা করিও না। ওসমান আলি একজন ধর্ম্মভীরু লোক। তাহার দ্বারা কখনই তোমার অনিষ্ট হইবে না। বরং যাহাতে সুবিধা হয়, সে বিষয়ের উচিত পরামর্শ তৎক্ষণাৎ তোমাকে প্রদান করিবেন। আমি তাঁহার চরিত্রের বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছি;—তিনি পরোপকারী, দয়ালু এবং আর আর বিস্তর সুমহৎগুণে অতি সুন্দররূপে বিভূষিত। আমার সহিত তাঁহার সবিশেষ আলাপ পরিচয় আছে। তাঁহার নামে একখানি পত্র দিতেছি, তুমি তাঁহাকে

সেখানি প্রদান করিও। দেখিবে, তিনি তোমার প্রতি কতদূর যত্ন স্নেহ মমতা করেন।,"

"আমি বিনীতভাবে কহিলাম, "প্রভু! যাহা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, সে সমস্তই আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আলি সাহেবের নিকট যাতায়াত করিলে পাছে বিষণচাঁদের সম্মুখে—"

"বাধা দিয়া পরমহংস কহিলেন, 'সে চিন্তা নাই।—ওসমান আলি বিষণচাঁদের বাটীতে অবস্থান করেন না। বিশেষতঃ রাত্রিকালে ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট গমনাগমন করিবে, তাহাতে তোমাকে চিনিতে পারিবার সম্ভাবনা কোথায়? কোন চিন্তা নাই। সচ্ছন্দেই তাঁহার নিকট গমন করিও। তোমার ভ্রাতৃপত্নী ও পরিত্যক্ত শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার। মহাপুরুষ বহ্নগিরির আশ্রমের সন্নিকটেই তাহাদের বাসস্থানের নির্দেশ করিয়া রাখিব। আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর, মহাপুরুষ বহ্নগিরির আশ্রমে গমন করিও। আমার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, গিরি-ঠাকুরের নিকটেই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে। তিনি আমার পরম গুরু।—তাঁহার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না।,

"এই কথা বলিয়া মহাশয়ের নামে একখানি অনুরোধপত্র প্রদানপূর্ব্বক দীনদয়াল স্বামী আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আর মহাশয়ের অবিদিত নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহধর্ম্মিনীর উদ্দেশ করিয়া দিলেন। বিষণচাঁদের নির্দিষ্ট কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া অভাগিনী এই দীর্ঘকাল এদেশ ওদেশ পরিভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছিল, আপনারই দ্বারা সে সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। আপনারই অনুগ্রহে এ অধীন কলত্রের মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হইল। এ দেহে যতদিন শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিবে ততদিন এ অধীন, যে কোন কার্য্য হউক না কেন, তাহা সম্পাদন করিতে ক্ষণমাত্রও কুণ্ঠিত হইবে না। দীনদয়াল জীবন দান করিয়াছিলেন, আপনি আমার মান দান করিলেন। আপনাদের অনুগ্রহে এক্ষণে আমি পুত্রকলত্র লইয়া জীবন যাপন করিতেছি। এ অসার দেহ আপনাদের কর্ম্মেই চিরবিক্রীত হইয়া রহিয়াছে!"

এইরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পরমলজী মহাশয় ওসমান আলির চরণ ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন। ওসমান আলি শশব্যস্তে নিবারণ করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন, "তাহা আমি জানি,—তুমি যে আমার একজন শুভানুধ্যায়ী, তাহা আমার বিলক্ষণই জানা আছে। মহারাজ বিষণচাঁদ বাহাদুর তোমার প্রতি অতিশয় কুব্যবহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে তাঁহার অধিক দোষ না থাকিতে পারে। হয় ত কুচক্রীলোকের কুপরামর্শে তাঁহার ওরূপ মতি প্রবৃত্তি হইয়া থাকিবে। নতুবা সহসা তিনি এরূপ কদর্য্য কার্য্য করিতে সমুৎসুক হইবেন কেন?"

কথঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে পরমলজী কহিলেন, "কুচক্রী লোকের পরামর্শ কি ধর্ম্মাবতার? বিষণচাঁদের যেরূপ কুটিল বুদ্ধি, তাহাতে কুচক্রী লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কিরূপে ষড়জাল বিস্তার করিতে হয়, বরং সে বিষয় তাহাদের রীতিমত শিক্ষা দানই করিতে পারে। এরূপ দুরাচারের অধীনে কেন যে আপনি কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, এ দাস—"

পরমলজীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া ওসমান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, সে শিশুটী এখন কোথায়? তোমারই নিকটে?"

"আজ্ঞা হাঁ প্রভু!—আমি তাহাকে লালনপালন করিতেছি।"

"উত্তম। যেন হস্ত বহির্ভূত না হয়। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া ওসমান আলি গৃহান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক একজনকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ওসমান আলি যাহাকে আনয়ন করিলেন, তাহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ,—গঠন মধ্যবিধ, শরীর স্থূলও নয়, কৃশও নয়,—চক্ষু ডাগর,—ভ্রূযুগল যোড়া,—নাসিকাটী খগচঞ্চুর ন্যায় সুদৃশ্য,—পরিচ্ছদ গুর্জ্জরবাসিদিগের ন্যায়, সর্ব্বশরীর বসনে সমাচ্ছাদিত, মস্তকে সুবৃহৎ পাগড়ী ললাটদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত,—বয়স ১৬।১৭ বৎসর বলিয়া অনুমান হয়।

আসন পরিগ্রহ করিয়া পরমলজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক ওসমান আলি কহিলেন, "দেখ, কল্য প্রত্যূষে এই বালকটীকে বলদেবজীর বাটীতে পাঠাইয়া দিও,—বরং সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইলেই ভাল হয়। বলদেবজীর একটী

ভৃত্যের প্রয়োজন। এই সেই ভৃত্য,—ইহার নাম প্রবীরচাঁদ। কর্মের ঝঞ্ঝটে এতদিন ইহাকে সেখানে পাঠাইতে সাবকাশ পাই নাই, এ কথা তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য বিজ্ঞাপন করিও।"

"যে আজ্ঞা প্রভু তাহাই করিব। রাত্রি অধিক হইয়াছে অনুমতি করেন ত এক্ষণে বিদায় হই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ওসমান আলির নির্ব্বাচিত প্রবীরচাঁদের দিকে মুখ ফিরাইয়া পরমলজী মহাশয় পুনরায় কহিলেন। 'প্রবীর চল, আমার সঙ্গে চল। কল্য তোমাকে তোমার প্রভুর—"

হাস্য করিতে করিতে ওসমান আলি বলিয়া উঠিলেন, "ও হাবা।—উহার কথা কহিবার শক্তি নাই।—এবং শ্রবণ শক্তিও অধিক তেজস্বিনী নাই।—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হইলে ইঙ্গিতের দ্বারাই বিজ্ঞাপন করিতে পারিবে।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরমানন্দ কহিলেন, "বলদেবজী একরূপ ভৃত্য লইয়া কি করিবেন?—শুনিতে পায় না—কথা কহিতে পারে না একরূপ ভৃত্যের দ্বারা তাঁহার কি কার্য্য সংসাধিত হইবে?"

"তিনিই তাহা বলিতে পারেন।" এই মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দান করিয়া ওসমান আলি বালকের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক, পরমলজীর সহিত গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রবীরকে লইয়া যাইতে উদ্যত, এমন সময় তিনি পুনরায় কহিলেন, 'এ বালকটী অতি উত্তম লেখা পড়া জানে।—হাবা হউক কালা হউক কিন্তু লেখাপড়ায় ইহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। যদি কোন বিশেষ কথা ইহাকে জ্ঞাপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে লিপির দ্বারাই বিজ্ঞাপন করিও।

পরমলজী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "হাবা—কালা—অথচ লেখাপড়া জানে—"

বাধা দিয়া গম্ভীরবদনে ওসমান আলি কহিলেন, "সে বিষয়ে কিছুই বিচিত্র নাই।—এ আজন্ম হইতে মূক বা বধির নহে।—উৎকট রোগে আক্রান্ত হওয়াতেই ইহার ঐ দুইটী ইন্দ্রিয়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।—নতুবা জন্মাবধি ওরূপ নহে। সে যাহা হউক আর একটী কথা।—এই বালক পত্রের দ্বারা

অথবা অপর কোন উপায়ে আপনার মনোভাব তোমার নিকট প্রকাশ করিলে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎই পালন করিও। যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, বিজ্ঞাপনমাত্রেই সহস্রকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা তুমি সম্পাদন করিতে তন্মুহূর্ত্তেই যত্নবান হইও,—কিছুমাত্রও ইতস্ততঃ করিও না।—এ অনুজ্ঞাটী তোমার হৃদয়ে যেন প্রগাঢ়রূপেই সমঙ্কিত হইয়া থাকে,—সাবধান। কদাচ যেন তাহার অন্যথা না হয়।”

পদ্মলক্ষী বালকটীকে সঙ্গে লইয়া ওসমান আলির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ কাণ্ড।

হৃদয় স্তম্ভন ভীষণ দর্শন।

মহারাজ বিষণচাঁদের আবাস নিকেতনে,—তাঁহার শয়ন মন্দিরের পর একটী অলিন্দ, তৎপরেই একটী নিভৃত কক্ষে ওসমান আলি একাকী অবস্থান করিতেছেন। গৃহদ্বার অবরুদ্ধ। সরকারী কার্য্য উপলক্ষে তিনি সন্ধ্যার পর এখানে আগমন করিয়াছিলেন, কার্য্য শেষ করিতে অধিক রাত্রি হওয়াতে রাজা বাহাদুর সেইখানেই তাঁহাকে অবশিষ্ট যামিনী যাপন করিতে সবিশেষ অনুরোধ করেন, অনুরোধ লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া তিনি সে রজনী সেইস্থানেই অতিবাহন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্থান ভ্রষ্ট হওয়াতে তাঁহার কি সুখে স্বচ্ছন্দে সুচারুরূপে নিদ্রা হইতেছে?—কে বলিতে পারে? রাত্রি তৃতীয় প্রহর। সহসা তাঁহার গৃহদ্বারে করাঘাত হইতে লাগিল। চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে তিনি শশব্যস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিবামাত্র স্খলিতপদে শূন্য দৃষ্টিতে মহারাজ বিষণচাঁদ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বদন পাংশুবর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্ব্বশরীর সভয়ে কম্পান্বিত। তাঁহার এই ভয়বিহ্বলভাব দর্শনে ওসমান আলি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একি প্রভু?—কি হইয়াছে আপনি এরূপ করিতেছেন কেন?”

শান্তিরক্ষকের মুখে বাক্য নাই।—সশঙ্কভাবে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ওসমান আলি পূর্ব্ব প্রশ্ন পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিলেন। মহারাজ বাহাদুরের সেই ভাব, মুখে কথা নাই, কণ্ঠতালু পরি শুষ্ক, দৃষ্টি সচঞ্চল। কএকমুহূর্ত্ত পরে অতিকষ্টে আপনাআপনি বলিয়া উঠিলেন, "এদিকে পথ কৈ? ইহার অগোচরে কিরূপে হইতে পারে?"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে ওসমান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! কিসের পথ?—কাহার অগোচর?"

সে কথার উত্তর দান না করিয়া বিষণচাঁদ ওসমান আলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার গৃহমধ্যে কেহ প্রবেশ করিয়াছিল?—এ গৃহ হইতে কাহাকেও বহির্গত হইতে দেখিয়াছিলে?"

"আজ্ঞা না প্রভু, আমার জ্ঞাতসারে নহে।"

বিষণচাঁদ প্রতি দ্বার ও গবাক্ষ দারনাকর্ষণ এবং গৃহের অন্ধিসন্ধি বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক কহিলেন, "না,—কোনটাই ত উন্মুক্ত দেখিতে পাইলাম না। গৃহমধ্যেও ত কেহ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে না। তবে কিরূপে, কোন্ পথে প্রস্থান করিল?"

"প্রভু কাহার প্রস্থান?—কাহার প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিষণচাঁদ পুনর্ব্বার আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন, "না, আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিবার অপর দ্বার কৈ? একটী ভিন্ন অপর দ্বার আর কোথায়? তাহাও আবার অবরুদ্ধ ছিল।—গৃহের প্রতি গবাক্ষ ও বাতায়ন লৌহদণ্ডে এবং লৌহজালে সমাবৃত।—সে পথে একটী ক্ষুদ্র মক্ষিকারও প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই, যাতায়াতের অপর পথ এই গৃহ, এ গৃহ অতিক্রম না করিলে ত বহির্গত হইবার কিছুমাত্রই উপায় নাই।—তা ইহারও ত আটঘাট সমস্তই অবরুদ্ধ। তবে কিরূপে প্রবেশ ও প্রস্থান করিতে সক্ষম হইল? অসম্ভব অসম্ভব।"

"প্রভু মিনতি করি, প্রকাশ করিয়া বলুন।—কোন্‌খানে প্রবেশ? কাহার প্রস্থান? কিসের আটঘাট অবরুদ্ধ?"

কোন শব্দই প্রবেশ করিল না। বিষণচাঁদের কর্ণে ওসমান আলির ঐ

সমস্ত কথায় কর্ণমাত্রও প্রবেশ করিল না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন, "এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঘটনা যেন সত্য বলিয়াই অনুমান হইতেছে,—যথার্থই যেন তাহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, আশ্চর্য্য,—অলৌকিক কাণ্ড।"

যোড়হস্তে বিনীতভাবে ওসমান আলি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, কিসের স্বপ্ন? তাহাকে দর্শন? কি নিমিত্ত আপনার মন এরূপ বিচলিত?"

সহসা যেন বিষণচাঁদের চৈতন্যোদয় হইল। ওসমান আলির উভয়হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক সশঙ্কিতচিত্তে মহারাজ বাহাদুর কহিলেন, "না, কখনই হইতে পারে না।—সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়াছি শৃগাল কুক্কুরেও তাহার দেহ ভক্ষণ করিয়াছে, একথাও পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছি তবে কিরূপে সে নরাধম জীবন প্রাপ্ত হইল? না, কখনই না। অসম্ভব। অসম্ভব।

"প্রভু, কাহার দেহ ভক্ষিত? কাহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে?"

"কেন, তোমার কি স্মরণ নাই? কিন্তু এ পথে কিরূপে লোক আসিতে পারে? তবে অবশ্যই ইহা স্বপ্ন।—কেমন ওসমান। নয়?"

প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে ওসমান আলি কহিলেন, "হাঁ প্রভু সমস্তই স্বপ্ন। 'কিন্তু এ পথে কিরূপে লোক আসিতে পারে?' এ কথার অর্থ কি প্রভু?'

"কেন, তোমার এই গৃহ?" অন্যমনস্কভাবে বিষণচাঁদ কহিলেন, "কেন, তোমার এই গৃহ? আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিবার অপর এক পথ, তোমার এই গৃহ? তোমার অজ্ঞাতে কিরূপে প্রবেশ করিবে? অসম্ভব। সুতরাং অবশ্যই ইহা স্বপ্ন।"

"আজ্ঞা হাঁ প্রভু, সমস্তই স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন কখন কখন এরূপ অনুমান হয়, যেন যথার্থই কোন বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি,—যথার্থই যেন কোন বিষয়ের পরিণাম—প্রতিফল, অথবা—"

চমকিতভাবে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ওসমান আলির বদনের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ কিঞ্চিৎ তীব্রস্বরে কহিলেন, "কেন, এ কথা উল্লেখ করিলে কেন? এ কথা উচ্চারণ করিবার তোমার অভিপ্রায় কি?'

অবনত মস্তকে ওসমান আলি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা অপর অভিপ্রায় কিছুই নাই, তবে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে মন নাকি অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠে,—কোন কোন স্বপ্ন দর্শনে অন্তরে নাকি ভয়ের সঞ্চার হয়, সেই নিমিত্তই ও কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম, অপর অভিপ্রায়ে উত্থাপন করি নাই,—প্রভুর মন—"

"মন ?" বাধা দিয়া বিষণচাঁদ ছাড়া ছাড়া কথায় কহিলেন, "মন ? মন অতিশয় ভয়ানক,—বড়ই ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। ভয়ানক। ভয়ানক। উঃ।"

"প্রভু, এ দাসের নিকটে কি তাহা প্রকাশ করিবার বাধা আছে ?— যদি দুঃস্বপ্নই দর্শন করিয়া থাকেন, যদি তাহাতে আপনার মন নিতান্তই উচাটন হইয়া থাকে, তাহার ত প্রতিকার এখনই হইতে পারে ?—আমি—"

ত্রস্তভাবে আসন পরিগ্রহ করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ অতি কঠিনস্বরে কহিলেন, "আবার ওরূপ কথা উচ্চারণ ?—ও কথা প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য কি ? ভাবে বোধ হইতেছে, যেন ও কথার কোনরূপ গোপন উদ্দেশ্য পরি-বিদ্যমান। আবার বলি, ও কথা প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য কি ?"

"প্রভু স্থির হউন,—শান্তভাব ধারণ করুন। ও কথার অপর তাৎপর্য্য কিছুই নাই।—ও কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি প্রভু কোনরূপ ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকেন, যদি তাহাতে প্রভুর মন অতিশয় বিচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোরান হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার কবচ এখনই প্রস্তুত করিয়া দিতেছি,—ধারণ করিলে সমস্ত চিন্তা হইতে সেই মুহূর্ত্তেই শান্তিলাভ করিতে পারিবেন,—সমস্ত দুশ্চিন্তাই অন্তর হইতে তৎক্ষণাৎই দূরীভূত হইয়া যাইবে। প্রভু, কিরূপ অনুমতি করেন ?"

"না না, কবচ ধারণে প্রয়োজন নাই। স্বপ্ন দর্শনে মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমার সহিত সে বিষয়ের পরামর্শ করিলে, এখনই তাহার সারমর্ম্ম অবগত হইয়া সহজেই আমি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিব ; কবচ ধারণের আবশ্যক হইতেছে না। মনের স্থিরতা নাই বলিয়া অন্তরে নানামত কুতর্কের উদয় হইতেছিল, সেই নিমিত্তই তোমার কথায় ছলভাব মনে করিয়াছিলাম, তজ্জন্য তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না, কেমন সন্তুষ্ট হইলে ত ?"

"ললাটে করস্পর্শপূর্ব্বক বিনম্রভাবে ওসমান আলি কহিলেন, "প্রভু! আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? আমি আপনার একজন সামান্য ভৃত্য;—ভৃত্যকে ওরূপ আদেশ করিবেন না, করিলে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতে হয়।—আমি আপনার চিরানুগৃহীত;—আপনার মস্তকের একটীমাত্র কেশ বিচ্ছিন্ন হইলে আমার অন্তরে—"

কথা সাঙ্গ করিবার অবসর না দিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে শান্তিরক্ষক মহাশয় কহিলেন, "তাহা আমি জানি,—তুমি যে অতিশয় প্রভুভক্ত, তাহা আমার বিলক্ষণই জানা আছে।" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বিমনস্কভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "সেই স্বপ্ন। হা!"

"প্রভু উদ্বিগ্ন হইবেন না, মনকে দৃঢ় করুন, যদি কোন বাধা না থাকে আমার নিকট সে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলুন, শান্ত হউন, উতলা হইবেন না।"

বিষণচাঁদ উপবেশন করিলেন। কিঞ্চিৎ পরে ভয়াকুলিতলোচনে সশঙ্কভাবে কহিলেন, "স্বপ্নটী কিন্তু অতিশয় ভয়ানক! ভীষণমূর্ত্তি!"

"যদি কোন বাধা—"

"বাধা?" বাধা দিয়া বিষণচাঁদ কহিলেন, "বাধা?—কিছুমাত্র না।—তোমাকে বলিবার নিমিত্তই ত এখানে আগমন করিয়াছি। বাধা নাই, শ্রবণ কর।—সেই—তখন—তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া, আমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। শয়ন করিবামাত্রই বিঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কতক্ষণ যে নিদ্রা যাইলাম, তাহা এক্ষণে স্মরণ নাই। পরে কি কারণে যে নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাহাও আমি বলিতে পারি না। কোনরূপ শব্দ শ্রবণে, কি কাহারও অঙ্গ স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইল,—কি কেহ আমাকে জাগরিত করিল, সে বিষয়েরও কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষু উন্মিলন করিলাম। গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত—ওসমান! বুঝিতেই পারিতেছ, এ সমস্তই স্বপ্ন!—স্বপ্নেই যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল, স্বপ্নেই যেন নয়নোন্মিলন করিলাম, আর স্বপ্নাবেশেই যেন গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলাম। কেমন ওসমান। তোমার অনুমানে কি হয়? ইহা স্বপ্ন, না অপর কিছু? তুমি ইহা কিরূপ বিবেচনা কর?"

কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করিয়া ওসমান আলি কহিলেন, "আজ্ঞা, আমার স্বপ্ন বলিয়াই অনুমান হইতেছে। তাহার পর কি প্রভু?"

বিষণচাঁদ কহিলেন, "তাহার পর, নিদ্রাভঙ্গ হইলে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। গৃহে আলোক ছিল বটে, কিন্তু তাহার জ্যোতি: তাদৃশ সমুজ্জ্বল ছিল না, অতি ক্ষীণরূপেই বিকাশ পাইতেছিল, সুতরাং সকল পদার্থ সুচারুরূপে নয়নগোচর হইতেছিল না। দেখিতে দেখিতে একটা দীর্ঘাকার ভীষণমূর্ত্তি অকস্মাৎ আমার নয়নপথে নিপতিত হইল। আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম।" বলিতে বলিতে বিষণচাঁদের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, আর কথা কহিতে পারিলেন না। স্তম্ভিতভাবে ওসমান আলির নয়নে বদনে পুন: পুন: দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

নানামতে প্রবোধ দান করিয়া ওসমান আলি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল প্রভু?"

"তাহার পর?" বিষণচাঁদ কহিলেন, "তাহার পর?—বলিতেছি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় গৃহের এদিক ওদিক পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিলেন, উপবেশনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় কহিলেন, "সত্য কথা বলিতে কি ওসমান। সেই মূর্ত্তি দর্শনে সভয়ে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। হস্ত পদ সঞ্চালন করিবার আর ক্ষমতা রহিল না। একেবারেই স্পন্দ রহিত।—মূর্ত্তি ক্রমশই অগ্রবর্ত্তী।—উ:, কি ভয়ানক, আর বলিতে পারি না। জল,—সুশীতল জল।—কোথায় জল রাখিয়াছ?"

"শশব্যস্তে একপাত্র জল আনয়নপূর্ব্বক ওসমান আলি মহারাজ বাহাদুরের প্রসারিত হস্তে প্রদান করিলেন।—পান করিতে উদ্যত, এমন সময় ওসমান আলি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু। কোনরূপ সরবত আনয়ন করিতে ভৃত্যদিগকে কি আদেশ প্রদান করিব?"

"না না, সরবতের প্রয়োজন নাই। বিশেষত: আমার এরূপ অবস্থা দর্শন করিলে ভৃত্যেরা কি মনে করিবে? স্বপ্ন দর্শনে এরূপ আকুলিত হইয়াছি,

এ কথা শ্রবণ কবিলে তাহাবা আমাবে অপদার্থ বলিয়া মনে মনে উপহাস কবিবে যে ? তুমি উপবেশন কব, স্বপ্ন বৃত্তান্তেব শেষ অংশটী মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কব। বড়ই ভয়ানক ব্যাপাব! শেষ ভাগ শ্রবণ কবিলে তোমাবও হৃৎকম্প হইয়া উঠিবে।" এই কথা বলিয়া মহাবাজ বিষণচাঁদ হস্তস্থিত জলপাত্রটী মুহূর্ত্তমধ্যেই নিঃশেষিত কবিয়া ফেলিলেন।

ওসমান আলি উপবেশন কবিলে বিষণচাঁদ পুনবায় বলিতে আবম্ভ কবিলেন, "মূর্ত্তি ক্রমশই নিকটবর্ত্তী।—ক্রমে ক্রমে আমাব শয্যাব পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান। বিকট মুখভঙ্গী কবিবা অমানুষিক ববে কত কথাই যে আমাকে বলিতে আবম্ভ কবিল, তাহা তোমাকে বিশেষ কবিয়া বলিবাব আমাব আব আদৌ ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ সে সমস্ত কথা এক্ষণে আমাব স্মবণও হইতেছে না। পবিশেষে জলদগম্ভীবস্ববে সহসা একটী নাম উচ্চাবণপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তি তীব্র দৃষ্টিতে আমাব ভযাকুলিত বদনমণ্ডল পুনঃ পুনঃ নিবীক্ষণ কবিতে লাগিল। নাম শ্রবণেই আমি হতচেতন হইয়া পড়িলাম।—চৈতন্য আমাব হৃদয় হইতে একবাবেই অন্তর্হিত। ওসমান! বুঝিতেই পাবিতেছ, এ সমস্তই স্বপ্ন।—স্বপ্নেই তাহাকে অগ্রসব হইতে দেখিলাম,—স্বপ্নেই তাহাব মুখ হইতে অমানুষিক বব শ্রবণ কবিয়াছিলাম, আব স্বপ্নেই যেন মৃতবৎ অচেতন হইযা পড়িলাম। তাহাব পব যে কি হইল, তাহা কিছুই স্মবণ হইতেছে না।—সেই মূর্ত্তি আমাব নিকট কতক্ষণ উপস্থিত ছিল, কোন্ পথ অবলম্বনে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, গৃহতল অথবা গৃহেব ছাদ ভেদ কবিয়া তিবোহিত হইয়া গেল, তাহা আমি কিছুই বলিতে পাবি না। একেবাবেই অস্পন্দ, অজ্ঞান। হাঃ! একি? আমি উন্মাদ হইলাম নাকি?" বলিয়া সবলে গৃহভূমিতে পদাঘাত কবিতে লাগিলেন।

প্রভুব ভাবগতিক দর্শনে ওসমান আলিব যেন শঙ্কা হইল, তিনি ব্যগ্রচিত্তে শশব্যস্তে কহিলেন, "দেখিতেছি প্রভুব কোনরূপ পীড়া হইযা থাকিবে, একজন হকিম আনাইলে ভাল হয়। তাহাই কবি।" বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবাব উপক্রম কবিলেন।

নিবাবণ কবিয়া অতি কর্কশস্ববে বিষণচাঁদ কহিলেন, "না, আমাব পীড়া

হয় নাই,—হকিম আনাইবার আবশ্যক করে না।—তুমি যে ...
যেই ভাবেই অবস্থান কর, গৃহ হইতে বহির্গত হইও না।"
বলিয়া তৎপরে কোমলস্বরে পুনরায় কহিলেন, "ওসমান। আমার ...
হয় নাই,—মনের চাঞ্চল্যমাত্র, হকিম আনাইবার প্রয়োজন হইতেছে না।"

"প্রভু শান্ত হউন, স্থির হউন, স্বপ্ন বৃত্তান্ত আর বলিবার আবশ্যক না।" বিনম্রভাবে এই কথা বলিয়া ওসমান আলি একখানি তালবৃন্ত ... পূর্ব্বক রাজগাত্রে বীজন করিতে লাগিলেন।

"না না, প্রকাশ করিলে বরং তোমার নিকট হইতে তাহার ... অবগত হইতে পারিব,—উপস্থিত ঘটনা অবগত হইলে তুমি আ... তাহার উচিত উপদেশ প্রদান করিতে পারিবে। সেই নিমিত্তই ... নিকট আগমন।—বীজনের আবশ্যক নাই। আমি এখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। স্বপ্নের অবশিষ্ট অংশ শ্রবণ কর। আর অবশি... আছে কি? সমস্তই ত প্রকাশ করিয়াছি। তবে সেই নামটীমাত্র বলি... বটে! হা, কি ভয়ানক নাম।—স্মরণ হইলেই হৃৎকম্প হয়। ভয়... ভয়ানক! ভয়ানক। এই দেখ, আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উ..." এই কথা বলিয়া বিষণচাঁদ গাত্রবস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক ওসমান আ... আপনার কণ্টকিত দেহ দর্শন করাইলেন। পরক্ষণেই সভয়ে ব... উঠিলেন, "সেই নাম, সেই নাম,—তাহার সেই নিজের নাম!"

"প্রভু স্থির হউন, মিনতি করি শান্ত হউন, আর বলিবার আবশ্যক আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।"

চতুর্দ্দিকে শূন্যদৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বিষণচাঁদ অন্যমনস্কভাবে কহি... "বিশ্রাম? বিশ্রাম?—বিশ্রাম অদ্য রজনীর মত তিরোহিত! সে ... যখনই স্মরণপথে সমুদিত হইবে, বিশ্রাম আমার শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ ... দিকে সবেগে পলায়ন করিবে! সে নাম শ্রবণ করিলে তুমিও স্থির থাকিতে পারিবে না, তোমারও অন্তরাত্মা ভয়ানকরূপে প্রকম্পিত থাকিবে! নিশ্চয়ই বলিতেছি, শ্রবণমাত্রে তুমিও ভীষণ ভয়ে ... হইয়া পড়িবে।—নিশ্চয়। নিশ্চয়। নিশ্চয়।"

হয় নাই,—হকিম আনাইবার আবশ্যক করে না।—তুমি যে ভাবে আছ সেই ভাবেই অবস্থান কর, গৃহ হইতে বহির্গত হইও না।" এই কথা বলিয়া তৎপরে কোমলস্বরে পুনরায় কহিলেন, "ওসমান। আমার কিছুই হয় নাই,—মনের চাঞ্চল্যমাত্র, হকিম আনাইবার প্রয়োজন হইতেছে না।"

"প্রভু শান্ত হউন, স্থির হউন, স্বপ্ন বৃত্তান্ত আর বলিবার আবশ্যক নাই না।" বিনম্রভাবে এই কথা বলিয়া ওসমান আলি একখানি তালবৃন্ত গ্রহণপূর্ব্বক রাজগাত্রে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

"না না, প্রকাশ করিলে বরং তোমার নিকট হইতে তাহার সারমর্ম্ম অবগত হইতে পারিব,—উপস্থিত ঘটনা অবগত হইলে তুমি আমাকে তাহার উচিত উপদেশ প্রদান করিতে পারিবে। সেই নিমিত্তই তোমার নিকট আগমন।—বীজনের আবশ্যক নাই। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। স্বপ্নের অবশিষ্ট অংশ শ্রবণ কর। আর অবশিষ্টই বা আছে কি? সমস্তই ত প্রকাশ করিয়াছি। তবে সেই নামটীমাত্র বলি নাই বটে। হা, কি ভয়ানক নাম।—স্মরণ হইলেই হৃৎকম্প হয়। ভয়ানক! ভয়ানক। ভয়ানক। এই দেখ আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।" এই কথা বলিয়া বিষণচাঁদ গাত্রবস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক ওসমান আলিকে আপনার কণ্টকিত দেহ দর্শন করাইলেন। পরক্ষণেই সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "সেই নাম সেই নাম,—তাহার সেই নিজের নাম।"

"প্রভু স্থির হউন। মিনতি করি শান্ত হউন, আর বলিবার আবশ্যক নাই। আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।"

চতুর্দ্দিকে শূন্যদৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বিষণচাঁদ অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "বিশ্রাম? বিশ্রাম?—বিশ্রাম অদ্য রজনীর মত তিরোহিত। সে নাম যখনই স্মরণপথে সমুদিত হইবে, বিশ্রাম আমার শরীর হইতে তৎক্ষণেই কোথায় দিকে সবেগে পলায়ন করিবে। সে নাম শ্রবণ করিলে তুমিও স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না, তোমারও অন্তরাত্মা ভয়ানকরূপে প্রকম্পিত হইতে থাকিবে। নিশ্চয়ই বলিতেছি, শ্রবণমাত্রে তুমিও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে।—নিশ্চয়। নিশ্চয়। নিশ্চয়।"

"এরই কি নাম ?" সোৎসুকে ওসমান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কে ভয়ঙ্কর নাম ?—যাহা শ্রবণ করিলে আমারও হৃৎকম্প হইবে, এমন কি ভয়ঙ্কর নাম ?"

"নাম ?" কম্পিতকণ্ঠে ভয়াকুলিতলোচনে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বর্ষণ করিতে করিতে মহারাজ বিষণ্টাদ কহিলেন, "নাম ? কেন, তাহার নিজের নাম।—সেই মূর্ত্তির নাম রঞ্জনলাল।"

"প্রভু কোন রঞ্জনলাল ? কে সেই ব্যক্তি ?"

"কেন, সেই ভীমগড়ের রঞ্জনলাল। সেই দুর্গে যাহার কারাবাস,—কারাগারে যাহার অপঘাত মৃত্যু। সেই এই রঞ্জনলাল। কেমন স্মরণ হইয়াছে ত ?"

"আজ্ঞা না, বোধগম্য হইল না।" ভয়স্বরে ওসমান আলি কহিলেন, "আজ্ঞা না, বোধগম্য হইল না। কাহার কথা বলিতেছেন ? কে সে ?"

"কেন স্মরণ নাই ? বলদেব ও পাথোজীর বিশ্রাম্ভালাপের সময় যাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলে, এই সেই রঞ্জনলাল! সেই পাপিষ্ঠ হতভাগা দুরাত্মা রঞ্জনলাল! স্মরণ হইয়াছে কি ?"

"হাঁ প্রভু এখন স্মরণ হইয়াছে।" গম্ভীরবদনে অনুচ্চস্বরে ওসমান আলি প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাঁ প্রভু এখন স্মরণ হইয়াছে,—ভীমগড়ের বন্দী, আপনার কোপানলে ভস্মীভূত রঞ্জনলাল, এখন আমি তাহা বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিতেছি! কিন্তু প্রভু, এ আবার কি কথা ? সে আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল ? সে রঞ্জনের ত সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে,—বিশেষতঃ শৃগাল কুকুরে তাহার দেহ পর্য্যন্তও ভক্ষণ করিয়াছে, এ কথাও ত পাথোজী ও দুর্গের মহাশয় নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, জেল-দারোগার প্রমুখাৎ প্রভুও ত সে বিষয়ের সবিশেষ তত্ত্ব বিদিত হইয়াছিলেন; তবে সে ব্যক্তি আবার কি প্রকারে, কি দৈবশক্তি প্রভাবে, কি সঞ্জিবনী মন্ত্র প্রভাবে আপন জীবন পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইল ? অসম্ভব! এ সমস্তই স্বপ্ন! স্বপ্ন ভিন্ন অপর কিছুই সম্ভব হইতে পারে না!"

কথা সমাপ্ত করিয়া ওসমান আলি রাজা বাহাদুরকে প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক

নানামতে হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "বিবেচনা করুন, যদি কোন দুষ্টলোক আপনাকে ভয় প্রদর্শন অথবা অপর কোন মন্দ অভিপ্রায়ে এখানে প্রবেশ করিয়া থাকিত, তাহা হইলে আমার অজ্ঞাতসারে কখনই সে কার্য্য সংসাধিত হইতে পারিত না,—অনায়াসেই আমি তাহা জানিতে পারিতাম! আপনার গৃহদ্বার অবরুদ্ধ ছিল, সে পথে কেহই প্রবেশ করিতে পারে নাই। অপর পথ আমার এই গৃহ। এ গৃহও আমি অধিকক্ষণের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাই নাই। সরকারী কাগজপত্রের প্রয়োজন হওয়াতে কেবল চারি পাঁচদণ্ডের নিমিত্ত আপন বাটীতে একবার গমন করিয়াছিলাম মাত্র। আমার অনুপস্থিতিকালে অথবা পূর্ব্ব হইতে যদি কেহ এখানে প্রচ্ছন্ন-ভাবে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কোন পথ অবলম্বনে প্রস্থান করিবে? চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ, তবে কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইল? আর এক আশঙ্কা, গৃহমধ্যে গোপনভাবে অবস্থান করা। তাহাও অসম্ভব; আপনি স্বয়ংই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।—গৃহের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিলেন, কোথায় কাহাকেও দর্শন করিতে পাইলেন না। এই সকল বিবেচনায় ইহাকে স্বপ্ন বলিয়াই অনুমান হইতেছে।—নিশ্চয়ই স্বপ্ন!—কোনরূপ অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনে পরে মন অতিশয় বিচলিত হইয়াছিল, সেই নিমিত্তই আপনার ওরূপ দৃষ্টির বিভ্রম ঘটিয়া থাকিবে, নতুবা অপর আর কিছুই নহে, দৃষ্টির বিভ্রমমাত্র।"

এই সকল হেতুবাদ শ্রবণে [illegible] এতক্ষণের পর আশ্বস্তচিত্ত হইলেন। পূর্ব্ব ঘটনা এক্ষণে তাঁহার স্বপ্ন বলিয়াই অনুমান হইতে লাগিল। তিনি স্থিরকণ্ঠে গম্ভীরবদনে কহিলেন, "তুমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।—স্বপ্ন দর্শনে আমি নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলাম, একথা শ্রবণ করিলে সকলেই আমাকে উপহাস করিবে। দেখিও, আমি যেন জনসমাজে উপহাসাস্পদ না হই।" এই কথা বলিয়া ত্বরিতপদে ওসমান আলির গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ কাণ্ড।

প্রতিপোষক ও পরিশোষক পত্র।

রজনী প্রভাত,—দিনমণি সমুদিত,—সময়ে অস্তমিত,— সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।—সন্ধ্যাগগনের রাখিরেখা ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণরেখায় পরিণত।—দিগদিগন্তব্যাপী আকাশ প্রাঙ্গণ বিশৃঙ্খল তারকামালায় সুশোভিত।—প্রকৃতি সুন্দরী তিমির বসনে অবগুণ্ঠনবতী।—নদী, সরোবর, প্রান্তর সৌধশিখর, পর্ব্বত উপত্যকা তিমিরাচ্ছন্ন,—সমস্ত জগত তিমিরাচ্ছন্ন।—সেই প্রগাঢ়তিমির ভেদ করিয়া রজনীভূষণ খদ্যোতকুল দলে দলে সামান্য হীনপ্রভ আভা বিস্তার করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বিচরণ করিতেছে।—সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম-পরিমলবাহী নৈশ-সমীরণ ধীরে ধীরে গুহ্বরের প্রতি রন্ধ্রে, গবাক্ষরন্ধ্রে, প্রাসাদে, অট্টালিকার উপর, সৌধে, কক্ষে, বাতায়নে প্রবাহিত। কোথাও মৃদু নিনাদিনী ক্ষুদ্র বীচিমালিনী তটিনীর বিশাল বক্ষ বায়ু স্পর্শে স্ফীত করিয়া তুলিতেছে।—বিরহিনীর সমাধিগত প্রণয়চিন্তা স্মৃতিপথে উদিত করিয়া পবরতা তাহার সঙ্গে মহানন্দে ক্রীড়া করিতে অভিনিবিষ্ট।—বাতায়নের যবনিকা এবং দেবমন্দিরের ধ্বজপতাকা মৃদুমন্দবেগে নিরন্তর আন্দোলিত করিতেছে।—অনন্ত-বিশাল শূন্য অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগত আপন আপন সুবিমল দীপ্তি বিকাশপূর্ব্বক আপনা আপনিই যেন প্রফুল্লিত হইতেছে।—মধুর মনোহর সময়।

মহারাজ বিষণচাঁদ একটা নিভৃতকক্ষে একাকী উপবেশন করিয়া আছেন।—তাঁহার বামবাহু উপাধানে রক্ষিত, বদ্ধ দৃঢ় মুষ্টির উপর গণ্ডদেশ ন্যস্ত।—বদনমণ্ডল বিষণ্ণ,—উদাসমনে শূন্যদৃষ্টিতে ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া আছেন।—তাঁহার সম্মুখে উভয়পার্শ্বে কাচময় মৃদঙ্গীমধ্যে সুগন্ধি বর্ত্তিকার আলোকে সমস্ত প্রকোষ্ঠই প্রদীপ্যমান। এমন সময় পাথোজী মহাশয় কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শঙ্কাকুলিত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ

করিয়া মহারাজ বাহাদুর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? আপনাকে বিষাদিত দেখিতেছি কেন? বাণিজ্যের সমস্ত কুশল ত? আপনার কন্যা ইন্দুবালা শারীরিক ভাল আছেন ত?"

কম্পিতকণ্ঠে পাথোজী মহাশয় উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা সে বিষয়ে সমস্ত মঙ্গল।—গত রজনী—"

"গত রজনী" এইকথা শ্রবণমাত্রে বিষণচাঁদের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বঘটনা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'গত রজনী? বলেন কি? অ্যাঁ?"

"মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন কেন? কারণ কি?'

"স্বপ্ন দর্শন।—ভয়ানক স্বপ্ন।—স্মরণ হইলেই হৃৎকম্প হয়।—সময়ক্রমে বিজ্ঞাপন করিব,—কি বলিতেছিলেন বলুন।"

"স্বপ্ন?" সশঙ্ক কৌতূহলে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "স্বপ্ন? আমি প্রথম তাহা বলিয়াই অনুমান হইয়াছিল বটে।—কিন্তু পরে যখন—"

"আপনার কথার ভাব কি?—তাহা বলিয়াই অনুমান,—এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি?"

"বলিতেছি শ্রবণ করুন।—গত রজনীতে যে ঘটনা হয়, প্রথমে আমি তাহা স্বপ্ন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্তই—"

"ঘটনা? স্বপ্ন? —স্বপ্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত? তৎপরে?"

"মহাশয় বাধা দিবেন না,—মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন,—বড়ই ভয়ানক।—বিলম্ব হইলে কার্য্য হানি, প্রাণের আশঙ্কা।"

"প্রাণের আশঙ্কা?" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিষণচাঁদ কহিলেন, "প্রাণের আশঙ্কা? সে আবার কিরূপ? কাহার?"

"উভয়েরই।—এবং সে বিষয়ে আর আর যে যে ব্যক্তি সংলিপ্ত, তাহাদেরও।"

"এ সমস্তার প্রকৃত অর্থ ত বুঝিতে পারিলাম না,—আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন, নতুবা কিরূপে বোধগম্য হইবে?"

"আজ্ঞা হাঁ সত্য বটে।" পাথোজী কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ সত্য বটে এ কথায় আপনি সবিশেষ কিরূপে জানিতে পারিবেন? আতঙ্কে নাকি—

"আতঙ্ক ?—কিসের আতঙ্ক ?"

"প্রাণের ! বাধা দিবেন না, তাচ্ছিল্য করিবেন না, শ্রবণ করুন।"

"না, তাচ্ছিল্য করিতেছি না।—তবে মন নাকি আমার অতিশয় উৎকণ্ঠিত, সেই নিমিত্ত ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না, সমস্ত কথা শ্রবণে মনোনিবেশ হইতেছে না ; ভাল, বলিয়া যাউন, স্থিরভাবে শ্রবণ করিতে আমি সাধ্যমতে ত্রুটি করিব না ;—বলুন।"

"ত্রুটি, অত্রুটি নাই,—সুস্থির অস্থির নাই,—ধৈর্য্য অধৈর্য্য নাই,—যে ভাবেই হউক, শ্রবণ করিতে হইবেই হইবে। শুদ্ধ শ্রবণ নয়, তাহার একটা বিহিত বিধান করুন, যাহাতে আমরা রক্ষা পাই, তাহার একটী উপায় উদ্ভাবন করুন,—আপনার সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্তই অদ্য আমার এখানে আগমন।"

"বিষণজী বিস্ফারিতলোচনে পাথোর্জীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাব বুঝিতে পারিয়া সওদাগর মহাশয় চঞ্চলভাবে কহিলেন, "হাঁ হাঁ বটে বটে, আমার কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই বটে। ভয় ও দুর্ভাবনায় মন নাকি অতিশয় আকুলিত, সেই নিমিত্ত গত রজনীর সে সমস্ত ঘটনা যথারীতি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বলিতে পারিতেছি না ; ভাল, তাহারও উপায় করিতেছি।—একপাত্র মদিরা প্রদান করুন দেখি, পান করিয়া একাগ্রচিত্ত হই !"

ঈষদ্ধাস্য করিয়া বিষণচাঁদ একজন ভৃত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রার্থিত বস্তু আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কাদম্বরী নীত হইলে পাথোর্জী মহাশয় উপর্য্যুপরি দুই তিনপাত্র পান করিয়া ফেলিলেন। সুস্বাদু মদিরার বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করিতে নাই বলিয়াই যেন, তিনি জিহ্বা দ্বারা আপনার অধরৌষ্ঠ লেহন করিতে লাগিলেন। বিষণচাঁদের ইঙ্গিতে আজ্ঞাভৃত্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। নির্জ্জন হইলে পাথোর্জী কহিলেন, "এই এখন হইল।—বীররস উদবস্থ না হইলে কোন কর্ম্মেই মন লাগে না। কোন কথাই পরিষ্কাররূপে পরিব্যক্ত করা যায় না। কেমন মহাশয় ! আমি ঠিক বলিয়াছি কি না ?"

"হাঁ তাহা বটেই ত। বারুণীর নিকট অপর আর কি আছে?—তেজ বলুন, বুদ্ধি বলুন, জ্ঞান বলুন, বিপদকালে নির্ভিকতাই বলুন, সকলই মধুময়ী বারুণী। এমন কি, ইহা পান করিলে নিদারুণ পুত্রশোকও তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায়।—কিন্তু সে বিষয়ের কি? যাহার নিমিত্ত এখানে আগমন সে বিষয়ের কি হইল? প্রকাশ করুন।"

এই কথা শ্রবণে ... দিবার ক্রম যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অস্থির ... হইয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন, "বলিতেছি শ্রবণ করুন। গত রজনীতে নির্দ্ধারিত সময়ে শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হইল না। শয্যোপরি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। এইরূপে রাত্রি দুইপ্রহর অতীত। পরিশেষে ... অবসান হইয়াছে, এমন সময় শয়নকক্ষের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক"

বিমলচাঁদ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক ঠিক,—আমারও তাহাই ঘটিয়াছিল। ঠিক ঠিক।"

বিস্ময়াপন্ন হইয়া পাথোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা বলিবার অর্থ কি? সহসা এ কথা বলিলেন কেন?"

"ক্রমে জানিবেন। ভাল বাধা দিব না, বলিয়া যাউন।"

পাথোজী আরম্ভ করিলেন, "দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক একটা দীর্ঘাকার বিকৃত কিমাকার বিকটমূর্ত্তি বিকট ভঙ্গীতে আমার শয্যার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মূর্ত্তির ভাবভঙ্গী দর্শনে—"

"ঠিক ঠিক, আমিও ঐরূপ দর্শন করিয়াছিলাম। আঃ! কি পাপ! পুনর্ব্বার বাধা দিলাম। বড়ই অন্যায়। বলিয়া যাউন।"

"মূর্ত্তি শয্যার পার্শ্বে আগমন করিয়া ভীষণ গম্ভীরস্বরে আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক নানামতে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।—তাহার এক একটী কথা বিগলিত সীসার ন্যায় আমার অন্তরে যেন প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় ও জীবাত্মাকে একেবারে আকুলিত করিয়া তুলিল। আমি সভয়ে—"

"ঠিক ঠিক, আমিও যেন তাহাই অনুভব করিয়াছিলাম। আঃ! কি

রজনীতে! আবার বাধা দিলাম।—ভাল, সেই মূর্ত্তি আপনাকে কি বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল; তাহা আপনার স্মরণ আছে?"

"না, সমস্ত নাই।" পাথোজী উত্তর করিলেন, "না, সমস্ত স্মরণ নাই। কতক কতক স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। মূর্ত্তির কথার সারমর্ম্ম, আমার সর্ব্বনাশ করা।"

"সর্ব্বনাশ? সে কিরূপ?—কি বলিয়াছে! আনুপূর্ব্বিক বলুন দেখি শ্রবণ করি?"

পাথোজী কহিলেন, "মূর্ত্তি বলিয়াছিল, 'নরাধম! পাপিষ্ঠ! আমাকে চিনিতে পারিস?—মনে করিয়াছিস আমার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমি হতজীবন হই নাই, তোদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর আমাকে অদ্যাপিও ইহসংসারে জীবিত রাখিয়াছেন। আপনার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যাহাকে তুই দলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলি, সে-ই এখন তোর সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখ, তোর কি দশা হয়। যে সকল নিদারুণ যন্ত্রণা আমি উপভোগ করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ এতদিনের পর—"

"বিষণচাঁদের সর্ব্বশরীর সভয়ে কণ্টকিত ভয়বিহ্বলচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঁ! স্বপ্নেও এরূপ হয়? কি আশ্চর্য্য! উভয়ের ঠিকই এক প্রকার?—সেই কথা, সেই ভঙ্গী, সেই কাণ্ড, উভয়ের সমস্ত একেবারেই অবিকল! আশ্চর্য্য! অদ্ভুত ব্যাপার!"

"কিসের অদ্ভুত? কিসের স্বপ্ন?"

"কেন, গত রাত্রের স্বপ্ন?" বিষণচাঁদ কহিলেন, "কেন গত রাত্রের স্বপ্ন? গত রজনীতে স্বপ্নাবেশে একটা কদাকার ভীষণ মূর্ত্তি যেন আমার শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ঐ প্রকার বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক নানামতে আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিল, আমিও ইহা দর্শন করিয়াছিলাম। উভয়ের স্বপ্নই ঠিক এক প্রকার—"

"স্বপ্ন?" বাধা দিয়া সওদাগর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "স্বপ্ন? কথনই না—গত রজনীতে যদি কিছু দর্শন করিয়া থাকেন, তবে সে সমস্তই সত্য, তাহার কণামাত্রও স্বপ্ন নহে, জাজ্জ্বল্যমান সত্য!"

"অ্যাঁ ?—না,—সত্য নহে ;—স্বপ্ন,—সত্য !—অসম্ভব !—তাই, তাহার পর কি হইল বলুন দেখি ?"

"তাহার পর ?—সেই ভীতিজনক কথা উচ্চারণ করিবার পরক্ষণ বলিতেছি।" এই কথা বলিয়া পাথোজী আর একপাত্র মদিরা উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন, রুমালে মুখ পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "স্বপ্ন দেখিতেছি মনে করিয়া প্রথমে আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, তবে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। তৎপরে তাহার মুখে সেই সমস্ত ভীতিপ্রদ বাক্য শ্রবণে আমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলাম। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিল না। সহসা তাহার কটিদেশ উভয় হস্তে দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক চীৎকারস্বরে ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলাম। ব্যক্তিটা অতিশয় বলবান, আমাকে আকর্ষণ করিয়া পার্শ্বস্থিত স্নানাগারমধ্যে সচ্ছন্দে লইয়া গেল। পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত নানামতে বল প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম না। আরও অধিক চীৎকারস্বরে বারবার ভৃত্যদিগকে—"

"তাহার পর ? তাহার পর ? ভৃত্যেরা আসিয়া কি করিল ? তাহাকে বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছেন ত ?"

"না, পারিলাম কৈ ? ভৃত্যেরা সকলেই তখন নিদ্রাগত,—কেহই আমার চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিতে পায় নাই,—সুতরাং রঞ্জনলাল—"

"রঞ্জনলাল ?" চমকিত হইয়া সভয়ে বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "রঞ্জনলাল ? অ্যাঁ, বলেন কি ?—গত রজনীর এই সমস্ত কাণ্ডের প্রকৃত কার্য্যকারক সেই মহাপাতকী রঞ্জনলাল ? অ্যাঁ ? বলেন কি ? না।"

"আজ্ঞা হাঁ, সে-ই !—তাহাকেই গত রজনীতে দর্শন করিয়াছিলাম,—সে-ই আমাকে আকর্ষণপূর্ব্বক স্নানাগারে লইয়া গিয়াছিল। সে অদ্যাপিও জীবিত!—সর্প দংশনে তাহার মৃত্যু হয় নাই, সুস্থ শরীরে অদ্যাপিও ভুবন রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। আমাদের এখন তাহার ক্রোধাগ্নিতে—"

"অ্যাঁ ? না!—অসম্ভব।—কিন্তু সমস্ত ঘটনা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে তো আর স্বপ্ন বলিয়া অনুমিত হয় না। ভাল, তাহার পর কি হইল ? কিরূপে সে ব্যক্তি পলায়ন করিল ?"

"আশ্চর্য্যরূপে।" পাথোজী কহিলেন, "আশ্চর্য্যরূপে। বল প্রকাশ
করিয়া হইল না দেখিয়া, অবশেষে গাত্রবস্ত্রমধ্য হইতে একখানা রুমাল
বাহিরকরণপূর্ব্বক আমার নাসিকার উপর চাপিয়া ধরিল। আমি অচেতন
হইয়া পড়িলাম।"

"কেন, রুমাল চাপাতে অচেতন কেন? শ্বাসরোধ হইল নাকি?"
"না, শ্বাসরোধ নয়।—রুমালে এক প্রকার কি আরক মাখানো ছিল,
তাহারই ঘ্রাণে অচেতন হইয়া পড়িলাম। চেতনাপ্রাপ্ত হইলে দেখি, রজনী
প্রভাত, সূর্য্যরশ্মি গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়াছে,—বেলা অষ্টম ঘটিকা
অতীত। বিবেচনা করুন—"
"অ্যাঁ, অ্যাঁ? এই দীর্ঘকাল অচেতন? ভাল, আপনি এ সংবাদ এতক্ষণ
প্রদান করেন নাই কেন? বৃথা বৃথা মহামূল্য সময় নষ্ট করিলেন কি জন্যই?"
"তাহার কারণ ছিল।—সমস্ত শরীরে বেদনা, মস্তক তুলিবার ক্ষমতা নাই,
উঠিলে ঢলিয়া পড়ি। স্খলিতপদে বহুকষ্টে শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলাম।
বেলা অধিক হইয়াছে, শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হই নাই দেখিয়া, কারণ
জানিবার নিমিত্ত একজন ভৃত্য গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। একজন
হকিম আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে আদেশ প্রদান করিলাম।
সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার লেবির সাক্ষাৎ পাওয়াতে ভৃত্য তাঁহাকেই সঙ্গে করিয়া
আমার নিকট লইয়া আসিল। ডাক্তার সাহেব সমস্ত শরীর পরীক্ষা করিয়া
কহিলেন, 'কোন বিষাক্ত দ্রব্যের আঘ্রাণে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকিবে!
তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি এখনই ঔষধ প্রদান করিতেছি,
নিয়ম করিলে অতি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। তবে দিন-
মানে বাটীর বাহিরে যাইবেন না, রৌদ্র লাগিলে অসুখ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হইবে।' এই কথা বলিয়া শুভ্রবর্ণের এক প্রকার চূর্ণ প্রদানপূর্ব্বক দুই দুই
ঘণ্টা অন্তর এক এক ধান পরিমাণ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।
তাঁহারই আজ্ঞামত দিনমানে বাটীর বাহির হইতে পারি নাই। ব্যাপারটী
যদিও অতিশয় গুরুতর, সেই নিমিত্ত পত্রের দ্বারা অথবা লোকের দ্বারা
মহাশয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করি নাই।

সুতরাং অগত্যাই দিনমানে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে মহাশয়ের সৎপরামর্শ কি? কিরূপে পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই? রঞ্জনলাল যে অদ্যাপিও জীবিত, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

"হাঁ, আমারও তাহাই বিশ্বাস। গত রজনীর সে সমস্ত কাণ্ড ভৌতিক নহে, সমস্তই প্রকৃত ঘটনা।" এই কথা বলিয়া বিষণচাঁদ গত রজনীর সেই সমস্ত ঘটনা একেএকে বিজ্ঞাপন করিলেন।

আদ্যোপান্ত মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পাথোজা মহাশয় কহিলেন, "রঞ্জনলাল নিশ্চয়ই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। বৈরনির্যাতনার্থই যে গত রজনীতে আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে আর সংশয়মাত্রও থাকিতেছে না।"

"নির্যাতন?—কিসের নির্যাতন?—প্রাণনাশ? তাহা ত সহজেই করিতে পারিত।—নির্জ্জনে আমাদিগের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, তবে সে কার্য্য করিতে বিরত হইল কেন? ভয় ভীতি প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবার কারণ কি?"

"তাহা সেই বলিতে পারে।" পাণ্ডাজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "তাহা সেই বলিতে পারে। তাহার মনের কথা কিরূপে অনুমান করিব? হয় ত ধৃত হইবার আশঙ্কায় সে কার্য্যে সাহস করে নাই,—ভৃত্যেরা আগমন করিতেছে ভাবিয়া হয় ত ভয়ক্রমেই পলায়ন করিয়া থাকিবে। তাহার অভিপ্রায় কি, কি কারণে যে গত রজনীতে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই, তাহা আমি কিরূপে অনুমান করিব? কিন্তু তাহার যে কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল, তাহাতে আর তিলমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না।"

অন্যমনস্কভাবে বিষণচাঁদ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "তাই বটে, তবে চরেরা নিশ্চয়ই প্রবঞ্চনা করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, তাহাকে ধৃত করিবার উপায় কি। পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিলে পিতার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। আর সেই সঙ্গে আমাকেও অপদস্থ হইতে হইবে,—নবাব দরবারে সে কথা প্রকাশ হইলে রহমণের নিশ্চিত স্কন্ধে আর মস্তক থাকিবে

"আশ্চর্য্যরূপে!" পাগোলী কহিলেন, "আশ্চর্য্যরূপে। বল প্রকাশ
করাকর হইল না দেখিয়া, অবশেষে গাত্রবস্ত্রমধ্য হইতে একখানা রুমাল
বহিষ্করণপূর্ব্বক আমার নাসিকার উপর চাপিয়া ধরিল। আমি অচেতন
হইয়া পড়িলাম।"

"কেন, রুমাল চাপাতে অচেতন কেন? শ্বাসরোধ হইল নাকি?"
"না, শ্বাসরোধ নয়।—রুমালে এক প্রকার বিষ আরক মাখানো ছিল,
তাহারই ঘ্রাণে অচেতন হইয়া পড়িলাম। চেতনাপ্রাপ্ত হইলে দেখি, রজনী
প্রভাত, সূর্য্যরশ্মি গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়াছে,—বেলা অষ্টম ঘটিকা
অতীত। বিবেচনা করুন—"

"অ্যাঁ, অ্যাঁ? এই দীর্ঘকাল অচেতন? ভাল, আপনি এ সংবাদ এতক্ষণ
প্রদান করেন নাই কেন? বৃথা বৃথা মহামূল্য সময় নষ্ট করিলেন কি জন্যই?"
"তাহার কারণ ছিল।—সমস্ত শরীরে বেদনা, মস্তক তুলিবার ক্ষমতা নাই,
উঠিলে ঢলিয়া পড়ি। স্খলিতপদে বহুকষ্টে শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলাম।
বেলা অধিক হইয়াছে, শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হই নাই দেখিয়া, কারণ
জানিবার নিমিত্ত একজন ভৃত্য গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। একজন
হকিম আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে আদেশ প্রদান করিলাম।
সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার লেবির সাক্ষাৎ পাওয়াতে ভৃত্য তাঁহাকেই সঙ্গে করিয়া
আমার নিকট লইয়া আসিল। ডাক্তার সাহেব সমস্ত শরীর পরীক্ষা করিয়া
কহিলেন, 'কোন বিষাক্ত দ্রব্যের আঘ্রাণে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকিবে।
তা তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি এখনই ঔষধ প্রদান করিতেছি,
সেবন করিলে অতি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। তবে দিন-
মানে বাটীর বাহিরে যাইবেন না, রৌদ্র লাগিলে অসুখ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হইবে।' এই কথা বলিয়া শুভ্রবর্ণের এক প্রকার চূর্ণ প্রদানপূর্ব্বক দুই দুই
ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা পরিমাণ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।
তাঁহারই আজ্ঞামত দিনমানে বাটীর বাহির হইতে পারি নাই। ব্যাপারটী
নাকি অতিশয় গুরুতর, সেই নিমিত্ত পত্রের দ্বারা অথবা লোকের দ্বারা
মহাশয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করি নাই।

সুতরাং অগত্যাই দিনমানে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে মহাশয়ের সৎপরামর্শ কি? কিরূপে পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই? রঞ্জনলাল যে অদ্যাপিও জীবিত, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।”

“হাঁ, আমারও তাহাই বিশ্বাস। গত রজনীর সে সমস্ত কাণ্ড স্বপ্ন নহে, সমস্তই প্রকৃত ঘটনা।” এই কথা বলিয়া বিমলচাঁদ গত রজনীর সেই সমস্ত ঘটনা একেএকে বিজ্ঞাপন করিলেন।

আদ্যোপান্ত মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পাথোয়াজী মহাশয় কহিলেন, “রঞ্জনলাল নিশ্চয়ই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। বৈরনির্যাতনার্থই যে গত রজনীতে আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে আর সংশয়মাত্রও থাকিতেছে না।”

“নির্যাতন?—কিসের নির্যাতন?—প্রাণনাশ? তাহা ত সহজেই করিতে পারিত।—নির্জ্জনে আমাদিগের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, তবে সে কার্য্য করিতে বিরত হইল কেন? ভয় প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবার কারণ কি?”

“তাহা সেই বলিতে পারে।” পাথোয়াজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “তাহা সেই বলিতে পারে। তাহার মনের কথা কিরূপে অনুমান করিব? হয় ত ধৃত হইবার আশঙ্কায় সে কার্য্যে সাহস করে নাই,—ভৃত্যেরা আগমন করিতেছে ভাবিয়া হয় ত ভয়ক্রমেই পলায়ন করিয়া থাকিবে। তাহার অভিপ্রায় কি, কি কারণে যে গত রজনীতে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই, তাহা আমি কিরূপে অনুমান করিব? কিন্তু তাহার যে কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল, তাহাতে আর তিলমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না।”

অন্যমনস্কভাবে বিমলচাঁদ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, “তাই ত, তবে চরেরা নিশ্চয়ই প্রবঞ্চনা করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, তাহাকে ধৃত করিবার উপায় কি। পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিলে পিতার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। আর সেই সঙ্গে আমাকেও অপদস্থ হইতে হইবে;—নবাব সরকারে সে কথা প্রকাশ হইলে বহুক্ষণের নিমিত্ত স্কন্ধে আর মস্তক থাকিবে

... কিন্তু কিরূপে তাহাকে ধৃত করি ?—কোথায় তাহার নিবাস ? কাহার দ্বারা সে বিষয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হই ? এই কথা বলিয়া কিছুক্ষণের জন্য চিন্তামগ্ন হইলেন।

সোৎসুকে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "মহাশয়। একবার ওসমান আলির সহিত পরামর্শ করিলে ভাল হয় না ?—ব্যক্তিটা অতিশয় বুদ্ধিমান, অতিশয় সুপণ্ডিত, এবং অতিশয়ই সুচতুর। সে ব্যক্তিকে এ বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে, একটা না একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারে। আপনি কি বলেন ?"

"উত্তম কল্প।—সুপরামর্শ বটে।" বিষণচাঁদ এই কথা বলিয়া একজন ভৃত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক ওসমান আলিকে আনিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্য বিদায় হইল। একদণ্ড পরে ওসমান আলি গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ওসমান। সে সমস্তই সত্য। স্বপ্ন নহে, সমস্তই প্রকৃত ঘটনা।"

প্রভুর ইঙ্গিতে শয্যার একপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক ওসমান আলি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু। কোন ঘটনা ? গত রজনীর সেই কথা ?"

"হাঁ, তাহাই।—মহানুভব পাথোজীও তাহাকে দর্শন করিয়াছেন।—পাপিষ্ঠ রঞ্জনলাল অদ্যাপি জীবিত।"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে ওসমান আলি কহিলেন, "সেকি প্রভু ? সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তবে আবার—"

বাধা দিয়া পাথোজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "না, না, কিছুই হয় নাই।—কৌশলে মৃত্যু রটনা করিয়া কারামুক্ত হইয়াছে। আমি স্বয়ংই তাহাকে দর্শন করিয়াছি।—মৃত্যুসংবাদ সমস্তই অলীক।"

বিনম্রভাবে ওসমান আলি কহিলেন, "আজ্ঞা, আপনারা ত বিশেষরূপেই অবগত করিয়াছিলেন,—অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত শৃগালকুক্কুরের পাকস্থলীতে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন আবার—"

পাথোজী পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "না, না, সর্ব্বৈব মিথ্যা।—সে অদ্যাপিও জীবিত। আমি তাহার বিকৃত অবয়ব স্বচক্ষে দর্শন ও তাহার

পরিচিত স্বর স্বকর্ণেই শ্রবণ করিয়াছি। সে অদ্যাপিও জীবিত!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া গত রজনীর সমস্ত ঘটনা ওসমান আলির নিকট আনুপূর্ব্বিক পরিব্যক্ত করিলেন।

মনোযোগ সহকারে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া শিবচাঁদকে সম্বোধনপূর্ব্বক ওসমান আলি কহিলেন, "কিন্তু প্রভু, আপনার গৃহে কিরূপে প্রবেশ করিল? বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী, বিশেষতঃ গত রজনীতে আমি স্বয়ং আপনার শয়নকক্ষের সন্নিকটস্থ গৃহে অবস্থান করিতেছিলাম, তবে কোন্ পথে কিরূপে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইল?"

কিয়ৎকাল চিন্তার পর শিবচাঁদ বলিলেন, "আমি অনুমান করি, তোমার অনুপস্থিতিকালে সে নরাধম আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, আর তোমার আগমন করিবার পূর্ব্বেই সে ব্যক্তি পলায়নপর হইয়া থাকিবে। কেমন? তোমার বিবেচনায় কি হয়?"

"আজ্ঞা হাঁ সম্ভবপর বটে। কিন্তু তথাপি—"

"তথাপি আবার কি?"

"আজ্ঞা, পাথোজী মহাশয় কি স্বপ্ন দর্শন করেন নাই?"

উত্তেজিতস্বরে সওদাগর পাথোজী বলিয়া উঠিলেন, "স্বপ্ন? বিলক্ষণ! স্বপ্নে কি কখনও লোককে শয্যা হইতে শয্যান্তরে লইয়া যাইতে পারে? বিলক্ষণ!"

পাথোজীর কৌতুক-উদ্দীপক মূর্ত্তি দর্শনে ওসমান আলি বহুকষ্টে হাস্য সম্বরণপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আজ্ঞা তাহার আর বিচিত্র কি? স্বপ্নে সকলই ঘটিতে পারে। স্বপ্নে, মনুষ্য আপন গলে ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে,—স্বপ্নে, ভিক্ষুক রাজ্যলাভ করিয়া মহানন্দে দিনযামিনী অতিবাহিত করে,—স্বপ্নে, ক্ষুধাতুর ব্যক্তি নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আহার করিয়া থাকে, অথচ কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হয় ত আপনার পক্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকিবে,—স্বপ্নাবেশে হয় ত আপনি শয্যা হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া থাকিবেন!'

"ভাল, তাহা যেন হইল।" অধিক উত্তেজিতস্বরে অধিক উত্তেজিতভাবে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "ভাল, তাহা যেন হইল, কিন্তু সেই মূর্ত্তি দর্শন,

[illegible] সেই তাড়নাবাক্য শ্রবণ, অবশেষে ঔষধ প্রয়োগে অচেতন করিয়া [illegible]; এ সমস্তই কি স্বপ্ন? ভাল, তাহাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু [illegible] গাত্রভার, শিরঃপীড়া, হস্তপদাদির অবসন্নতা, এ সমস্তই কি স্বপ্নের [illegible]? তুমি বল কি ওসমান?"

ওসমান আলি কহিলেন, "আজ্ঞা না আমি স্বপ্ন বলিতেছি না। আমি কেবল তর্কবিতর্ক করিতেছি মাত্র।"

"না ওসমান।" বিষণচাঁদ কহিলেন, "না ওসমান! এখন আর স্বপ্ন বলিয়া অনুমান হয় না। নিশ্চয়ই গঞ্জনলাল [illegible] আছে। তাহাকে ধৃত করিতেই হইবে,—তাহাকে দণ্ডিত [illegible] —[illegible]। শান্তিরক্ষার নিমিত্ত প্রায় দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা প্রতি বৎসরেই আমি সরকার হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পাপিষ্ঠকে চূর্ণীকৃত করিবার জন্য সেই সমস্তই আমি ব্যয় করিতে স্বীকৃত আছি। কেমন, বুঝিলে ত? তাহাকে ধৃত করিতে হইবেই হইবে।"

বিদ্যুৎগতিতে ভীষণ কটাক্ষপাত করিয়া ওসমান আলি কহিলেন, "প্রভু! সামান্য শত্রু শাসনের নিমিত্ত দ্বাদশলক্ষমুদ্রা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? সামান্য উপায়েই তাহাকে করতলস্থ করিতে সমর্থ হইব। কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে? আমি জীবিত থাকিতে সে [illegible] আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, করুক। কিন্তু কোথায় পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিবে? এক সাক্ষাৎ কৃতান্ত ভিন্ন কেহই তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে সাহসী হইবে না। যেখানে থাকুক, আপনার ক্রোধাগ্নি হইতে কিছুতেই তাহার অব্যাহতি নাই। দেশ বিদেশ, আপন অধিকার অথবা অপর কোন অধিকারে, যেখানেই থাকুক, [illegible] কৃপাণ তাহার [illegible] কোন স্থান স্পর্শ করিবেই করিবে। প্রভু! চিন্তা করিবেন না, সহজেই তাহাকে হস্তগত করিতে পারিব।"

ওসমান আলির এই সদর্প বক্তৃতা শ্রবণে মহারাজ বিষণচাঁদ আহ্লাদে আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "ওসমান! তুমি আমার একজন প্রধান সহায়। তোমার বাহুবল চিরকাল অটুট ও অক্ষয় হইয়া থাকুক।"

ওসমান আলি অবনত মস্তকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন

"প্রভু! আপনার কৃপায় কতশত প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু দমনে সমর্থ হইয়াছি, ক্ষুদ্র প্রাণী রঞ্জনলালকে করায়ত্ত করিব, তাহা আর বিচিত্র কথা কি?"

"সাধু ওসমান! সাধু! তুমি যে একজন বিচক্ষণ লোক, তাহা আমার বিলক্ষণই জানা আছে। নারকী রঞ্জনলাল তোমা হইতেই ধৃত হইবে। তোমার কলকৌশলের নিকট দুর্ব্বৃত্ত কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। কেমন ওসমান! আমার অনুমান যথার্থ কি না?"

"আজ্ঞা, হাঁ প্রভু, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। দর্শন পাইলেই তাহার একশেষ করিয়া ফেলিব। কিন্তু প্রভু, একটী বিষয় আপনাকে বিজ্ঞাপন করি। রঞ্জনের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাকে নানামত কলকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, তা ত বলক্রমে কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিবার আবশ্যক হইবে, হয় ত কোন কোন এলাকার জমাদার বা দারোগার সাহায্য—"

"বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, কোনরূপ বিশেষ ক্ষমতাপত্রের আবশ্যক। অপেক্ষা কর, এখনই প্রদান করিতেছি।" এই কথা বলিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ স্বহস্তে একখানি বিশেষ ক্ষমতাপত্র লিপিবদ্ধ করিয়া ওসমান খালির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "সিলমোহরের পেটি-কাটী আনয়ন কর, মোহরাঙ্কিত করিয়া দিই। কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তুমি তদন্ত করিতে বহির্গত হইও। দেখিও, যেন কালবিলম্ব না হয়,—ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইও না;—আগামী বৎসরের দ্বাদশলক্ষ মুদ্রাই তোমার হস্তে সংন্যস্ত করিলাম। সামান্য সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, তাহাও তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে বিজ্ঞাপন করিও—বুঝিলে ত? যেরূপেই হউক, দুর্ব্বৃত্তকে পদদলিত করা অতিশয়ই আবশ্যক হইতেছে।"

"যে আজ্ঞা প্রভু, তবে কিছুদিনের নিমিত্ত অবসর—"

"অবসর?" বাধা দানে মহারাজ বিষণচাঁদ কহিলেন, "অবসর? কতদিনের নিমিত্ত?"

"আজ্ঞা প্রভু, অন্ততঃ এক পক্ষ—"

"এক পক্ষ?—আমি তোমাকে চারিমাসকাল অবসর প্রদান করিলাম।—প্রথমে "ভীমগড়" তদন্ত করিও।—নরাধম কি কৌশলে পলায়ন করিয়াছে,

কারাধ্যক্ষ অথবা অপর কোন লোকের সহিত যোগাযোগ ছিল কি না,—পর্ব্বতগুহায় নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে, অথবা পরে, তাহার কোন আত্মীয় লোক সে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়াছিল কি না,—এ সংবাদ এবং অপরাপর সামান্য বিষয়েরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তদন্ত করিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করিও না।—সিল মোহরের পেটিকাটী আনয়ন কর।”

আজ্ঞামত পেটিকা আনয়নপূর্ব্বক ওসমান আলি মহারাজ বিষণচাঁদের সম্মুখে সংস্থাপন করিলেন। আবরণ উন্মুক্ত হইলে একখানি সুবৃহৎ পত্র মহারাজ বাহাদুরের নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি সচিন্তিতভাবে ওসমান আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি? এ পত্র এখানে কিরূপে আসিল?—দেখিতেছি, সরকারী পত্র, এ পত্র কিরূপে পেটিকামধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল? তুমি কি ভুলক্রমে এখানা ইহার মধ্যে রাখিয়াছিলে?”

ওসমান আলি কহিলেন, “আজ্ঞা না প্রভু, আমি রাখি নাই। ভ্রান্তিক্রমে অথবা ব্যস্ততাপ্রযুক্ত প্রভুই হয় ত রাখিয়া থাকিবেন, এখন হয় ত আপনার স্মরণ হইতেছে না।”

“হইতে পারে” বিষণচাঁদ কহিলেন, “হইতে পারে, কিন্তু পত্রখানি যে আবদ্ধ রহিয়াছে, তবে কি উন্মুক্ত করিতেও সময় পাই নাই?—দেখি, কিসের পত্র?” এই কথা বলিয়া পত্রখানি উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক পংক্তিমাত্র পাঠ করিতেই তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল, উভয় চক্ষু ললাটে যুক্ত সমুত্থিত,—সমস্ত শরীর সতত প্রকম্পমান,—ললাটের প্রতি শিরা নীলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া মুহুর্মুহু স্ফীত হইতে লাগিল।—এইভাব দর্শনে সওদাগর শাখোজী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পত্রে কি কোন প্রকার অমঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন?—রাজসংক্রান্ত কি কোনরূপ কুসংবাদ—”

মহারাজ বাহাদুর চীৎকারস্বরে উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, “না, রাজ্যসংক্রান্ত নহে, আমাদেরই ঘটনাসম্বন্ধের কথা!—পাঠ করুন! ওসমান মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর!” এই কথা বলিয়া কম্পিত হস্তে পত্রখানি শাখোজীর প্রসারিত করে সমর্পণ করিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিলঃ-

"স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত যাহাকে তুই ভীমগড়ে বন্দীভাবে রাখিয়াছিল, আমি সেই!—যাহার চাল চলনের উপর দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিলি, আমি সেই।—যাহার অপঘাত মৃত্যু শ্রবণে মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিলি, আমি সেই।—যাহার দেহ কুক্কুরশৃগালে ভক্ষণ করিয়াছে শ্রবণে নিশ্চিন্তভাবে কালাতিপাত করিতেছিস্, আমি সেই!—অস্ত্রাঘাত ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি অন্যায় উপায়ে আমি তোর প্রাণ নাশ করিব না, সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে কবে তোরে বিধ্বংস করিতে পারিতাম, সে ইচ্ছা নাই।—বিনা অপরাধে তুই আমারে যেমন নানামতে যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলি, আমিও সেইরূপ তোরে নরকযন্ত্রণা উপভোগ করাইব। স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া তুই যেমন আমারে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলি, আশার ছলনে তুইও সেইরূপ আশ্বাসিত হইয়া আপনার অতি বিশ্বাসী লোকের দ্বারাই প্রতারিত হইবি।—প্রস্তুত হইয়া থাক্, প্রায়শ্চিত্তের সময় সমুপস্থিত!—নৃশংস, নারকী নরহত্যাকারি। সময় উপস্থিত, প্রতিফল উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাক্।—প্রায় প্রতি দিবসই আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি, কিন্তু তুই আমাকে কিছুতেই দর্শন করিতে পাইবি না। যেরূপ উপায়ই অবলম্বন কর, কিন্তু কিছুতেই আমার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইবি না। তোর প্রতি কৌশল, প্রতি পরামর্শ, আর প্রতি কাণ্ডই আমি তৎক্ষণাৎ শ্রবণ, দর্শন ও অনুমান করিয়া লইতেছি। তোর ষড়যন্ত্রে আমি যেমন নিদারুণ কারাবাসযন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিয়াছি, সেই কষ্টের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমিও তোর প্রতি অস্থি, প্রতি শিরা, প্রতি মজ্জা, প্রতি রক্তবিন্দু, প্রতিহিংসাবহ্নিতে বিদগ্ধ করিয়া ফেলিবই ফেলিব, এ প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ়, দুর্লঙ্ঘ্য, পর্ব্বত অপেক্ষাও অটল।"

"রঞ্জনলাল।"

পত্র পাঠ করিতে করিতে পাথোজীর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ, নয়ন নিমেষশূন্য, বক্ষঃস্থল প্রকম্পিত। লিপিখানির প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক অক্ষর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উত্তপ্ত শোণিত সমস্ত শরীরে দ্রুততরবেগে সঞ্চালিত। আপাদমস্তক সবেগে প্রকম্পমান। বাক্যস্ফূর্ত্তি

হলে মজুম চীৎকার করিয়া কহিলেন, "উঃ। কি ভয়ঙ্কর। কি মর্ম্মভেদী, — না,—
প্রতিজ্ঞা!"

নবাবজ বাহাদুর বাতুলের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "ওসমান। কি হইবে?
... কে কিরূপে বিদলিত করি? নবাধম যথার্থই আমার সঙ্গে সঙ্গে
... করিতেছে, কিরূপে তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই? মথুরনচাঁদ মহাশয়ের
সমস্ত ব্যাপারই সে ব্যক্তি সুপরিজ্ঞাত। ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া নবাধম যদি
তাঁহার নামে রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত করে, তাহা হইলে কিছুতেই
... নিস্তার থাকিবে না। ওসমান। দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা। রঞ্জনের ছিন্ন
... কের মূল্য দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা। কেমন ওসমান। মনোমত হইয়াছে ত?"

ক্ষুব্ধস্বরে ওসমান আলি কহিলেন, "পারিতোষিক? এ কিরূপ আজ্ঞা
করিতেছেন? আমি আপনার একজন চিহ্নিত দাস। আমাকে পারিতোষিক
প্রদান করিবেন কেন?—প্রভুর অনুজ্ঞানতে যে সমস্ত কার্য্যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে
বিনিযুক্ত হইয়াছিলাম, তৎসমস্ত সম্পাদন করিয়া প্রভুর নিকট হইতে কি—"

বাধা দানে স্তোকবাক্যে বিষণচাঁদ কহিলেন, "না, তোমার নিমিত্ত
নহে;—তোমার প্রকৃতি আমার সবিশেষই জানা আছে। পারিতোষিক
গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং নবাব সরকারে সে কথা উল্লেখ করিতেও
তোমার বারবার নিষেধ। মানসম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হওয়া তোমার
অভিপ্রেত নহে। প্রভুকে সন্তুষ্ট করাই তোমার জীবনের একমাত্র সার ব্রত,—
তাহা আমি বিলক্ষণরূপ অবগত আছি। তবে পারিতোষিকের কথা উল্লেখ
করিবার কারণ এই, যে কেহ হউক না কেন নবাধম রঞ্জনলালের ছিন্ন
মস্তক দর্শন করাইতে পারিলে, তাহাকেই আমি দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক
স্বরূপ প্রদান করিব। কেমন ওসমান। বুঝিয়াছ ত?"

"আজ্ঞা, তাহার জন্য চিন্তা কি? কোথায় সে ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিবে?
সমুদ্রে প্রবেশ করিলে আপনার রোষ বাড়বানলরূপে পরিণত হইয়া তথায়
তাহারে দাহন করিতে থাকিবে। গহন কাননের আশ্রয় গ্রহণ করিলে
আপনার ক্রোধ দাবাগ্নিরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া তথায় তাহারে ভস্মীভূত করিয়া
ফেলিবে। তিমিরপ্রসবিণী রজনীদেবীও তাঁহার সেই মসীময় বসনাবরণে

খনই তাহারে লুক্কায়িত রাখিতে পারিবেন না। মহারাজ বিষণ ক্রোধিত হইলে কাহার সাধ্য গুর্জ্জর নগরে অবস্থান করে? স্বয়ং দিল্লীশ্বরও প্রকম্পিত হইয়া উঠেন, সামান্য রঞ্জনলাল কোন্ কীটানুকীট?"

"সে কথা যথার্থ।" পাথোজী বলিয়া উঠিলেন, "সে কথা যথার্থ। তুমি প্রতি নগর, প্রতি পল্লী, প্রতি বাটী, প্রতি গৃহেই অনুসন্ধান লইও। যাঁহারই নাম রঞ্জনলাল, তাহাকেই তুমি ধৃত করিও,—শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, কাহাকেই পরিত্যাগ করিও না। সন্দেহ হইলেই তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিও। তুমি অতি বিচক্ষণ, তোমাকে আর অধিক করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।"

পাথোজীর কথায় ঔদাস্য ভাব প্রকাশে মহানুভব ওসমান আলি কহিলেন, "প্রভু! বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু আমি অনুমান করি, হয় ত কোন দুষ্ট লোক আপনাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এরূপ ভীষণ পত্র—"

"না ওসমান! দুষ্ট লোক নয়, সেই নারকী রঞ্জনলালেরই হস্তাক্ষর! মহাজনপটীর দাতাজীর দ্বারা একখানা আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার হস্তাক্ষর আমার জানাশুনা আছে। তুমি ভ্রমে পতিত হইও না, রঞ্জনলাল অদ্যাপিও জীবিত।"

"যদি তাহাই হয়, তবে সে নিমিত্তই বা চিন্তার বিষয় কি? সহজেই সে ব্যক্তিকে ধৃত করা যাইতে পারিবে। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকুন, অনায়াসেই তাহারে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইব।"

আশ্বস্তচিত্তে মহারাজ বিষণচাঁদ ক্ষমতাপত্রখানি মোহরাঙ্কিত করিয়া দিলেন। সহসা কোন কথা স্মরণ হওয়াতে পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, "পিতাকে সাবধান করিয়া দিবার উপায় কি? অনঙ্গের চেষ্টায় দুরাত্মা যখন ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, তখন পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবেই পরিকর্ত্তব্য।" এই বলিয়া বিদ্রুতহস্তে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। কিছু অধিক পরিমাণে মসী সিক্ত হওয়াতে শোষকপত্র সম্পেষণে তাহা পরিশুষ্ক করণানন্তর ওসমান আলিকে পুনরায় কহিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনধামে পিতার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তুমি একজন ভৃত্যকে আহ্বান কর।"

যথাসময়ে ভৃত্য আসিয়া সমুপস্থিত। পত্রখানি তাহার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক মহারাজ বাহাদুর গম্ভীরভাবে আজ্ঞা করিলেন, "বড়ই প্রয়োজনীয় পত্র, অদ্য রাত্রেই একজন বিশ্বাসী সওয়ারের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনধামে রওয়ানা করিয়া দাও।"

ভৃত্য বিদায় হইয়া যাইল। অন্যমনস্কভাবে শোষকপত্রখানি গ্রহণপূর্ব্বক ওসমান আলি তাহা ধীরে ধীরে কুঞ্চিত করিতে লাগিলেন। দুই এক পাত্র মদিরা পান করিয়া পাথোজী মহাশয় ওসমান আলির সহিত কিঞ্চিৎ পরে তথা হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সম্পূর্ণ।